বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

# শয়তানের আখড়া

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

# শয়তানের আখড়া

## কাজী মায়মুর হোসেন

শান্তিপ্রিয় মানুষ জন ব্র্যাডলি। গোল্ড টাউনে চলেছে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে। ঘোড়া কেনা নিয়ে আস্তাবলের মালিকের সঙ্গে বিরোধ হলো ওর। পরিণতি: প্রচণ্ড মার খেল ব্র্যাডলি ভয়াবহ এক অপরাধী সংগঠনের সদস্যের হাতে। মারাই যেত, বাঁচল এক মাইনারের দয়ায়। কিন্তু খুন হয়ে গেল সেই মাইনার। ব্র্যাডলিকে ফিরিয়ে দিল তার প্রেমিকা। রিং নামের সংগঠনের ভয়ে তটস্থ সবাই। ব্র্যাডলি সিদ্ধান্ত নিল রিঙের শেষ দেখে ছাড়বে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী **শুভেচ্ছা**

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

# শয়তানের আখড়া

কাজী মায়মুর হোসেন

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8195-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০

SHAYTANER AKHDA
A Western Novel
By Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

একচল্লিশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

# শয়তানের আখড়া

# ওয়েস্টার্ন

# শয়তানের আখড়া

## কাজী মায়মুর হোসেন


**SCAN & EDITED BY:**

**BOIGHAR**

**FACEBOOK:**

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

**WEBSITE**

**WWW.BOIGHAR.COM**

## সেবা প্রকাশনীর
### আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

**কাজি মাহবুব হোসেন:** আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

**আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

**আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক; শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

**কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

---

**বিক্রয়ের শর্ত:** এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

# এক

রাতটা নির্ঝঞ্ঝাট কাটল না। হোটেলের মালিক ঘরের জানালা তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে কেউ ওপথে ঢুকতে না পারে। ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গরম আর বন্ধ বাতাসের সোঁদা গন্ধ। রাতে রাস্তার ওপারের সেলুন থেকে বেরিয়ে গলা চড়িয়ে ঝগড়া করেছে একদল মাতাল। তাদেরই একজন এলোপাতাড়ি গুলি করেছে। একটা গুলি জানালার তক্তা ভেদ করে ছাদে গিয়ে লেগেছে। জন ব্র্যাডলির বিছানার পায়ের কাছে ছাদ থেকে খসে পড়েছে প্লাস্টার। এসব ঝক্কি শেষ হবার পর ঘুমিয়েছে জন। গোলাগুলির কারণে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। ও আছে গেটিসবার্গে। সার্জন ওর ওপর ঝুঁকে। অপারেশন করছে। সার্জনের ছুরি উরুর মাংসের ভেতর খোঁচাচ্ছে। আরও গেঁথে যাচ্ছে। মোচড় মারছে ইস্পাতের ফলা। ব্যথায় চেঁচাচ্ছে জন। মাত্রা ছাড়া ব্যথার কারণে ঘুম ভেঙে গেল। ওর সারা শরীর ঠাণ্ডা ঘামে জবজব করছে। জানালার তক্তার ফাঁক দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছে এক চিলতে রোদ। সকাল হয়ে গেছে।

হৃৎস্পন্দন কমে আসা পর্যন্ত পায়ের কাছে পড়ে থাকা প্লাস্টারের দিকে চেয়ে রইল ব্র্যাডলি। রাস্তা দিয়ে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে যাচ্ছে একটা ওয়্যাগন। সমস্ত মনোযোগ একীভূত করে আওয়াজটা শুনল জন। আহতদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না সেটা ওর বিশ্বাস হতে চাইল না। আস্তে আস্তে মনে পড়ল কোথায় আছে। হাসল জন। গৃহযুদ্ধ এখন তিনটি হাজার মাইল দূরে। ওকে আর স্পর্শ করতে পারবে না ওই নোংরা লড়াই। ভাবতেও ভাল লাগছে, শিগ্‌গিরই অ্যানির সঙ্গে দেখা হবে।

ওয়াশস্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল জন, কাপড় পরে নিচে নামল। হালকা-পাতলা কিন্তু শক্ত গড়নের মানুষ সে। কপালে একটা কাটা চিহ্ন আছে। ভ্রূ থেকে শুরু করে চুলের গোড়া পর্যন্ত।

ওটার জন্যে চেহারাটা আরও পুরুষালী আর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কালো চোখ দুটোর প্রশান্ত গভীরতা যে কাউকে দ্বিতীয়বার তাকাতে বাধ্য করে।

হোটেলের ডাইনিং রুমে টেবিলে বসে পকেট থেকে একটা চামড়ার ছোট কেস বের করল। ভেতরে একটা মেয়ের ছবি আছে। বয় আসার আগ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখল ও, তারপর নাস্তার অর্ডার দিল। কেসটা রেখে দিল বুক পকেটে। অ্যানি দিয়েছিল ওকে ছবিটা। সঙ্গে সুন্দর হাতের লেখায় ছোট্ট একটা চিঠিও আছে। চিঠির শেষে লেখা: ভালবাসি, জন।

নাস্তা খেল ও চুপচাপ। খিদে নেই বললেই চলে। ইউনিয়ন আর্মির সার্জন ওকে বলেছিল খিদে লাগুক বা না লাগুক খেতে হবে ওকে। ভাল খাবার, বিশ্রাম আর সমুদ্র ভ্রমণ ওর লাং ফিভার সারাতে কাজে দেবে। আহত হওয়ার পর জ্বরটা পেয়ে বসেছিল ওকে। এখন অবশ্য নেই। সেরে গেছে।

নাস্তা শেষ হতেই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল জন। প্রথমেই দরকার একটা বাহন। কম পয়সায় পেলে ভাল হয়। একটা খচ্চর হলেও চলবে। তারপরই অ্যানি আর ওর বাবার কথা মনে এলো ওর। ওরা ভাল ঘোড়ার সমঝদার মানুষ। ওদের সামনে খচ্চর নিয়ে হাজির হলে ইজ্জত থাকবে না। পৌরুষে আঘাত লাগল জনের। না, খচ্চর হলে চলবে না। গতকাল বিকেলে যে চেস্টনাট স্ট্যালিয়নটা দেখেছে সেটা হলে...

ঘরে ফিরে কার্পেট ব্যাগ সংগ্রহ করে বিল মিটিয়ে হোটেল ছাড়ল জন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে রওনা হলো স্টেবলের দিকে। দু'ব্লক পরে স্টেবল। দু'পাল্লার চওড়া দরজাটা খোলা। ভেতর থেকে খড় আর ঘোড়ার গায়ের গন্ধ আসছে। গন্ধটা ওকে বাড়ির কথা মনে পড়িয়ে দিল। মনে হলো এক পলক চোখ বন্ধ করে আবার তাকালে হয়তো আইডাহোর খয়েরী রুক্ষ পাহাড়ের বদলে পুব কেন্টাকির সবুজ টিলা দেখবে। ওই সবুজের মায়াময় পরিবেশেই ওর জন্ম।

খালি একটা বালতি হাতে একটা স্টল থেকে বেরিয়ে এলো গাট্টাগোট্টা নিগ্রো লোকটা।

'বয়!' ডাক দিল জন।

'ইয়েস, স্যার?' বাকেট নামিয়ে এগিয়ে এলো নিগ্রো। 'কিছু চাই, মিস্টার?'

'কালকে যে চেস্টনাট স্ট্যালিয়নটা নিয়ে স্টেবলে ঢুকলে ওটা কার?'

'হকিন্স নামের এক লোকের।'

'বিক্রি করবে সে ঘোড়াটা?'

'এক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করছে। কিন্তু কেউ তার চাহিদা মতো দাম দিতে রাজি না। তবে আমার মনে হয় এখন ওটা আর বিক্রির জন্যে নেই।'

'কেন?'

'আসলে...' অস্বস্তি বোধ করছে নিগ্রো, চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। 'আসলে আমি এখানে কাজ করি মাত্র। স্ট্যালিয়নটা চাইলে এড ফ্লাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে। সে আমার মনিব।'

কয়েক স্টল পরে একটা ফীড ট্রাফ থেকে মুখ তুলল একটা ঘোড়া। নিচু করে শিস বাজাল ব্র্যাডলি। চোখে সতর্কতা আর প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাল স্ট্যালিয়নটা। নিগ্রো চেষ্টা করছে তার বস্ আর হকিন্সের জটিল সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে, কিন্তু সেদিকে জনের খেয়াল নেই। স্ট্যালিয়নের স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। বুদ্ধিমান লোক জন। 'প্রথম দেখায় প্রেম' কথাটা ও মন থেকে বিশ্বাস করে না। নারী-পুরুষের বেলায় প্রথম দেখায় প্রেম বলে কিছু নেই। কিন্তু ঘোড়া আর মালিকের মধ্যে প্রথম দেখায় প্রেম আর বন্ধুত্ব হয়ে যেতে পারে। তাই হয়েছে এখন।

স্ট্যালিয়নের বাদামী চামড়া সিল্কের মতো রেশমি। চোখ দুটো বড় বড় আর উজ্জ্বল। একবারও জনের মুখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না ঘোড়াটা। নিচু স্বরে কথা বলছে জন। আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে এলো স্ট্যালিয়ন। মুখ বাড়িয়ে ওর কোটের ঘ্রাণ নিল।

চুপ করে গেছে নিগ্রো। সাদা দাঁত বের করে আন্তরিক হাসছে। স্ট্যালিয়ন আর জনের ভেতর নতুন গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব বুঝতে পারছে। 'দারুণ একটা জন্তু, মিস্টার,' মন্তব্য করল নিগ্রো।

মাথা দোলাল জন। কোন সন্দেহ নেই তাতে। শরীরের গড়ন

দেখেই বোঝা যাচ্ছে স্ট্যালিয়নের জন্ম কেন্টাকিতে। জন্মেছেই যেন দৌড়ানোর জন্যে। ওটার ঘাড়ে আলতো চাপড় দিল জন। জবাবে ওর কোটে নাক দিয়ে গুঁতো দিল ঘোড়াটা।

'কি বলছিলে? এড ফ্লাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। সে স্ট্যালিয়নটাকে রেসে নামাবে ঠিক করেছে। প্রচুর টাকা ঢালবে ওই স্ট্যালিয়নে।'

'কোথায় পাওয়া যাবে এড ফ্লাইকে?'

'স্টেবলের পেছনে তার অফিসে আছে।'

'ডেকে নিয়ে এসো।'

নিগ্রো চলে যেতেই মনটা ওর কেন্টাকিতে ফিরে গেল। কৈশোর আর প্রথম যৌবন ওখানে কেটেছে ওর। প্রথম ঘোড়াও ওখানেই পেয়েছে ও। সবুজ টিলায় ঘুরে বেড়ানো আর অ্যানির সঙ্গে খুনসুটি–সব মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে কেন্টাকিতে। অথচ এখন সেখানে ফিরতে পারবে না ও। যুদ্ধ শেষ হবার আগে ফিরলে মরতে হবে। যুদ্ধ শেষ হবার কোন আলামত নেই। কবে এই বৃথা রক্তপাত বন্ধ হবে কে বলতে পারে!

'আমি এড় ফ্লাই,' অন্যমনস্ক ব্র্যাডলিকে চমকে দিয়ে বলল লোকটা। 'আমাকে খুঁজছিলে?'

লিভারি স্টেবলের মালিকের শুয়োরের মতো কুতকুতে চোখ দুটোর নিচে মাংসের টোপলা ঝুলছে। কতদিন গোসল করে না ঈশ্বর জানেন! গা দিয়ে ঘামের উৎকট গন্ধ আসছে। তার নিগ্রো চাকর যেভাবে সটকে পড়ল তাতে বোঝা যায় লোকটা সে অত্যাচারী।

স্ট্যালিয়নের নাকে আলতো করে হাত বুলাল ব্র্যাডলি। 'শুনলাম এই ঘোড়াটা বিক্রি হবে।'

'ভুল শুনেছ। এটা বিক্রি হবে না।'

'মালিক কে! তুমি?'

ঘোড়াটাকে একপলক দেখল লোকটা। 'হ্যাঁ।'

পেছনে পায়ের শব্দ। স্টেবল মালিকের মুখটা কালো হয়ে গেল। ঘাড় ফেরাল ব্র্যাডলি। ওদের পাশে এসে থামল লোকটা। ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ও মালিক না। মিথ্যে বলছে।'

লোকটার শরীর ভেঙে গেছে। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্ট্যালিয়নটা চিঁহিঁ করে ডাক ছেড়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। মুখের বলিরেখাগুলো নরম হলো লোকটার। জন বুঝে গেল ঘোড়া ভালবাসে লোকটা।

'তুমিই হকিন্স?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ। আর এই ঘোড়াটা আসলে আমার।'

'বিক্রি করবে?'

লোকটার চেহারা থেকে কোমল ভাবটা বিদায় নিল। এক হাতে কপাল ডলল সে। আস্তে করে নড করে নিচু স্বরে বলল, 'আমি অসুস্থ মানুষ। মরার আগে পরিবারের সঙ্গে দেখা করে যেতে চাই। যাওয়ার ভাড়াটা দরকার আমার।'

'দাম কত চাইছ?'

'পাঁচশো ডলার। স্যাডল আর ব্রিডল সহ।'

পঞ্চাশ ডলারে চমৎকার ঘোড়া পাওয়া যায়। তিরিশ ডলার খচ্চরের জন্যে যথেষ্ট। হকিন্স যেরকম ব্যগ্র তাতে দরদাম করলে অর্ধেক দামে ছেড়ে দেবে। কিন্তু কোটের বোতাম খুলে মানি বেল্ট বের করল জন ব্র্যাডলি।

'তুমি ঘোড়া নিয়ে যেতে পারবে না,' হড়বড় করে বলল স্টেবল মালিক। 'স্ট্যালিয়নের বিল বাকি পড়ে আছে।' হকিন্সের দিকে তাকাল। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম। কালকের মধ্যে বিল পরিশোধ না করলে ঘোড়াটা আমি নিয়ে নেব। সময় পার হয়ে গেছে। টাকা দিতে পারোনি তুমি। স্ট্যালিয়নটা এখন আমার।'

একটা একটা করে বিশ ডলারের মুদ্রা হকিন্সের হাতে দিচ্ছে জন। জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা বাকি পড়েছে?'

'তাতে তোমার কী! ওই ঘোড়া আমার।'

রেগে উঠছে লোকটা। মুখ লাল হয়ে গেছে। স্ট্যালিয়নের হল্টার ধরার জন্যে হাত বাড়াল। মাথার দু'পাশে দু'কান সেঁটে গেল স্ট্যালিয়নটার, সামনের পা দুটো তুলে লাথি মেরে বসল ওটা ফ্লাইয়ের পেটে। বেশ জোরে লেগেছে। পেছনের একটা স্টলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। মাটিতে পড়ে আছে একটা কোদাল, ওটা তুলে নিয়ে

সিধে হলো সে, মাথার ওপর তুলল, এখনই বাড়ি মারবে স্ট্যালিয়নের মাথায়। তার হাতটা ধরে মুচড়ে দিল জন, হাত থেকে কোদাল কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। এদিকে ঘোড়াটাকে শান্ত করতে ব্যস্ত হকিন্স।

জনকে মারতে হাত ওঠাল ফ্লাই। ঘুসি মারার আগেই সামনে বাড়ল জন, দড়াম করে ঘুসি বসিয়ে দিল স্টেবল মালিকের মুখে। সামলে নেয়ার আগেই দ্বিতীয়বার মারল একই জায়গায়। তারপর লোকটার কলার ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা বাকি পড়েছে ঘোড়ার?'

'বিশ ডলার।'

মাটি থেকে মানি বেল্টটা তুলে নিয়ে একটা ডাবল ঈগল স্টেবল মালিকের হাতে দিয়ে হকিন্সের দিকে ফিরল জন। পুরো পাঁচশো ডলার গুনে দিয়ে নিগ্রোকে ডাকল যাতে স্যাডল আর ব্রিডল নিয়ে আসে।

স্ট্যালিয়নের স্যাডল ব্রিডল লাগানো হতে স্যাডলের পেছনে কার্পেট ব্যাগটা বাঁধল জন। স্টেবল থেকে ঘোড়াটাকে বের করে রাস্তায় নিয়ে এলো। ওর পাশে হাঁটছে হকিন্স। কিছুদূর নিশ্চুপ হেঁটে জনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

'আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ, মিস্টার। স্টেবলের মালিক লোকটা আমাকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল। এক সপ্তাহ আগে গোল্ড টাউন থেকে এসেছি। অসুস্থ ছিলাম। পকেটে একটা পয়সাও ছিল না। স্যান ফ্রান্সিসকো যাব কিভাবে সেকথা চিন্তা করে মাথা গরম। ওখানে আমার পরিবার আছে। ফ্লাই বলেছিল বিক্রি হওয়ার আগে পর্যন্ত হিরোকে ওর কাছে রাখতে পারি। বিক্রি হলে পরে সে-টাকা থেকে ওর বিল শোধ করে দিলেই চলবে। কিন্তু আসলে লোকটার মতলব অন্যরকম ছিল। শুরু থেকেই ঘোড়াটা কব্জা করার ধান্দায় ছিল লোকটা।'

'যতক্ষণ বিল পরিশোধ করা হচ্ছে ততক্ষণ ঘোড়ার ওপর আইনত কোন অধিকার জন্মাতে পারে না ওর,' বলল জন।

'আইন যাই বলুক, হিরোকে ও ঠিকই দখল করত। এই এলাকায় কিছু মানুষ আছে আইন যাদের স্পর্শ করতে ভয় পায়। আমার ধারণা রিঙের মদত আছে লোকটার পেছনে।' একটু থামল হকিন্স। হিরো নাক দিয়ে গুঁতো মেরেছে ওর কনুইয়ে। বিড়বিড় করে ঘোড়াটাকে

আদরের সুরে ডাকল হকিন্স। জনকে উদ্দেশ করে বলল, 'ভাল ভাবে রেখো ওকে, মিস্টার। খুবই ভাল ঘোড়া ও। হয়তো ভাবছ এমন একটা ঘোড়া আমার কাছে এলো কেমন করে?'

প্রশ্ন করল না জন ব্র্যাডলি। নিজে থেকেই বলে গেল লোকটা। সারা জীবন খালি ঠকেছে সে। একের পর এক ব্যর্থতা নস্যাত করে দিয়েছে ওর সমস্ত স্বপ্ন। উত্তর ক্যারোলিনা থেকে জীবন শুরু করে এই সুদূর পশ্চিমে এসেছে সে ভাগ্য পরিবর্তন করতে। পরিবর্তিত হয়নি ভাগ্য। টীমস্টার হিসেবে কাজ করেছে সে। ফার্ম করেছে। সোনার খোঁজে মাইনিংও বাদ দেয়নি। সংসার নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় গেছে ভাগ্য বদলাতে। ওখানে কপাল খোলেনি। তারপর চার বছর আগে যখন আইডাহোতে সোনার হিড়িক উঠল, এখানে ছুটে এসেছে সে। এখন ফিরে যাচ্ছে। বরাবরের মতোই নিঃস্ব এবং হতাশাগ্রস্ত।

'হিরোর যখন একদিন বয়স তখন ও আমার হাতে পড়ে,' বলল হকিন্স। 'ওয়ালা ওয়ালার পশ্চিমে একটা ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে দেখা হয় আমার। কেন্টাকির লোক ছিল তারা। যুদ্ধ শুরু হবার আঁচ পেয়ে ওরিগনে যাচ্ছিল। ভাল লোক সবাই, যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিল। হিরোর জন্ম দিয়েই মারা যায় ওর মা। ওই রুক্ষ ট্রেইলে নবজাতক হিরোকে দেখাশোনা করা ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওরা বিনে পয়সাতে হিরোকে দিয়ে দেয় আমার কাছে। আমি ওয়ালা ওয়ালায় নিয়ে আসি ওকে। সেখানে একটা মাদী ঘোড়া কিনে সেটার কাছে হিরোকে ছেড়ে দিই। পথ চলার মতো বড় হবার আগে পর্যন্ত ওটাই হিরোর দেখাশোনা করেছে। তারপর হিরো শক্ত পোক্ত হলে ওকে নিয়ে খনি এলাকায় চলে আসি।'

চুপ হয়ে গেল হকিন্স। কথা বলার সময় চকচক করছিল ওর চোখ দুটো। এখন কেমন নিষ্প্রভ দেখাল। 'গোল্ড টাউনে যাচ্ছ তুমি?'

নড করল জন। 'হ্যাঁ।'

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। কারও কারও কপাল ভাল। আবার অনেকের ভাগ্যটাই খারাপ চিরকাল।'

আরেকবার হাত বাড়িয়ে দিল হকিন্স। জনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে পা বাড়াল বোর্ডওয়াকের দিকে। স্ট্যালিয়নটা প্রশ্নবোধক হ্রেষাধ্বনি

করল, কিন্তু একবারও পেছনে তাকাল না হকিন্স।

অধৈর্য লাগছে জনের। মনে হচ্ছে এখনই রওনা হয়ে যায়। স্টোরে গিয়ে দুটো ব্ল্যাঙ্কেট কিনল ও। একটা ফ্রাইং প্যান আর খাবার কিনল দু'দিনের আন্দাজে। দাম মিটিয়ে দিয়ে স্যাডলের সামনে প্যাক রোল বাঁধল, তারপর হিরোর পিঠে চেপে এগোল শহরের সদর রাস্তা ধরে।

জাহাজ থেকে গতকাল যখন ও নামে তখন পকেটে এক হাজার ডলার ছিল। এখন তার অর্ধেকেরও কম অবশিষ্ট আছে। পরে হয়তো আফসোস হবে ওর এভাবে টাকা খরচ করেছে বলে। কিন্তু এই মুহূর্তে খারাপ লাগছে না মোটেও। শক্তিশালী স্ট্যালিয়নটার পেশি কিলবিল করছে দৌড়ের তালে তালে।

হিরোও যেন জনের মতোই অধৈর্য, শহর পেছনে ফেলার জন্যে দ্রুত ছুটছে। খরস্রোতা ঝর্নার মতোই সাবলীল ওটার চলার গতি।

পুবে যেতে হবে ওকে। সামনের পাহাড়ী রুক্ষ এলাকার দিকে তাকাল জন ব্র্যাডলি। ওপথে দুই দিনের দূরত্ব গোল্ড টাউন। সোনার খনি আছে ওখানে। অ্যানি আছে। সোনার চেয়ে আরও দামি।

# দুই

পাহাড়ী পাইনের বনে সন্ধেতে ক্যাম্প করল ব্র্যাডলি। পাশেই টলটলে জলের লেক। ঝিরঝিরে বাতাসে বুনো একটা মিষ্টি গন্ধ।

দিনের আলো কমে আসছে। আস্তে আস্তে বাড়ছে ওর আগুনের উজ্জ্বলতা। চোখের সামনে লেকের পানি সবুজ-নীল থেকে কালো হয়ে গেল। লেকের ওপারের বন থেকে করুণ সুরে বিলাপ করল একটা নেকড়ে। স্ট্যালিয়নটা চলে এলো ব্র্যাডলির পাশে। ওটার নাকে চাপড় দিয়ে আশ্বস্ত করল জন। ঘোড়াটা আবার মন দিল ঘাস খাওয়ায়। একটু পর পর ডাকছে নেকড়েটা। এগিয়ে আসছে এদিকে। কার্পেট ব্যাগ থেকে রিভলভার বের করে মাথার পাশে রাখল ব্র্যাডলি। বুকের কাছে হাত নিতেই চামড়ার বাক্সটা হাতে লাগল। ওটা বের করে ছবিটা

দেখল সে। ফিসফিস করে উচ্চারণ করল: 'অ্যানি।'

কেন্টাকি ছেড়ে এখানে এই বুনো পশ্চিমে কেন পালিয়ে আসতে হয়েছে অ্যানি আর ওর বাবাকে? অ্যানি কি সেই আগের মতোই নম্র, লাজুক আর মিষ্টভাষী আছে? বাবার মতের বিরুদ্ধে ওকে ভালবাসার সেই দৃঢ়তা কি আজও আছে ওর? দু'জন ওরা দুই দুনিয়ার মানুষ। তবু ওকে চেয়েছে অ্যানি। এখনও কি সেই চাওয়াটা আছে? ওর কোন চিঠির জবাব দেয়নি অ্যানি। হয়তো হাতে পড়ার আগেই ওর বাবা চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। হয়তো অ্যানি জবাব দেবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। সে যাই হোক, অনেক আগেই চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছে জন। কিন্তু অ্যানিকে ভোলেনি। নিজের বাড়ির কথা যেমন মনে পড়ে ঠিক তেমনি মনে পড়ে অ্যানির সঙ্গে কাটানো কৈশোর আর প্রথম যৌবনের কথা।

গত তিনবছর বাড়ির কোন খবর পায়নি ও। দূর সম্পর্কের এক খালাকে চিঠি লিখেছিল। সে জানিয়েছে অ্যানি আর ওর বাবা গোল্ড টাউনে চলে গেছে। উন্মত্ত জনতা ওদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল। অ্যানির মা ওই আঘাত সইতে পারেনি। অসুখে ভুগে মারা গেছে। জাজ আর অ্যানি বাধ্য হয়ে পুব ছেড়েছে। ওখানে থাকার কোন উপায় ছিল না।

আড়মোড়া ভেঙে ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর চিত হলো জন। নির্মেঘ আকাশে জ্বলছে অজস্র নক্ষত্র। অনেকক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল ও। অ্যানি যদি গোল্ড টাউনে থেকে থাকে তাহলে আগামী কাল ওর সঙ্গে দেখা হবে। নিশ্চিন্তে চোখ বুজল জন, ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরই।

পরদিন দুপুরে পৌঁছুল ও উঁচু একটা পাসের মাথায়। ওখান থেকে গোল্ড টাউনের ধোঁয়া দেখা যায়। নিচের সরু উপত্যকায় বসে আছে শহরটা। সকাল থেকে আকাশে মেঘ জমেছে। পাইনের মাথার কাছে নেমে এসেছে মেঘ। ভেজা ভ্যাপসা গরম। দূরে তাকালে সূর্যের তাপে মনে হয় কাঁপছে পাহাড় আর উপত্যকা।

ট্রেইলে বাঁক নিয়ে লোকটাকে দেখতে পেল ব্র্যাডলি। খোলা একটা জায়গায় গাছের একটা গুঁড়ির ওপর বসে আছে। মাটিতে আঁকিবুকি কাটছে একটা সরু ডাল দিয়ে। কাছেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে

একটা ধূসর রঙা ঘোড়া। কষার দু'পাশে ফেনা জমেছে। পরিশ্রান্ত। জন ব্র্যাডলি কাছাকাছি হতে উঠে দাঁড়াল লোকটা। সরু কাঠিটা ফেলে দিয়ে ট্রেইলের মাঝখানে হাত তুলে দাঁড়াল।

সতর্ক হয়ে উঠল ব্র্যাডলি। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে দেরি হলো না। লোকটার বুক পকেটের ওপর একটা টিনের তারা। শেরিফ।

স্ট্যালিয়নটাকে তার সামনে থামাল জন।

'কি ব্যাপার?'

রোদে পোড়া তামাটে চেহারা শেরিফের। মুখে দু'দিনের না কামানো দাড়ি। বাম কানের অর্ধেকটা গায়েব হয়ে গেছে গুলির আঘাতে। পুরোনো ক্ষত। শুকিয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় কাঁচি দিয়ে নিখুঁত ভাবে কানের অর্ধেকটা কেটে নেয়া হয়েছে। অস্ত্রের বাঁট ছুঁয়ে আছে লোকটার হাতের তালু।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'গোল্ড টাউন।'

'লুইস্টন থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ।'

স্ট্যালিয়নটার আপাদমস্তক দেখল শেরিফ। লোকটার দৃষ্টি পছন্দ হলো না ব্র্যাডলির। লোভাতুর চাহনি। পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে চোখ বুলাল শেরিফ। স্ট্যালিয়নটা দেখল আরেকবার। তারপর হঠাৎ করেই ড্র করল অস্ত্র।

'নামো!'

রিভলভারটা তাক করা হয়েছে ওর ওপর, আপত্তি করল না ব্র্যাডলি। ঘোড়া থেকে নামল। এক পা সামনে বাড়তেই অস্ত্রের নলটা ওর বুকে তাক করল শেরিফ। নিরবে নিষেধ করছে সামনে বাড়তে।

'কি ব্যাপার?' অধৈর্য সুরে জিজ্ঞেস করল ব্র্যাডলি।

'কথা যা বলার আমি বলব,' কাগজটা আরেকবার দেখে নিয়ে নীরস কণ্ঠে জানাল ল অফিসার। 'দু'দিন আগে হকিন্স নামের এক লোকের কাছ থেকে লুইস্টনে একটা বাদামী স্ট্যালিয়ন কিনেছে এড ফ্লাই। গতকাল ঘোড়াটা চুরি হয়ে যায়। খবরটা পাবার পর থেকে ট্রেইলে আমি অপেক্ষা করছি।' আঙুল তুলে স্ট্যালিয়নটা দেখাল। 'বর্ণনা

মিলে যাচ্ছে হুবহু।'

'ভুল করছ তুমি।'

'আমার তা মনে হয় না। ফ্লাই এই কাগজটা পাঠিয়েছে। তোমাকে ঝুলিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

হাত বাড়িয়ে শেরিফের কাছ থেকে কাগজটা নিল বিচলিত ব্র্যাড়লি। পড়ল। একটা বিল অভ সেল। দু'দিন আগের। ওর স্ট্যালিয়নের দৈহিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ভুল করার কোন অবকাশ নেই। বিল অভ সেলে হকিন্সের সই আছে। রাগ চেপে কাগজটা কোটের পকেটে পুরল সে। 'ঠিক আছে, অস্ত্রটা সরাও। আমি তোমার সঙ্গে গোল্ড টাউনে যাচ্ছি। কোর্ট ঠিক করবে কার দাবি সঠিক।'

'আগেই বলেছি যা বলার আমি বলব। স্ট্যালিয়নটা আমি সঙ্গে নিচ্ছি। নিজস্ব মালপত্র নিয়ে এক মিনিটের মাথায় যদি ট্রেইলের বাঁকে হারিয়ে যাও তো কথা দিচ্ছি তোমাকে ঘোড়াচুরির দায়ে গ্রেফতার করব না।' অস্ত্রটা নেড়ে ইশারা করল শেরিফ। 'বাধা দেয়ার চেষ্টা করো, বা গোল্ড টাউনে একবার চেহারা দেখাও, স্রেফ কোন কটনউড গাছে ঝুলিয়ে দেব।'

চুপ করে থাকতে হবে, মন সতর্ক করল ব্র্যাডলিকে। নিরবে কার্পেট ব্যাগ খুলতে শুরু করল ও স্যাডল থেকে। বুঝতে পারছে অফিসার মিথ্যে কথা বলছে। ধূসর ঘোড়াটা গোল্ড টাউন থেকে আসেনি। ওটা অনেক বেশি পরিশ্রান্ত। সম্ভবত রাতে ওকে পার হয়ে এসেছে অফিসার লুইস্টন থেকে। শুধু ঘোড়াটা কেড়ে নিয়ে ওকে ছেড়ে দিতে চাইছে কেন? এদিকে ঘোড়া চুরির একটাই শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড।

বাম হাতে কার্পেট ব্যাগটা ঝুলিয়ে শেরিফের দিকে ফিরল জন। ব্যাগের ভেতর রিভলভারটা আছে। একবার যদি ওটা বের করা যায়...

সামনে বাড়ল অফিসার। 'তোমার মানি বেল্টটাও দাও।'

আর দেরি করল না ব্র্যাডলি। লোকটার উদ্দেশ্য ওকে ডাকাতি করা এতে আর সন্দেহ নেই। গায়ের জোরে কার্পেট ব্যাগটা অফিসারের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল সে। দ্রুত পিছু হটল লোকটা। বাম হাতে ব্যাগটা ঠেকাল ডান হাত তুলল গুলি করতে।

লোকটার হাঁটু লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল ব্র্যাডলি। ওই একই সময়ে

গর্জে উঠল শেরিফের অস্ত্র। মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগল জনের। চোখে অন্ধকার দেখল। দুর্বল হাতে টিপে ধরতে চাইল শেরিফের গলা। মস্তিষ্কের নির্দেশ মানল না শিথিল হাত দুটো। ব্র্যাডলির মুখে আছড়ে পড়ল সিক্সগানের নল। ওটা ধরতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। পরপর কয়েকবার মুখে আর মাথায় আঘাত করল সিক্সগানটা। শরীর থেকে সমস্ত শক্তি যেন শুষে নিয়েছে কেউ। মাটিতে পড়ে আছে, আবছা ভাবে টের পাচ্ছে ব্র্যাডলি। উঠতে চেষ্টা করল। পারল না। ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে অফিসার, শার্ট ছিঁড়ে মানি বেল্টটা খুলে নিল কোমর থেকে। টের পেল, ওকে টেনে ট্রেইলের ধারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাল দিচ্ছে শেরিফ। তারপর ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকল ও। পড়ছে তো পড়ছেই। বাড়ি লাগছে পাথরে, তারপর গড়িয়ে যাচ্ছে শরীরটা। জ্ঞান হারাল জন ব্র্যাডলি।

*

বৃষ্টি পড়ছে একটানা। চোখ খুলল ব্র্যাডলি। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। শীতে কাঁপছে শরীর। পাহাড়ী একটা পাথুরে ধাপে পড়ে আছে ও। ক্যানিয়নের ভেতর আবছা আলো পড়ছে। হয় এখন ভোর, নয়তো সন্ধে। কোনটা তা বুঝতে পারল না ও। কাছেই কোথাও একটা ঝর্না আছে। কলকল ছলছল আওয়াজ করে বয়ে যাচ্ছে পাথুরে খাদের ভেতর দিয়ে। দূর দিয়ে যাচ্ছে একটা প্যাক ট্রেন। এক লোকের কর্কশ গলার গান শুনতে পাচ্ছে ও।

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে হামাগুড়ি দেয়ার মতো করে উঠে বসল জন। প্যাক ট্রেন আরও দূরে সরে গেছে। এখন আর লোকটার গলা শুনতে পাচ্ছে না। বুকের ভেতর ব্যথা করছে ওর। মুখটা থেঁতলে গেছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। ক্যানিয়নের খাড়া দেয়ালটা দেখল ও। স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে ও অত ওপর থেকে পড়েও। এখন ঢালটা দেখে মনে হলো বেয়ে ওঠা অসম্ভব। আস্তে আস্তে বাড়ছে ধূসর আলো। তারমানে ভোর হচ্ছে! কাল দুপুর থেকে এখানে পড়ে আছি! ভাবল জন। হিরোকে নিয়ে গেছে শেরিফ।

গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। আর কিছু ভাবতে পারছে না ব্র্যাডলি। আচ্ছন্ন বোধ করছে, তবুও ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। পাথর খামচে

ধরে উঠতে হচ্ছে। কোনদিকে খেয়াল নেই, শুধু ওপরে উঠতে হবে এটুকুই জানে ও। দু'ঘণ্টা পর কাদাময় ট্রেইলে উঠে এলো ও। আর এগোতে পারল না। জ্ঞান হারাল। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল কাদার মধ্যে।

*

'আমি জানি খেতে একেবারে বিষের মতন,' বলছে গলাটা। 'কিন্তু আসলে বিষ না। গিলে ফেলো।'

গিলতে গিয়ে বিষম খেল জন। কাশল খানিকক্ষণ। তারপর আবার চেষ্টা করল। গলা বেয়ে তরল আগুন নামছে। শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে গরমের একটা প্রবাহ। চোখ খুলল জন। একটা ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর শুয়ে আছে ও। মাথার ওপর ঝুঁকে আছে ভেজা একটা পাইন গাছ। ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে লাল দাড়িওয়ালা এক লোক, ফ্লাস্ক কাত করে ওকে হুইস্কি গেলাচ্ছে। ওর কোট আর শার্ট খুলে ফেলা হয়েছে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে দুটো প্যাক হর্স আর দুটো স্যাডল চাপানো ঘোড়া। তরুণ একটা ছেলে ওগুলো দেখাশোনা করছে।

'চুপ করে শুয়ে থাকো,' বলল লাল দাড়ি। 'পাঁজরের কয়েকটা হাড় ফেটেছে। আমি ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি যাতে ঘোড়ায় চড়তে পারো।...বাছা, এসো তো, আমাকে সাহায্য করো।'

যত আস্তেই ওকে সরানো হোক না কেন, ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল জন। কিছুক্ষণ পর বাপ-বেটার কাজ শেষ হলো। শক্ত করে ব্যান্ডেজ বেঁধেছে। এখন কমে আসছে ব্যথাটা। যদিও বুক-ভরে দম নেয়া যাচ্ছে না। আবার ওর হাতে হুইস্কির ফ্লাস্ক ধরিয়ে দিল লাল দাড়ি। লম্বা চুমুক দিল ব্র্যাডলি। ফ্লাস্কটা ফিরিয়ে দিতেই লাল দাড়ি প্রশ্ন করল, 'গোল্ড টাউনে কাউকে চেনো?'

'না,' মিথ্যে বলল জন।

'সব নিয়ে গেছে, না? ঘোড়া, টাকা—সব?'

'ঘোড়াটার জন্যেই আফসোস বেশি হচ্ছে। যেভাবে পারি ওটা ফিরে পেতে হবে।'

'ভুলেও ওই চেষ্টা কোরো না। জানে বেঁচে গেছ এই বেশি।' ফ্লাস্কের মুখে কর্ক আটকে চিন্তিত চেহারায় জনকে দেখল মাইনার।

চওড়া চেহারা তার। নীল চোখ দুটো বড় বড়, মায়াময়। নাকটা বেলুনের মতো বিরাট। 'নাম কি তোমার?'

'জন ব্র্যাডলি।'

'আমি পিট এলি। এ আমার ছেলে হেনরি এলি।'

হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল জন। 'আমি সত্যিই তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমরা না এলে কি যে হতো জানি না।'

'ওসব বলে আর লজ্জা দিয়ো না।' বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল মাইনার। 'আমি বলি কি শোনো, গোল্ড টাউনের ধারে আমার একটা কেবিন আছে। সুস্থ হবার আগে পর্যন্ত ওখানে তুমি থাকতে পারো।' জনকে শার্ট আর কোট পরতে সাহায্য করল সে। তারই ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকগুলো দেখতে কেমন ছিল?'

'মাত্র একজনই ছিল। চিকন গড়নের। রোদে পোড়া গায়ের রং। বাম কানের ওপরের অর্ধেকটা নেই। বুকে শেরিফের ব্যাজ ছিল।'

কি যেন ভাবছে মাইনার। নীল চোখ দুটো অন্যমনস্ক দৃষ্টি। 'ওকে চেনো তুমি?' গলাটা সামান্য চড়ে গেল জনের।

'না,' মাথা নাড়ল মাইনার। 'কিন্তু রিং এবার নতুন কৌশল করেছে। শেরিফের ব্যাজ! আরও কত কি যে দেখব! সে যাই হোক, ঘোড়ায় চড়ার মতো সুস্থ বোধ করছ?'

'রিং মানে? কি বলতে চাইছ বুঝলাম না।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মাইনারের। মাথা নাড়ল। 'কিছু না।' হাত বাড়িয়ে দিল। 'এসো, ওঠো, রওনা হওয়া যাক।'

উঠে দাঁড়াতেই মাথা ঘুরে উঠল, চোখ বন্ধ করল জন। দু'পাশ থেকে ওকে ধরে রেখেছে বাপ-ছেলে। ওদের মাঝখানে হেঁটে ঘোড়া পর্যন্ত গেল ও। স্যাডলে উঠে বসল। এখন মনে পড়ছে হকিন্সও রিঙ-এর ব্যাপারে কি যেন বলেছিল। এড ফ্লাই যে ওই দলের লোক সেটা পরে বুঝেছে জন। আগে জানলে আরও সতর্ক হতো। 'ঠিক আছ তো?' বাম পাশের স্টিরাপে ভর দিয়ে জানতে চাইল পিট এলি।

'আছি।'

'এখনও বোধহয় ভাবছ ঘোড়াটা ফেরত পাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জন, 'সেজন্যে যদি শেরিফকে খুন

করতে হয় তাতেও আমি রাজি।'

'গোল্ড টাউনে কোন শেরিফ নেই। এমনকি টাউন মার্শালও নেই। আইনের দিকটা দেখে মাইনারদের কমিটি। ভাল চাও তো ওদের কাছ থেকে দূরে থেকো। ঝামেলায় ফেলা ছাড়া আর কোন সাহায্য ওদের দিয়ে হবে না। আজকে তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে তেমনটা প্রায়ই ঘটে এদিকে। এটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি আমরা সবাই।'

হাতের ইশারায় ছেলেকে প্যাক হর্স দুটোর দড়ি ধরে এগোতে নির্দেশ দিল পিট এলি, নিজে ব্র্যাডলির পাশে পাশে পা বাড়াল। পিট এলির চওড়া কাঁধের দিকে তাকাল জন। রিং বলতে কি বোঝাতে চাইল লোকটা? নামটা উচ্চারণের সময় ভীত লাগছিল কেন তাকে দেখতে?

# তিন

অ্যানির মাথায় কখনও এই প্রশ্নটা জাগেনি যে গোল্ড টাউনের মতো বুনো শহরে, যেখানে পুরুষরা অস্ত্র ছাড়া বাইরে বের হয় না, সেখানে ওর মতো মেয়ের একা বের হওয়া সে দিনেই হোক বা রাতে, বিপজ্জনক। দক্ষিণের আর সব ভদ্রমহিলাদের মতো অ্যানিও ধরে নিয়েছে যে তার কোন বিপদ হবে না। কেন্টাকিতে থাকতে যখন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল। গোল্ড টাউনে এসে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার কোন অর্থই হয় না।

জাজ টরভিনের মেয়ে বলেও বিশেষ নজরে ওকে দেখে গোল্ড টাউনের পুরুষরা। জাজের সঙ্গে মতের বিরোধ থাকুক বা না থাকুক, সৎ মানুষ হিসেবে তাকে দাম দেয় সবাই। অ্যানি ভদ্রমহিলা সেটাও সম্মান পাবার একটা বড় কারণ। পশ্চিমের পুরুষরা ভদ্রমহিলাদের উপযুক্ত সম্মান দেয়। সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের মনে অ্যানির অবস্থান অনেকটা দেবীর মতন। নারীত্বের ভাল সব কিছুই অ্যানির আছে, ভাবতে পছন্দ করে নারীবিরল শহরটার বেশিরভাগ পুরুষ। কেউ যদি

একটু বাঁকা চোখে অ্যানির দিকে তাকায় তাহলে অন্তত একশো পুরুষ তৈরি হয়ে যাবে সে লোককে খুন করার জন্যে।

গোল্ড টাউন অ্যানির পছন্দ নয়, আবার অপছন্দও নয়। পরিবেশটা সহ্য করে নিয়েছে অ্যানি। বৃদ্ধ বাবা আছে সঙ্গে। খেতে পরতে হবে, সেই সঙ্গে প্রয়োজন মাথার ওপর একটা ভদ্রস্থ ছাদ। এটুকুই ওর চাহিদা। এই সীমিত চাহিদা পূরণ করতে গিয়েই নাজেহাল অবস্থা হয়ে যায় ওর।

অ্যানির এক হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ, অন্য হাতে মাথার ওপর ছাতা ধরে রেখেছে। হাঁটছে অ্যানি। টিলার কাছে চলে এসেছে। মাইনারদের কেবিন পাশ কাটিয়ে এগোল। শহরের পুব প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে ক্যানিয়নের ভেতর কয়েক মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে মাইনারদের কেবিন। ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়ি গুঁড়ি। বাতাসের ঝাপটায় ছাতাটা মাথার ওপর ধরে রাখতে অসুবিধে হচ্ছে। মাটি আঠাল কাদায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফচফচ শব্দ হচ্ছে অ্যানি প্রতিবার পা তুললে। মাঝে মাঝে স্কার্ট ওপরে তুলে কাদার হাত থেকে কাপড়টাকে বাঁচাতে হচ্ছে। বাবার কথা মনে আসতেই আপন মনে হাসল অ্যানি। এই কাদাময় রাস্তায় ওকে দেখলে চোখ দুটো কপালে উঠে যেত বাবার। বলত, 'অ্যানি টরভিন! এই কাপড়ে রাস্তায় বেরিয়েছ কেন! তোমাকে দেখতে পাহাড়ী মেয়েদের মতো লাগছে।'

'কিন্তু এই কাদায় লম্বা স্কার্ট আর স্লিপার পরা অসম্ভব, বাবা!'

'তাহলে বাইরে বের হওয়া তোমার উচিত হয়নি।'

'কিন্তু অন্তত তিরিশজনকে আমি কথা দিয়েছি তাদের হয়ে চিঠি লিখে দেব। ওরা এত ব্যস্ত যে শহরে আসতে পারে না।' হাসত অ্যানি। বুট পরা পা তুলে বলত, 'দেখো, বাবা, এই গোড়ালি দেখে কোন পুরুষের মনে প্রেম জাগবে না। তুমি কি বলো, বাবা?'

'অ্যানি টরভিন!'

কোন না কোন ভাবে বাবাকে ঠিকই ম্যানেজ করে ফেলত অ্যানি। মহিলাদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তুললেই বাবা কাত। টের পাবার আগেই মহিলাদের সপক্ষে বক্তৃতা দিয়ে ফেলবে। যখন যেমন তখন তেমন ভাবে চলাই ভাল। মহিলাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মোটেই বাঞ্ছনীয়

নয়!

শহর থেকে এক মাইল দূরে এসে প্রধান ট্রেইল ছেড়ে সরু একটা ট্রেইল ধরল অ্যানি। খাড়া একটা পাহাড়ী ঢাল যেখানে সমতল ছুঁয়েছে সেখানে ছোট্ট একটা কেবিন আছে। সেখানেই যাচ্ছে ও। ছাতাটা বন্ধ করে দরজায় টোকা দিল অ্যানি। দুর্বল একটা স্বর ওকে ভেতরে ঢুকতে বলায় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

'গুড মর্নিং, বিল চাচা,' বলল খুশি খুশি গলায়। 'আজকে শরীর কেমন?'

'ভাল নারে, মা।'

কেবিনের পেছন দেয়ালের কাছে একটা বাঙ্কে শুয়ে আছে বৃদ্ধ মাইনার। মাথা উঁচু করে অ্যানিকে দেখল। দেয়ালের পাশে ছাতাটা নামিয়ে রাখল অ্যানি, গ্লাভ্স্ খুলে টেবিলের ওপর রাখল। ব্যাগ থেকে কলম, কালি আর কাগজ বের করল। টেবিলে বসে হাসি মুখে তাকাল বিল চাচার দিকে।

'মেঘ কেটে যাচ্ছে। বৃষ্টি বোধহয় থেমে যাবে। রোদ উঠলেই গরমে শরীর ভাল লাগবে তোমার।'

'ঠিক ধরেছ। রোদে একটু বসতে পারলেই একেবারে সুস্থ হয়ে যাব।' বাতে ধরা হাত দুটো চোখের সামনে তুলে দেখল মাইনার।

মুখে হাসি ধরে রাখল অ্যানি কিন্তু বুকের মাঝে খচ্ করে কষ্টের ছুরি বিঁধল। মনে মনে বলল, অনেক তো হয়েছে, এবার একটু বিশ্রাম নাও। এত কাজ করলে মারা পড়বে যে! জীবনে আর কটা দিনই বা বাকি। নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে শেষ জীবনটা কাটানো উচিত বিল চাচার।

'আমি তৈরি,' কলমটা কালিতে চুবিয়ে জানাল অ্যানি।

থেমে থেমে কি লিখতে হবে বলে গেল বিল। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেললে সুতো ধরিয়ে দিল অ্যানি। আসলে নুতন করে কিছু বলার নেই বিল চাচার। ক্লেইমে এখনও সোনা পাওয়া যাচ্ছে। শরীর ভাল আছে তার। এত সোনা পেয়েছে যে ভবিষ্যতের চিন্তা না করে আরামে দিন কাটাতে পারবে গোটা পরিবার। হয়তো ক্লেইমটা বেচে দিয়ে শিগ্‌গিরই বাড়ি ফিরে যাবে সে। হয়তো আগামী বসন্তে, বা তার

পরের বছর।

বিল চাচা ক্লান্ত হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত চিঠি লিখল অ্যানি, তারপর বৃদ্ধ মাইনারকে বিছানায় উঠে বসতে সাহায্য করল। কলমটা দিল হাতে। দেখল অনেক কষ্টে নিজের নামটা সই করছে বিল চাচা। কাজটা হয়ে যেতেই কাগজটা ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে দিল ও।

'ঠিকানা কি লিখবে সেটা জানো?' জিজ্ঞেস করল বিল।

'জানি। আজকে বিকেলে পোস্ট করে দেব।'

বালিশের তলা হাতড়ে লম্বাটে একটা চামড়ার ব্যাগ বের করল বিল। সোনার একটা টুকরো বের করে হাতের তালুতে রেখে ওজন করল। চকচক করছে দু'চোখ। টুকরোটা অ্যানির দিকে এগিয়ে দিল।

'মনে হয় এতে পোস্টের খরচ উঠে গিয়ে কিছু থাকবে। ওটা তুমি রেখে দিয়ো। তোমার সময়ের দাম।'

ওর সময়ের দাম এত নয়, ভাল করেই জানে অ্যানি। টুকরোটার দাম অন্তত বিশ ডলার হবে। কিন্তু আপত্তি করলে খেপে যাবে বিল চাচা, টুকরোটা হাসি মুখে নিল অ্যানি। আপত্তির সুরে বলল, 'তুমি তো জানো টাকার জন্যে কাজটা করি না আমি।'

'তাহলে বাড়তি টাকাটা দিয়ে সুন্দর একটা হ্যাট কিনো। তোমাকে দেখলেই অন্তত দশ বছর বয়স কমে যায় আমার!'

টাকার জন্যে কাজটা করে না এটা অ্যানি মিথ্যে বলেছে। কেন্টাকি ছেড়ে এখানে আসার পর এধরনের অনেক মিথ্যে ওকে বলতে হচ্ছে। সম্মান রক্ষা করতে হলে উপায় কি! বাবা এখানে মানিয়ে নিতে পারেনি। কেন্টাকিতে ওদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে দাসত্বের পক্ষে মত দেয়া অত্যাচারী কিছু ক্ষমতাবান লোক, কিছুই নেই ওখানে আর। কিন্তু জাজের মনটা ওখানেই পড়ে থাকে। অ্যানির চাপাচাপিতে ল অফিস খুলেছে। কিন্তু আইনের কাজ নেই বললেই চলে গোল্ড টাউনে। সামান্য কিছু রোজগার বাবা যা করে তাতে সংসারের খরচ ওঠে না। অবশ্য বাবা সেটা জানে না। জানলে অ্যানিকে কোনমতেই কাজ করতে দিত না। কেন্টাকিতে ভদ্রমহিলারা অর্থ রোজগারের জন্যে পরিশ্রম করে না।

পরিবারের খরচ খরচার দায়িত্ব অনেক আগেই নিজের কাঁধে তুলে

নিয়েছে অ্যানি। ভাব দেখায় মনটা হালকা করার জন্যে কাজ করে সে। কিন্তু আসলে তা নয়।

শহরের প্রান্তে পৌঁছে থামল অ্যানি। একটা প্যাক ট্রেনকে পার হতে দিল। চোখ দুটো হাসছে ওর। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে আছে। পরিশ্রম করতে ভাল লাগে ওর। অর্থ উপার্জন করতে গর্ব হয়। বাস্তবতা মেনে নিয়ে টিকে আছে সেজন্যে এই গর্ব। নিজেকে বুঝ দিয়েছে ও আগেই। অতীত মৃত। অতীত নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। বোকার মতো স্মৃতি রোমন্থন করে নিজেকে কষ্ট দেয়া একেবারেই অর্থহীন।

বৃষ্টি থেমে গেছে। সূর্য উঠেছে। রাস্তা পার হলো অ্যানি। দু'পাশে রংহীন কাঠের বাড়িঘর। এক ব্লক দূরে বাবার ল অফিস। সেদিকে চলল ও। বাস্তব চিন্তায় মগ্ন। দুপুরের খাবার তৈরি করতে হবে। দোকান থেকে সপ্তাহের বাজারটাও সারতে হবে বিকেলে। বিশ ডলারের সোনার টুকরোটা তখন কাজে দেবে।

অফিসে ঢুকে দেখল বাবার সঙ্গে কথা বলছে মার্টি স্টোন। হালকা পাতলা মানুষ স্টোন। চমৎকার সব দামি পোশাক পরে। অত্যন্ত রূপ সচেতন। অ্যানিকে দেখেই আলাপ থামিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দু'আঙুলে হ্যাটের কানা ছুঁয়ে সম্মান দেখাল।

'গুড মর্নিং, মিস টরভিন।'

'হ্যালো।' মৃদু হাসল অ্যানি। বাবার দিকে তাকাল। 'লাঞ্চের জন্যে বাসায় যাবে না?'

ভ্রূ কুঁচকে গেল জাজ টরভিনের। কোটের বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে সময় দেখল। বিস্মিত হয়ে বলল, 'দুপুর হয়ে গেছে? এত ব্যস্ত ছিলাম যে টেরই পাইনি।'

সহানুভূতির হাসি হাসল অ্যানি। স্টোনের উদ্দেশে বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল ব্যবসায়িক কাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছে বলে। অবশ্য টেবিলের ওপরে বিছানো মানচিত্র দেখে আগেই বুঝেছে যে ওর বাবা ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত ছিল না। গৃহযুদ্ধ নিয়ে আলাপ চলছিল। মার্টি স্টোন এত মনোযোগ দিয়ে বাবার কথা শুনছে কেন সেটা বুঝতে পারছে বলেই বিব্রত বোধ করল অ্যানি। দক্ষিণের লোক হলেও স্টোন জানে যুদ্ধ জেতার সম্ভাবনা নেই আর। কিন্তু তবুও স্বাপ্নিক জাজের কথা শুনছে

অ্যানির খাতিরে।

অ্যানির হাতে পোর্টফোলিওটা দেখে হাসল স্টোন। 'আজকে তোমার সঙ্গ পেয়ে সৌভাগ্যবান লোকটি কে হলো?'

'আঙ্কল বিলির জন্যে একটা চিঠি লিখে দিলাম।'

'তার শরীর ভাল হয়েছে আশা করি?'

'আগের চেয়ে ভাল। বাসায় ফেরা উচিত এখন।'

'তোমার সাহসকে আমি প্রশংসা করি, মিস টরভিন। ভদ্র ঘরের খুব কম মেয়েই তোমার মতো সাহসী হয়। ছোট্ট এই শহরে একাকী মানুষের মনে একটু আনন্দ জাগিয়ে তোলার জন্যে তোমার যে প্রচেষ্টা তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।'

বাবার চোখে গর্বের ছাপ না দেখলে হেসে উঠত অ্যানি। বলত তোষামোদী না করলেও চলবে। অরণ্যে রোদন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে ওকে খুশি করার চেয়ে ওর বাবাকে খুশি করার চেষ্টাই বেশি করছে স্টোন। সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করল অ্যানি। মার্টি স্টোন গোল্ড টাউনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ভগ্নমনোরথ জাজকে মানসিক প্রশান্তি দেয়ার ক্ষমতা আছে তার।

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল অ্যানি। বাবার দিকে তাকাল। 'চলো, তাহলে যাই?'

'পরে এব্যাপারে কথা হবে, মার্টি,' ডেস্ক ছাড়ল জাজ। বাইরে এসে অসচেতন ভাবে হাত বাড়িয়ে দিল যাতে অ্যানি হাত ধরে রাস্তা পার হতে পারে। আগে বাবা এমন করত। বুকের মাঝে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা অনুভব করল অ্যানি। যেসব চিন্তা মাথায় এলে কষ্ট হয় সেগুলোই আসছে এখন। গির্জার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বাবা-মা। গাড়ি বারান্দায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে ক্যারিজ। ব্র্যাডলি একটা চমৎকার গেল্ডিঙে চেপে গির্জা প্রাঙ্গণে এসেছে। জাজ অন্যদিকে তাকালেই অ্যানির উদ্দেশে হাত নাড়ছে সে।

হাঁটতে হাঁটতে বাবার দিকে তাকাল অ্যানি। চুল-দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। চোখ বসে গেছে গর্তে। অতীত চিন্তায় মগ্ন একজন ফুরিয়ে যাওয়া মানুষের প্রতিচ্ছবি যেন দেখা যায় গভীর মনোযোগে তাকালে। শুকিয়ে গেছে আগের চেয়ে। তবে এখনও হাঁটার ভঙ্গি ঋজু। অ্যানি

জানে, আইনের ব্যাপারে এখনও পশ্চিমে ওর বাবার মতো যোগ্য লোক আর একজনও নেই। বুনো পশ্চিমে এধরনের মানুষ প্রয়োজন। শুধু যদি বাবা অতীত ভুলে যেতে পারত!

'সাবধান, অ্যানি।'

মেয়েকে বোর্ড ওয়াকে টেনে তুলল জাজ, যাতে ঘোড়ার ছিটানো কাদায় অ্যানির কাপড় নষ্ট না হয়। দুটো প্যাক হর্স টেনে আনছে হেনরি এলি। পরের দুটো ঘোড়ায় রাইডার আছে। একজনকে চিনল অ্যানি। পিট এলি। জাজ আর ওর উদ্দেশে নড করে পার হয়ে গেল সে। জাজও নড করল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। পিট এলি ইউনিয়ন আর্মির সমর্থক।

দ্বিতীয় রাইডারকে দেখে মনে হলো অসুস্থ। মুখ নিচু করে রেখেছে। দু'হাতে ধরে রেখেছে স্যাডল হর্ন। ঘোড়ার এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে দুলছে তার শরীর। এক মুহূর্তের জন্যে তার চেহারা দেখতে পেল অ্যানি। বুকের ভেতর ঝাঁকি খেল হৃৎপিণ্ড। ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার দিকে তাকাল ও।

'এবার আমরা পার হতে পারব।'

নিজেকে শাসন করার ফাঁকে বাবার পাশে পা চালাল অ্যানি। কি নিষ্ঠুর কৌতুকই না করে অবচেতন মন! মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হয়েছিল জন ব্র্যাডলিকে দেখেছে।

*

মার্টি স্টোনও রাইডারদের দেখেছে। পিট এলির উদ্দেশে নড করল সে। রাস্তার কাদা বাঁচিয়ে চলে গেল স্টোরের সামনে। স্টোরের দরজার ওপরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে: 'জেনারেল মার্কেন্ডাইজ, হার্ডওয়্যার, গ্রোসারিজ। মার্টি স্টোন, প্রপ্রাইটার।'

বারান্দায় বসে আছে কয়েকজন ভাগ্যহত মাইনার। নিজেদের সুদিনের গল্প করছে। তাদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল মার্টি। গত রাতে ঘুমাতে পারেনি। মাথাটা এখন ঘুরছে। অফিসঘরের কাউচের কথা মনে পড়লেই ঘুম এসে যাচ্ছে চোখে। তবে ঘুমাবার আগে জ্যাক বারের সঙ্গে কথা বলে নেয়া জরুরী। জ্যাক বার তার কর্মচারী। মার্টি না থাকলে দোকানের দেখাশোনা তারই দায়িত্ব।

'সব ঠিক?'

'ঠিক। মাত্র ফিরলে?'

'ঘণ্টা কয়েক আগে। জাজের পাল্লায় পড়েছিলাম। সারাটা সকাল যুদ্ধের পরিকল্পনা করে কেটেছে।'

ঠোঁট প্রসারিত করল জ্যাক বার। ওটাকেই হাসি বলে ধরে নিতে হবে। ভারী পাওয়ারের কাঁচের পেছন থেকে কৌতূহলী চোখে তাকাল।

'ভাল কিছু পেলে?'

বারের সততা শহরের সবার জানা আছে। সেজন্যেই তাকে চাকরিতে নিয়েছে মার্টি। শ্রাগ করল মার্টি। পকেট থেকে একটা পাথরের টুকরো বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল।

'আবার ধোঁকা। এই গাধাগুলো কিছু একটা ঝিলিক মারছে দেখলেই মনে করে রুপো।' হাই তুলল মার্টি। 'ধাতু পরীক্ষা করার জন্যে আমার বদলে আর কাউকে ওরা বেছে নিলে জানে বেঁচে যেতাম।' স্টোরের পেছনে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল মার্টি। 'একটু ঘুমিয়ে নিতে যাচ্ছি। বিকেল পাঁচটার আগে কেউ যাতে বিরক্ত না করে সেটা দেখো।'

চকচকে পাথরটা দেখার ফাঁকে বলল বার, 'এড নেস তোমার অফিসে আছে। কাল ফিরেছে লিউস্টন থেকে।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। যেরাতে তুমি গেলে সেরাতে খুন হয়েছে মাইক কনার। ওর বন্ধুরা টাকা তুলছে ওর বউয়ের হাতে দেয়ার জন্যে। ওদের কয়েকজন এসেছিল। ওরা চায় তুমিও কিছু দাও।'

দু'হাতে চোখ ডলল মার্টি। ঘুম কাটছে না। বিড়বিড় করে বলল, 'আবার এলে একশো ডলার দিয়ে দিয়ো।'

এড নেস লিউস্টন থেকে এসেছে কেন ভাবতে ভাবতে অফিসের দরজা খুলল মার্টি। কৌতূহলের বদলে রেগে উঠল সে। ওর কাউচে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে লোকটা। তার পায়ের কাদামাখা বুট জুতো কাউচের কাপড় নোংরা করছে। কাউচের পাশে দাঁড়িয়ে এড নেসের গোড়ালি ধরে টান দিল সে। ধপ করে কাউচ থেকে মেঝেতে কার্পেটের ওপর পড়ল নেস। নিদ্রালু চোখ মেলে অবাক হয়ে তাকাল।

'ওঠো!' নির্দেশ দিল মার্টি।

তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল নেস। হালকা পাতলা লোক সে। নার্ভাস হয়ে পড়লে বাম কান চুলকায়। কানের ওপরের অর্ধেকটা নেই।

'কেমন আছ, স্টোন?'

'এখানে কি করছ?'

'একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে। অপূর্ব একটা ঘোড়া। পাগল হয়ে যাবে দেখলে।'

'কোথায় ওটা?'

'পেছনের ছাউনিতে।'

স্টোরের পেছন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো অধৈর্য স্টোন। তাকে অনুসরণ করল এড নেস। ছাউনির দরজা বন্ধ। দরজা খুলে নেসকে আগে ঢুকতে ইশারা করল মার্টি। নিজে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কাছের স্টলে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যালিয়নটা। এক পলক দেখেই চিনে ফেলল মার্টি।

'এটা তো হকিন্সের স্ট্যালিয়ন।'

'ওর ছিল।'

'পেলে কোথায়?'

খুলে বলল নেস।

স্ট্যালিয়নের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারল না স্টোন। এক মনে ভেবে যাচ্ছে সে। হকিন্স স্যান ফ্রান্সিসকো চলে যাবে। যে লোকের কাছে ঘোড়া বেচেছিল সে মারা গেছে। গোল্ড টাউনের কেউ অযথা প্রশ্ন তুলতে যাবে না। লোকে ধরেই নেবে এড ফ্লাইয়ের কাছ থেকে ঘোড়াটা কিনেছে সে। অলস চোখে নেসকে দেখল মার্টি।

'শুধু স্ট্যালিয়নটাই পেয়েছ? আর কিছু পাওনি?'

'ওই গিয়ারটিয়ার আরকি,' মেঝে দেখাল নেস। 'স্যাডলটাও নিয়ে এসেছি।'

'টাকা-পয়সা?'

'বলার মতো নয়।'

কলার ধরে নেসকে দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরল মার্টি।

'মিথ্যে বলছ তুমি!'

'ঈশ্বরের শপথ, স্টোন...'

'সঙ্গে প্রচুর টাকা না থাকলে এমন ঘোড়া কেউ কেনে না। টাকা কোথায়, নেস?'

বিড়বিড় করছে নেস। থরথর করে কাঁপছে মার্টি স্টোনের সামনে। শার্টের তলায় হাত ভরে মানি বেল্টটা বের করে আনল। ওটা বাড়িয়ে দিতে শীতল হাসল স্টোন। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে থামল আবার। কার্পেট ব্যাগটা চোখে পড়েছে।

BOIGHAR

'এটার ভেতরেও হাতড়েছ নিশ্চই?'

'একটা সিক্সগান আর কাপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না।' চোখে ভয় নিয়ে মার্টির দিকে তাকাল নেস। অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

'পুড়িয়ে ফেলো। অস্ত্রটা মাটিতে পুঁতে দিয়ো। ওর কোন বন্ধুবান্ধব জিনিসগুলো চিনে ফেললে ঝামেলা হবে।'

'আমি কি আবার লিউস্টনে ফিরব?'

'এখনই নয়। এখানে তোমাকে কাজে লাগবে বোধহয়। আগে প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করো, তারপর কাজের কথা।'

অফিসে ফিরে মানি বেল্টটা ড্রয়ারে রেখে জুতো মোজা খুলে আরাম করে কাউচে শুলো মার্টি। স্ট্যালিয়নটার কথা মনে আসতেই মনটা ভাল হয়ে গেল। অনেক দিন থেকেই অ্যানি টরভিনের মন পাবার চেষ্টা করছে সে। জাজের সঙ্গে সম্পর্কটা সুন্দর হলেও অ্যানি সব সময়ই ভদ্রতার দেয়াল তুলে ওকে দূরে রেখেছে। এবার সেই দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করবে মার্টি। সন্দেহ নেই স্ট্যালিয়নটা উপহার পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবে অ্যানি। সম্পর্কটা উষ্ণ হবে।

ভ্রূ কুঁচকে গেল মার্টির। অমন একটা ঘোড়ার স্যাডলটাও দারুণ হওয়া দরকার। ওর নিজের স্টোরে তেমন জিনিস একটাও নেই। পোর্টল্যান্ড থেকে স্যাডল আনাবে স্থির করল। ওখানে চামড়ার দোকানের সঙ্গে আগেও ব্যবসা করেছে সে। ভাল জিনিস দেয় ওরা উপযুক্ত দাম পেলে। আজকেই চিঠি লিখে অর্ডারটা পাঠিয়ে দিতে হবে। খুশি মনে চোখ বন্ধ করল মার্টি। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

*

ট্রেইলের ধারে খোলামেলা একটা জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে নামল এড নেস। কাজটা এখানেই সেরে ফেলার ইচ্ছে তার। ব্ল্যাঙ্কেট রোল খুলে

ভেতরের জিনিসপত্র সব মাটিতে ফেলল। কার্পেট ব্যাগটাও স্থান পেল ওটার পাশে। এবার মাটি খুঁড়তে শুরু করল সে কোদাল দিয়ে। ফুট দুয়েক গর্ত হতেই ব্ল্যাঙ্কেট রোল আর কার্পেট ব্যাগটা ফেলে দিল ভেতরে। খাবারদাবার, কফিপট আর ফ্রাইং প্যান গর্তে ফেলল। কোল্ট ড্র্যাগুনটা নেড়েচেড়ে দেখল। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এত চমৎকার একটা অস্ত্র ফেলে দেবে কিনা। স্টোন বলেছে সব নিশ্চিহ্ন করতে হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ত্রটাও গর্তের ভেতর ফেলল সে, মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিল গর্তটা। পাইনের কাঁটা ফেলল গর্তের ওপর, যাতে চট করে বোঝা না যায় এখানে কেউ খুঁড়েছে।

স্টোনের সব কথাই শুনেছে সে। শুধু একটা কথা বাদে। চামড়ার কেসটা কিছুতেই ফেলতে পারেনি প্রাণে ধরে। ভেতরে আবার এক সুন্দরীর ছবিও আছে। জিনিসটা এতই সুন্দর যে ফেলা যায় না। কিছু যাবে আসবে না তাতে। স্টোন জানবেও না ছোট্ট কেসটা ওর কাছে রয়ে গেছে।

ছবির ওপিঠে লেখা আছে মেয়েটার নাম: অ্যানি। সাধারণ একটা নাম। স্যাকরামেন্টোতে এক অ্যানিকে চিনত ও। তবে সে মেয়েটা দেখতে এত সুন্দর ছিল না।

হাসল নেস। এবার সেলুনে বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় মেয়ের কথা উঠলে তার ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারবে না। পকেট থেকে কেসটা বের করে যখন সে ছবিটা দেখিয়ে বলবে, *এই যে এই মেয়েটা আমার জন্যে পাগল ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ে করিনি আমি,* তখন মুখে তালা লেগে যাবে সবকয়টার।

## চার

মোটামুটি সুস্থ হতে পুরো দু'সপ্তাহ লাগল ব্র্যাডলির। এই সপ্তাহে প্রতিদিন হাজার বার করে অ্যানির কথা ভেবেছে ও। এখনও গোল্ড টাউনেই আছে অ্যানি আর ওর বাবা? যদি থেকে থাকে তাহলে উপার্জন

করছে কে? কিভাবে চলছে সংসারটা?

পিট এলি যেদিন ওকে নিয়ে শহরে ঢুকল, অসুস্থতার কারণে ভাল মতো চারদিকে নজর বুলাতে পারেনি ও। কিন্তু তাতে যা দেখেছে সে থেকে এটা বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি যে গোল্ড টাউনের মতো একটা মাইনিং শহরে অ্যানি আর জ্যাজ টরভিন একেবারেই বেমানান।

একদিন দুপুরে সাপার রাঁধছে পিট এলি এমন সময়ে অ্যানির কথা তুলেছে ও। চুলোর দিক থেকে ফিরে ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিল লাল দাড়িওয়ালা মাইনার।

'অ্যানি টরভিন? হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে এখানে এসেছে। তা একবছরের বেশিই তো হলো মনে হয়। তুমি ওদের চেনো?'

'চিনি।'

চিন্তিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে পাইপে টোবাকো ভরেছে এলি, তারপর জনের বাঙ্কের পাশে রাখা একটা টুলে এসে বসেছে। 'যতদূর মনে পড়ে তুমি বলেছিলে গোল্ড টাউনে কাউকে চেনো না।'

তিনটি বছরের গৃহযুদ্ধ আর বিচ্ছেদ, অ্যানি কি ওকে এখনও ভালবাসে? দু'জনের মাঝে যে সময়ের খাদ সৃষ্টি হয়েছে তাতে সেতু দেয়া যাবে এখনও? এসব না জেনে ওদের চেনে সেটা বলতে চায়নি বলেই মাইনারকে কিছু বলেনি ব্র্যাডলি।

'আমি নিশ্চিত ছিলাম না ওরা এখানে আছে।'

'আছে। সবার সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্ক সুন্দর। আমরা মাইনাররা ওর ভালমন্দের কথা যথেষ্ট ভাবি।'

পিট এলির ছেলে ঢুকল ঘরে। দু'হাতে বোঝাই করে এনেছে একগাদা কাঠ। চুলোর পাশে কাঠগুলো নামিয়ে রাখল। তারপর বাকেট হাতে বেরিয়ে গেল আবার। এবার খাবার পানি আনতে যাচ্ছে। পাইপটা নিভে গেছে, আবার ধরাল পিট এলি।

'ওকে জানাব তুমি এখানে আছ? হেনরি একটা চিঠি নিয়ে যেতে পারে।'

'না,' তড়িঘড়ি করে আপত্তি জানাল জন। 'ও যখন আসবে তার আগেই আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।'

'তোমরা কেন্টাকির লোকরা ঘাড় ত্যাড়া কিসিমের হও,' বলল

মাইনার। চোখ দেখে বোঝা গেল জনের সমস্যাটা হৃদয়ঘটিত সেটা সে বুঝতে পেরেছে।

'আমি আমার ঘোড়াটাও ফেরত চাই,' নিচু স্বরে বলল জন। 'এব্যাপারেও আমাকে ঘাড় ত্যাড়া বলতে পারো।'

'ওই স্ট্যালিয়নের কথা তোমার ভুলে যাওয়াই উচিত।'

'কেন?'

'কারণ রিঙের সঙ্গে লাগার সাধ্য তোমার কেউ। কারোই নেই।'

বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা বোধ করল জন। এই নিয়ে তিনবার হলো রিঙের নাম শুনেছে সে। 'রিং আবার কি?' জানতে চাইল অধৈর্য স্বরে।

পিট এলির চোখে ছায়া ঘনাল। পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলে মেঝের দিকে তাকাল সে। 'এদিকের লোকজন ওই নাম সহজে মুখে নেয় না। লোকজনের সামনে তো না-ই। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তো বলব, দুনিয়ার সবচেয়ে নীচ চোর-ডাকাত আর খুনেদের একটা সংগঠন ওটা। তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে সেটা ওদের কর্মতৎপরতার সামান্য উদাহরণ।'

'তাই কি? আমার তো মনে হয়েছে সাধারণ একটা ডাকাতির ঘটনা।'

'সাধারণ ডাকাতি?' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল মাইনার। 'ভেবে দেখো। সকালে একটা স্ট্যালিয়ন কিনে একঘণ্টার মধ্যে গোল্ড টাউনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলে তুমি। দু'চারজনের বেশি জানত না তুমি ঘোড়াটা কিনেছ। এটাও জানত না যে তোমার কাছে বেশ কিছু টাকা আছে। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'পরদিন একজন নকল একটা শেরিফের ব্যাজ লাগিয়ে গোল্ড টাউনের বাইরে তোমাকে থামাল। তার কাছে একটা বিল অভ সেলও ছিল। ঠিক বলছি তো আমি?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে ওটা তার কাছে গেল? কিভাবে সে জানল তোমার কাছে মানি বেল্ট আছে?' একটু থামল এলি, তারপর আবার শুরু করল, 'কয়েক রাত আগে মাইক নামের এক মাইনারকে খুন করে তার

টাকা-পয়সা সব কেড়ে নেয়া হয়েছে। শক্ত লোক ছিল সে। অস্ত্রে হাতও ভাল ছিল। কিন্তু একটা বদঅভ্যেস ছিল তার। মাসে একদিন সে মাতাল হয়ে যেত। রিং জানত এখবর। মাতাল অবস্থায় ওকে ধরে তারা। সব কিছু কেড়ে নিয়ে খুন করে ফেলে।'

'কাজটা রিঙের সেব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

'ওদের চিহ্ন পড়ে ছিল মাইকের ঘরের দরজায়। সাদা কাগজে আঁকা গোল একটা চিহ্ন।' পানির বাকেট হাতে ভেতরে ঢুকেছে হেনরি। তার দিকে চোখ গেল মাইনারের। নজর ফিরিয়ে বলল, 'ওরা পিশাচের চেয়েও খারাপ। কে ভাল করছে কে খারাপ, কার কাছে টাকা আছে, কার কাছে নেই, কে সুন্দর একটা ঘোড়া কিনেছে—সমস্ত খবর আছে রিঙের কাছে। নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসটা দখল করে নেয় ওরা সুযোগ মতো। কারা যে এই সংগঠনের সদস্য তা বোঝার কোন উপায় নেই।'

'আইনের লোকরা কি করছে?'

'এখানে, গোল্ড টাউনে কোন আইন নেই। মাঝখানে কথা উঠেছিল একটা কাউন্টি গঠন করে শেরিফ নির্বাচন করা হবে। সমস্তই শুধু কথার কথা। কাজ এগোয়নি আর। কিছুদিন আগে মাইনাররা মিলে চেষ্টা করেছিল একটা টাউন গভর্নমেন্ট গড়বে, যে লোকের উৎসাহে কাজ এগোচ্ছিল কদিন পর তার লাশ পাওয়া গেল। মাথার অর্ধেকটা উড়ে গিয়েছিল শটগানের গুলিতে। ওর লাশের পিঠে ছিল রিঙের চিহ্ন।'

'কেউ খুন হলে বা ডাকাতির শিকার হলে কিছুই করা হয় না?'

'নাহ্। মাঝেমধ্যে মাইনারদের কমিটি মীটিং হয়। সেখানে যার যা ইচ্ছে বক্তব্য রাখতে পারে। জাজ টরভিন সভাপতির দায়িত্ব নেয়। লোকটা সে সৎ। কিন্তু উৎসাহী নয়। তাছাড়া তার বয়স হয়েছে, এখন নতুন করে কিছু শুরু করার ইচ্ছে নেই। মীটিঙে শুধু কথাই সার।

কেবিনের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। একটা লণ্ঠন জ্বেলে চুলোর ধারে ফিরে গেল মাইনার। চুপ করে শুয়ে এলির কথাগুলো মনের মাঝে নেড়েচেড়ে দেখল জম ব্র্যাডলি। পরিস্থিতি যদি এতটাই খারাপ হয় তবুও পিছাবে না ও। মাইনারের কথা মেনে নেয়া যায়

না। জেদ চেপে গেছে ওর, ওই স্ট্যালিয়নটাকে ফিরে পেতেই হবে যে করে হোক।

*

স্কেচ আঁকায় হেনরি এলির হাত ভাল এটা এক বৃষ্টিভেজা সকালে জানতে পেল জন ব্র্যাডলি। পিট এলি গেছে শহরে, কেবিনে শুধু ছেলেটা আর জন। বাঙ্কে শুয়ে এক মাস আগের একটা পত্রিকা পড়ছিল জন। হঠাৎ ও খেয়াল করল ঘরের মাঝখানে একটা টুলে বসে মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছে ছেলেটা, পর মুহূর্তে পেন্সিল দিয়ে হাতের খাতায় দাগ কাটছে। এতই মনোযোগী যে জিভটা বের হয়ে আছে। ব্যাপার বুঝতে পেরে হাসল জন।

'কি করছ, হেনরি?'

'তোমার ছবি আঁকছি।'

'দেখাও দেখি!'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল ছেলেটা, কিন্তু খাতাটা দিলোও জনের হাতে। বাবার মতোই লম্বা-চওড়া সে, শরীরে এখনও মাংস লাগেনি যদিও। নড়বড়ে লাগে দেখতে। তবে কোন কাজে আপত্তি করে না এটা জন খেয়াল করেছে। কাজ যত কঠিনই হোক কোন বিরক্তি নেই তার। বাবার মতোই কঠোর পরিশ্রমী।

স্কেচটা সত্যিই পাকা হাতের কাজ। মাত্র কয়েকটা রেখা টেনে ওর মুখাবয়ব ফুটিয়ে তুলেছে হেনরি। প্রশান্তির চিহ্ন চেহারায়। তবে প্রথম দেখায় ওটাকে ক্যারিকেচার বলবে যে কেউ। কল্পনায় জনকে যেমন দেখেছে তেমনই এঁকেছে ছেলেটা। হাসল জন, খাতা থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আসলেই কি আমার চেহারাটা এতটা লম্বা?'

'না। কিন্তু পড়ছিলে যখন তখন লম্বাই লাগছিল। চিকন মানুষ না হাসলে তাদের মুখ সবসময় লম্বা লাগে দেখতে।'

'আঁকতে কে শিখিয়েছে তোমাকে?'

'কেউ না।'

'খাতা আর পেন্সিল পেলে কোথায়?'

'মিস টরভিন দিয়েছে।' চেহারাটা আরও লাল হয়ে গেল হেনরির। মেঝের দিকে তাকাল। 'বাবা আমার ছবি আঁকাটা পছন্দ করে না, তাই

বাবাকে কখনও দেখাই না। মিস টরভিন বলে তার নাকি আমার ছবি ভাল লাগে, তাই তাকে মাঝে মাঝে দেখাই।'

একে একে খাতার পৃষ্ঠা উল্টে গেল ব্র্যাডলি। শেষদিকে এসে থমকাল। পরিচয় দিচ্ছিল হেনরি, এ আঙ্কল বিলি, এ টমাস-মাইনার, এই অ্যানি টরভিন। জন যে পৃষ্ঠায় থেমেছে সেটার ছবিটা এক কান কাটা লোকের।

'এটা কবে এঁকেছ?'

'কয়েক দিন আগে। তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'চেনো একে?' গম্ভীর হয়ে গেছে জনের গলা।

নার্ভাস বোধ করল ছেলেটা। 'না।'

'মিথ্যে বোলো না। এই লোক গোল্ড টাউনে থাকে?'

'বাবা বলেছে তোমাকে কিছু না বলতে। তুমি শুধু শুধু খুন হয়ে যাবে।'

'এর নাম জানো?'

'একজন ওকে এড নেস নামে ডাকছিল। লিউস্টন থেকে এসেছিল কান কাটা লোকটা।'

ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়া। বাবা আসছে সন্দেহ হওয়ায় ছবির খাতাটা জনের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিল হেনরি। নিজের বাঙ্কের কাছে গিয়ে বালিশের নিচে রেখে দিল ওটা। প্রায় অনুনয় করে বলল, 'বাবা আসছে। বাবাকে কিছু বোলো না প্লীজ। বাবা আমাকে শপথ করিয়েছে তোমাকে কিছু বলব না।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ব্র্যাডলি। 'তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, হেনরি, তোমার বাবাকে আমি কিছু বলব না।'

*

কথা রাখল জন। কিন্তু সেরাতে ওর ঘুম হলো না। প্রায় সারারাত চিন্তা করে কাটল। শিগ্‌গিরই হাঁটাচলার মতো সুস্থ হয়ে উঠবে ও। পিট এলি আভাসে জানিয়ে দিয়েছে ঘোড়া উদ্ধার করতে গিয়ে কোন ঝামেলায় জড়ালে সেটার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। সেজন্যে নির্ঝঞ্ঝাট লোকটাকে দায়ী করতে পারেনি ও। এমনিতেই প্লিট এলির কাছে ও ঋণী হয়ে আছে। এতটাই যে ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারবে কিনা

সন্দেহ। তবে আরেকটা উপকার চাইতে হবে ওর মাইনারের কাছে।

তিনদিন অপেক্ষা করল ব্র্যাডলি, সুস্থতা ফিরে এসেছে প্রায়। এখন হাঁটাচলা করতে পারছে স্বচ্ছন্দে। এবার কথাটা পাড়ল ও, মাইনারের কাছে জানতে চাইল এড নেসকে কোথায় পাওয়া যাবে।

বিকেলে এড নেসকে কোন একটা সেলুনে ঢুকতেই হবে, জবাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানাল মাইনার। মাতাল হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত গিলতে থাকে লোকটা। এটাই তার স্বভাব। হেনরি ছেলেটা স্ট্যালিয়নটা দেখেনি একবারও, জিজ্ঞেস করে জেনেছে জন, কিন্তু এনিয়ে চিন্তিত হয়নি। এড নেস ঠিকই জানবে ঘোড়াটা কোথায়।

সেদিন বিকেলে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর মাইনার কেবিনে ফিরে দেখল জন ব্র্যাডলি কোট আর হ্যাট চাপিয়ে তৈরি হয়ে আছে, বাইরে বেরোবে। খাবার আর সেবাযত্ন, থাকার ব্যবস্থা করে দেয়ায় কতটা কৃতজ্ঞ সেটা মাইনারকে জানাল জন, বলল সুযোগ পেলে এই ঋণ ও অবশ্যই শোধ করবে। এবার শেষ অনুরোধটা করল।

'পিট, আমার একটা রিভলভার দরকার।'

দীর্ঘক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল মাইনার ওর চোখের দিকে, তারপর বলল, 'তুমি জানো নেস এখন শহরে। কে বলেছে তোমাকে?'

'কেউ না। আন্দাজ। রিভলভার দিতে পারবে?'

জনের চেহারা দেখে বুঝতে পারছে মাইনার, তর্ক করে কোন লাভ নেই। এলোক যা বলছে তা করবে। কেবিনের পেছন দেয়ালে ঝুলন্ত গানবেল্টটা নামাল সে, .৩৬ ক্যালিবারের নেভি কোল্টটা হোলস্টারে ভরে বাড়িয়ে দিল।

'গুলি ভরা আছে। কিন্তু নতুন গুলি ভরে নিয়ো, সেটাই ভাল হবে। হোলস্টার পকেটে নতুন গুলি পাবে। আর···কেবিন ছেড়ে দেয়ার কথা ভুলে যাও। যতদিন গোল্ড টাউনে আছ আমার এখানেই থাকবে।' হাত বাড়িয়ে দিল মাইনার। 'রাতে তোমাকে এখানে দেখতে চাই।'

'বেঁচে থাকলে হাজির হয়ে যাব।' গানবেল্ট পরে নিল ব্র্যাডলি। অস্ত্রটা উরুর পাশে ঝুলিয়ে নিল। এখন অনেকটা নিশ্চিত লাগছে। মাইনারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাহাড়ী ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল মূল শহরের

দিকে। মাথায় শুধু একটা চিন্তা, একজনকে খুন করতে যাচ্ছে সে, হয় খুন করবে নয়তো খুন হয়ে যাবে নিজেই।

## পাঁচ

বিকেলের রোদটা উপভোগ করছে আঙ্কল বিলি। চোখ কুঁচকে ট্রেইলের দিকে চেয়ে রয়েছে। কে যেন শহরের দিক থেকে ওর কেবিনের দিকে আসছে, চিনতে পারছে না। আগের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নেই আঙ্কল বিলির। আগে হলে ওই দূরত্ব থেকেও বুঝতে পারত যে আসছে সে পুরুষ না মেয়ে, ইন্ডিয়ান না সাদামানুষ, শত্রু না বন্ধু। চোখ ভাল ছিল তখন। ইন্ডিয়ান কান্ট্রিতে বিভার শিকার করত আঙ্কল বিলি। দুশো গজের মধ্যে যে কোন টার্গেটে গুলি লাগিয়ে দিতে পারত। সেই দিন আর নেই। বিশ গজ দূর থেকে বাফেলোর গায়েও গুলি লাগাতে পারবে না সে এখন।

বাতে ধরা শিরা ওঠা দু'হাতের দিকে তাকাল আঙ্কল বিলি। সত্তরের ওপর বয়স হলো। এখন আরাম করার সময়। রোদে বসে জিরাতে জিরাতে অতীতের কথা ভাবার সময়।

কাছে চলে এসেছে আগন্তুক। মহিলা। এবার অ্যানিকে চিনতে পারল বিলি। এশহরের আর কোন মহিলা ওর মতো একজন বুড়ো মানুষের জন্যে চিঠি বা খবর বয়ে আনার কষ্ট করবে না।

'হ্যালো, আঙ্কল বিলি। আজকে শরীর কেমন?'

'আগের চেয়ে ভাল। রোদে বসে শরীরের গিঁঠ ছাড়িয়ে নিচ্ছি।'

চামড়ার পোর্টফোলিওটা সবসময় অ্যানির সঙ্গে থাকে। ওটা খুলে একটা চিঠি বের করে বুড়োর হাতে দিল মেয়েটা। 'গতকাল এসেছে। ভাবলাম আমিই নিয়ে আসি, তাহলে তোমাকে আর কষ্ট করে শহরে যেতে হয় না।...চিঠিটা আমি পড়ে দেব?'

'খুব ভাল হয় তাহলে।'

একমাস আগে চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের

ওপরের অংশের ছোট একটা শহর থেকে। আঙ্কল বিলির স্ত্রীর চিঠি। অ্যানি চিঠি পড়ে শোনাল। আধখোলা চোখে নিরবে শুনে গেল উদাস আঙ্কল বিলি। অনেক দিন হলো বাড়ির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই।

আঙ্কল বিলির স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা ভাল আছে। আবার দাদা হয়েছে আঙ্কল বিলি। এই নিয়ে নয় বার দাদা হলো সে। তার পাঠানো টাকার থলে নিরাপদেই পৌঁছেছে। চিঠির শেষে বরাবরের মতোই জানতে চেয়েছে, কবে আসবে।'

অ্যানির মিষ্টি সুরেলা গলা থেমে গেল। চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। আঙ্কল বিলির দিকে তাকাল। 'কবে বাড়ি ফিরছ, আঙ্কল বিলি?'

'আর হয়তো ছ'মাস। তারপর ক্লেইম বেচে দিয়ে রওনা হয়ে যাব।'

'বাড়িতে পরিবারের মাঝে ফিরতে ইচ্ছে করে তোমার, আঙ্কল?'

'নিশ্চই করে। কিন্তু সোনা পাচ্ছি...বোঝোই তো।'

'এখন বেচলে ভাল দাম পাবে,' বলল অ্যানি। 'পরে হয়তো এত দাম না-ও পেতে পারো।'

'ঠিকই বলেছ।'

'অনেক তো হলো, আঙ্কল। এবার বাড়ি ফিরে যাও।'

'আমি ভাবছি,' চিন্তিত স্বরে বলল বিলি। 'দেখি কি ঠিক করি!'

অ্যানি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরও ভাবনায় ডুবে চুপ করে রোদে বসে থাকল বিলি। পাইপ ধরাল, টানতে মনে থাকল না। একটু পর নিভে গেল পাইপ। ঠোঁটের কোণে ঝুলতে লাগল। সূর্য পশ্চিম দিগন্তের কাছে চলে যাবার পর উঠল সে। বাতে আড়ষ্ট পায়ে ধীরে ধীরে রওনা হলো গোল্ড টাউনের দিকে। আজকে পরিবারের চিন্তা বড্ড জ্বালাচ্ছে ওকে। খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। পাহাড়ের দিক থেকে শীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে। হাড়ে একেবারে কাঁপন ধরিয়ে দিতে চায়। হাড়ের জোড়াগুলো যেন জমে যাবে। পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বিশ্রাম নিতে বসল। উঠল যখন, সন্ধে প্রায় হয় হয়। দেখল ট্রেইলের বাঁক ঘুরে এক লোক আসছে। আঙ্কল বিলি অপেক্ষা করল। লম্বা হাঁটাপথ সংক্ষিপ্ত মনে হয় সঙ্গী থাকলে।

'হ্যালো,' আগন্তুকের উদ্দেশে বলল সে। 'শহরে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'এদিকে নতুন লোক বুঝি? আগে দেখিনি।'

নড করল লোকটা। লম্বা, হালকা পাতলা লোক সে। হাঁটার সময় বাম পায়ের ওপর একটু বেশি জোর দিচ্ছে। খোঁড়াচ্ছে একটু একটু। সেকারণে তার সঙ্গে তাল রাখতে আঙ্কল বিলির সুবিধে হলো। ভাল মতো দেখল সে লোকটাকে। কেন যেন মনে হলো এই লোক সাধারণ কোন ভবঘুরে নয়, এর একটা অতীত আছে। উরুর সঙ্গে বাঁধা হোলস্টারটা গানম্যানের সাক্ষ্য দেয়।

'কয়দিন হলো এসেছ?'

'সপ্তাহ দুয়েক।'

'প্রসপেক্টিঙের ইচ্ছে আছে?'

'দেখি!' হাসল আগন্তুক। 'তুমিই তো আঙ্কল বিলি, তাই না?'

'জানলে কি করে!'

'পিট এলির ওখানে আছি। ওর ছেলে আমাকে তোমার স্কেচ দেখিয়েছে।'

খুশি মনে মাথা দোলাল আঙ্কল বিলি। বলল, 'ছেলেটা প্রতিভাবান, তাই না? যে কোন কিছুর ছবি আঁকতে পারে। যে কেউ দেখলেই বুঝবে কিসের ছবি।...তুমি কি পিট এলির বন্ধু?'

'বলতে পারো।'

'নামটা তো বলোনি।'

'জন ব্র্যাডলি।'

শহরের প্রান্তে আসার আগে পর্যন্ত আর কোন কথা হলো না দু'জনের। পাশাপাশি হাঁটছে। শহরে ঢোকার আগে আরেকবার ব্র্যাডলিকে দেখে নিল আঙ্কল বিলি। একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'প্রসপেক্টিং করতে পারো বলেছিলে।'

'হয়তো করব, বলেছিলাম।'

'আমি ভাবছিলাম আমার ক্লেইমটা বিক্রি করে দেয়ার কথা। ভাল ক্লেইম। সোনা পাওয়া যায় খারাপ নয়। ইচ্ছে করলে পিট এলিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। এত বুড়ো হয়ে না গেলে কোনদিনও আমি বিক্রির কথা ভাবতাম না। তবে তোমার মতো যুবক কেউ যদি

আগ্রহী হয়ে কিনতে চায় তাহলে দেব বিক্রি করে। তুমি কি…'

ব্র্যাডলি মনোযোগ দিচ্ছে না দেখে বাকিটা আর শেষ করল না বুড়ো মাইনার। ব্র্যাডলি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে শহরের ধুলোময় রাস্তা। দুশ্চিন্তার কারণে কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। আঙ্কল বিলির দিকে তাকাল। 'আমি এড নেস নামের এক লোককে খুঁজছি। চেনো ওকে?'

'নেস? নাহ্। মাইনার সে?'

'না, তা নয়।'

'মাইনার হলে ঠিকই চিনতাম। এক কাজ করতে পারি। আমার সঙ্গে ব্রাইট জেম সেলুনে চলো, ওখানে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়তো ওর খোঁজ পাওয়া যাবে। শীতটা আমি কেবিনে কাটিয়েছি তো তাই নতুনদের এখনও চেনা হয়ে ওঠেনি।'

'ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না।' বিদায় নিল জন আঙ্কল বিলির কাছ থেকে। তারপর রাস্তা পার হয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল প্রথম সেলুনটাতে।

সেদিকে তাকিয়ে আনমনে মাথা নাড়ল আঙ্কল বিলি, তারপর সেলুনটা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল ব্রাইট জেম সেলুনের দিকে। ভাল-মন্দ খবরাখবরের জন্যে ওই সেলুনটা শহরের সেরা। ভাল হার্ড ড্রিঙ্ক শুধু ওটাতেই পাওয়া যায়। আগন্তুকের কথা মাথা থেকে সরাতে পারছে না আঙ্কল বিলি। লোকটা একটু অদ্ভুত। ব্যবহারও স্বাভাবিক নয়। হাঁটাচলা হাবভাব এমন যে মনে হয় যেকোন সময় শত্রুর ওপর ঝাঁপ দেবে।

'আমি ওকে ড্রিঙ্ক কিনে খাওয়াব ভেবেছিলাম,' বিড়বিড় করে বলল আঙ্কল বিলি। 'আমার সঙ্গে এলে বন্ধুর খোঁজটাও পেয়ে যেত ও। লোকটা সত্যিই কেমন যেন।'

ঠিক আছে, যারা উৎসাহী নয় তাদের সঙ্গে বসে মদ খায় না বিলি। ব্রাইট জেমের ভেতরে পা রাখল আঙ্কল বিলি, কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামান্যই ড্রিঙ্ক করবে সে, আসল উদ্দেশ্য শহরের হালচাল বোঝা।

সেলুনের ভেতর লোক বেশি নেই। পেছন দিকের একটা টেবিলে বসে পোকার খেলছে পাঁচজন লোক। প্যাট কেসি, ল্যারি ব্রাফ, কেন্ট

টিমন্স, সানি উইলসন আর ইঁদুরের মতো ছুঁচালো চেহারার এক খর্বকায় লোক। লোকটার বামকানের ওপরের অংশ নেই।

কাউন্টারের পেছন থেকে বেরিয়ে লণ্ঠনগুলো জ্বেলে দিল বারটেন্ডার। টেবিলের পাশ দিয়ে আসার সময় কানকাটার উদ্দেশে ষড়যন্ত্রমূলক হাসল। বিড়বিড় করে বলল, 'জিতলে কৌতুক করবে আর হারলে মারমুখী!'

'জাহান্নামে যাও, ধেড়ে শকুন!' শুনে ফেলেছে কানকাটা।

'দশ ডলার,' ডানদিকের লোকটার উদ্দেশে বলল সানি উইলসন। 'থাকছ, নাকি বসে পড়বে?'

বিরক্ত চোখে হাতের তাস দেখল কানকাটা। সারা বিকাল তার কপালটা খারাপ যাচ্ছে। তবে এবার হাতটা খারাপ নয়। এবার জিতলে হার-জিতের পাল্লা সমান হয়ে যাবে।

'এড নেস কখনও পিছায় না। কার্ড দেখাও।' শেষ নীল চিপ্স্টা সামনে ঠেলে দিল সে। নিজের তিনটা রাজা টেবিলে নামিয়ে দেখাল। জড় হওয়া চিপ্স্গুলোর দিকে হাত বাড়িয়েছিল সে। কিন্তু উল্টোদিকে বসা ব্রাফকে হাসতে দেখে থমকে গেল। টেবিলে তাস নামাল ব্রাফ। তিনটে টেক্কা। আস্তে ধীরে সমস্ত চিপ্স্ নিজের দিকে টেনে নিল ব্রাফ।

ভ্রূ কুঁচকে বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালল নেস।

'পয়সা খতম?' জিজ্ঞেস করল ব্রাফ।

'এক্কেবারে।'

টেবিলে বসা সবাই হাসল। ড্রিঙ্ক চলল এক চক্কর। জুয়াড়ীদের হাসি গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল নেসের। টেবিল থেকে চোখ সরিয়ে সেলুনের ভেতর নজর চালাল সে। মনে মনে সম্ভাবনা যাচাই করছে। স্টোনের কাছে চাইলে কি ধার পাওয়া যাবে? না বোধহয়। বেতনের টাকা পোকার খেলায় হারার মতো বোকামি যে করতে পারে তাকে ঋণ দেয়ার কোনঁ অর্থ নেই, একথা বলবে স্টোন। স্টোন বাদ। কিন্তু টাকা পাবার আরও উপায় আছে।

তার চোখ আটকে গেল কাউন্টারে দাঁড়ানো সাদা চুলো কুঁজো বৃদ্ধের ওপর। শহরের সবাই লোকটাকে আঙ্কল বিলি নামে ডাকে। একটু আগে সেলুনে ঢুকেছে লোকটা। এক মাইনারের সঙ্গে আন্তরিক

আলাপ করছে। গুজব শোনা যায় বুড়োর নাকি অনেক টাকা। এখনও তার সঙ্গে সোনার গুঁড়ো আছে কিনা ভাবল নেস।

আঙ্কল বিলির পাশে দাঁড়ানো মাইনার নেসের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল বৃদ্ধকে। জবাবে নড করল বুড়ো। এগোল পোকার টেবিলের দিকে। কানকাটার সামনে থামল। 'তোমার নাম কি এড নেস?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'তোমার এক বন্ধু তোমাকে খুঁজছে। নামটা ব্র্যাডলি। জন ব্র্যাডলি যতদূর মনে পড়ে।'

ভ্রূ কুঁচকে ভাবল নেস। নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে না। স্টোনের কোন লোক হবে হয়তো। লিউস্টন থেকে আসা কেউ? ভাবনা বাদ দিয়ে শ্রাগ করল সে। 'খুঁজলে এখানে পেয়ে যাবে ও আমাকে।'

লোকটা আরও কিছু বলবে ভেবে অপেক্ষা করল আঙ্কল বিলি। তারপর নেসের আর কোন বক্তব্য নেই বুঝে পাশ ফিরে বন্ধুর সঙ্গে আলাপে মন দিল। হাসল ব্রাফ। নেসের উদ্দেশে বলল, 'মুখটা অমন গোমড়া করে রেখো না, নেস। বুড়োকে তো চেনো তুমি। তাসে কপাল খারাপ হলেও প্রেমের কপাল দারুণ।'

'বাজি ধরতে পারি মহিলাদের পটাতে ওর জুড়ি নেই,' বলল টিমন্স। 'মেয়েদের হাত থেকে বাঁচতে ওকে লাঠি ব্যবহার করতে হয়।'

'আমার নারী কপালও ভাল,' ঘোঁৎ করে উঠল নেস।

'তা কার চেহারাটা ধার করো তুমি মেয়েদের সঙ্গে দেখা করার আগে?'

'কেন? আমার চেহারা কি খারাপ?'

'না, মোটেও না। একটা ছালা দিয়ে মুখটা ঢেকে নিলে আর কোন অসুবিধে নেই, চমৎকার লাগবে দেখতে।'

একে জুয়ায় হেরে ফতুর, তারপর আবার এধরনের অপমান। বিদ্বেষ জেগে উঠল নেসের মনে। টিমন্সকে সব সময়েই ঘৃণা করেছে সে। সেই প্রথম পরিচয়ের সময় থেকে। লম্বা-চওড়া কালো চুলের এই লোকটা মনে করে দুনিয়ার সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ সে। গর্ব করে বলে কোন মেয়ের দিকে একবার মনোযোগ দিয়ে তাকালেই তাকে অর্ধেক জয় করে নিতে পারে সে। হাসলে তো কথাই নেই, ওই মেয়ে তার।

পকেটে হাত ভরল নেস, চামড়ার কেসটা বের করতে করতে মনে অনুভব করল অদ্ভুত তৃপ্তি। আজকে পাওয়া গেছে সুযোগ, টিমন্সের বাড়াবাড়ির দিন আজ থেকে শেষ।

'এদিকের সব মেয়েকে চেনো, টিমন্স?'

নেসের গলায় এমন কিছু একটা আছে যেজন্যে সতর্ক হয়ে উঠল টিমন্স। অন্যদের মনোযোগও আকৃষ্ট করেছে নেসের বলার ভঙ্গি। চুপ করে অপেক্ষা করছে সবাই। পরিবেশে টানটান উত্তেজনা।

'অনেককেই চিনি,' আড়ষ্ট গলায় জানাল টিমন্স।

'তাদের অনেকেই তোমার জন্যে পাগল, তাই না?'

'তা বলতে পারি না, তবে পোর্টল্যান্ডের এক সেলুনে পরিচয় হয়েছিল এক সুন্দরীর সঙ্গে। তার কথা বলতে পারি। ও সত্যিই পাগল ছিল আমার জন্যে।'

'ও, তাহলে তুমি সেলুনের মেয়েদেরও গোণায় ধরো!' তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল নেসের গলায়।

মৃদু মৃদু হাসছে উইলসন। টিমন্সের মুখটা লাল হয়ে গেল। গরম চোখে নেসকে মাপল সে। 'পারলে সেলুনের কোন মেয়েকেই পটিয়ে দেখাও না।'

গ্লাস তুলে হুইস্কিতে চুমুক দিল নেস। তৃপ্তির ছাপ ফুটল তার চেহারায়। হাসির ফাঁকে বলল, 'এদিকের অনেক মেয়েই আমার জন্যে জান দিতে পারে। অনেকের কথা বাদই দিলাম। অ্যানিকে তো চেনো–অ্যানি টরভিন? তিনমাস হলো আমাকে বিয়ে করার জন্যে চাপ দিচ্ছে। কেন সেটা আমি বলব না। বুঝে নাও।'

গলা একটু চড়ে গিয়েছিল নেসের। কথাটা আঙ্কল বিলির কানেও গেছে। কাউন্টারের ওপর গ্লাস রেখে এদিকে তাকাল বুড়ো মাইনার। নেস মনে মনে গাল পাড়ল তার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে।

'বলো তোমার অ্যানির কথা শোনা যাক,' সন্দেহের সঙ্গে বলল টিমন্স।

'পাগল করে দিচ্ছে বিয়ে বিয়ে করে। চেষ্টা করেও ওকে খসাতে পারছি না।'

'কেন, টাকা দিতে ভুলে গিয়েছ?' টিটকারির হাসি সিমন্সের

ঠোঁটে।

দেয়ালের দিকে নির্বিকার চোখ রাখল নেস। 'বলতেই হয় দারুণ সুন্দরী মেয়ে ও। এক সপ্তাহ দু'সপ্তাহের জন্যে ওর সঙ্গ ঠিক আছে। কিন্তু বড্ড চাহিদা। কিসের সেটা আর বললাম না। বুঝে নাও। শেষে লাথি মেরে ওকে কেবিন থেকে বের করে দিয়েছিলাম আমি।'

'সেই মেয়ে গোল্ড টাউনের?'

শ্রাগ করল নেস। কি বোঝাতে চায় স্পষ্ট হলো না।

ঘোঁৎ করে উঠল সিমন্স। 'বাজি ধরতে পারি, ওই মেয়ের চেহারা দেখলে বাতি নিভিয়ে দিতে ইচ্ছে করবে।'

'কোন্ অ্যানির ব্যাপারে কথা বলছ তোমরা?' টেবিলের দিকে পা বাড়িয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল আঙ্কল বিলি। 'ওর শেষ নামটা কি যেন বললে? শুনতে পাইনি।'

'কার ব্যাপারে কথা বলছি তাতে তোমার কি?' যেচে পড়ে কৌতূহল দেখাচ্ছে মাইনার, তাই রেগে গেল নেস।

আঙ্কল বিলির নীল দু'চোখে এখন ঝাপসা ভাবটা নেই। দাঁড়ানোর ভঙ্গিও ঋজু। 'তোমরা এক ভদ্রমহিলার নামে যাতা বলছ, এটা রুচিসম্মত নয়। আমি হলে বলতাম না। আর...যদি বুঝতাম তোমরা আমার পরিচিত অ্যানির নামে কোন খারাপ কথা বলছ তাহলে...'

'দুশ্চিন্তা কোরো না; দাদু, এই অ্যানি তোমার আত্মীয় নয়, এ অন্য মেয়ে।' টিমন্সের দিকে মনোযোগ ফেরাল নেস। হাসল। 'কি যেন বলছিলে, দেখতে ভাল না?'

'বাজি ধরতে পারি।'

'ধরো বাজি। এক সপ্তাহের বেতন?'

'ঠিক হ্যায়।'

চোখে অস্বস্তি নিয়ে সবার দিকে তাকাল টিমন্স, তারপর ভ্রূ কুঁচকে সামনে ঝুঁকল। 'ঠিক আছে। কিন্তু শুধু কথায় কাজ হবে না। ওকে এখানে এনে দেখাতে হবে আমাদের।'

'ছবি হলে চলবে?' চামড়ার কেসটা টেবিলের ওপর রাখল নেস।

'চলবে।'

'দেখি।' হাসতে হাসতে হাত বাড়াল ব্রাফ। 'আমরা হচ্ছি জাজ।

আমরা যা বলব সেটাই সঠিক রায় মানতে হবে।' সবার ওপর চোখ বোলাল।

'ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে, নেস?'

নড করল নেস। চামড়ার কেসটা হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। টিমন্স ছাড়া আর সবার দেখা হতে এগিয়ে এসে কেসটা এগিয়ে এসে নিল বুড়ো আঙ্কল বিলি। ছবিটা দেখার পর রাগে হাত কাঁপতে শুরু করল। অভিশাপ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল নেস, কেসটা কেড়ে নিল বিলির হাত থেকে।

'বদমাশ কোথাকার! তুমি দেখার কে!'

লাল হয়ে গেছে আঙ্কল বিলির চেহারা। বাকস্কিন জ্যাকেটের ভেতর থেকে টেনে একটা ছুরি বের করে আনল সে। নিচু স্বরে বলল, 'হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসো, নেস! স্বীকার করো একগাদা জঘন্য মিথ্যে বলেছ ভাল একটা মেয়ে সম্পর্কে। স্বীকার করো, নইলে ছুরির বাঁট পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেব বুকে।'

কেসি আর ব্রাফ লাফ দিয়ে টেবিল ছেড়ে বিলিকে জড়িয়ে ধরল যাতে সত্যিই ছুরি চালাতে না পারে। 'কি হয়েছে, আঙ্কল বিলি?' জানতে চাইল ব্রাফ। 'মাতাল হয়ে গেলে নাকি?'

'না, মাতাল না। ছেড়ে দাও আমাকে।'

'ছুরিটা আমার হাতে দাও।'

'ওটা আমারই দরকার। ছেড়ে দাও বলছি!' ঝটকা মারল আঙ্কল। ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছে নেসের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'ছবিটা কোথা থেকে চুরি করেছ?'

'চুরি? চুরি করব কেন। এটা আমার। আমাকে দিয়েছে ও।'

আঙ্কল বিলির কথায় খুশির হাসি হাসল টিমন্স, নেসের হাত থেকে কেসটা কেড়ে নিয়ে তাকাল। 'দেখি মেয়েটা কে!'

ব্রাফের কাছ থেকে বামহাত ছাড়িয়ে নিল বিলি, চড়াত করে চড় বসিয়ে দিল নেসের মুখে। চড় খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল নেস পেছন দিকে। মড়মড় করে ভাঙল চেয়ারটা। 'সাবধান, টিমন্স,' সতর্ক করল আঙ্কল, 'বাজে কথা বলার আগে ভেবে দেখো। ছবিটা অ্যানি

টরভিনের!'

কথাটা শুনেই গাল দিয়ে উঠে আঙ্কল বিলির হাত ছেড়ে দিল কেসি। ছুরি হাতে একটু ঝুঁকে সামনে এগোল আঙ্কল বিলি। ওটার চকচকে ফলার দিকে তাকিয়ে শীতল ঘাম জমল নেসের কপালে। অজান্তেই এক পা পিছু হটল। এক হাত সামনে তুলে বলল, 'দেখো, বাড়াবাড়ি করলে ভাল হবে না কিন্তু।'

জবাবে ছুরির ডগাটা নড়ে উঠল।

'মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাও, বদমাশ, শয়তান কোথাকার!'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নেস, তারপর হাত বাড়াল অস্ত্রের দিকে।

## ছয়

আঙ্কল বিলিকে ছেড়ে যাওয়ার পর জনের মনে হলো যাকে খুঁজছে তার নাম কাউকে বলা উচিত হবে না। পিট এলির কথা যদি সত্যি হয় তাহলে গোল্ড টাউনে অনেকেই আছে যারা রিঙের সঙ্গে জড়িত। ওর উদ্দেশ্য প্রচার পেলে হয়তো দেখা যাবে নিজের দলের লোকদের মাঝখানে ওর মুখোমুখি হতে চাইবে লোকটা, যাতে সহজেই ওকে শেষ করে দিতে পারে কয়েকজন মিলে। এজন্যেই পিট এলি ওকে বারবার মানা করেছে ঘোড়া উদ্ধারের চেষ্টা করতে। মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে দিল ব্র্যাডলি। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। চেহারায় ফুটে উঠল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

রাস্তার ডানদিকের সেলুনগুলোয় প্রথমে তল্লাশি চালাল ব্র্যাডলি। দু'তিন বাড়ি পরপরই একটা করে সেলুন। শহরের ব্যবসা কেন্দ্রটা তিন ব্লক বিস্তৃত। পুরোটা ঘুরে ওপাশ থেকে আবার শুরু করল জন। এবার বামদিকের সেলুনগুলোয় ঢুঁ মারতে শুরু করল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে কিন্তু কোন সেলুনে সে মদ খায়নি। মনের ভেতর থেকে নিষেধ এসেছে। এখন মদ খেয়ে বিবেচনা বোধ ভোঁতা করার সময় নয়।

ব্রাইট জেমের কাছে যখন ও পৌঁছুল, ক্লান্ত হয়ে গেছে তখন।

বোর্ডওয়াকে একটা তক্তা উঁচু হয়ে ছিল, ওটাতে হোঁচট খেল ও। পড়েই যাচ্ছিল, সামলে নিল শেষ মুহূর্তে। একটা টাই রেল ধরে চোখ বুজে বিশ্রাম নিল খানিকক্ষণ। কয়েকজন হালকা মাতাল মাইনার ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তাদের একজন সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ওর পিঠ চাপড়ে যাওয়ার আগে বলে গেল, 'আমি জানি, বাছা। কাল সকালে আমাদের সবারই মাথা-ব্যথা হবে।'

একটু পর শক্তি ফিরলে চোখ খুলল ব্র্যাডলি। ব্যাট উইং দরজা ঠেলে ব্রাইট জেম সেলুনে প্রবেশ করল। ভেতরটা লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে।

সেলুন অভ্যন্তরের নৈঃশব্দ ব্র্যাডলিকে সতর্ক করল। গোলমাল আছে কোথাও। হাসছে না কেউ, কার্ড ফেঁটছে না, পোকার চিপ্‌স্ নাড়াচাড়ার কোন আওয়াজ নেই। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। তাদের কারণে সেলুনের পেছনটা স্পষ্ট দেখতে পেল না ও। পেছন দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। পরিবেশটা এমন যে বুঝতে দেরি হলো না ব্র্যাডলির, হয় সে লড়াইয়ের শুরুতে হাজির হয়েছে, নয়তো শেষ হয়ে এসেছে লড়াই।

দু'জন লম্বা-চওড়া মাইনারকে ঠেলে সামনে বাড়ল ব্র্যাডলি। লোক দু'জন এখনও সেলুনের পেছনে তাকিয়ে আছে, জনকে দেখার প্রয়োজনও বোধ করল না। সামনের লোকটার তুলনায় ব্র্যাডলি খানিকটা লম্বা, কাজেই তার মাথার ওপর দিয়ে ঘরের পেছনটা দেখতে পাচ্ছে ও এখন। চিকন একটা লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। অস্ত্রটা সবার উদ্দেশে নাড়ছে। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে এক লোক। চেহারা দেখা গেল না। দরজার দিকে তাকাল চিকন লোকটা।

'সরে দাঁড়াও,' নিচু স্বরে বলল নেস। কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা, আতঙ্কিত। 'বাইরে যাচ্ছি আমি। কেউ ঠেকাবার চেষ্টা করলে তাকে খুন করে ফেলব।'

একটু সরে দাঁড়াল মাইনাররা। সরু একটা পথ তৈরি হলো দরজার দিকে। ব্র্যাডলির সামনের লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে বাড়ি খেল ওর গায়ে। দুঃখিত বলে পাশ কাটাল, তারপর বাইরের অন্ধকারে চলে গেল ব্যাট উইং দরজা ঠেলে। জায়গা ছেড়ে একটও

নড়ল না ব্র্যাডলি। ওর দু'পাশে সরে যাচ্ছে মাইনাররা। হঠাৎ করেই দরজার সামনে একেবারে একা হয়ে গেল সে। এতক্ষণে ব্র্যাডলিকে দেখল নেস। এক মুহূর্ত লাগল চিনতে।

'তুমি!' ফিসফিস করে বলল নেস। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি...'

'মারা গেছি?' শান্ত গলায় নেসের মুখের কথা কেড়ে নিল জন। 'না, মরিনি এখনও।'

ক্ষণিকের জন্যে দিশাহারা মনে হলো নেসকে। তারপরই হেসে উঠল সে, সামনে পা বাড়াল। হাতের খাপ খোলা অস্ত্রটা তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। 'পথ ছাড়ো, নইলে এবার অসম্পূর্ণ কাজটা শেষ করব আমি।'

'আমার কাছ থেকে চুরি করা স্ট্যালিয়নটা কোথায়?'

'চুপ! কি বললাম!' কনুই ভাঁজ হচ্ছে নেসের। অস্ত্রটা উঠে আসছে।

আর দেরি নেই। ঝট করে এক পাশে সরে দাঁড়াল ব্র্যাডলি। আবছা ভাবে টের পেল গুলি করেছে নেস। ওর পেছনে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ হলো। ওর হাতে উঠে এলো পিট এলির দেয়া সিক্সগান। মনে হচ্ছে সময়ের গতি অসম্ভব ধীর হয়ে গেছে। যেন অনন্তকাল পর অস্ত্রটা নেসের বুকে তাক করল সে। কখন গুলি করেছে জানে না। দেখল নেসের পিস্তল থেকে আগুন ঝলকাচ্ছে। পায়ের কাছে কাঠের কুচি ছিটকাল। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল নেস। তারপর চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে, গোঙাতে শুরু করল। বুক থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হচ্ছে। রক্তে ভিজে গেল কাঠের মেঝে।

তার সামনে গিয়ে উবু হলো জন, শীতল রাগে কাঁপছে এখনও।

'স্ট্যালিয়নটা কোথায়? কোথায় ওটা?'

নেসের ঠোঁটের কোণে রক্তের বুদ্বুদ জমে উঠছে। চোখ স্থির হলো ব্র্যাডলির ওপর। ফিসফিস করে বলল, 'স্টোন...স্টোনকে দিয়েছি...' থেমে গেল সে। দেহটা নিথর। আর কখনও কাউকে কিছু দেবে না সে।

ধীরে ধীরে রাগ কমল, স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে পেল জন। সতর্ক হয়ে উঠল। এখানে নেসের কোন বন্ধু থাকতে পারে। তার কাছ থেকে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বারে পিঠ ঠেকিয়ে সবার ওপর চোখ বোলাল

সে। অস্ত্র খাপে পুরল না। ঝুলছে ওটা দেহের পাশে। কেউ আক্রমণ করল না। কারও চেহারায় বিদ্বেষের ছাপ নেই। কে যেন বিচলিত বেসুরো হেসে উঠল।

একজন বলল, 'শান্ত হও, মিস্টার। আমরা কেউ ঘোড়াচোর নই।'

'ও ঠিকই বলছে, মিস্টার। অস্ত্রটা হোলস্টারে রাখতে পারো।'

চৌকো চোয়ালের এক মাইনারের ওপর দৃষ্টি স্থির করল ব্র্যাডলি। ধীর গলায় বলল, 'আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে এখানে নেসের বন্ধুরা থাকবে।'

'নেই এখানে ওর বন্ধু কেউ,' গম্ভীর চেহারার এক মাইনার জানাল। তার চোখ মেঝেতে পড়ে থাকা মৃতদেহের ওপর। 'আঙ্কল বিলির সঙ্গে যে আচরণ ও করেছে তারপর কেউ ওকে মানুষ বলে গণ্য করবে না।'

হঠাৎ করেই খুব ক্লান্তি বোধ করল জন। মনে হলো এতক্ষণ ঝড়ের ভেতর বাতাসের বিরুদ্ধে এগোচ্ছিল সে। আচমকা বাতাস থেমে গেছে। চারদিকে নৈঃশব্দ। হোলস্টারে অস্ত্রটা পুরল জন।

'ড্রিঙ্ক চলবে?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'চলবে।'

হুইস্কি ওকে শক্তি ফিরে পেতে সাহায্য করল। প্রথম গ্লাস খালি করে কাউন্টারে রাখতেই আবার পূর্ণ করে দেয়া হলো ওটা। কৌতূহল বোধ করলেও কোন প্রশ্ন করল না জন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। নেসকে খুন করায় সে যেন সবার বন্ধুত্ব অর্জন করে নিয়েছে! অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছে, নেস কোন কারণে বুড়ো মাইনারের ওপর চড়াও হয়েছিল। কারণটা ওর জানা নেই।

'ওর জ্ঞান ফিরছে,' বলল চৌকো চোয়ালের মাইনার। 'আমাকে পানি আর পরিষ্কার একটা তোয়ালে এনে দাও।'

'কি হয়েছিল?' বারটেন্ডারকে জিজ্ঞেস করল ব্র্যাডলি।

'অ্যানি টরভিনের নামে যাতা কথা বলছিল নেস। আঙ্কল বিলি ছুরি হাতে তাকে ক্ষমা চাইতে বলে। তার মাথায় সিক্সগানের নল বাঁকা করেছে লোকটা।' ব্র্যাডলির দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বের হাসি হাসল বারটেন্ডার। 'তুমি খুব আস্তে পান করো, মিস্টার। গ্লাস শেষ হলে জানান দিয়ো। পরেরবার আমি খাওয়াব তোমাকে।'

গ্লাস মুখের কাছে নিয়ে ভাবল ব্র্যাডলি, আবার সেই অ্যানি টরভিন! দেখা যাচ্ছে শহরের সবাই ওকে চেনে! চিন্তা সরে গেল ওর। শেষ কথা কি বলেছিল নেস সেটা মনে পড়ল। গ্লাসটা শেষ করে কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রাখল সে। দেখল বারটেন্ডার গ্লাস ভরে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'গোল্ড টাউনে স্টোন নামের কেউ আছে?'

'আছে। কেন?'

'নেস বলেছে তাকে সে আমার ঘোড়াটা দিয়েছে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল বারটেন্ডারের। 'দেখো, মিস্টার, ভুল লোককে তুমি দায়ী করছ। স্টোনের মতো মানুষ হয় না। অত্যন্ত সৎ। ঘোড়াটা যদি তার কাছে থেকে থাকে তাহলে ধরে নিতে পারো চুরির ব্যাপারটা সে ঘুনাক্ষরেও জানে না।'

'স্টোনকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'এই ব্লকের শেষে ওর স্টোর।' পথের বিবরণ দিতে যাচ্ছিল বারটেন্ডার, সেলুনে একজন সুবেশী লোক ঢোকায় থেমে গেল। 'ওকে খুঁজতে আর কোথাও যেতে হবে না। ওই তো ও। এসে গেছে নিজেই।'

গভীর মনোযোগে লোকটাকে লক্ষ করল ব্র্যাডলি। স্টোন ক্লীন শেভড়্। পরনে দামী পোশাক। হাঁটাচলায় সাবলীল। সচেতন। নিজের ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত। চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছটা। চেষ্টা করে মানুষের মনোযোগ পেতে হয় না তাকে। ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষের মনোযোগ এমনিই আকৃষ্ট হয়। স্টোনের চোখ দুটো ধূসর। সেলুনে ঢোকার পর খুঁটিনাটি সব কিছুই খেয়াল করেছে লোকটা।

সে যে গুরুত্বপূর্ণ একজন প্রভাবশালী লোক সেটা কাউকে বলে দিতে হলো না। সবাই তাকে সেলুনের ভেতর কি ঘটেছে সেটা জানাতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠল যে বুঝে নিল ব্র্যাডলি।

সবাই একসঙ্গে বলার চেষ্টা করতে মৃদু হাসল লোকটা। এক হাত তুলে আপত্তির ভঙ্গিতে নাড়ল। 'একজন করে প্লীইজ! একজন করে বলো। লুথার, তুমিই শুরু করো। আর সবার তুলনায় তোমাকে বেশি উত্তেজিত দেখাচ্ছে।'

সুযোগটা পেয়ে লুথারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। তার কথা শুনতে

শুনতে জন ব্র্যাডলিকে মেপে নিল স্টোন। মেঝেতে পড়ে থাকা আঙ্কল বিলিকেও দেখল। লুথারের মুখের ওপর থেকে ঘুরে এলো তার ধূসর চোখ। আবার স্থির হলো জনের ওপর। এবার বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টিতে। লুথারের কথা শেষ হতে ব্র্যাডলিকে পাশ কাটিয়ে আঙ্কল বিলির পাশে চলে এলো সে।

'এখন একটু ভাল লাগছে, আঙ্কল বিলি?'

'লাগছে। গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। ড্রিঙ্ক পেলে ভাল হতো।'

হুইস্কি দিতে বলল স্টোন। তারপর সরে দাঁড়াল। পোকার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা জিনিস তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। একটা চামড়ার কেস। ওটাই যে সমস্ত অনর্থের মূল সেটা স্টোনকে ব্যাখ্যা করে শোনাল লুথার। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল স্টোন, যেন অনেকটা নিজেকে শুনিয়েই বলল, 'এড নেস মিস টরভিনের ছবি পেল কোথায়!'

বারের কাছ থেকে সরে গেল জন, স্টোনের উদ্দেশে বলল, 'জবাবটা আমি দিতে পারি। নেস ওটা আমার কাছ থেকে চুরি করেছিল।'

ঝাঁকি খেয়ে সোজা হলো স্টোনের মাথা। উজ্জ্বল চোখ দুটোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আপাদমস্তক দেখল ব্র্যাডলিকে। 'আমার মনে হয় না তোমাকে চিনি!'

'আমার নাম ব্র্যাডলি। জন ব্র্যাডলি।'

'তুমি বলছ নেস এটা তোমার কাছ থেকে চুরি করেছিল?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে পাঁচশো ডলার এবং একটা স্ট্যালিয়ন ঘোড়া।' স্টোনের চোখে স্থির হলো জনের দৃষ্টি। একটু থেমে বলল, 'নেস বলেছে তোমার কাছে স্ট্যালিয়নটা আছে। আমি ঘোড়াটা ফেরত চাই।'

পরিবেশটা টান টান হয়ে গেছে। পরিবর্তনটা টের পেল ব্র্যাডলি। উপস্থিত অনেকের চোখেই এখন কড়া দৃষ্টি। একজনকে খুন করেছে বলে অপরিচিত লোক হওয়া সত্ত্বেও ওকে ড্রিঙ্ক খাওয়ানো হয়েছে বিনা পয়সায়–সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু শহরের সবচেয়ে সম্মানিত লোককে ঘোড়া চুরির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করে বসায় প্রায় সবার সমর্থন হারিয়েছে সে। বাম চোখটা তিরতির করে কাঁপল স্টোনের।

'একেকবারে একটা করে বিষয় পরিষ্কার করি এসো,' বলল স্টোন। 'তুমি মিস টরভিনের পরিচিত?'

'অ্যানি আর আমি একসঙ্গে বড় হয়েছি।'

'আচ্ছা!' চামড়ার কেসটা খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখল স্টোন। 'এটা তোমার সেটা প্রমাণ করতে পারবে? বলো তো কি লেখা আছে ছবিটা ছাড়া?'

'একটা চিঠি আছে। কি লেখা সেটা বলতে হবে?'

চিঠিটা খুলল স্টোন। চোখ বুলানো শেষে মাথা নাড়ল। বলতে হবে না। মুখটা একটু লালাচে দেখাচ্ছে এখন। সশব্দে কেসটা বন্ধ করে জনের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমাকে বিরক্ত করেছি সেজন্যে দুঃখিত। আসলে বাধ্য হয়েছি। টরভিনরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঠিকই বলেছ তুমি, স্ট্যালিয়নটা আমার কাছেই আছে। দু'সপ্তাহ আগে নেসের কাছ থেকে কিনেছিলাম। জানতাম না ঘোড়াটা চুরি করা। তুমি যদি চাও তো ওটা আমি তোমার কাছ থেকে কিনে নিতে পারি। কথা দিচ্ছি ভাল দাম পাবে।'

'ওটা বিক্রির জন্যে নয়।'

'সেক্ষেত্রে ঘোড়াটা ফিরিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য। ওটা এখন আমার র‍্যাঞ্চে আছে। আগামীকাল নাগাদ পেয়ে যাবে।' চোখ সরিয়ে নিল স্টোন। 'ঠিক আছে?'

'চলবে।'

'বেশ, তাহলে এসো একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করে ভুলে যাই সমস্ত তিক্ততা।'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্ক নিল ওরা। আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে ব্র্যাডলি। চিন্তিত বোধ করছে। মৃত্যুপথযাত্রী সাধারণত মিথ্যে কথা বলে না। মরার আগে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল নেসের কণ্ঠস্বর। তারপরও কথাটা কি বলেছিল মনে আছে ওর। ভুল শোনেনি।

বিক্রির কথা বলেনি নেস। বলেছিল, স্টোনকে *দিয়েছি*।

# সাত

শেষ বিকেলের স্থবিরতা গোল্ড টাউনকে পেয়ে বসেছে। একটু আগে সিন্ডিকেট খনির কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আর মেশিনারীর খটখট ঘুটঘাট আওয়াজ নেই। ওই খনিগুলোতে যারা কাজ করে সেই সব মাইনাররা বাড়ি ফিরছে অ্যানি টরভিনের বাসার সামনে দিয়ে। জানালা দিয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছে অ্যানি। ওর কোলে উল বোনার কাঁটা আর উলের বল। এমন উষ্ণ দিন হলে সাধারণত বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে উল বোনে সে। কিন্তু আজকে নিজের মনে ভাবতে চায় বলে বাড়ির ভেতরে বসেছে। বন্ধ করে দিয়েছে বাড়ির সদর দরজা।

বাড়িটা তাড়াহুড়োয় বানানো। আসবাবপত্র নেই বললে চলে। যা আছে ওগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। এক চাইনিজকে আসবাবপত্রের কাজ দিয়েছিল অ্যানি। সে লোক অ্যানির চেয়েও কাঠের কাজ কম বুঝত। দেয়ালে প্লাস্টার নেই। বাড়ির বাইরে রংও নেই। মেঝেতে নেই কার্পেট। লিভিং রুম ছাড়া ছোট্ট দুটো শোবার ঘর, একটা টয়লেট আর কবুতরের খোপের সমান একটা কিচেন–এই নিয়ে বাড়ি। কিচেনের চুলোটা মস্ত বড়, জং ধরা। কিচেনের অর্ধেক জায়গা খেয়ে নিয়েছে। বাতাস থাকলে চুলো জ্বলে না ভালমতো। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায় কিচেন। সাধারণ দিনেও রান্না হতে চায় না সহজে।

হালকা একটা গন্ধ আসছে এখন কিচেন থেকে। সাপারের সময় প্রায় হয়ে এসেছে, দুপুরের খাবারও খায়নি অ্যানি, অথচ খিদে অনুভব করছে না। আবার তো সেই স্ট্যু-ই খেতে হবে। কম দামে যে মাংস অ্যানি কেনে তাতে স্ট্যু ছাড়া আর কিইবা হতে পারে। বাড়ির কথা মনে পড়লে কান্না পায় অ্যানির। ওখানে খাবার শেষ করার উপায় ছিল না, এত পদের রান্না হতো। ঘি দিয়ে ভাজা মুরগি আর হাঁসের আস্ত রোস্ট, গরুর ঊরুর মাংস ভুনা, বাড়ির বাগানে জন্মানো সবুজ শাকসব্জি, পনির, মাখন, দই আরও কত কি! এখন সেই দিন আর নেই। উলের

কাজ থেমে গেছে এতক্ষণে টের পেল অ্যানি। শুনতে পেল পোর্চে পায়ের শব্দ। বাবা ফিরছে।

তাড়াতাড়ি উলের কাঁটা নামিয়ে রেখে চেয়ার ছাড়ল অ্যানি, চেহারা থেকে উদ্বেগ মুখে ফেলে দরজা খুলতে ছুটল। দরজা খুলে বাবার গালে যখন চুমু খেল, হাসছে অ্যানি।

'আজকে তাড়াতাড়ি ফিরেছ, বাবা।'

সাধারণত হাসিখুশি একটা ভঙ্গি ধরে রাখে জাজ। আজকে হাসল না, মেয়ের কাঁধ জড়িয়ে ধরে নাক কুঁচকে রান্নার গন্ধ শুঁকল না, ভঙ্গি করল না সুস্বাদু খাবারের অপেক্ষায় থেকে জিভে পানি চলে এসেছে। আজকে জাজ শুকনো, অসুখী মুখে তাকাল মেয়ের দিকে। চোখ দুটো দেখে মনে হলো এক পলকে বয়স বেড়ে গেছে বিশ বছর।

শুকনো গলায় বলল, 'জন ব্র্যাডলি শহরে এসেছে।'

মুখ ফিরিয়ে নিল অ্যানি, যাতে বাবা ওর চেহারা দেখতে না পায়। 'আমি জানি। শুনেছি ও এসেছে।'

'এখানে এসেছিল?'

'না।'

'আসবে।'

'তাই বোধহয়।'

দীর্ঘ একটা নিরব মুহূর্ত পার হয়ে গেল। কষ্ট করে শ্বাস টানছে বাবা, সে আওয়াজও স্পষ্ট শুনল অ্যানি। ও জানে, বাবা এখনও আগের মতো একই মনোভাব পোষণ করে ব্র্যাডলি সম্বন্ধে। সময়ে আত্মীয় বিয়োগের কষ্ট কমেনি, আগের মতোই অপছন্দ করে ব্র্যাডলিকে, ক্ষমা করতে পারেনি মন থেকে।

'ও এলে ওকে ফিরিয়ে দিয়ো, অ্যানি। আমি চাই তুমি ওকে বিদায় করে দেবে, যাতে সে এখানে আর না আসে।'

মুখ ফেরাল অ্যানি বাবার দিকে। মনে ওর বিদ্রোহ জেগেছে। নিজেকে সামলে নিতে না পেরে বলে বসল, 'কাজটা নিষ্ঠুরের মতো হয়ে যাবে না?'

'ও তোমার চাচাতো ভাইকে খুন করেছে। সেটা কি আরও নিষ্ঠুর নয়?'

'উপযুক্ত কারণ ছিল মারার।'

'আইনের চোখে, হ্যাঁ। কিন্তু এমন কিছু অপরাধ আছে আইন যেগুলোর জন্যে শাস্তি দিতে পারে না। মাথাগরম অনভিজ্ঞ কাউকে লড়াইতে জড়ানো তেমনই একটা অপরাধ। রিচার্ডের জেতার কোন সুযোগই আসলে ছিল না। আইন শাস্তি দিতে পারে না এধরনের আরেকটা অপরাধ হলো নিজের রাজ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে ইউনিয়ন আর্মির পক্ষে যুদ্ধ করা।'

'ও ওর বিশ্বাসের পক্ষে লড়াই করেছে, এটা তোমাকে মানতে হবে। সেজন্যে ওকে প্রশংসা করতে হয়।'

'বিশ্বাস!' প্রায় গর্জে উঠল জাজ, রুগ্ন শরীর টানটান করে ঋজু হয়ে দাঁড়াল। এখন গলা শুনে ম্রিয়মান বৃদ্ধ লোক মনে হচ্ছে না। এখন জাজ টরভিন সেই জাজ টরভিন যার মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিত দক্ষিণের সেরা আইনজ্ঞরা। 'মানুষের তেমন বিশ্বাস কেমন যে বিশ্বাস তার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে লড়তে উদ্বুদ্ধ করে!'

নিচু স্বরে বলল অ্যানি, 'তুমি কি ভুলে গেলে, বাবা, যাদের কথা বলছ সেই তারাই আমাদের বাড়ি-ছাড়া করেছে!'

কথাটা সত্যি। বাবার চোখ থেকে এক পলকে দ্যুতি নিভে যেতে দেখল অ্যানি। এত খারাপ লাগল ওর যে মনে হলো বাবা আগের মতো রেগে উঠলেই বুঝি ভাল হতো। কাঁপা হাতে কপালে হাত বুলাল জাজ। 'যুদ্ধের সময় ভুল পথে চালিত লোকরা ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড করে। ওদের ক্ষমা করে দেয়া উচিত।' মেয়ের দিকে তাকাল জাজ, চোখে অনুনয়ের দৃষ্টি। মনটা দমে গেল অ্যানির। 'ও এলে ওকে ফিরিয়ে দিয়ো, অ্যানি টরভিন? আমার খাতিরে?'

চোখ নামিয়ে নিল অ্যানি। আবার যখন তাকাল, মনস্থির করে ফেলেছে। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ। আস্তে করে বাবার বাহুতে হাত রাখল। 'তোমাকে কষ্ট দেয়ার মতো কিছু আমি করব না, বাবা।...সাপার এখনও তৈরি হয়নি। ঘরে গিয়ে ততক্ষণ বিশ্রাম নাও বরং?'

ঘরে ঢুকে গেল বাবা, কিচেনে গিয়ে চুলোয় আরও কাঠ চাপাল অ্যানি। আভেনে বিস্কুট রাখল, স্ট্যুর হাঁড়ি চুলোর পাশে রাখল যাতে গরম থাকে। লিভিং রুমে এসে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে

তাকাল। নিজেকে চোখ টেপার কোন ইচ্ছে নেই ওর। মনে অনুভব করছে সেই আগের উল্লাস, ব্র্যাডলি যখন কাছে ছিল। বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো খুশির বন্যায় ভরে উঠছে বুকের ভেতরটা। কিন্তু সেই সঙ্গে হতাশ লাগছে। বাবা কখনোই ব্র্যাডলিকে মেনে নেবে না। যতই ভালবাসুক, মেয়েকে ক্ষমা করবে না ব্র্যাডলিকে গ্রহণ করলে। আর মেয়ে ছাড়া এখন বেচারার আছেই বা কি! চোখ ছলছল করে উঠল অ্যানির।

উপত্যকায় ছায়া নেমেছে। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেও চলে। ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল খচ্চর টানা একটা ওয়্যাগন। একটু পর ঘোড়ার খুরের শব্দ কাছিয়ে এলো। বাড়ির সামনে থামল লোকটা। ঘোড়াটা বাদামী রঙের একটা স্ট্যালিয়ন।

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল অ্যানি। আরোহী দীর্ঘ, সুঠামদেহী মানুষ। বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে। খোঁড়াচ্ছে একটু। যুদ্ধে আহত হয়েছিল? গলা শুকিয়ে গেল অ্যানির।

জন ব্র্যাডলি!

তিনবছর পর!

নড়ার শক্তি পেল না অ্যানি। জানালায় ও দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখেনি ব্র্যাডলি, সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা দিল।

ছুটে দরজার কাছে চলে এলো অ্যানি। খুলতে গিয়ে ইতস্তত বোধ করল। কি কথা হবে এতদিন পর? বাবা যে...

বাড়ির অবস্থা মালিকদের দৈন্য প্রচার করছে নিরবে। উঠানটা ধুলোময়। বাড়ির ধারেকাছে কোন গাছ নেই ছায়া দেয়ার জন্যে। সবই লক্ষ করল ব্র্যাডলি। গোল্ড টাউনের মাইনারদের কুঁড়ের উন্নত সংস্করণে বাস করছে অ্যানিরা, ভাবতে গিয়ে অবিশ্বাস্য মনে হলো ওর।

টোকা দিল দরজায়। তর সইছে না আর। অ্যানির মিষ্টি মুখটা কতদিন পর দেখবে ও? তিন বছর! কত কথা যে বুকের মাঝে জমে আছে বলে শেষ করতে পারবে না হাজার রাত পাশে বসে বলে গেলেও।

কেমন আছে জাজ টরভিন? সেই আগের মতোই নীতিবান, একগুঁয়ে আর দাম্ভিক? নাকি ভাগ্যের বিপর্যয়ে ভেঙে পড়েছে মানুষটা?

দরজা খুলে গেল।

'অ্যানি!' ফিসফিস করে নামটা উচ্চারণ করল ব্র্যাডলি।

'হ্যালো, জন।'

কি আশা করেছিল জানে না ব্র্যাডলি। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় গত কয়েকবছরে বদলায়নি অ্যানি। সেই মেঘবরণ ঘন কালো চুল, গভীর মায়াময় চোখ, কমনীয়তায় ভরা মুখমণ্ডল, মিষ্টি গলা–সব আগের মতোই আছে। কিন্তু কিছু একটা বদলে গেছে। এখন অ্যানিকে অনেক নিশ্চিত আর দৃঢ় মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অনেক দূরে সরে গেছে পেরিয়ে যাওয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। হাসছে না অ্যানি। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে নিরুৎসুক মুখে।

'কি চাও, জন?'

'তোমাকে দেখতে এসেছি। ভেতরে আসতে পারি?'

'বাবা বিশ্রাম নিচ্ছে। বিরক্ত হবে।'

এ যেন সেই আগের অ্যানি নয়। শীতল এক হিসেবী মহিলা মনে হচ্ছে ওকে, যেন একেবারেই অপরিচিত কেউ। হাতের চাপে হ্যাট দুমড়ে ফেলে সেটার দিকে চাইল জন, মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা ভাল আছে আশা করি?'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি?'

'ভাল। জিজ্ঞেস করার জন্যে ধন্যবাদ।'

অ্যানির চোখে তাকাল ব্র্যাডলি, ধীরে ধীরে রেগে উঠছে, বুঝতে পারছে এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে সে। কত জরুরী কথা বলার ছিল, কিছুই বলা হলো না। শুষ্ক ভদ্রতায় সময় নষ্ট করছে ওরা তার বদলে। পুরোনো দিনের কথা বলতে চাইল ব্র্যাডলি, কিন্তু অ্যানির চোখের শীতল দৃষ্টি ওকে নিরুৎসাহিত করছে। বলা হলো না কিছু।

'আমি ভাবিনি এখানে এলে হ্যাট হাতে আমাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে,' আড়ষ্ট স্বরে বলল জন।

'এখানে তোমাকে স্বাগত জানানোর কেউ নেই। আসার আগেই তোমার সেটা বোঝা উচিত ছিল।'

'জাজের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আশা করিনি। কিন্তু তুমি যে এভাবে...'

'আমি নিজের এবং বাবার পক্ষ থেকে কথা বলছি, বুঝেছ নিশ্চয়ই?'

ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি, দরজা ছেড়ে সরে যাবার কোন লক্ষণ দেখাল না। এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল তুলেছে ও নিজের আর ব্র্যাডলির মাঝে, যে দেয়াল ভেঙে দেয়ার সাধ্য ওদের দু'জনের কারও নেই।

হাজার মাইল পেরিয়ে যা বলতে এসেছিল বলতে পারল না ব্র্যাডলি। ওর গর্ব বাধা হয়ে দাঁড়াল। অপলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল সে অ্যানির চোখে। তারপর আস্তে করে মাথায় হ্যাট চাপাল। হ্যাটের কানা ছুঁয়ে সম্মান দেখাল অ্যানিকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে নেমে উঠানে চলে এলো, আশা করছে অ্যানি ওকে ডাকবে।

ডাকল না অ্যানি। ডাকতে চেয়েও পারল না।

ঘোড়ায় ওঠার আগে শেষ বার তাকাল জন। বিড়বিড় করে বলল, 'সহজে তোমাকে আমি ভুলতে পারব না, অ্যানি।'

ঘোড়ায় উঠবে এমন সময়ে ডাকল অ্যানি। 'জন!'

থমকে গেল ব্র্যাডলি। 'হ্যাঁ?'

'শোনো...' থতমত খেলো অ্যানিও। চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আর কখনও আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না।'

জবাব না দিয়ে ঘোড়ায় উঠল ব্র্যাডলি, ধীর গতিতে ফিরে চলল অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা ধরে। মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে আছে ওর। বিড়বিড় করে বলল, 'আসব না সেকথা দিতে পারি না। এমন প্রতিজ্ঞা আমি করব না যেটা আমি রাখতে পারব না।'

*

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি, দৃষ্টি অপসৃয়মান জন ব্র্যাডলির পিঠে। একসময় চোখের আড়ালে চলে গেল ব্র্যাডলি। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল অ্যানি, তারপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মনে মনে শপথ করল, আর কোনদিন বিয়ের স্বপ্ন দেখবে না, চিরকুমারী থাকবে সারাজীবন। কিছুক্ষণ চুপ করে নিজেকে সামলে নিল, তারপর ওর

খেয়াল হলো ঘরে অন্ধকার ঘনিয়েছে। লণ্ঠন জ্বালল ও। শুনতে পেল বাবার ঘরের দরজা খুলে গেছে।

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সাপার নষ্ট হয়ে যায়নি তো?'

'নষ্ট হয়নি, বাবা। একটু পর তোমাকে ডাকতাম।'

'খানিক আগে কার যেন গলার আওয়াজ পেলাম?'

সময় নিল অ্যানি জবাব দিতে। 'ব্র্যাডলি এসেছিল। ওকে বিদায় করে দিয়েছি। মনে হয় আর কখনও আসবে না।'

'অ্যানি...'

'বাবা,' কথা শেষ করতে দিল না অ্যানি, 'ওর ব্যাপারে আর কোন কথা বোলো না। তুমি যা বলেছ তাই করেছি, বিদায় করে দিয়েছি ওকে। ও আর আসবে না।'

দ্রুত পায়ে কিচেনে ঢুকে গেল অ্যানি, সাপারের প্রস্তুতি শুরু করল। ব্র্যাডলি আর আসবে না? না, আসবে না। এলেও দেখা করবে না ও। আজকে ব্র্যাডলির সঙ্গে শীতল ব্যবহার করতে হয়েছে ওকে। ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। বুকের ভেতরটা ভেঙে গেছে ওর ব্র্যাডলিকে কষ্ট দিচ্ছে অনুভব করে। কিন্তু কিছু করার নেই। একই সঙ্গে আনন্দ আর দুঃখের মিশ্র একটা অনুভূতি হচ্ছে। দুঃখ ব্র্যাডলিকে কষ্ট দিয়েছে বলে আর আনন্দ ওকে কষ্ট পেতে দেখে। তিনবছরের যুদ্ধে তাহলে বদলে যায়নি ব্র্যাডলি।

'জন, ওহ্, জন,' অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল অ্যানি। চট করে মুছে ফেলল চোখের জল। বাবাকে দেখাতে চায় না।

কী শুকিয়ে গেছে ও! কপালে কাটা দাগ। হাঁটার সময় খোঁড়াচ্ছিল। চোখের কোলে কালি জমেছে, কোণে পড়েছে কিছু ভাঁজ। তিক্ত আর হতাশ একজন মানুষকে দেখবে ভেবেছিল অ্যানি, কিন্তু যুদ্ধ ব্র্যাডলিকে বদলে দেয়নি।

শিউরে উঠল অ্যানি। পাহাড়ী লোক জেদী হয়। জন ব্র্যাডলির পরিবার দীর্ঘদিন থেকে পাহাড়ে বাস করে। ব্র্যাডলি যদি গোল্ড টাউনে থেকে যেতে চায়, তাহলে...'

না, তা ও থাকবে না। এখন আর নয়। এব্যাপারে অ্যানি প্রায় নিশ্চিত। বাবাকে কথা দিয়েছে অ্যানি। সেকথা রাখতে হবে। ব্র্যাডলি

চলে গেলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে ওর জন্যে। ব্র্যাডলিকে ও চিরতরে ভুলতে পারবে না। কিন্তু নিজেকে সামলে নিতে পারবে। পারতে হবে ওকে। দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করল অ্যানি, কিছুতেই ব্র্যাডলির সঙ্গে দেখা করবে না।

কিচেনের দরজায় এসে দাঁড়াল অ্যানি। নিচু স্বরে বলল, 'বাবা, খাবার দেয়া হয়েছে।'

*

ধীর গতিতে স্ট্যালিয়নটাকে ছুটিয়ে পিট এলির কেবিনে ফিরে এলো জন। বাড়ির পেছনে করাল। সেখানে মাইনার তার খচ্চর আর প্যাকহর্স দুটো রাখে। খচ্চরের উপস্থিতিতে নাক ঝেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল স্ট্যালিয়নটা।

'শিগ্‌গিরই তোকে ভাল জায়গায় রাখব,' সান্ত্বনা দিল ব্র্যাডলি।

ঘোড়াটা রেখে উঠানে দাঁড়িয়ে গোল্ড টাউনের দিকে তাকাল ও। সন্ধের ঝিরঝিরে বাতাস ক্রমেই শীতল হয়ে যাচ্ছে। ধুলোর সঙ্গে পাইন গাছের গন্ধ মিলে তীব্র একটা সুবাস ছড়াচ্ছে। কেমন যেন অতীতের কথা মনে পড়ে যাওয়ার মতো পরিবেশ।

অ্যানির সঙ্গে দেখাটা ওর এমন ভাবে হবে সেটা যুদ্ধের ভয়াবহতম বিপদের সময়েও ভাবেনি ও। যাকে চিনত সেই আগের অ্যানি কোথায়? কোথায় সেই অ্যানি যে বাবার মতামত অগ্রাহ্য করে ওকে ভালবেসেছিল? ওর বাবার ভাষ্য অনুযায়ী জন ব্র্যাডলি বিশ্বাসঘাতক এক ঠাণ্ডা মাথার খুনী। এখন কি তাহলে বাবার কথা বিশ্বাস করে অ্যানি? সেজন্যেই ওই শীতল ব্যবহার?

অনেক রাত আগে একবার বারো মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল অ্যানি, ওকে বিদায় জানাতে। জানাতে যে ব্র্যাডলিকে ভালবাসে। অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। বাতাসে ছিল পাইনের সুঘ্রাণ। আকাশে ছিল হাজারো নক্ষত্র। উপত্যকার ওপারে গাম্ভীর্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাহাড়। ওর হাতে নিজের ছবিটা গুঁজে দিয়েছিল অ্যানি, ওর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল, ফিসফিস করে বলেছিল, 'একদিন, জন, একদিন আমরা সুন্দর একটা সংসার করব।'

চিন্তার রাস টেনে ধরল ব্র্যাডলি। অতীতটা পকেট আয়নার মতো

করে বুকের কাছে বয়ে বেড়িয়েছে ও এতদিন। এখন কাঁচ ভেঙে গেছে। আর অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে নিজেকে ঠকাবে না ও। অ্যানি বদলে গেছে। কিন্তু ওর মধ্যে আগের সেই মেয়েটি কি একেবারেই অনুপস্থিত? সেটা জানার আগে গোল্ড টাউন ছেড়ে যাবে না ও।

ছাউনিতে একটা আওয়াজ হলো। চমকে গেল জন। একটা ছায়া দেখা গেল। হেনরি এলিকে দেখে শরীরের পেশি শিথিল হলো ওর।

'তোমার ঘোড়াটা খচ্চরের সঙ্গে থাকবে না। ছাউনিতে নিয়ে এসে ওটাকে খড় দিলাম।'

'ধন্যবাদ, হেনরি।'

'অল্প সময়ের জন্যে বাইরে গিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ।'

ঘরে প্রবেশ করল দু'জন। চুলোর সামনে বসে আছে মাইনার। দরজায় পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল। চুপ করে কিছুক্ষণ দেখল জনকে নিরবে।

'গিয়েছিলে ওর কাছে?'

'হ্যাঁ।'

ভ্রূ কুঁচকে দাড়ি হাতাল মাইনার। চুলোর দিকে ফিরে বলল, 'আরেকটা বাসন ধুতে হবে, হেনরি। আমার ধারণা টরভিনদের ওখানে খায়নি ব্র্যাডলি।'

অন্যান্য দিনের মতোই আলাপ ছাড়া সাপার সারল ওরা। কেউ কিছু বলল না দেখে মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল জন। মাইনার বুঝে গেছে কি ঘটেছে ওর ভাগ্যে। মনে যদি কৌতূহল থেকেও থাকে, সেটা প্রকাশ করছে না। তিক্ত প্রশ্নগুলো ব্র্যাডলির ভাল লাগত না।

সাপার শেষে বাসনগুলো ধুতে নিয়ে গেল হেনরি। ক্রীকের ধারে কাজটা করে সে।

পাইপ ধরাল মাইনার।

'কোন পরিকল্পনা আছে?'

'থাকছি আমি গোল্ড টাউনে। এর বেশি কিছু এখনও ঠিক করার সময় পাইনি।'

'কাজটাজ কি করবে, ভেবেছ কিছু?'

চুপ করে টেবিলের দিকে চেয়ে থাকল ব্র্যাডলি। ওর কাছে এক ডলারও নেই এখন। পিট এলি ছাড়া গোল্ড টাউনে কেউ ওর বন্ধুও নয়। এলির কাছে সাহায্য চাইতে বাধবে। এমনিতেই ওর কাছ থেকে অযাচিত ভাবে অনেক সাহায্য পেয়েছে ও, সারা জীবনেও এই ঋণ শোধ করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

*

অবশেষে মুখ খুলল জন, 'দিনমজুরের কাজ করব। আমার অত গর্ব নেই যে খারাপ লাগবে। খেটে খাব। সৎপথে বাঁচব। সেটাই যথেষ্ট।'

মাথা নাড়ল এলি। 'সিন্ডিকেট মাইনে কাজ পাবে। কিন্তু তোমার যেমন ফুসফুসের জ্বর, তাতে ওখানে কাজ নিলে এক সপ্তাহের বেশি বাঁচবে না।' পাইপ ধরাল এলি, চোখ সরল না জনের মুখ থেকে। 'যুদ্ধের আগে কি করতে তুমি?'

'তেমন কিছু না। যখন যেকাজ পেয়েছি করেছি।'

'এটা কেমন জবাব হলো!'

'সত্য কথন বলতে পারো।' কাঁধ ঝাঁকাল ব্র্যাডলি। 'টীচারদের যতদিন নতুন কিছু শেখানোর ছিল ততদিন স্কুলে গেছি আমি। তারপর একা একাই পড়ালেখা করি। হাতের কাছে পড়ার মতো যা পেতাম পড়ে ফেলতাম।' ক্লান্ত হাসল জন। 'আত্মীয় স্বজনরা বলত বেশি লেখাপড়া করে মনটা বুড়িয়ে ফেলছি আমি।'

'তা বড় একটা মিছে বলত না। কি লাভ পড়ালেখা করে?'

অনেক লাভ, কিন্তু এখন ওর মুখে কথাটা মানাবে না, কাজেই জবাব দিল না জন। বলল, 'কিছুদিন শিক্ষকতা করেছি। মাঝে মাঝে এমনকি যাজকের কাজও চালিয়ে নিয়েছি।'

'তোমাকে যাজক হিসেবে মানাতো বলে তো মনে হয় না।'

'শিকার করেও উপার্জন করেছি। এছাড়া ঘোড়দৌড়ে অংশ নিতাম, ফসলের সময় ফসল কাটার কাজ করতাম।' দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিল জন। 'এসব কাজেই সময় পার করেছি।'

কিন্তু এ-ই সব নয়, আরও কিছু না কিছু করেছে জন ব্র্যাডলি। সেটা বুঝতে পেরে নিরবে পাইপ টেনে চলল মাইনার। আশা করছে ব্র্যাডলি নিজে থেকেই বলবে।

'আমি যেখান থেকে এসেছি সে জায়গাটা না চিনলে তুমি বুঝতে পারবে না কেন আমি স্থির কোন কাজ করতে পারিনি কখনও।' উদাস দৃষ্টিতে মিটমিট করে জ্বলা লণ্ঠনের দিকে চেয়ে স্মৃতি চারণ করল জন। 'আমার আত্মীয়রা সব পাহাড়ী লোক। রক্ত সম্পর্কের ব্যাপারে অত্যন্ত গোঁড়া, জেদী আর স্বাবলম্বী। ওরা লেখাপড়া দুটোই পারে, এছাড়া লেখাপড়ার ব্যাপারে তাদের আর কোন উৎসাহ নেই। আসলে প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ। আমি ছাড়া।' একটু থামল সে। তারপর মৃদু স্বরে আবার বলতে শুরু করল, 'উপত্যকায় ছিল বড় বড় প্ল্যান্টেশন। ওখানে বাস করত শহুরে লোক এবং মহিলারা। সম্পূর্ণ আলাদা একটা জগৎ ওটা। ওখানে লেখাপড়া জানাটা কাজের ছিল।'

'টরভিনরা ওখানে থাকত?'

মাথা দোলাল জন, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। 'আমি কিছুতেই ওই জগতের অংশ হতে পারিনি। ওই পরিবেশে জন্ম না হলে কেউ ওদের মতো হতে পারবে না। একথাটা জানতে বেশ সময় লেগেছিল আমার। ততদিনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। একজনকে হত্যা করতে বাধ্য হলাম। সে ছিল জাজ টরভিনের ভাতিজা।'

'সেজন্যেই ওরা তোমাকে এড়িয়ে উপেক্ষা করে চলে।'

মাথা দোলাল ব্র্যাডলি। 'ওখানে একটা ট্রায়াল হলো। নিঃশর্তে মুক্তি পেলাম আমি। আত্মরক্ষা করেছিলাম। জাজের ভাতিজা অস্ত্র হাতে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। তাছাড়া উপত্যকার লোকজন যেমন ছিল তেমনি বিচারের দিন পাহাড়ী লোকও কম ছিল না। বিচার শেষে আমি তো মুক্তি পেলাম। কিন্তু আত্মীয়দের কাছে যেমন ফিরতে পারলাম না তেমনি উপত্যকার সভ্য জগতেও ঠাঁই হলো না আমার। শেষে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যোগ দিলাম

'ইউনিয়ন আর্মির পক্ষে ছিলে...সম্ভবত।'

নড করল ব্র্যাডলি। 'ইউনিয়ন আর্মির ক্যাপ্টেন।'

যা বলতে চেয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বলে ফেলেছে, উপলব্ধি করল জন। অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করল ঘরময়। মুখ থেকে পাইপটা সরাল পিট, চিন্তিত চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'যুদ্ধ প্রায় শেষ। আর বেশিদিন চলবে না।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'লোকে ভুলে যায়। নতুন এই এলাকায় এতকিছু করার আছে যে কেউ কারও অতীত নিয়ে ঘাঁটতে যায় না।'

টেবিলের কাছে ফিরে এসে চেয়ারে বসল জন। ওর দিকে ঝুঁকে এলো পিট এলি। পাইপ তাক করে বলল, 'জাজ টরভিন যে ভুল করছে সে ভুল তুমি করতে যেয়ো না। অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকার কোন অর্থ নেই। জাজের মতো শেষ হয়ে যাওয়া মানুষ হয়ো না। চোখ-কান খোলা রাখো, বুঝতে চেষ্টা করো চারপাশে আসলে কি ঘটছে। বুদ্ধি আছে তোমার, বয়সও কম। আগেও প্রমাণ দিয়েছ সাহস আছে তোমার। তাহলে আর কি চাই! বুদ্ধি আর সাহস একসঙ্গে কাজে লাগাও।' পাইপটা মুখে তুলে শুকনো স্বরে বলল মাইনার, 'এত যে বই পড়েছ, কখনও এই উপদেশটা পেয়েছ কোথাও?'

'ঠিক এভাবে কোন বইতে কথাগুলো লেখা ছিল না।'

পাইপ নিভে গেছে। আবার ধরাল মাইনার। কিছুক্ষণ চুপ করে ধোঁয়া টানল। তারপর বলল, 'আমার বেশ কিছু টাকা আছে। ওই টাকাগুলো কোন কাজে আসছে না, উল্টো ওগুলো খোয়ানোর ভয়ে আমি অস্বস্তিতে ভুগছি। আঙ্কল বিলি ক্লেইম বেচে দিয়ে পুবে ফিরে যেতে চায়। ধরো আমি ক্লেইমটা কিনে নিলাম। অর্ধেক পাবে এই শর্তে ওখানে কাজ করবে তুমি?'

'অবশ্যই! কিন্তু আমার জন্যে তুমি...'

'আহ্হা!' ওকে থামিয়ে দিল মাইনার। 'আগে আমার কথা শোনো। ইচ্ছে হলে শহরে দোকানও খুলতে পারো। আমার দোকান চালাবার বুদ্ধি আর সময়, দুটোর কোনটাই নেই। তোমার আবার দুটোই আছে। ভেবে দেখো কি করবে।'

'দোকান করার ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখিনি।'

'তাহলে এবার ভেবে দেখো। কয়েকদিন এখানে ঘুরে ফিরে সুযোগ সুবিধে দেখে নাও, তারপর আবার কথা হবে।'

এমন একটা সহজ সরল প্রস্তাবই দরকার ছিল জনের। পিট এলির কথায় মাথা ঘামাতে শুরু করল সে। আস্তে আস্তে একটা পরিকল্পনা

আকৃতি নিচ্ছে মস্তিষ্কে।

'এবার নিজের ছাঁদের তলায় ঘুমাবার সময় হয়েছে,' বলল ও। 'প্রথমে একটা কেবিন তৈরি করতে হবে।'

'করে ফেলো। পাহাড়ে গাছের অভাব নেই। আমার যন্ত্রপাতিগুলো ধার দেব। হেনরি তোমাকে ভারী কাজে সাহায্য করতে পারবে। কাজের ফাঁকে চিন্তা করে দেখো, আসলে কি করতে চাও তুমি।'

'সম্ভবত মাইনিং করব না।'

'বেশ, তাহলে শহরে ঢুঁ মেরে দেখো, এমন কোন কাজ হয়তো পেয়ে যাবে যেকাজে তোমার এবং আমার, দু'জনেরই লাভ হবে।' সামনে ঝুঁকল পিট, চোখে স্পষ্ট নিষেধ। 'একটা কথা শুধু মনে রেখো, গোল্ড টাউনে কাউকে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। কাউকে না। ধরে নাও তোমার প্রতিটা কাজ গভীর মনোযোগে দেখবে রিং।'

'নেস রিঙের সঙ্গে যুক্ত ছিল এটা তুমি এখনও বিশ্বাস করো, তাই না?'

নড করল পিট। 'অবশ্যই। সাধারণ কোন ঘোড়াচোরের এত সাহস হতো না। ঘোড়া চুরি করে শহরে এসেছে সে, ওটা বিক্রি করেছে, এবং তারপরও শহরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। রিঙের লোক না হলে এতটা সাহস পেত না সে। শহরে প্রচুর বন্ধু-বান্ধব ছিল ওর।'

'তাহলে তারা ওর পক্ষ নিল না কেন?'

'অ্যানি টরভিনকে ভদ্র মেয়ে বলে জানে সবাই। তার নামে কুৎসা রটানোয় কেউ আর সরাসরি নেসের পক্ষ নিতে পারেনি। তাছাড়া সবার সামনে খুন করে না রিঙের লোকরা। যা করার করবে কোন প্রমাণ না রেখে। পিঠে একটা বুলেট বা একটা ছোরা। এটাই ওদের পদ্ধতি। পরদিন সকালে লাশটা কেউ আবিষ্কার করবে, রিঙের চিহ্ন আঁকা কাগজও পাবে, বুঝে নেবে কাজটা কাদের।'

'নিজেদের চিহ্ন আঁকা কাগজ রাখার দরকার কি? কি লাভ এতে ওদের?'

'পরিস্থিতি ওরা এমন করে তুলেছে যে গোল্ড টাউনের মানুষ এখন আবহাওয়ার খবর ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলাপ করতে ভয় পায়। ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না কেউ। এতে রিঙের

কি লাভ তা খোদা জানেন। কারণ খুঁজতে গিয়ে অনেক আগেই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি আমি। শুধু এটুকুই বলতে পারি, সাবধান থেকো। অন্ধকার গলির ব্যাপারে সাবধান!'

# আট

ছোটখাট দুর্ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামানো বা হতাশ বোধ করার অভ্যেস নেই মার্টি স্টোনের। কিন্তু স্ট্যালিয়নটা হারানোয় মনটা তার তিক্ত হয়ে আছে। বোকামির জন্যে এড নেসকে দায়ী করে এখন আর কোন লাভ নেই। নিজের দোষে মরেছে লোকটা। চামড়ার কেসটা নিজের কাছে রাখার কোন যুক্তি ছিল না তার। পই পই করে মানা করার পরও লোভ সামলাতে পারেনি লোকটা। উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে। কেসটা নিজের কাছে রেখে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছিল গাধাটা, যে স্ট্যালিয়নটা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে সে। এমন ভাব করতে হয়েছে যে ঠকে গিয়েছে সে নেসের কাছে। চোরাই ঘোড়া কিনে সত্যি লজ্জিত হয়েছে।

সকালে সানি উইলসনকে ক্যামাস উপত্যকায় ওর র‍্যাঞ্চে পাঠিয়েছে সে স্ট্যালিয়নটা আনতে। শেষ দুপুরে সানি ঘোড়াটা নিয়ে শহরে পৌঁছেছে। দেরি না করে পিট এলির কেবিনে গেছে সে নিজে, স্ট্যালিয়নটা জন ব্র্যাডলির হাতে তুলে দিয়েছে। ওখানেই থাকবে বলেছিল ব্র্যাডলি লোকটা।

'আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো,' ব্র্যাডলিকে বলেছে সে। 'কত পেলে স্ট্যালিয়নটা ছাড়বে?'

'ওটা বিক্রির জন্যে নয়।'

'বেশ। তবে সিদ্ধান্ত বদলালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' স্যাডলে ঝুঁকে ব্র্যাডলির সঙ্গে করমর্দন করেছে সে। 'যদি কোন কাজে আসি তাহলে যোগাযোগ করতে দ্বিধা কোরো না।'

'ঠিক আছে।' হাতটা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলেছে জন।

লোকটার শীতল আচরণে অস্বস্তি বোধ করেছে স্টোন। ফিরতি পথ ধরে চিন্তা করেছে: ঠিক কতটা বলেছে নেস, মরার আগে? ঘোড়াটা স্টোনের কাছে এটা ছাড়া সম্ভবত আর কিছু বলেনি। উইলসন, ব্রাফ, কেসি আর টিমন্সকে জেরা করেছে সে। ওরা সবাই একমত হয়েছে যে নেস স্ট্যালিয়নের কথা ছাড়া অন্য কোন তথ্য দেয়নি। শ্রাগ করেছে স্টোন আনমনে। ব্র্যাডলির শীতল আচরণের পেছনে আর কোন কারণ নেই। লোকটার ব্যবহারই অমন। সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য খাতে মগজটা খাটাতে শুরু করেছে স্টোন।

শহরে পৌঁছে পোস্ট অফিসের সামনে থেমেছে, চিঠি-পত্র সংগ্রহ করেছে। পোর্টল্যান্ড লেদার-গুড্‌স্ ফার্ম থেকে একটা চিঠি এসেছে। তৈরি হয়ে গেছে অপূর্ব সুন্দর স্যাডলটা। এখন ওটা কি কাজে লাগবে? স্টোন ভেবেছিল স্ট্যালিয়ন আর স্যাডলটা অ্যানি টরভিনকে উপহার দিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। এখন তা সম্ভব নয়। দু'সপ্তাহ পর স্যাডল আর ব্রিডল পৌঁছে যাবে গোল্ড টাউনে। ওগুলোর জন্যে তিনশো পঁয়ষট্টি ডলার খরচ হবে স্টোনের। বিরক্তির কারণে ভ্রূ কুঁচকে গেল স্টোনের। ভাল একটা ঘোড়া খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আপাতত উপহারের কথা ভাবছে না স্টোন। আগে দেখতে হবে ব্র্যাডলি আর অ্যানির সম্পর্ক কোন্ খাতে বইছে। মেয়েটার দ্বিতীয় প্রেমিক হবার কোন ইচ্ছে স্টোনের নেই।

চিঠির সঙ্গে পোর্টল্যান্ড, স্যান ফ্রান্সিসকো আর নিউ ইয়র্কের খবরের কাগজও এসেছে। ওগুলো নিয়ে স্টোরের পেছনে নিজের অফিসে ফিরে এলো স্টোন। টানা এক ঘণ্টা ব্যয় করল খবর পড়তে। সবকটা কাগজেই একই কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধ শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে আসছে। আর বেশিদিন লড়ার ক্ষমতা দক্ষিণের থাকবে না। নিজে স্টোন দক্ষিণের লোক। কিন্তু যুদ্ধ তাকে ছুঁতে পারেনি। জন্মভূমির কি হলো তাতে স্টোনের থোড়াই যায় আসে। জাজ টরভিনের মতো চোখ বুজে থাকা কিছু মানুষ এখনও স্বপ্ন দেখছে লড়াই জেতার।

খবরের কাগজগুলো পড়ার পর, ভাঁজ করে যত্নের সঙ্গে টেবিলের ওপর রাখল স্টোন। একটু পর ওগুলো জাজ টরভিনের কাছে পাঠিয়ে দেবে সে। জাজ অন্তত কয়েকঘণ্টা বুঁদ হয়ে থাকবে যুদ্ধের খবরে।

জাজের হাত থেকে শহরের আর কারও হাতে যাবে ওগুলো। তার হাত থেকে আরেকজনের হাতে। এভাবেই হাত বদল হতে থাকবে। একসময় কাগজ ছিঁড়ে যাবে। লেখা ম্লান হয়ে যাবে। খবরগুলো জানা হয়ে যাবে সবার।

গোল্ড টাউনের নিজস্ব কোন খবরের কাগজ নেই। তবে খবরের কাগজ থাকা দরকার। স্টোন ব্যবস্থা করবে যাতে খবরের কাগজ থাকে। বর্তমান সময়ের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে। আর কিছুদিন পর গোল্ড রাশের হুড়োহুড়ি কমবে। তখন এখানে একটা কাউন্টি গড়তে হবে। সেই কাউন্টির হর্তকর্তা হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি স্টোন নিয়ে রেখেছে। এখনও ওসবের সময় হয়নি, জানে স্টোন। সময় হলে মাইনারদের কমিটি নিশ্চিহ্ন করে কাউন্টি গভর্নমেন্ট গড়তে হবে।

পেছনের দরজা সশব্দে খুলে আবার বন্ধ হলো। সচেতন হলো স্টোন। বুট পরা পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে ওর অফিসের দিকে। সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল সে। দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল সানি উইলসন।

'ব্যস্ত, মার্টি?'

'ভেতরে এসো, কথা আছে,' জবাবে বলল স্টোন। 'দরজা বন্ধ করে দাও।'

দরজা বন্ধ করে একটা চেয়ারে বসল উইলসন, পকেট ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে নখের ময়লা সাফ করছে। 'একটু আগে দেখলাম তোমার বন্ধু ব্র্যাডলি স্ট্যালিয়নে চেপে শহরের দিকে গেল। দেখে মনে হলো কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।'

অ্যানির সঙ্গে দেখা করবে লোকটা, ভাবল স্টোন। অস্বস্তির সঙ্গে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। এখন অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে। 'খুঁজে পেয়েছ?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল।

'আমি পাইনি। কেসির ধারণা ও জানে কোথায় আছে গুঁড়োগুলো।' ছুরিটা ভাঁজ করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল উইলসন, 'আমরা কি ওখানে যাব?'

'হয়তো।'

'পিট এলি মাইক ও'কনারের মতো সহজ লোক নয়। তাছাড়া

ছেলেটা আর জন ব্র্যাডলি রয়েছে। ওদেরও সামলাতে হবে।'

অধৈর্য হয়ে নড করল স্টোন। 'আমি জানি।'

অনেক আগেই পরিকল্পনা এঁটে রেখেছে সে। সুবিধে অসুবিধে বিবেচনা করে দেখেছে। জন ব্র্যাডলি এখন সুস্থ। এখনও সে পিট এলির কেবিনেই থাকবে কিনা ভাবল স্টোন। থাকুক বা না থাকুক, তেমন কিছু আসে যায় না। উইলসনের দিকে তাকাল স্টোন।

'ব্রাফ আর টিমন্সের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'কিছুক্ষণ আগে ব্রাইট জেমে ছিল। আমি ওখান থেকেই এসেছি।'

'রাত আটটার সময় ওদের হাজির থাকতে বোলো।'

উঠে দাঁড়াল উইলসন, ছুরিটা পকেটে পুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সশরীরে উপস্থিত থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল উইলসন। চিন্তায় ডুবে গেল স্টোন। বেশ কিছুক্ষণ পর উঠল সে, লণ্ঠন জ্বালল। ডেস্কের মাথা থেকে টেনে নামাল স্টোরের খাতা। ওটাতে দেনাদারদের হিসেব লেখা আছে। কারা কারা সময় মতো টাকা পরিশোধ করেনি সেটা জেনে রাখা ভাল। মাসে একবার কাজটা করে সে।

অনেকক্ষণ গভীর মনোযোগে খাতার পৃষ্ঠা ওল্টাল স্টোন। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে এমন সময় স্টোর থেকে অফিসে ঢুকল হেড ক্লার্ক।

'আটটা বাজে। দোকান কি বন্ধ করে দেব?'

'না। আমি বন্ধ করব। তুমি বাসায় চলে যেতে পারো।'

'খাতা দেখায় কোন সাহায্য লাগবে? বাড়ি ফেরার তাড়া নেই আমার।'

হাসল স্টোন, মাথা নাড়ল। খুবই দক্ষ লোক এই বার। সব কাজ নিখুঁত ভাবে করতে অভ্যস্ত। বিশ্বস্তও বটে। কিন্তু আজ রাতে তাকে এখানে রাখতে চায় না স্টোন।

বলল, 'সময় পার করছি আমি। কয়েকজন দেনাদারের আসার কথা। ল্যারি ব্রাফ আর কেন্ট টিমন্সের নাকি একটা প্রস্তাব আছে আমার জন্যে।'

ভ্রূ কুঁচকাল বার। পুরু ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে গেল। 'ওরা দু'জন বড় বড় কথা বলতে ওস্তাদ। এই পাহাড়ে সোনা আছে, ওই পাহাড়ে রুপো! ভেবে দেখেছ, যারা ওদের কথায় নেচেছে তারা ফতুর হয়ে বোকামির মাশুল গুনেছে!'

খাতা থেকে চোখ তুলল স্টোন। 'জ্যাক, আমাকে দেখে কি বোকা মনে হয়?'

'না। তবে নরম মনের মানুষ। সহজেই সবাইকে বিশ্বাস করে বসো।'

'ঠিকই বলেছ। যাই হোক, পরামর্শের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল বার। চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসল স্টোন।

কয়েক মিনিট পর এলো চৌকো চেহারার শক্ত পোক্ত ব্রাফ আর সুদর্শন টিমন্স। চেয়ারে বসল ওরা। ভ্রূ কুঁচকে রেখেছে ব্রাফ।

'উইলসনের কাছে শুনলাম তুমি নাকি পিট এলির ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ? তারমানে প্রসপেক্টিং শুরু করব আমরা?'

মাথা দোলাল স্টোন। 'আগেই তোমরা আলাপ করেছ বোধহয়?'

'যেমন বলেছিলে। সারা সপ্তাহ একই প্যাচাল পেড়ে গেছি। শহরে এখন চাপা একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে।'

'জায়গাটা একেবারে নির্দিষ্ট করে দাওনি তো?'

'না, পাগল নাকি! বলেছি শহর থেকে দু'দিনের দূরত্বে একটা ক্যানিয়নে সোনা আছে। কেউ ওখানে প্রসপেক্টিং করতে চাইলে আমাদের আগে টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে।' হাসল ব্রাফ। 'কয়েকদিন ধরে আমাদের পিছু পিছু ঘুরছে বেশ কয়েকজন। অনুরোধ উপরোধ করছে ক্যানিয়নে কাজ করার জন্যে।'

ব্যাপারটা অদ্ভুত, ভাবল স্টোন। যতবারই নেকড়ে বলে চেঁচানো যাক, কিছু মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করবেই।

কলমটা হাতে তুলে নিল সে। একটা কাগজে লিখতে শুরু করে বলল, 'তাহলে সব ঠিক মতোই চলছে। আর কারও কাছে মুখ খোলার দরকার নেই। কালকে সকালে দোকানে এসে এই চিঠিটা বারের হাতে দিয়ো, সে তোমাদের খচ্চর আর তিন সপ্তাহের খাবারের ব্যবস্থা করে

দেবে। আমার সঙ্গে তোমাদের কি কথা হয়েছে সে ব্যাপারে ওকে কিছু বলার দরকার নেই। ও নিজে যা বোঝার বুঝে নিক।'

চেয়ারে বসে ঘুরল স্টোন, চিঠিটা ব্রাফের হাতে দিল। 'কাল রাতে রওনা দেবে তোমরা। কেউ না কেউ তোমাদের অনুসরণ করবেই। পাহাড়ের কাছে গিয়ে লোকগুলোকে ঝেড়ে ফেলো।'

'যাব কোথায় আমরা?'

'লজপোল পাইন ক্যানিয়নে গেলেই চলবে। অনেকদিন হলো ওখানে কেউ খোঁড়াখুঁড়ি করে না। তাছাড়া জায়গাটা ট্রেইল থেকে বেশ দূরে। কেউ যদি তোমাদের পিছু নেয় তাহলে ক্যামাস উপত্যকার ভেতর দিয়ে যেতে হবে তাকে। ওখানে আমার র‍্যাঞ্চের লোকরা তৈরি থাকবে ওদের জন্যে। তারাই যা করার করবে। ডেস্কে রাখা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল স্টোন। 'ঠিক দশদিন পরে, অর্থাৎ বিশ তারিখে তুমি শহরে ফিরে আসবে টিমন্স। সরাসরি আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'আর আমি ক্যাম্পে খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে যাব?' জিজ্ঞেস করল ব্রাফ।

'হ্যাঁ।'

লোক দুটো চলে যাবার পর ডেস্কের ড্রয়ার খুলল স্টোন। হুইস্কির বোতল আর গ্লাস বের করে ডেস্কের ওপর রাখল। ড্রিঙ্ক নিয়ে চোখ বুলাল খবরের কাগজগুলোর ওপর। ওগুলো জাজের কাছে পাঠানো দরকার। ভাবল স্টোন, আজ রাতে টরভিনদের ওখানে হাজির হলে কেমন হয়। কাগজ দেয়াটা ভাল অজুহাত হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু জন ব্র্যাডলি যদি ওখানে অ্যানির সঙ্গে থাকে...

ঠোঁটে গ্লাস ধরে ঢক করে পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিল স্টোন। অ্যানির সঙ্গে সেই জন ব্র্যাডলির কথা ভাবতেই রাগ হচ্ছে। জাহান্নামে যাক ব্র্যাডলি! দ্বিতীয়বার ড্রিঙ্ক ঢালল স্টোন। গ্লাস উপচে ডেস্কে পড়ল হুইস্কি। চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল ডেস্কে। জায়গায় জায়গায় গ্লাসের দাগ পড়ছে ডেস্কে। ওরকম একটা দাগে আঙুল বোলাল স্টোন। ভাবছে নেসের কথা। নেস ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করলে এতক্ষণে কবরে লাশ পচে যেত ব্র্যাডলির। নেস বেঁচে থাকলে তাকে আরেকটা সুযোগ ও দিত না, ভাবল স্টোন। এবার কারও ওপর ভরসা না করে নিজেই দায়িত্ব কাঁধে নেবে সে।

আস্তে আস্তে ডেস্কে পড়া হুইস্কির দাগ মিলিয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল স্টোন, লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে ভাবল, এবার আর কোন ভুল হবে না। জন ব্র্যাডলির লাশ পড়তে আর বেশি দেরি নেই।

*

পরদিন সকালে পিট এলির কেবিনে নাস্তা সেরে শহরের দিকে রওনা হলো জন ব্র্যাডলি। ওর পিছু পিছু হাঁটছে একটা খচ্চর। ওটা ও পিট এলির কাছ থেকে ধার নিয়েছে। স্টোনের দোকানের সামনে থামল সে। ঘোড়া আর খচ্চর হিচরেইলে বেঁধে দোকানের ভেতরে পা রাখল। পুরু ঠোঁটওয়ালা এক সোনালী চুলের লোক পেরেকের একটা বাক্স খুলছে গভীর মনোযোগে। ব্র্যাডলিকে দেখে হাতের বাক্সটা নামিয়ে রাখল।

'কি লাগবে?'

গত রাতে তৈরি করা লিস্টি পকেট থেকে বের করল জন, কাগজটা কাউন্টারের ওপর রেখে বলল, 'এগুলো দাও।'

লিস্ট তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে পড়ল ক্লার্ক। চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'নগদ টাকায় কিনবে?'

'না।'

'তাহলে মিস্টার স্টোন আসার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মিস্টার স্টোনের অনুমতি ছাড়া কারও কাছে বাকিতে মাল বেচি না আমি।'

'কখন আসবে সে?'

'আধঘণ্টা একঘণ্টার মধ্যে।' শ্রাগ করল লোকটা। আবার পেরেকের বাক্সের দিকে মনোযোগ দিল।

অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। স্টোন আসার আগে শহরটা একটু চক্কর মেরে ঘুরে দেখা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে এলো ব্র্যাডলি।

সেলুনগুলো ফাঁকা এবং নিরব। বেশিরভাগই বন্ধ। দোকানগুলো মাত্র দোর খুলছে বেচাবিক্রির জন্যে। বোর্ডওয়াকে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল জন, শহরের হাল হকিকতের খবর পেতে হলে খবরের কাগজের অফিসে যাওয়াই ভাল। দোকানের সামনে

ঝাড়ু দিচ্ছে এক নাপিত। তার সামনে থামল ব্র্যাডলি, জিজ্ঞেস করল খবরের কাগজের অফিসটা কোথায়।

'শহরে নতুন বুঝি?' ওকে আপাদমস্তক দেখল নাপিত।

'হ্যাঁ।'

'খবরের কাগজের অফিস খুঁজতে হলে অনেক পথ হাঁটতে হবে তোমাকে। এশহরে কাগজের অফিস নেই। লিউস্টনে আছে। সেখানে যেতে হবে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ব্র্যাডলি। অবাক হয়েছে ও। গোল্ড টাউনের অর্ধেক আকারের শহরেও অন্তত একটা না একটা সাপ্তাহিক খবরের কাগজের অফিস থাকে। রাস্তা পার হয়ে একটা কুঁড়ের সামনে খানিকের জন্যে থামল ও। ঝাপসা ভাবে দরজায় লেখা আছে: *ফ্রেড টরভিন, অ্যাটর্নি অ্যাট ল, দলিল এবং লিগাল পেপার সংক্রান্ত যেকোন আইনানুগ কাজ করা হয়।*

মুহূর্তের জন্যে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল জনের। রাগটা থাকল না, করুণা বোধ করল ও। সবই হারিয়েছে জাজ টরভিন। তার স্ত্রী, বাড়ি, টাকা-পয়সা, সম্মান–সব। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে জাজের পরিচিত সাজানো সুন্দর জগৎটা। এতটা করুণ অবস্থায় বাস করছে জাজ, এটা ও ভাবতে পারেনি। মন থেকে সমস্ত রাগ মুছে গেল ব্র্যাডলির।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। দূর থেকে কাঠ কাটা করাতের আওয়াজ আসছে। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে সিন্ডিকেট মাইনের পাথর ভাঙার আওয়াজ। গাছের গুঁড়ি বোঝাই একটা ওয়্যাগন ওকে পাশ কাটাল। কোথায় যেন নতুন একটা বাড়ি তৈরি করছে কাঠ মিস্ত্রিরা। ভ্রূ কুঁচকে গেল ব্র্যাডলির। মাটি থেকে সোনা তুলছে মানুষ। তাদের দরকার খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়। আর দরকার হুইস্কি। প্রচুর পরিমাণে। দরকার আনন্দ ফুর্তির একটা নির্বিবাদ অবকাশ। এছাড়া মাইনারদের আর কি দরকার? ও যদি ব্যবসা করে তাহলে এই সাধারণ চাহিদাগুলোর দিকে নজর রেখেই ব্যবসা চালু করতে হবে।

কি ব্যবসা সেটা সম্বন্ধে আবছা একটা ধারণা মনের মাঝে আকৃতি লাভ করছিল, কিন্তু জাজ টরভিন, অ্যানি আর মার্টি স্টোনকে ওর দিকেই হেঁটে আসতে দেখে মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গেল।

আড়ষ্ট বোধ করল ব্র্যাডলি। জাজ টরভিনের বগলের তলায় বেশ কয়েকটা খবরের কাগজ। আরেক হাতে অ্যানির বাহু ধরে আছে। বয়সের ছাপ পড়েছে চেহারায়। মনে হচ্ছে হতাশ, ক্লান্ত, ফুরিয়ে যাওয়া একজন মানুষ। পাশাপাশি হাঁটছে অ্যানি আর স্টোন। কি একটা কথায় যেন হেসে উঠে স্টোনের হাতটা ধরল অ্যানি।

চোখ সরিয়ে নিল ব্র্যাডলি, অন্যদিকে তাকাল। চোখের কোণ জ্বালা করছে। দাঁড়িয়ে আছে ল অফিসের সামনের বোর্ডওয়াকে, তাকাল রাস্তার উল্টোপাড়ে। বুঝতে পারছে ওকে দেখেছে অ্যানি। জাজও দেখেছে। এখন আর জাজকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। এড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেটা অভদ্রতা হবে।

'সুন্দর সকাল, জাজ,' হাসি মুখে বলল জন। 'সকাল সকালই মক্কেল পেয়ে গেছ দেখছি!'

হাতটা থরথর করে কাঁপছে জাজের, এছাড়া চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই যে ব্র্যাডলিকে দেখেছে সে। কিছুটা তাড়াহুড়ো করে তালায় চাবি ঢোকাল। দরজা খুলে অ্যানিকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করে সরে দাঁড়াল। অ্যানি ঢুকতেই তার পিছু নিল, দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে চলে গেল অফিসের ভেতর।

তাকিয়ে আছে জন ব্র্যাডলি।

'জাজের সঙ্গে দেখা করার জন্যে এসেছ?' নিচু স্বরে জানতে চাইল স্টোন।

'না, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'কেন?' প্রশ্নটা এমন ভাবে করেছে যে স্টোনের চোখে সরাসরি তাকাতে বাধ্য হলো জন।

'বাকিতে কিছু জিনিস কিনব, সেজন্যে।'

ভদ্রতার হাসি হাসছে লোকটা। কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে জাজ আর অ্যানির ব্যবহার নজর এড়ায়নি তার। মনে মনে বেশ খুশিও হয়েছে। ভদ্রতা করে জনের পাশে চলে এলো স্টোন। একসঙ্গে স্টোরের দিকে পা বাড়াল দু'জন।

'তোমাকে বাকি দিতে আপত্তি কিসের!' বলল স্টোন। হাসছে। 'টরভিনদের মতো মানুষদের পরিচিত যে কাউকে বাকি দেয়া যায়

নিশ্চিন্তে।' একটু থামল, তারপর খুকখুক করে কেশে নিয়ে বলল, 'নাকি তুমি জামিন হিসেবে পিট এলির নাম বলবে?'

'কারও নাম বলতে চাই না,' থমথম করছে ব্র্যাডলির চেহারা। 'আমার কেনাকাটার সঙ্গে পিট এলির কোন সম্পর্ক নেই।'

টাই রেলের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। ওখানে বাঁধা আছে জনের স্ট্যালিয়ন আর পিট এলির খচ্চরটা।

দোকান মালিকের দিকে চেয়ে বলল জন, 'আমার স্ট্যালিয়নটাকে তুমি জামিন হিসেবে রাখতে পারো।'

রাজি হয়ে গেল স্টোন। 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ। এর আগেও ঘোড়াটা একবার কিনেছিলাম আমি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ভেতরে চলো, জ্যাককে আমি বলে দিচ্ছি, ও তোমার মালপত্র দিয়ে দেবে।'

আধঘণ্টা পর দোকান থেকে বের হয়ে খচ্চরের পিঠে ভারী ঝোলাটা তুলল জন। ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল পিট এলির কেবিনের উদ্দেশে। নতুন একটা ·৫০ ক্যালিবারের ব্যফেলো গান কিনেছে। ওটাকে ছোটখাট কামান বললেই চলে। হাতের তাক ভাল হলে আধমাইল দূর থেকেও যেকাউকে ফেলে দেয়া সম্ভব। এছাড়া আছে সাত গুলির স্পেন্সার কারবাইন আর ·৩৬ ক্যালিবারের নেভি কোল্ট। প্রতিটা অস্ত্রের সঙ্গে একশো রাউন্ড করে গুলি। একটা কুঠার নিয়েছে ও, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, একমাসের খাবার আর ব্ল্যাঙ্কেটও বাদ পড়েনি। যার কোন্ কাজ করবে তারই ঠিক নেই তেমন একজন মানুষে পক্ষে কেনাকাটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। কিন্তু এই নুতন ধার নিয়ে জন ব্র্যাডলি চিন্তিত নয়। ও ভাবছে মার্টি স্টোনের কথা। দেখা হলেই স্ট্যালিয়নটা কিনেছিল সেটা বলে লোকটা। এতবার করে বলার কারণটা কি?

## নয়

হেনরি সাহায্য করায় পাঁচদিনে তৈরি হয়ে গেল কেবিন। শহর থেকে

তিন মাইল উত্তরে বসবাসের জায়গা বেছেছে ব্র্যাডলি। সমতল থেকে ওর কেবিনটা তিনশো ফিট ওপরে। ক্যানিয়নের কিনারা দিয়ে সরু একটা ট্রেইল ধরে অনেকদূর গেলে তবেই জায়গাটা। ক্যানিয়নের দু'পাশের দেয়ালে বেশিরভাগ মাইনারদের ক্লেইম। ওগুলো অনেক নিচে। কেবিনটা ইচ্ছে করেই দুর্গম অঞ্চলে গড়েছে ব্র্যাডলি, আশা করছে লোকজন ওকে বিরক্ত করবে না। পশ্চিমে, উত্তর আর পুবে, কেবিনের তিনদিকে আকাশে মাথা তোলা সবুজ পাহাড়ের সারি। সামনে সুন্দর একটা লেক। তারপর উপত্যকা। কোন এককালে উপত্যকাটা পানির নিচে ছিল। জমিতে আজও ঢেউয়ের চিহ্ন। লেকের নীল পানিতে সর্বক্ষণ ছোট ছোট ঢেউ। লেকের ওপাশে পুবের পাহাড়ের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে সবুজ ঢেউ খেলানো প্রান্তর। দক্ষিণের পাহাড় ছোঁয়া ঢালে জন্মেছে বড় বড় পাইন গাছ। তার ওপাশে, অনেক নিচুতে গোল্ড টাউন শহর। প্রশান্ত পরিবেশ। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে বসবাস করতে হলে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।

পিট এলি আপত্তি করেছিল। বলেছিল শহর থেকে জায়গাটা বেশি দূরে, যাতায়াতের অসুবিধা হবে। কিন্তু হেনরি জনকে সমর্থন দিয়েছে। প্রকৃতির উদারতা ওর শিল্পী চোখে অপূর্ব মনে হয়েছে।

'এজায়গা এত নির্জন যে মনে হয় আগে কখনও মানুষের পা পড়েনি,' এক বিকেলে দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেছিল হেনরি। লেকের ওপর সাঁঝের ছায়া নামছিল। 'এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ। চুপ করে থাকলে যেন মনে হয় গাছপালা বড় হয়ে উঠছে সে শব্দও পাবে তুমি।' ওর দিকে তাকিয়ে আনমনে হাসছিল হেনরি। 'বাবা অবশ্য বলে এসব ভুয়া কথা। সৌন্দর্য তো আর খাওয়া যায় না!'

'তোমার বাবা খুব যৌক্তিক মানুষ।'

অস্বস্তি বোধ করলেও মাথা দুলিয়েছে হেনরি। 'বাবা বলে ছবি আঁকার পেছনে যে সময়টা আমি দেই সেটা নাকি খামোকা সময় নষ্ট করা। বলে শিল্পী হয়ে কেউ কখনও স্বচ্ছল হতে পারে না। তুমিও একথা বিশ্বাস করো?'

'শিল্পীদের অবস্থা অতটা খারাপও নয়,' সান্ত্বনা দিয়েছে জন। 'অবশ্য তোমার বাবা খুব একটা ভুলও বলেনি। কেবিনের যে স্কেচগুলো

এঁকেছ সেগুলো দেখে তোমার বাবা কি বলেছে?'

'বাবাকে দেখাইনি। অবশ্য মিস টরভিন পছন্দ করেছে। বলেছে স্কেচ দেখে নাকি পাইনের গন্ধ পাবার মতো মনে হয়েছে। আমার কাছে কেবিনের স্কেচ চেয়েওছে।'

'দিয়েছ তুমি?'

'দিয়েছি। মিস টরভিন আমার জন্যে অনেক করেছে। প্যাড আর পেন্সিল ওরই দেয়া। ও চাইলে যেকোন কাজ করতে পারি আমি।'

আগের সেই অ্যানির সঙ্গে আজকের অ্যানিকে মেলাবার চেষ্টা করেছে ব্র্যাডলি। বাচ্চা একটা ছেলেকে উৎসাহিত করার মতো আন্তরিক উষ্ণতা আজও অ্যানির ভেতরে আছে। কিন্তু ওর ব্যাপারে আগের সেই অনুভূতির সাগর সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে।

'একটা কথা বলো তো, হেনরি, গোল্ড টাউনের সবাই অ্যানি টরভিনের কথা এত ভাবে কেন?'

'কারণ মিস টরভিন যে খুব ভাল মানুষ। সব সময় সে কারও না কারও উপকার করছে।'

'কি ধরনের উপকার?'

'ধরো নিরক্ষর কারও হয়ে চিঠি লিখে দেয়া, অসুস্থ কারও সেবা করা, এসব।'

'বিনা পয়সায় কাজ করে দেয়?'

'পয়সা কখনও চায় না মিস টরভিন, বলে পয়সার জন্যে কাজ করে না সে। যাই বলুক, সবাই জোরজার করে কিছু না কিছু দেয়।'

জন ব্র্যাডলি যা জানতে চেয়েছিল সেটা জানা হলো না। পিট এলি যেমন বলেছে জাজ টরভিন যদি অতীত আঁকড়ে তেমনই পড়ে থাকে তাহলে তার উপার্জনে দু'জনের সংসার চলার কথা নয়। তার মানে দাঁড়ায় অ্যানি সংসার চালানোর জন্যে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য। এমন ভাবে অ্যানিকে কাজ করতে হচ্ছে যাতে জাজের আত্মসম্মান আর গর্বে আঘাত না লাগে।

প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় একটা প্রশ্নও জেগেছে ব্র্যাডলির মনে। মার্টি স্টোন অত্যন্ত স্বচ্ছল মানুষ। অ্যানির প্রতি তার একটা ভাল লাগাও আছে, বোঝা যায়। অ্যানির নিজের মনোভাব স্টোনের ব্যাপারে

কেমন? একসময় অ্যানির সব ছিল। প্রাচুর্যের মাঝে বড় হওয়া একটা মেয়ে কি স্বাভাবিক ভাবেই স্বচ্ছল কাউকে চাইবে না? স্টোনকে বিয়ে করলে আবার প্রাচুর্যময় পরিবেশে ফিরে যেতে পারবে অ্যানি। স্টোনের ক্ষমতা আর টাকা, দুটোই আছে। স্টোনের কারণেই কি অ্যানি ওর সঙ্গে শীতল আচরণ করেছে? মন মানতে না চাইলেও যুক্তি তো তা-ই বলে।

*

তাজা মাংসের দরকার, তাছাড়া কথা দিয়েছে কেবিন তৈরিতে সাহায্যের বদলে হেনরিকে ও শিকারে নিয়ে যাবে। পরদিন সকালে রওনা হলো ওরা। একঘণ্টা পুরো হবার আগেই বড় একটা হরিণের দেখা পেল। গুলি করল হেনরি। লাগাতে পারল না। আজকে জনের কপালটা ভাল। দৌড়ের ওপর অনেক দূর থেকে হরিণটাকে ফেলে দিতে পারল ও। চামড়া ছাড়ানোর পর নিজের জন্যে হরিণের চারভাগের এক ভাগ রাখল ও। ঠিক করল দুইভাগ বেচে দেবে শহরের কসাইয়ের কাছে। বাকি এক ভাগ আর খচ্চরগুলো ফেরত নিয়ে যাবে হেনরি। তাতে পিট এলির কাছে জনের ঋণ শোধ না হলেও সামান্য কমবে।

দুপুরে শহরে ফিরল ওরা। শহরে পৌঁছেই বিদায় নিল হেনরি। পকেটের করুণ হাল বিবেচনা না করেই একটা রেস্তোরায় ঢুকল জন, দুপুরের খাবার খেতে খেতে শুনল আশেপাশের মাইনারদের খনি বিষয়ক আলোচনা।

সিন্ডিকেট মাইন নাকি নতুন একটা খনির কাজে হাত দিয়েছে। শুরুতে যা দেখা গেছে তাতে নাকি মনে হচ্ছে এটাই সবচেয়ে লাভজনক খনি হয়ে দাঁড়াবে। সিন্ডিকেট দ্বিতীয় শিফট চালু করার কথা ভাবছে। লোক পেলেই চালু করে দেবে। পাহাড় থেকে প্রচুর রুপো নিয়ে এসেছিল গ্রাফ আর টিমন্স নামের দুই মাইনার। দু'সপ্তাহ হলো রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে তারা। গুজব শোনা যাচ্ছে মার্টি স্টোন তাদের রুপো সব কিনে নিয়েছে।

'স্টোন চালাক লোক,' একজনকে বিড়বিড় করতে শুনল জন। 'বাজি ধরতে পারো ভাল লাভ করেছে ও।'

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলো জন, বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে রাস্তার ভাটির দিকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। আকাশটা একেবারেই মেঘমুক্ত

ঝকঝকে। তপ্ত সোনা ছড়াচ্ছে সূর্যটা। জনের গায়ে রোদ পড়েছে। বেশ আরাম লাগছে ওর। মনে জাগছে অদ্ভুত এক প্রশান্তি।

ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল ও। শহরটা ঘুরে ফিরে দেখছে, সেই সঙ্গে সমাধান খুঁজছে কিছু প্রলম্বিত সমস্যার।

রাস্তার উল্টোদিকের ব্রাইট জেম সেলুন থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো এক মাতাল। নিরাপদেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারল। বোর্ডওয়াক থেকে নেমে চলে এলো মাঝরাস্তায়। সেখানে দাঁড়াল। তারপর পা আর দেহের ভর রাখতে পারল না, ধপ করে রাস্তার মাঝখানে পড়ে গেল লোকটা। ঘটনা দেখে হাসল জন, থামল একটু। লোকটা উঠে বসেছে, হাত মুঠি করে সেলুন দেখিয়ে অভিশাপ দিচ্ছে জড়ানো গলায়।

'মর তোরা! দোজখে যা, হারামজাদা রক্তচোষা হারামি! মর! মর!'

লোকটার পোশাক আর আচরণ অস্বাভাবিক, কৌতূহল বোধ করল জন। লোকটাকে দেখলে মোষের কথা মনে পড়ে। প্রকাণ্ড তার দেহ। চওড়া, ভারী কাঁধ। প্রশস্ত বুক, সরু কোমর। পা দুটো দীর্ঘ, সুগঠিত। পিন স্ট্রিপের ট্রাউজার্স পরেছে। পায়ে দামি চামড়ার কালো জুতো–ধুলোমাখা। কোটের ভেতর ভেষ্ট পরেছে। একসময় ওটা ধবধবে সাদা ছিল। এখন ময়লা। কাটওয়ে কোটের ঝুল তার হাঁটুর কাছে নেমে এসেছে। সবজে-কালো ডার্বি হ্যাটটা একসময় কালো ছিল, এখন শেষ বয়সে উপনীত হয়েছে। ওটা ঝেড়ে ধুলোমুক্ত করে মাথায় চাপাল মাতাল। তাকে দেখতে এখন অস্বাভাবিক কঠোর মনে হচ্ছে।

কি যেন নেই তার সঙ্গে। গম্ভীর প্রশান্ত চেহারায় জিনিসটা খুঁজতে শুরু করল সে। যে বাউন্সার দু'জন সেলুন থেকে তাকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে তাদের একজন হাসল দরজার কাছ থেকে, ছুঁড়ে দিল তার হারানো জিনিসটা। খুব সাবধানে জিনিসটা তুলল লোকটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে ভাল মতো মুছল। ওটা একটা লাঠি–ওয়াকিং স্টিক। দামি জিনিস। হাতলের কাছটা সোনা দিয়ে মোড়া। উঠে দাঁড়াল মাতাল। সেলুনের দরজার সামনে ছোট একটা ভিড় জমেছে সে কি করে দেখার জন্যে।

'কি যেন নাম বলেছিলে তোমরা শহরটার?' জড়ানো গলায় জানতে

চাইল সে।

'গোল্ড টাউন,' হাসিমুখে জবাব দিল একজন।

লাঠি দিয়ে রাস্তার ধুলোয় একটা দাগ টানল মাতাল। থুতু ফেলল জায়গাটা লক্ষ্য করে। 'থুতু দেই আমি তোমাদের গোল্ড টাউনের মুখে!' সেলুনের সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে চেয়ে আছে। 'কোন আগন্তুক যদি শহরের নামে থুতু দেয় আর শহরের লোকরা যদি সেটা বিনা যুদ্ধে মেনে নেয় তাহলে বলতে হয় সেই শহরের মানুষরা কেঁচোরও অধম।...ঠিক আছে, এসো, কে লড়বে প্রথমে আমার সঙ্গে?'

জবাব দিল না সেলুনের সামনে দাঁড়ানো কেউ। হাসছে সবাই। রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল মাতাল। জনের দিকে চোখ পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক ছাড়ল, 'এই যে, স্যার! সামনে আসো দেখি!'

'ধন্যবাদ।' হাসল জন। 'লড়াইয়ের কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

টলায়মান পায়ে কয়েক পা সামনে বাড়ল লোকটা। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। 'গোল্ড টাউনের নামে যা-তা বললে কিছুই কি এসে যায় না তোমার? গর্বে আঘাত লাগে না?' বিছের মতো ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গেল তার। চোখে ফুটে উঠল শয়তানির ঝিলিক। 'নাকি গোল্ড টাউন সম্বন্ধে তুমিও আমার মতোই একমত!'

'হতে পারে।'

'ভাল, ভাল। এসো তাহলে, গোল্ড টাউনের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে করতে এক দফা মদ হয়ে যাক।'

'গোল্ড টাউনের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগের কারণটা কি, বন্ধু?'

'সে এক বিরাট লম্বা কাহিনী।' কাছিয়ে এলো মাতাল। 'গলা শুকিয়ে যাওয়ার মতো বিরাট কাহিনী। যদি তোমার দয়া হয়, এক দফা ড্রিঙ্ক করাও, তো বলব সেই দুঃখজনক ইতিহাস। অন্তত বলতে শুরু করব।'

কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে নিজের পথে রওনা হতে মন চাইল ব্র্যাডলির। ক্ষুব্ধ মাতালের কথা শোনা সময়ের অপচয় মাত্র। কিন্তু তারপরই ওর কৌতূহল জাগল। লোকটার হাতে স্থির হয়েছে দৃষ্টি। চোখ সরিয়ে কাঁধের দিকে তাকাল। ডান কাঁধটা বাম কাঁধের তুলনায়

অস্বাভাবিক বড়। পা ছড়িয়ে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, এমন একটা ভঙ্গি, দেখলে মনে হয় এক্ষুণি ড্র করবে।

অনেক দিন আগে অন্য এক শহরে দেখা ছোট্ট একটা দোকানের স্মৃতি মনে পড়ল ব্র্যাডলির। তামাক চিবুতে চিবুতে কাগজ প্রিন্ট করছিল দীর্ঘদেহী এক ঘর্মাক্ত লোক। কালিতে দু'হাত কালো হয়ে গিয়েছিল তার। গভীর মনোযোগে এক নাগাড়ে কাজ করে যাচ্ছিল।

'তুমি কি প্রকাশক?' জিজ্ঞেস করল ব্র্যাডলি।

'প্রকাশক?' চোখ পিট পিট করল মাতাল। 'প্রকাশক আবার কি? আমার নাম জানতে চাও? আমার নাম অ্যাবনার ডিলি। আর তুমি যদি আমাকে মদ খাওয়াও তো বলব...' হঠাৎ একটু থমকে গেল লোকটা। তারপর ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে? আমি প্রকাশক কিনা?'

'হ্যাঁ। প্রকাশক?'

রাস্তার এমাথা ওমাথায় চোখ বোলাল ডিলি। সেলুনের সামনে জড় হওয়া দর্শকদের দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'চুপ! চুপ! হ্যাঁ, আমি প্রকাশক। কাউকে বোলো না। এখানে এসে একেবারে হাঁদা হয়ে গেছি। শহরে কোন খবরের কাগজ নেই। বোধহয় এরা পড়তে জানেও না।...কোথায় যেন বলছিলে গোল্ড টাউন উচ্ছন্নে যাক এই আশায় ড্রিঙ্ক করতে যাব আমরা?'

লোকটার হাত ধরে ফেলল ব্র্যাডলি। 'আমার সঙ্গে চলো, কথা আছে।'

'হাতে ভরা গ্লাস না থাকলে ভাল করে কথা বলতে পারি না আমি।'

'হবে, তা-ও হবে। ঘরে হুইস্কি আছে আমার। চলো।'

'ঘর কত দূর?'

'মাইল তিনেক।'

গুঙিয়ে উঠল ডিলি। 'অনেক লম্বা পথ! শুকনো গলায়...'

'ইচ্ছে হলে আমার ঘোড়ায় চড়তে পারো তুমি।'

'এখানেই কোথায় যেন আমার ঘোড়াটা আছে।' চারপাশে তাকাল ডিলি, চোখে অনিশ্চিত দৃষ্টি। 'কোথায় যে রেখেছি!'

'দাঁড়াও, আমি খুঁজে দিচ্ছি। দেখতে কেমন ওটা?'

'হ্যাঁ? যতদূর মনে পড়ে চারটে পা আছে ওটার। কানও আছে। দুটো না তিনটে সেটা মনে পড়ছে না অবশ্য।' ভ্রূ কুঁচকে আরও মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করল ডিলি। 'এতক্ষণে মনে পড়ছে. আসলে ওটা ঘোড়া নয়। খচ্চর। শহরের বাইরে ক্রীকের ধারে ওকে রেখে এসেছি আমি। আমার কাপড়চোপড় পাহারা দেবে। খুবই ভাল খচ্চর। খুবই ভাল। একেবারে কুকুরের মতো বিশ্বস্ত। লিউস্টনের এক চোখ ট্যাড়া ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে কিনেছি।। নাম রেখেছি রিচার্ড দ্য থার্ড। ওকে দেখলেই শেক্সপিয়ারের একটা কথা মনে পড়ে যায়...'

বেশ খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর রিচার্ড দ্য থার্ডের হদিস পেল জন। গোল্ড টাউনের দেড় মাইল পশ্চিমে ট্রেইলের ধারে ডিলির ক্যাম্পটা পেতে অবশ্য অসুবিধা হলো না। ওখানে ময়লা অথচ সৌখিন জামাকাপড়গুলো রেখেছে ভ্রমণরত প্রকাশক। ওসব নিয়ে প্রকাশককে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে কেবিনের দিকে রওনা হতে এক ঘণ্টা মতো লাগল জনের। মাতাল প্রকাশককে খচ্চরের পিঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিতে হয়েছে।

সারাটা রাস্তা গান গাইল ডিলি।

বিকেলে ওরা যখন কেবিনের সামনে পৌঁছুল তখন আগের চেয়েও নেশা বেড়েছে প্রকাশকের। কোনমতে তাকে খচ্চরের পিঠ থেকে নামাতে নামাতে জন ব্র্যাডলি উপলব্ধি করল এখন জরুরী কোন কাজের কথা বলার সময় নয়। অপেক্ষা করতে হবে লোকটা সুস্থ বুদ্ধিতে ফিরে আসা পর্যন্ত। কাজেই মাত্র একটা প্রশ্নই করল সে।

'আর কতটা হুইস্কি টানবে তুমি?'

'আর দুই পাইন্ট।' টলমল পায়ে কেবিনের দিকে এগোল মাতাল। 'কই, বোতল কই?'

*

তিনদিন পর পিট এলির সঙ্গে দেখা করানোর জন্যে অ্যাবনার ডিলিকে সঙ্গে নিয়ে বের হলো জন। গম্ভীর চেহারার দীর্ঘদেহী লোকটা খচ্চরের পিঠে চড়ে হেলতে দুলতে এগোচ্ছে। এই একই লোক যে কয়েক দিন আগে শহরের রাস্তায় থুতু ফেলে লড়াইয়ের আহ্বান জানাচ্ছিল সেটা এখন কেউ বুঝতে পারবে বলে মনে হলো না জনের। এখন একেবারে

ধীরস্থির মানুষ হয়ে গেছে ডিলি। পোশাক পাল্টে ফেলেছে। এখন আর ঝুলওয়ালা কোট, ডার্বি হ্যাট আর ওয়াকিং স্টিকটা সঙ্গে নেই। ওগুলো জনের কেবিনে রেখে এসেছে সে। আপাতত ওগুলোর কোন প্রয়োজন পড়বে না। ইস্ত্রী না করা একটা সার্জের স্যুট পরে আছে ডিলি। ফোলা চোখ ছাড়া এমন আর কোন চিহ্ন নেই যে কেউ বুঝবে কদিন আগেও লোকটা পাঁড় মাতাল ছিল।

শহরের মাঝ দিয়ে এগোল ওরা। পরস্পরের মধ্যে কোন কথা হলো না। পিট এলির কেবিনের সামনে চলে আসার পর জন বলল, 'চেষ্টা না করার পেছনে আমাদের কোন যুক্তি আছে?'

'না,' নিচু স্বরে বলল প্রকাশক। 'কোন যুক্তি নেই।'

পিট এলির সঙ্গে ওদের বেশ কিছুক্ষণ আলাপ হলো। বেশির ভাগ কথা জন ব্র্যাডলিই বলল। সরাসরি প্রশ্ন করলেই কেবল মুখ খুলল ডিলি। কিছুক্ষণ পর হেনরি এলো কেবিনে, এক কোণে বসে পড়ল একটা টুলে। দু'চোখে চকচকে ভাবটা ছাড়া উত্তেজনার আর কোন চিহ্ন নেই তার চেহারায়।

বেশ কিছুক্ষণ পর বলল জন, 'সবই তো শুনলে, এলি। তোমার কি মন্তব্য?'

চিন্তিত চেহারায় দাড়ি চুলকালো পিট। 'শুনে তো সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। শুরু করতে কত টাকা লাগতে পারে?'

'তিন হাজার ডলার হলে কাজ শুরু করা যায়।'

প্রকাশকের দিকে তাকাল মাইনার। 'মেশিনপত্র আর দরকারী সমস্ত জিনিস পাওয়া যাবে হাতের কাছে সেটা কি তুমি নিশ্চিত?'

'ফালতু কথা বলি না আমি।'

'খচ্চরের পিঠে করে সমস্ত কিছু লিউস্টন থেকে নিয়ে আসা বিরাট ঝামেলার ব্যাপার হবে।'

'কোন সমস্যা নেই।'

তীক্ষ্ণ চোখে ডিলিকে কিছুক্ষণ দেখল এলি। 'অনেক জায়গায় অনেকের হয়ে কাজ করেছ তুমি, তাই না? ব্যবসা যদি ভালই হয়ে থাকে তাহলে কোনও এক জায়গায় স্থির হওনি কেন? এর কি ব্যাখ্যা?'

জবাবে হালকা শ্রাগ করল ডিলি।

অত সহজে ছাড়তে রাজি নয় মাইনার। আরও স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি করে নিশ্চিত হব যে দু'তিনমাস পর তুমি সমস্ত কিছু ফেলে চলে যাবে না?'

'যতক্ষণ টাইপ সেট করার দায়িত্ব আমার ওপর থাকবে ততক্ষণ আমি আছি, কথা দিতে পারি। অন্য কেউ কাজটা শিখে নেবার পর আমার যদি থাকতে মন না চায় তাহলে চলে যাব।'

প্রকাশকের বলার ভঙ্গিটা এতই দৃঢ় যে সন্তুষ্ট হলো পিট এলি। আস্তে করে মাথা দোলাল। ঘাড় ফিরিয়ে হেনরিকে দেখল। তারপর আবার তাকাল প্রকাশকের দিকে। 'ছেলেটা তোমার কোন কাজে আসবে?'

'যদি ওর শেখার ইচ্ছে থাকে।' হেনরিকে দেখল ডিলি। 'কি প্রকাশক হবার ইচ্ছে আছে তোমার, বাছা?'

নিরবে মাথা দুলিয়ে সায় দিল হেনরি। চোখ দুটো চকচক করছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পিট এলি, দেয়ালের কাছে গিয়ে পেরেক থেকে খুলে গানবেল্ট আর অস্ত্রটা কোমরে পরে নিল। জনের উদ্দেশে বলল, 'তাড়াতাড়ি রওনা হতে চাইবে বোধহয় তোমরা। একটু অপেক্ষা করো, আমি টাকা নিয়ে আসি।'

*

আগেও খেয়াল করেছে ব্র্যাডলি, একই ট্রেইলে দ্বিতীয়বার যাতায়াতের সময় মনে হয় আগের চেয়ে অনেক দ্রুত ট্রেইলটা ফুরিয়ে গেল, যেন ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু এবার তেমন হলো না। পোর্টল্যান্ড থেকে ফিরতি পথে ওর মনে হলো কোনদিনও এই পথ চলা শেষ হবে না। ডিলি যদি সঙ্গে না থাকত তাহলে আদৌ ট্রেইলের শেষে ওর আসা হতো কিনা তা নিয়ে মনের মাঝে সন্দেহ আছে ওর।

শারীরিক এবং মানসিক শক্তির একটা অফুরন্ত আধার যেন প্রকাশক। ধীরে ধীরে জনের মনে তার জন্যে প্রশংসা জন্মে গেছে। এত ধৈর্য ও কোন মানুষের মধ্যে আগে দেখেনি। যা কিনবে সেটার জন্যে কত জায়গায় যে সে গেছে এবং কত দরদাম যে সে করেছে সেটা সামনে না থাকলে কেউ বিশ্বাস করবে না। টাইপের আকৃতি, কাগজের মান, পাথর আর কেস নির্বাচনে অসম্ভব খুঁতখুঁতে মনের পরিচয়

দিয়েছে। শেষে সেকেন্ড হ্যান্ড একটা ওয়াশিংটন ছাপার মেশিন কিনেছে অনেক দেখেশুনে। জনকে বলেছে, 'দেখতে যেমনই হোক, মেশিনটা ভাল। যা খুশি ছাপা যাবে। আমরা যখন বুড়ো হয়ে মরে যাব তখনও এই মেশিন দিয়ে কাজ করা হবে। শুধু কিছু কিছু যন্ত্রাংশ বদলে নিলেই চলবে।'

খুবই ধীরস্থির ভাবে মেশিনটা খুলে নদীপথে আনার উপযোগী করে প্যাক করেছে ডিলি। তারপর যখন ওয়্যাগনে করে নেয়ার ব্যবস্থা করেছে, চালকদের এমন গাল দিয়েছে যে অসমতল রাস্তায় ওরা খুবই সতর্ক ভাবে গাড়ি চালিয়েছে। ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল কাঁচা ডিম নিয়ে খুরের ওপর দিয়ে হাঁটছে। বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে কয়েক ঘণ্টা তদারকি করে নিশ্চিত হয়েছে মেশিন ঠিক মতো জাহাজে উঠেছে। তারপর যখন ডালাস সিটি থেকে লিউস্টনে মেশিন নামল, মুখ চালিয়ে কুলিদের সে বাধ্য করেছে ধীরস্থির ভাবে কাজ করতে। তারপর লিউস্টন থেকে পাহাড়ী ট্রেইলে ডিলির জ্বালায় অতি ধীরে এগোতে হয়েছে। সারাদিন পরিশ্রম শেষে মেশিন ঠিক মতো শুকনো মাটিতে ক্যানভাসের তলায় আছে সেটা নিশ্চিত না হয়ে কাউকে সে বিশ্রাম নিতে দেয়নি। পরদিন রওনা হবার সময় নিজে পরখ করে দেখে নিয়েছে সবগুলো বাঁধন, তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

'কোন কাজ দ্রুত করার একটাই মাত্র উপায় আছে, স্যার,' জন খামোকা দেরি হচ্ছে অভিযোগ তোলায় বলেছে সে, 'কাজটা সঠিক ভাবে করা। একটু ক্ষতি হলেও কাজ পিছিয়ে যাবে আমাদের।'

ওকে ওর মতোই চলতে দিয়েছে জন। এখন সেজন্যে ভাল লাগছে ওর। সামনে থান্ডার পাস। ওটা পার হলেই ওরা হাজির হয়ে যাবে গোল্ড টাউনে। এটুকু পথ শেষ হলে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে সবকিছু নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে।

ট্রেইলের পাশে ঘোড়া থামিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ব্র্যাডলি। সূর্য পশ্চিমে হেলছে। বিকেল চারটে বাজে। ধীরেসুস্থে ওকে পাশ কাটাচ্ছে খচ্চরের দল। তাদের সামনে ধীর পায়ে হাঁটছে একজন মেক্সিকান। ওয়্যাগন ট্রেইনের শেষে হাঁটছে ডিলি।

'আজকেই শহরে পৌঁছোনোর চেষ্টা করবে?' তার উদ্দেশে প্রশ্ন

ছুঁড়ল জন।

তামাকের ঢেলাটা এক গাল থেকে আরেক গালে চালান দিল ডিলি। থোক করে এক দলা থুতু ফেলে বলল, 'অসুবিধে কি! রাত নামতে এখনও দেরি আছে।'

'তাহলে আমি রওনা হয়ে যাই, পিট এলিকে গিয়ে বলি চলে এসেছি আমরা। ও বলেছিল শহরে আমাদের জন্যে একটা বাড়ির ব্যবস্থা করবে। ফিরে এসে তোমাকে জানাতে পারব কোথায় মেশিন নামাতে হবে। একটা কথা শুধু মনে রেখো, কেউ যদি একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়তে শুরু করে, তাহলে এমন ভান কোরো যেন মনে করে তুমি একটা আস্ত নির্বোধ।'

'আমি আমার সাধ্য মতো করব।'

*

এক ঘণ্টা পর।

গোল্ড টাউনের রাস্তা ধরে দুলকি চালে চলেছে জনের স্ট্যালিয়ন। সরু ক্যানিয়নের দিকে এগোতে এগোতে ও ভাবল, এখনও অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। একটা বাড়ি দরকার প্রেস চালু করার জন্যে। ইতিমধ্যেই লিউস্টনের খবরের কাগজের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে, পরস্পর খবর চালাচালি করবে ওরা। একই চুক্তি পোর্টল্যান্ড আর ডালাসের কয়েকটা খবরের কাগজের সঙ্গেও হয়েছে। এবার আসল কাজ। খবর সংগ্রহ করে আনবে সেরকম লোক খুঁজে বের করতে হবে গোল্ড টাউনে। কবে ওরা প্রথম খবরের কাগজ বের করতে পারবে সে বিষয়ে কিছুতেই মুখ খুলতে রাজি হয়নি ডিলি। জন আশা করছে এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু করে দিতে পারবে পূর্ণোদ্যমে।

মাথায় এক গাদা চিন্তা নিয়ে ট্রেইলের বাঁক ঘুরে এগোল জন। সামনেই পিট এলির কেবিন। একবার তাকিয়েই হাঁ হয়ে গেল সে, অজান্তেই রাশে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘোড়া থামিয়ে ফেলল। যেখানে পিট এলির কেবিন ছিল সেখানে এখন কিছুই নেই। পড়ে আছে কাঠ পোড়া কয়লার একটা স্তূপ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না জন। ছাউনি আর কেবিন, দুটোই পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। করালের বেড়ার খানিকটা অংশ শুধু অক্ষত আছে। দেহটা অবশ হয়ে গেছে মনে হলো

জনের। তন্দ্রার মাঝে যেন ঘোড়া থেকে নামল ও। আস্তে করে গিয়ে দাঁড়াল পোড়া জায়গাটার সামনে। পোড়া একটা বীমে হাত রাখল। ঠাণ্ডা! এখানেই ছিল কেবিনে ঢোকার দরজা।

বেশ কিছুক্ষণ পর ক্যানিয়নে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে সংবিৎ ফিরে পেল ও। রুগ্ন একটা ডান ঘোড়ায় চেপে উপত্যকার দিক থেকে এগিয়ে এলো লোকটা। ধূসর দাড়ি, বয়স্ক এক মোটাসোটা মাইনার। লোকটাকে শহরে আগেও দেখেছে জন। ওকে দেখে থামল মাইনার।

'কি দুঃখজনক, তাই না?'

কথা শুনে জন বুঝল মাইনার মনে করছে এখানে কি ঘটেছে সেটা সে জানে। কিছুক্ষণ কি বলবে ভেবে পেল না জন। তারপর বুকের মাঝে অধৈর্য একটা চাপ অনুভব করল। মর্মান্তিক কোন খবর শুনতে হবে জেনে থতমত খেয়ে বলল, 'আমি কয়েকদিন এখানে ছিলাম না। পিট কোথায়?'

'মারা গেছে।'

'ওর ছেলে–হেনরি?'

'কেউ জানে না কোথায়। হয়তো আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। কিংবা গুলি খেয়ে বনের ভেতর ঢুকে পড়েছিল হয়তো, মরে পড়ে আছে কোথাও। ওর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'কদিন আগে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা?'

'হবে সপ্তাহ দু'তিনেক। অত মনে রাখিনি।'

'কার কাজ, আন্দাজ করতে পারো?'

দাড়িওয়ালা মাইনারের চেহারায় হঠাৎ করেই অস্বস্তির ছাপ পড়ল। 'না। আমার কোন ধারণা নেই।'

ট্রেইলের ধারে সরে মাইনাবকে এগিয়ে যাবার পথ করে দিল জন। তাকিয়ে থাকল পোড়া কেবিনের দিকে। পিট এলির কথা ভাবছে ও। মনে পড়ল রিঙকে খুব ভয় পেত মাইনার। আগে ভয়টা অযৌক্তিক মনে হতো ওর। এখন আর তা মনে হচ্ছে না।

কিন্তু হেনরি? হেনরি কোথায়? আগুনে পুড়ে মারা গেলে কোন না কোন চিহ্ন থাকত। যদি গুরুতর আহত অবস্থায় বনে গিয়ে আশ্রয় নিত তাহলে অনুসরণ করে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হতো। যদি কোন

ভাবে বেঁচে গিয়ে থাকে তাহলে গোল্ড টাউনে আশ্রয় নিত।

গোল্ড টাউনে কি আশ্রয় নিত? ভ্রূ কুঁচকে গেল ব্র্যাডলির। শহরের কাকে বিশ্বাস করবে ছেলেটা?

তাড়াহুড়ো করে স্যাডলে চাপল জন। বুঝতে পারছে, হেনরি যদি বেঁচে থাকে তো এই শহরে মাত্র একটা জায়গাই আছে যেখানে সে আশ্রয়ের জন্যে গিয়ে থাকতে পারে।

*

ওর কেবিনটাও তল্লাশী করা হয়েছে, ঘোড়া নিয়ে উঠানে পৌঁছেই বুঝতে পারল ব্র্যাডলি। পিট এলির কেবিনের মতোই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওরটা। পোড়া কালো ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে কেবল। পিট এলির মৃত্যু সংবাদে এতোই আলোড়িত হয়েছে যে এই নুতন ধ্বংসযজ্ঞ ওর মনে নতুন কোন ছাপ ফেলতে পারল না। স্থির, শান্ত চোখে শুধু তাকিয়ে থাকল জন। গত আধঘণ্টা হলো কারবাইনটা হাতে রেখেছে ও। এখন আর ওটার ওজন টের পাচ্ছে না।

ওর সামনে নীল লেকটা নিথর পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিল জন। কারবাইন আকাশে তাক করে দুটো গুলি ছুঁড়ল। একটু থেমে আবার দু'বার গুলি করল। এবার বনের কিনারায় সরে গেল সে। একটা মোটা পাইন গাছের গুঁড়ির পাশে গিয়ে ছায়ায় দাঁড়াল। কান খাড়া। অনেক অনেকক্ষণ কেটে গেল। বনের স্বাভাবিক আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে জন। প্রায় দশ মিনিট পর ওর ধৈর্যের পুরস্কার মিলল। কিছুটা দূরে ঝোপের মধ্যে নড়াচড়ার আওয়াজ হলো।

'হেনরি!' আস্তে করে ডাকল জন। 'হেনরি!'

'কে? জন?' সাবধানী একটা নিচু গলা শোনা গেল।

'হ্যাঁ। আমি।'

কেবিনের পেছনের বনের প্রান্তে দেখা হলো ওদের। হেনরি এলিকে দেখে এখন আর কিশোর বলে মনে হচ্ছে না। হাতের রাইফেলটা পরিণত পুরুষের মতো করে ধরা। প্রয়োজনে খুন করার জন্যে ব্যবহার করবে। দু'চোখে শীতল দৃষ্টি।

'ঠিক আছো, হেনরি? আহত হওনি তো?'

'ঠিক আছি।' একটু থামল ছেলেটা। ঢোক গিলে বলল, 'বাবাকে ওরা মেরে ফেলেছে।'

'জানি,' নিচু স্বরে বলল জন। রাগের একটা স্রোত বইছে ওর সারা দেহে। 'কাজটা কার, হেনরি? কাউকে তুমি চিনেছ?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল হেনরি, তারপর ধরা গলায় বলল, 'আমি জানি কাজটা কার।'

'কে, হেনরি? কে?'

'মার্টি স্টোন।'

## দশ

দু'হাঁটুর ওপর কারবাইনটা রাখল জন ব্র্যাডলি। তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে স্টোনকে দেখেছ তুমি? ভুল দেখোনি তো?'

'ওকে দেখিনি।' মাথা নাড়ল হেনরি। 'কাউকে দেখার তুলনায় তখন অনেক বেশি অন্ধকার ছিল। আমি ওর গলা শুনেছি। দু'বার। একবার বাবা গুলি খাবার পর, আর দ্বিতীয়বার ওরা যখন তোমার কেবিন পুড়িয়ে দিতে এলো।'

'ওর গলা শুনেছ। মানে ঠিক বুঝলাম না।'

'চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছিল সে। সবাইকে বলছিল কি করতে হবে।'

হতাশা বোধ করল জন। হেনরির কথা প্রমাণ করা যাবে না কোর্টে। আর তাছাড়া এখানে বিচার বিভাগই বা কোথায়! শহরে কোন আইনের শাসন যদি থাকতোও তাহলেও ভীত একটা বালকের কথায় কেউ তেমন একটা আমল দিত না। বিশেষ করে যে ছেলের বাবা মারা গেছে সে কি শুনতে কি শুনেছে তার গুরুত্ব নেই তেমন একটা। তাছাড়া অভিযোগটা আনা হয়েছে শহরের সবচেয়ে সম্মানিত একজন প্রতিষ্ঠিত লোকের বিরুদ্ধে। মাইনারদের কমিটি দুর্বল এই সাক্ষ্য কিভাবে দেখবে সেটা কাউকে বলে দিতে হয় না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আফসোসের সঙ্গে মাথা নেড়ে বিষয়টার ইতি টানবে সবাই। জন

ব্র্যাডলির চেহারায় বোধহয় ফুটে উঠেছে সে কি ভাবছে, কারণ হেনরি ওর দিকে তাকাল অভিযোগের দৃষ্টিতে।

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল জন। 'বলো তো, যার কথা বলছ সেই মার্টি স্টোনের ব্যক্তিগত কোন কারণ ছিল তোমার বাবাকে খুন করার?'

'আমার জানামতে ছিল না। বাবা কারও সাতে-পাঁচে থাকত না। নিজের কাজ করে যেত নিরবে।'

'তাহলে কিসের আশায় কাজটা করল ওরা?'

'রিং সম্ভবত বাবার টাকা হাতাতে চেয়েছে।'

'কাজটা রিঙের, তুমি ভুল করছ না তো?'

মাথা নাড়ল হেনরি। চোখে ফুটে উঠল শীতল দৃষ্টি। 'কেবিন পুড়িয়ে দেয়ার পরের রাতে বাবার সোনা এখনও আছে কিনা জানার জন্যে লুকিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম আমি। সোনা ছিল না। সোনা রাখার জায়গায় একটা গর্ত ছিল।' পকেটে হাত ভরে বের করে আনল হেনরি। 'এটা পেয়েছি করালের বেড়ার গায়ে।'

মেরুদণ্ড বরাবর শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল জনের। একটা সাদা কাগজ বাড়িয়ে দিয়েছে হেনরি। ওটার মাঝখানে কালো কালিতে একটা গোল চিহ্ন আঁকা। এটাই রিঙের প্রতীক চিহ্ন। ওর মনে পড়ল, একমাস আগে ওকে সতর্ক করেছিল পিট এলি, বলেছিল রিঙের ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে যেয়ো না, মস্ত বিপদে জড়িয়ে যাবে। তখন যে প্রশ্নটা মনে জেগেছিল সেটাই এখন জাগল আবার। কোনটা রিঙের কাজ সেটা চিহ্নিত করার কি দরকার ওদের? কাজটা কোন গর্বিত চোর ডাকাতের হলে এক কথা ছিল। কিন্তু কাঁচা লোকের কাজ নয় এটা। তাহলে রিঙের মতো একটা বড় সংগঠন দক্ষতার সঙ্গে এতদিন ধরে টিকিয়ে রাখতে পারত না। ভ্রূ কুঁচকে কাগজটা পকেটে রাখল ও।

'এটা আমার কাছেই থাক।'

'এই যে আরেকটা আছে,' বলল হেনরি। 'এটা তোমার কেবিনের পেছনে একটা গাছের গায়ে সাঁটা ছিল।'

ঠোঁট কাঁপছে হেনরির। ব্র্যাডলিকে তাকাতে দেখে নিজেকে সামলানো চেষ্টা করল। কঠিন হয়ে গেল মুখটা। একেবারে বাবার

মতো হয়েছে সে দেখতে। এতই মিল যে অবাক লাগে। মিলটা দেখে জনের নতুন করে আরেকবার মনে পড়ল সেই নিরব, শান্ত মাইনারের কথা। মনে পড়ল কতটা ঋণী ও উপকারী লোকটার কাছে। মনে মনে শপথ করল, এই ঋণ ও যেভাবে হোক শোধ করবে।

ঢাল পার হলেই নীল লেক। তাকাল ওদিকে। পোড়া কেবিনের দিকে আর কোন মনোযোগ নেই। নিজেকে বলল, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যেকাজে ও হাত দেবে সেটা শেষ করতে হলে কোন ভুল করা চলবে না। ভুললে চলবে না যে রিঙ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

'শুরু থেকে বলো, হেনরি। কখন আক্রমণ এলো?'

'তুমি আর ডিলি চলে যাবার পরের রাতে।'

'রাত কয়টায়?'

'ঠিক বলতে পারছি না। সম্ভবত মাঝরাতে। বাবা আর আমি শুয়ে পড়েছিলাম। বেশ অনেকক্ষণ পর ছাউনির ভেতর ডাকাডাকি শুরু করল খচ্চরগুলো। বাবাই আগে শুনেছিল। আমি চোখ মেলে দেখলাম রাইফেল হাতে দরজার দিকে যাচ্ছে বাবা।'

'ছাউনির কাছে কি করছিল রিং?'

'ওখানেই সোনা লুকিয়ে রেখেছিল বাবা। কেবিনে রাখার চেয়ে ওখানে রাখাই নিরাপদ মনে করত বাবা। খচ্চরগুলোর কারণে আমাদের না জানিয়ে কেউ ছাউনির কাছে ঘুরঘুর করতে পারবে না, এটাও একটা কারণ।'

জনের মনে পড়ল প্রেসের মেশিন কেনার জন্যে তিন হাজার ডলার দিতে কেবিনের বাইরে থেকে একবার ঘুরে এসেছিল পিট এলি। আরেকটা কথা হঠাৎ করেই মনে পড়ল। সেদিন বাইরে যাবার আগে গানবেল্ট আর অস্ত্র পরে নিয়েছিল এলি। তারও আগে কথায় কথায় বলেছিল টাকাপয়সা হাতের কাছে থাকায় দুশ্চিন্তায় আছে সে।

'তোমার কি মনে হয় এলি টের পেয়েছিল যে রিঙের নজর তার ওপর পড়েছে? এধরনের কোন কথা কখনও বলেছিল ও?'

'বাবা বলত আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। যেদিন হামলা হলো তার আগের দু'দিন বাতি নিভিয়ে দেয়ার পর অস্ত্র হাতে ছাউনির পেছনের পাহাড়ে গিয়েছিল বাবা। সন্দেহজনক কিছু অবশ্য দেখেনি।

দেখলে আমাকে বলত।'

'কত ডলারের সোনা ছিল এলির কাছে?'

'আন্দাজ পাঁচ-ছ' হাজার তো হবেই।'

'আমাকে তিন হাজার দেয়ার পরও?'

মাথা দোলাল হেনরি। সন্দেহ কি যে দুশ্চিন্তায় ভুগছিল মাইনার, ভাবল জন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল হেনরি।

'বাবা দরজার বাইরে পা রাখতেই গুলির শব্দ হলো। আওয়াজ শুনে যতটা বুঝেছি রাইফেল ছিল ওটা। বাবাও গুলি করল একবার। তার পরপরই আবার গর্জে উঠল রাইফেল। বাবা আর কোন গুলি করেনি। আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে অস্ত্র হাতে নেয়ার কথা মাথায় আসেনি। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে বুট হাতে নিয়েই বাবার পেছনে ছুটেছিলাম। তারপর বাইরে আসতেই মাথায় কি যেন আঘাত করল। উঠানে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।'

হ্যাট খুলে মাথাটা সামনে এগিয়ে দিল হেনরি। ক্ষতটা দেখতে পেল জন। একটা সিঁথির মতো করে চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

'পাঁচ দশ সেকেন্ড ওখানে পড়ে থাকলাম আমি। তারপর উঠে দৌড় শুরু করলাম। কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি কিছুই তখন বুঝতে পারছিলাম না। মনে পড়ে একবার বুট জোড়ার জন্যে চারপাশে তাকিয়েছিলাম। ওটা পেলাম না অন্ধকারে। ছুটতে শুরু করে বাবার শরীরে হোঁচট খেলাম। নড়ল না বাবা। বাবাকে ওঠাবার চেষ্টা করলাম। ভীষণ ভারী। পারলাম না। বাবার সারা শরীর রক্তে ভিজে গিয়েছিল।'

গলা ভেঙে গেছে হেনরির। পাথরের মতো মুখ করে লেকের দিকে চেয়ে আছে জন। অপেক্ষা করছে, আবার মুখ খুলবে ছেলেটা।

একটু পর ভোঁতা গলায় শুরু করল হেনরি। 'আমি বুঝে ফেললাম বাবা বাঁচবে না। বাবা শুধু বলতে পেরেছিল, "জনের কাছে যাও, হেনরি...পালাও!" তারপরই বাবা নিরব হয়ে যায়।'

'তারপর মার্টি স্টোনের গলা কখন শুনলে?'

'বাবা মারা যাওয়ার পরপরই। বাবার ফেলে দেয়া অস্ত্রটা খুঁজছিলাম। ছাউনির ভেতর পাগল হয়ে উঠেছিল খচ্চর দুটো। ওদের

এড়িয়ে ছাউনির ভেতর নড়াচড়া করছিল কয়েকজন মানুষ। তাদের একজনকে আমি আবছা ভাবে দেখতে পেলাম, এদিকেই আসছে। বোধহয় নিশ্চিত হতে চায় বাবা মারা গেছে। বুঝলাম বাবার অস্ত্রটা হাতে পেলে লোকটাকে আমি খুন করতে পারব। অস্ত্র খুঁজছি এমন সময়ে শুনতে পেলাম মার্টি স্টোনের গলা।'

'কি বলেছিল মনে আছে?'

'হ্যাঁ। বলেছিল, "ছেলেটাকে ধরো। পালাতে যাতে না পারে। শেষ করে দাও ওটাকেও।"'

'কথাগুলো বলার সময় কারও নাম নিয়েছিল?'

'না।'

'মার্টি স্টোনের নাম নিয়েছিল কেউ?'

'না। কিন্তু গলাটা মার্টি স্টোনের, আমি নিশ্চিত।'

'ঠিক আছে, হেনরি। তারপর কি করলে তুমি?'

'দৌড়াতে শুরু করলাম। ওরা কয়েকবার গুলি করল কিন্তু লাগাতে পারল না। বনের ভেতর ঢুকে পেছন থেকে ওদের খসিয়ে ফেললাম। তারপরই এখানে চলে এলাম।'

'সেই একই রাতে ওরা আমার কেবিনও জ্বালিয়ে দিয়েছিল?'

'বাবাকে খুন করার দু'ঘণ্টা পর এখানে আসে ওরা। আমি পাহাড়ী পথে অনেকখানি ঘুরে এখানে আসি। এসে দেখলাম মাত্র পৌঁছেছে ওরা। লুকিয়ে থেকে কাউকে চেনা যায় কিনা চেষ্টা করছি এমন সময়ে কেবিনে আগুন দিল ওরা। সে আলোয় দেহের আকৃতি বোঝা গেলেও কারও চেহারা দেখতে পারিনি। বেশি দূরে ছিলাম। আরও কাছে যেতে সাহস হয়নি।'

'আবার স্টোনের গলা শুনলে তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলছিল?'

'তর্ক করছিল একজনের সঙ্গে। সে লোকটা কেবিনের ভেতর থেকে কি যেন একটা বাইরে নিয়ে এসেছিল। স্টোন সেটা রেখে আসতে বলে। জিনিসটা সহই তোমার কেবিনে আগুন দিতে নির্দেশ দেয়। বলেছিল, "এসব জিনিস এমনিতেই অনেক ঝামেলার সৃষ্টি করেছে।

রেখে এসো ওটা।'''

সত্যিই হেনরি মার্টি স্টোনের গলা শুনেছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের শেষ কণাটুকুও দূর হয়ে গেল জনের মন থেকে। স্টোন ওই কথা বলেছে নেসের কথা ভেবে। চামড়ার কেসটা রেখে দিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করেছিল নেস। ওর ভুলেই স্ট্যালিয়নটা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে স্টোন। আরেকটু হলে তাকে ঘোড়া চুরির অপবাদ ঘাড়ে নিতে হতো। বেশ কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল জনের কাছে। মারা যাওয়ার আগে নেস বলেছিল স্ট্যালিয়নটা সে স্টোনকে *দিয়েছে*। অপরাধ বোধ থাকার কারণেই যতবার দেখা হয়েছে, মার্টি স্টোন কথায় কথায় বারবার বলেছে স্ট্যালিয়নটা সে বিশ্বাস করে কিনে ঠকে গেছে।

যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে একটা কথাই মনের মাঝে দাগ কেটে বসে যায়—মার্টি স্টোনই সম্ভবত রিং নামের নিষ্ঠুর অপরাধী সংগঠনটার নেতা।

এবার ও বুঝতে পারল কেন রিং তার প্রতিটা কাজের চিহ্ন রেখে যায়। পিট এলির একটা কথা ওকে পথ দেখাল। চিহ্ন রেখে যাওয়ার মাধ্যমে একটা আতঙ্ক ছড়াতে সক্ষম হয়েছে রিং। গোল্ড টাউনের কেউ তার প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করে না। ভয় এমন একটা সংক্রামক রোগের মতো সমাজে ছড়িয়ে গেছে যে আইনের শাসন কায়েম করার জন্যে পরস্পরের প্রতি নাগরিকদের যে বিশ্বাস ও ন্যূনতম আস্থা থাকা দরকার সেটা গোল্ড টাউনে অনুপস্থিত। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না কাজেই আইনী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় না। সবাই ভয় পায় বাড়াবাড়ি করতে গেলে রিং বোধহয় তাকে শেষ করে দেবে। বিচার হবে না তার মৃত্যুর। এদিকে নিজের অপরাধী সংগঠনটাকে সুশৃঙ্খল একটা দক্ষ শক্তিতে পরিণত করেছে স্টোন। আইন না থাকায় তার ক্ষমতার কোন শেষ নেই। নিজেকে আড়াল রেখে যা ইচ্ছে তাই ঘটানোর সাধ্য আছে তার।

পোড়া কেবিনের ওপর স্থির হলো জনের দৃষ্টি। ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে এখানে এসে ওর কেবিন পোড়ায়নি রিং। চুরি করার মতো মূল্যবান কোনকিছু ছিল না এখানে। পিট এলি যেরাতে খুন হলো সেরাতেই ওর কেবিন পুড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে আসলে ওকে সাবধান করা হয়েছে। নিরবে শাসানো হয়েছে, হয় এই এলাকা ছেড়ে পালাও,

নইলে মাইনারের মতো একই পরিণতি হবে তোমারও।

স্টোন কেন তার পেছনে লেগেছে ভাবতে চেষ্টা করল ব্র্যাডলি। দুটো মাত্র কারণ থাকতে পারে। এক, সে অ্যানি টরভিনের প্রতি দুর্বল। প্রতিযোগী রাখতে চায় না স্টোন। দ্বিতীয়, স্টোন ভয় পাচ্ছে বড় বেশি জেনে গেছে সে।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে হেনরি। মাথা থেকে আপাতত চিন্তাটা দূর করে দিল জন, ছেলেটার প্রতি মনোযোগী হলো।

'এ'কদিন খাবার পেয়েছ কোথায়?'

রাইফেলের বাঁটে চাপড় মারল হেনরি। 'শিকার করেছি।'

'কিন্তু তোমার কাছে তো কোন অস্ত্র ছিল না!'

'ছিল না। এটা চুরি করেছি। দু'দিন না খেয়ে ছিলাম। তারপর বুঝলাম একটা অস্ত্র আর বুট জুতো না হলে মরে যাব। গোল্ড টাউনে এমন কেউ নেই যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। রাতের বেলা গোল্ড টাউনে গিয়েছিলাম আমি। মার্টি স্টোনের দোকান ভেঙে রাইফেল আর বুট নিয়ে এসেছি।'

'ঈশ্বর! ও যদি তোমাকে ধরতে পারত...'

'খুন করে ফেলতাম ওকে আমি,' গম্ভীর স্বরে বলল হেনরি। 'সেজন্যে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষাও করেছিলাম, কিন্তু আসেনি সে। অফিসে একটা কাউচ রেখেছে স্টোন। মাঝে মাঝে ওখানেই রাত কাটায়। কিন্তু সেরাতে ওখানে ছিল না সে।' হাসল হেনরি। 'ওকে খুন করতে না পেরে এখানে চলে এসেছি। ক্যাম্প করার জন্যে যা যা দরকার সব নিয়ে এসেছি স্টোর থেকে। রাইফেলটা শিকার করার কাজে লেগেছে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। সর্বক্ষণ ভেবেছি তুমি এলে স্টোনকে শেষ করার কাজে আমাকে সাহায্য করবে।'

শেষ বিকেলের দীর্ঘ ছায়া লেকের ওপর দিয়ে পোড়া কেবিনের দিকে এগিয়ে আসছে। এক ফোঁটা বাতাস নেই। পানি এখন কালো এবং স্থির। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল জন ব্র্যাডলি। হেনরিও উঠল। দু'চোখে ওর অধৈর্য দৃষ্টি। প্রায় জনের সমানই লম্বা ও। হাড় সর্বস্ব। এখনও মাংস লাগেনি গায়ে। বয়স কালে বাবার মতোই সুঠামদেহী হবে সে।

'তোমার বয়স কত, হেনরি?' হঠাৎ জানতে চাইল জন।

'সতেরো।'

'এদেশে সতেরো বছরের ছেলে গুরুতর অপরাধ করলে ফাঁসিতে ঝোলে।'

'কি বলতে চাও?' ভ্রূ কুঁচকে গেল হেনরির।

'হিসেবটা সোজা মনে হচ্ছে, তাই না? তুমি জানো যে দল তোমার বাবাকে খুন করেছে তার নেতা স্টোন। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু গোল্ড টাউনের কয়জনকে তুমি একথা বিশ্বাস করাতে পারবে?'

'সম্ভবত কাউকে না। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি...'

'স্টোনকে খুন করবে, এই তো? অন্ধকার রাস্তায় পিঠে একটা গুলি বা এধরনের কিছু?'

'না।' মুখটা লাল হয়ে গেল হেনরির। 'শহরের সবার সামনে স্টোনের মুখোমুখি হতে ভয় পাই না আমি।'

'ধরো সে চেষ্টা করলে। ও যদি তোমার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়, তাহলে? তখন তুমি ওকে গুলি করতে পারবে? ধরো পারলে গুলি করতে। কিন্তু কিভাবে প্রমাণ করবে যে তুমি যা ভাবছ সে আসলে তাই, রিঙের নেতা? ভুলে যেয়ো না, গোল্ড টাউনে স্টোনের বন্ধুর অভাব নেই। জাজ টরভিন তার সুহৃদ। অ্যানি টরভিনও। ধরো তুমি ওদের স্টোনের ব্যাপারে বললে। ওরা তোমাকে বিশ্বাস করবে?'

রাগে জ্বলে উঠল হেনরির চোখ। কিন্তু সত্যটা উপলব্ধি করতেই রাগ চলে গিয়ে অসহায়তা ভর করল চেহারায়। 'তাহলে কি বলছ তুমি? স্টোন কি তা আমরা জানি অথচ প্রমাণ করতে পারব না? কিছুই করতে পারব না?'

'কিছু না কিছু তো করতেই হবে। কিন্তু সেজন্যে সময় এবং প্রস্তুতি দরকার।'

'কত সময়?'

'এক সপ্তাহ, এক মাস, এক বছর। বলা মুশকিল। যতদিন হাতে শক্ত প্রমাণ না আসছে ততদিন চুপ করে থাকতে হবে আমাদের। বলা

যায় না, হয়তো এক সপ্তাহ পুরো হবার আগেই প্রমাণ মিলে যাবে।'

'অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই আমার।' অন্যদিকে তাকাল হেনরি। ঠোঁট কাঁপছে সেটা জনকে দেখাতে চায় না। 'আমাকে কি করতে বলো তুমি? লুকিয়ে থাকব?'

'তার কোন দরকার নেই। স্টোন জানে না তুমি ওকে চিনে ফেলেছ। তুমি নিজে মুখ ফস্কে বলে না ফেললে কোন বিপদ হবার কথা নয়।'

'মুখ বন্ধ রাখতে পারব আমি

'আমি জানি, পারবে, হেনরি,' আশ্বস্ত করতে চাইল জন। হাত রাখল ছেলেটার কাঁধে। তারপর হাত সরিয়ে নিল। সতেরো বছরের যেকোন ছেলে নিজেকে বড় মানুষ ভাবতে ভালবাসে। সান্ত্বনা দিলে খারাপ লাগা স্বাভাবিক। ঘুরে দাঁড়াল জন। 'চলো, হেনরি, শহরে যাব আমরা। তুমি স্ট্যালিয়নে চাপো, আমি পাশে হাঁটব।'

'আমিই হাঁটব,' বলল হেনরি। পা বাড়াল জনের পাশে।

শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। সামনে হাঁটছে হেনরি, পেছনে স্ট্যালিয়নের পিঠে ব্র্যাডলি। সন্ধের ফ্যাকাশে আলো একটু উজ্জ্বল হলো। এঁকেবেঁকে এগিয়েছে ট্রেইল, ওপরের দিকে উঠেছে। দু'পাশে সবুজ পাইনের সারি। হেনরির দিকে তাকিয়ে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে চেষ্টা করল ব্র্যাডলি।

*

অন্ধকার নামার দুই ঘণ্টা আগে ছাপার মেশিন সহ গোল্ড টাউনের প্রান্তে পৌঁছুল ডিলি। বিরক্ত বোধ করছে সে। পিট এলি বা জন ব্র্যাডলি, দু'জনের কেউই আসেনি ওর সঙ্গে দেখা করতে। কোথায় মেশিন নামানো হবে তা-ও জানা গেল না। ট্রেইলের ধারে খচ্চর থামিয়ে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করল সে। গজগজ করছে মেক্সিকান কুলিরা। শহরে যেতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই ক্রীকের ধারে খচ্চরের পিঠ থেকে মেশিন নামানোর নির্দেশ দিল ডিলি।

'রাতের মতো এখানেই ক্যাম্প করব আমরা।'

বিরক্ত চোখে নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে তাকাল প্রকাশক। মেশিন, কাগজ, টাইপের বাক্স—সব কিছু গাছের তলায় ক্যানভাস মুড়ে

না রাখা পর্যন্ত ভ্রূকুটি কমল না তার। কাজ শেষে মেক্সিকান কুলিদের ডেকে প্রত্যেককে পাঁচ ডলার করে দিল সে। বলে দিল অতিরিক্ত মদ খাওয়া চলবে না। কাল ভোরে সুস্থ দেহে এসে হাজির না হলে আর এক পয়সাও পাবে না কেউ। কুলিরা শহরের পথ ধরতে ব্যাগ থেকে ছেঁড়াখোঁড়া একটা হ্যামলেট বের করল ডিলি, একটা গাছের গোড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে ডুবে গেল পড়ায়। এতই তার মনোযোগ যে সামনে এসে দাঁড়ানো লোকটাকে দুই বার ডাকতে হলো তাকে সচেতন করতে।

ভ্রূ কুঁচকে চোখ তুলে তাকাল বিরক্ত ডিলি।

'কি বললে?'

'হাওডি বলেছিলাম।'

লোকটার পরনে মাইনারের পোশাক। দাড়ি না কামানো নোংরা চেহারা। চোখ দুটো কৌতূহল উদ্দীপ্ত, চঞ্চল। শেক্সপিয়ারের পরবর্তী যুগে মানুষের আচরণে খারাপ ধরনের পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হলো ডিলির লোকটাকে দেখে। এ এমন এক এলাকা, যেখানে হাজার মাইলের মধ্যে সভ্যতার চিহ্ন নেই। অথচ একবার শুধু একটা বই খুলে একটু মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করো, ব্যস, কোত্থেকে যেন হাজির হয়ে যাবে কেউ না কেউ। হাজির হয়েই সন্তুষ্ট হবে না, একের পর এক উটকো প্রশ্ন করে বিরক্ত করা চাই।

'এই এলাকায় নতুন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মাইনার।

'এই পুরোনো দুনিয়ায় আমরা সবাই নতুন,' উদাস স্বরে জানাল ডিলি।

চোখ পিটপিট করল লোকটা। ক্যানভাসের স্তূপটার দিকে তাকাল। 'সঙ্গে অনেক জিনিস দেখছি। ব্যবসা করতে এসেছ?'

'হয়তো।'

'দোকান চালু করবে, নাকি সেলুন?'

এলোক বিরক্ত করতেই এসেছে, সহজে একে খসানো যাবে না। কিছুটা হতাশ হয়ে হাতের বইটা পাশে নামিয়ে রাখল ডিলি। 'খানিকটা ঠিকই আন্দাজ করেছ তুমি। ওই ক্যানভাসের নিচে একটা হুইল আছে।'

'কি ধরনের হুইল?'

'গোল হুইল।'

'ও?'

'হ্যাঁ। একেবারে এক ডলারের কয়েনের মতো গোল একটা হুইল। ওটা আমি ওই ডলারের কাজেই ব্যবহার করব। ওটা ব্যবহার করে পকেটে ডলার ঢোকাব।'

চোখ সরু করে তাকাল মাইনার। 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ নাতো? হুইল দিয়ে ডলার কামানো আবার কি কথা?'

'কেন? এতো সোজা ব্যাপার। আমার হুইলের গায়ে নাম্বার লেখা আছে। এটা একটা খেলা।' বইয়ের কভারে টোকা দিল ডিলি। 'এই বইয়ে খেলার নিয়ম কানুন লেখা আছে। আমি আমার বন্ধু দোকানটা খুলি, তারপর তোমাদের খেলাটা শিখিয়ে দেব আমরা।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাইনারের মলিন চেহারা। 'এতক্ষণে বুঝলাম!' মাথা দুলিয়ে বলল সে, 'রুলেত হুইল! তোমরা জুয়ার আড্ডা খুলবে শহরে!'

'জুয়ার আড্ডা আবার কিসের! বলো ক্যাসিনো।' গলার স্বর নিচু করল ডিলি। 'আপাতত কাউকে বলতে যেয়ো না কিছু। আমরা সবাইকে চমকে দিতে চাই।'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারো,' বিড়বিড় করে বলল মাইনার। 'কাউকে কিছু বলব না আমি।'

লোকটা চলে গেল। শ্রাগ করে আবার হ্যামলেটে মন দিল ডিলি। জন ব্র্যাডলি তাকে বলেছে কেউ প্রশ্ন করলে বোকা বনে যেতে। তাই বনেছে সে যতটা সম্ভব। ডিলি জানল না, সারা শহরে খবর ছড়িয়ে গেছে। সবাই জেনে গেছে আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই শহরে বড় একটা জুয়ার আড্ডা খুলছে।

# এগারো

শহরে যাবাব পথে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিল জন ব্র্যাডলি। ওর

প্রথম কাজ হবে হেনরি এলির থাকা খাওয়ার একটা সুব্যবস্থা করা। ছেলেটার কোন আত্মীয় নেই শহরে। অনেক আগেই মারা গেছে ওর মা। হেনরির কাছে শুনেছে ও, ইন্ডিয়ানায় দূর সম্পর্কের এক বোন আছে। সেন্ট লুইসে আছে ওর সৎ ভাই। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযো করার কোন উপায় জানা নেই তার। অ্যানি টরভিন আর জন ব্র্যাডলি ছাড়া গোল্ড টাউনে এমন কেউ নেই যাকে হেনরি বিশ্বাস করতে পারে। মৃত্যুর আগে ছেলেকে জনের কাছে চলে যেতে বলেছিল মাইনার। ওর ওপর দায়িত্ব দিয়ে গেছে পিট এলি। ব্র্যাডলি শপথ করল, এলির দিয়ে যাওয়া দায়িত্ব ও পালন করবে যেকোন মূল্যে।

সন্ধেয় এই ব্যাপারে ডিলির সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করল জন, জানাল ওরা যেকদিন ছিল না তার মধ্যে কি ঘটেছে এখানে। তবে রিঙের নেতাকে যে চেনা গেছে সেটা একেবারে চেপে গেল। ডিলিকে ও বিশ্বাস করে না ব্যাপারটা তা নয়। আসলে ও আর হেনরি যে তথ্যটা জানে সেটা অত্যন্ত মারাত্মক। ডিলি কাউকে ভুল করে বলে ফেললে মারা পড়বে বেঘোরে। মার্টি স্টোনের কাছে খুন কোন ব্যাপারই নয়।

'পিট এলির সমস্ত সম্পত্তি এখন হেনরির,' ডিলিকে বলল জন। 'ক্লেইম, মেশিনপত্র আর সোনা যেগুলো চুরি গেছে–সব।'

'এসব ব্যাপারে পিট এলির সঙ্গে কি ধরনের কথা হয়েছিল তোমার?'

মাথা নাড়ল জন। 'কোন কথাই হয়নি। ভেবেছিলাম পোর্টল্যান্ড থেকে ফিরে ওর সঙ্গে একটা অংশীদারী চুক্তি করব।'

'তার মানে কাগজে কলমে কোন চুক্তি হয়নি?'

'না। হেনরির স্বার্থ রক্ষায় এখন একটা চুক্তি করতে হবে।'

'সব খরচ শেষে কত টাকা বেঁচেছে তোমার?'

'কুলিদের দেনা মিটিয়ে ধরো আর একশো ডলার থাকবে হাতে।'

'প্রেস চালু করব কোথায়? রাস্তার মাঝখানে তো আর কাজ শুরু করা যায় না!'

জন বুঝতে পারল, বাড়ি ভাড়া করা বা কেনার সমস্যাটা প্রথমে সমাধান করতে হবে। পর্যাপ্ত টাকা নেই, সুতরাং কাজটা সহজ হবে না। কথাটা জন ডিলিকে বলছে এমন সময় ক্রীক থেকে হাত মুখ ধুয়ে

ফিরে এলো হেনরি। সন্ধের আবছা আলোয় ছেলেটার দিকে চিন্তিত চেহারায় তাকাল ডিলি।

'বাছা,' বলল একটু পর। ভারী গলার স্বরটা নরম শোনাল।

'জী, স্যার?'

'এখনও কি তুমি প্রকাশক হতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাবার ক্লেইমের কি হবে। ওখানে কাজ করবে কে?'

'সম্ভবত কেউ না।'

জনের দিকে তাকাল ডিলি। 'ক্লেইমের দাম কত হতে পারে? চার-পাঁচ হাজার ডলার?'

'তা তো হবেই।'

'তাহলে একটা সমস্যার সমাধান করা গেল। ওটা বিক্রি করে দেব আমরা। তাহলেই কাজ শুরু করার মতো মূলধন হাতে এসে যাবে।'

মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল জন। এই সম্ভাবনা ওর মাথায় আগেই এসেছে। ক্লেইম বেচে দিলে হেনরির আর কিছুই থাকে না। খবরের কাগজের ব্যবসা ফেল মারলে একেবারে পথের ফকির হয়ে যাবে ছেলেটা। মার্টি স্টোনকে চেনা হয়ে গেছে ওর। লোকটা খবরের কাগজের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সৎ লোকের হাতে খবরের কাগজ থাকা মানে মস্ত একটা অস্ত্র থাকা। খবরের কাগজ মানুষের মতামত পাল্টে দিতে পারে। প্রভাবিত করতে পারে। ঠিক মতো লেখালেখি হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। তার মানে মার্টি স্টোনের ক্ষমতা খর্ব হবে। সেই মাইনারের কথা জনের মনে পড়ল যাকে আইনের শাসন চাওয়ার অপরাধে হত্যা করেছে স্টোন। লোকটা টাউন গভর্মেন্ট চাওয়ায় মরেছে।

হেনরির দিকে তাকাল ব্র্যাডলি। 'কি করব, তুমি কি বলো? ক্লেইম বেচে দেব?'

'যা ভাল বোঝো করো। আমি চাই বাবার হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচার হোক।'

'আমারও একই কথা,' বলল ডিলি। 'জন, ওরা যখন তোমার

কেবিন পুড়িয়েছে, আমার সমস্ত দামী জামাকাপড়ও পুড়ে গেছে সেই সঙ্গে। ওদের বিচারের ব্যবস্থা না করে আমার স্বস্তি নেই।'

উঠে দাঁড়াল জন। 'কাল সকালে স্থির হবে কি করব আমরা। এরমধ্যে যদি কেউ আসে তো বোলো না আমরা কি করতে যাচ্ছি। আমি চাই শহরের কেউ কিছু বোঝার আগেই প্রথম সংখ্যা বের করতে।'

'এরইমধ্যে একজন এসেছিল,' জানাল ডিলি। 'এ নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে। লোকটা মনে করেছে শহরে আমরা একটা জুয়ার আড্ডা খুলব।'

'ঠিক আছে। আর কেউ এলে তাকেও যা পারো বুঝিয়ো।' হেনরির দিকে তাকাল জন। 'চলো, হেনরি, একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি।'

'কোথায় যাব আমরা?'

'জাজ টরভিনের বাড়িতে,' নিচু স্বরে জানাল জন। 'জাজের কাছ থেকে একটা লেখা আদায় করব আমরা।'

*

টোকার জবাবে দরজা খুলল অ্যানি টরভিন। জনকে দেখেই চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফুটে উঠল। ব্যাপারটা পাত্তা দিল না জন, এক পাশে সরল যাতে হেনরি এগোতে পারে।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি শহর ছেড়ে চলে গেছ,' আড়ষ্ট গলায় জানাল অ্যানি।

'ব্যবসার কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। তোমার বাবা বাড়িতে আছে?'

'বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না হয়তো।'

'চাইবে,' শান্ত গলায় বলল জন। 'তোমার বাবাকে বলো আমি দেখা করতে এসেছি।'

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় ভুগল অ্যানি। তারপর হেনরির দিকে চেয়ে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল। একটু অবাক গলায় বলল, 'আরে, হেনরি, তুমি!'

'হ্যাঁ, ম্যাম।'

জনকে পাশ কাটিয়ে হেনরির হাত ধরল অ্যানি। আলোর দিকে টেনে নিয়ে গেল। চেহারায় অদ্ভুত কোমল একটা দীপ্তি। একটু আগের

সেই কঠোর মনোভাবাপন্ন অ্যানি যেন নেই, এখন ওকে দেখে স্নেহশীলা এক পরিপূর্ণ মহিলা বলে মনে হচ্ছে।

'কোথায় ছিলে, হেনরি? আমরা তো ভেবেছিলাম তুমিও মারা গেছ।' জনের দিকে তাকাল। 'ওকে কোথায় পেয়েছ?'

'আমার কেবিনের কাছে। বনের ভেতর।'

'ওখানে ও কি করছিল!'

শ্রাগ করল জন, শুকনো গলায় বলল, 'ওর বাবা মারা যাবার পর আমি ছাড়া আর কাউকে ও বিশ্বাস করতে পারছিল না।' একটু থেমে যোগ করল, 'এবার তোমার বাবাকে একটু ডেকে দেবে?'

'অবশ্যই,' একটু ইতস্তত করে বলল অ্যানি, 'ভেতরে এসো।'

বাড়ির ভেতরে চলে গেল অ্যানি। হেনরিকে এগোতে ইশারা করল জন পা বাড়িয়ে ঘুরে তাকাল হেনরি পায়ের আওয়াজে। আড়ষ্ট হয়ে গেল দু'কাঁধ। থেমে পড়ল। ওর দেখাদেখি পেছনে তাকাল জন। টরভিনদের বাসায় আজকে মেহমান এসেছে। মেহমান আর কেউ নয়, মার্টি স্টোন!

চট করে হেনরির হাতটা ধরে ফেলল জন। ভেতর থেকে জাজ বেরিয়ে এসেছে। স্টোন আর জাজের উদ্দেশে বলল, 'সুন্দর বিকেল, জাজ, মিস্টার স্টোন!'

'যিশু!' বিড়বিড় করে বলল জাজ 'এযে দেখি পিট এলির ছেলে! বেঁচে আছে ও!'

স্টোনের চেহারায় তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে জন কোন প্রতিক্রিয়া নেই লোকটার চেহারায়। দু'বার শুধু পিটপিট করল সবুজ চোখ দুটো। হাসিটা নকল বলে মনে হলো না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে হেনরির দিকে হাত বাড়াল স্টোন।

'ভাল আছ দেখে খুব ভাল লাগছে, বাছা! সমস্ত শহর তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছিল।'

মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেছে হেনরির। হাতটা ধরতে ইতস্তত করল। জানা না থাকলে যে কেউ মনে করবে কিশোর সুলভ লজ্জাই দ্বিধার কারণ। হেনরি পুরোপুরি অবিচলিত আছে। মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না জন। আগে হোক পরে হোক স্টোনের সঙ্গে হেনরির

দেখা হতোই। আজই দেখা হওয়াতে পরবর্তী জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকল না আর।

অস্বস্তিকর একটা নিরবতা নেমেছে ঘরে। জাজের কড়া দৃষ্টি অনুভব করল জন। বুঝতে পারছে আজকে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণেই ওকে বাড়ির ভেতর সহ্য করে নিচ্ছে জাজ। অন্য কোনদিন হলে হয়তো মুখের ওপর বেরিয়ে যেতে বলত। হাতের ইশারায় জনকে একটা চেয়ার দেখাল জাজ। নিজেও একটা চেয়ারে বসল। বসল মার্টি স্টোনও ঘরের ভেতর লণ্ঠনের আলোয় জাজকে অতটা বুড়ো মনে হচ্ছে না। তবে মুখের বলিরেখা মুছেও যায়নি। ক্লান্ত, পরাজিত, হতদ্যম একজন মানুষের চেহারা। আবার অনুভব করল জন, জাজের প্রতি কোন ঘৃণা নেই ওর।

পাতলা চুলে হাত বোলাল জাজ। কাঁপছে হাতটা।

'বলো কিজন্যে এসেছ, মিস্টার ব্র্যাডলি?'

যতটা সম্ভব সংক্ষেপে কাজ সারতে চেয়েছিল ব্র্যাডলি, কিন্তু স্টোনের উপস্থিতি ওকে সতর্ক করে তুলেছে। মাঝে মাঝে চট করে হেনরিকে দেখছে স্টোন, চোরা চোখে তাকাচ্ছে ওর নতুন বুট জুতোর দিকে। মনে নিশ্চয়ই জাগছে কিছু প্রশ্ন। এমন কিছু প্রশ্ন যেগুলো জিজ্ঞেস করতে পারছে না সে। জনের নিজেরও কিছু প্রশ্ন আছে।

আঙুলের ডগায় হ্যাট ঘোরাল ব্র্যাডলি। গলা খাঁকারি দিয়ে কথা শুরু করল। 'প্রথমেই আমি বলে নিতে চাই, পিট এলি আমার বন্ধু ছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম একসঙ্গে ব্যবসা করব। সেকারণেই আমি পোর্টল্যান্ড যাই। ফিরে এসে শুনলাম এখানে কি ঘটেছে।'

'সেসব ঠিক আছে,' অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠল জাজ। 'কিন্তু সেসবের সঙ্গে এখানে তোমার আসার সম্পর্কটা...'

'খুন করা হয়েছে ওকে। ডাকাতি শেষে ওর কেবিন পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।' শীতল চোখে জাজকে দেখল ব্র্যাডলি। 'সেই একই রাতে আমার কেবিনও পুড়িয়ে দেয়া হয়। এখানে আমার কেউ শত্রু নেই, কাজেই কেবিন পোড়ানোর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার নয়। সে যাই হোক, তুমি মাইনারদের কমিটির চেয়ারম্যান, জাজ টরভিন। আমি জানতে এসেছি খুনী ডাকাতদের ধরার ব্যাপারে কি পদক্ষেপ তোমরা

গ্রহণ করেছ।'

'কমিটির মীটিঙে আলোচনা হয়েছে,' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বলল জাজ। 'মীটিঙে কিছু স্থির করা যায়নি।'

'শক্ত পাল্লায় পড়েছি আমরা,' বলল স্টোন। 'ঘটনার সময় আমি শহরে থাকলে ভাল হতো। হয়তো পিট এলিকে বেঘোরে মরতে হতো না।'

তারমানে স্টোন শহরে ছিল না, ভাবল জন। অন্য কোথাও ছিল সেটা প্রমাণ করতে পারবে নিশ্চয়ই। কাঁচা কাজ করার কথা নয় লোকটার। অর্থাৎ হেনরির সাক্ষ্য কোন কাজেই আসবে না। চেয়ারে সামনে ঝুঁকে গভীর মনোযোগে হেনরির দিকে তাকাল স্টোন।

'নতুন কোন সূত্র পেলে আবার তদন্ত চালু করা যেতে পারে হয়তো। হেনরি, সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে তুমি কিছু বলতে পারো?'

'না।' মেঝের দিকে চেয়ে রইল হেনরি।

'ও যা জানে সেটা আমাকে বলেছে ও,' বলল জন। 'একটা আওয়াজ শুনে কেবিন ছেড়ে বাইরে যায় ওর বাবা। বাইরে তাকে গুলি করা হয়। বাবার পিছু নিয়ে বেরিয়েছিল হেনরি। মাথায় সামান্য আঘাত পায় সে, আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফেরে তখন সে আমার কেবিনের কাছে বনের ভেতর। এরমধ্যে কি ঘটেছে কিছুই ওর জানা নেই। এমনকি কিভাবে ও ওখানে গেল সেটাও জানে না। পরে কেবিনের কাছে ফিরে গিয়ে দেখে সবকিছু পুড়ে গেছে। পায়ে জুতো ছিল না ওর। ও ছিল অসুস্থ। ভাল করে চোখে দেখতে পাচ্ছিল না। হেনরি...'

'আহা, হেনরি, তুমি আমার কাছে চলে এলে না কেন!' আফসোস করে বলল অ্যানি। BOIGHAR

'রাতে ও গোপনে শহরে ঢোকে,' বলে চলেছে জন, চেয়ে আছে স্টোনের চোখে। 'তোমার দোকান থেকে বুট জুতো, অস্ত্র আর কিছু খাবার নিয়ে আবার ফিরে যায় জঙ্গলে। দোকানে চুরি হয়েছে টের পেয়েছ নিশ্চয়ই তুমি?'

'আমার ক্লার্ক টের পেয়েছে। শহরে ফিরে তার মুখে ঘটনাটা জানতে পেয়েছি।'

'দামটা আমি দিয়ে দেব। দোকান ভেঙেছে বলে হেনরিকে দোষ দেয়া যায় না। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও।'

'আরে ভুলে যাও। আমার কাছে চাইলে ওগুলো আমি এমনিই হেনরিকে দিয়ে দিতাম।'

'পরে দোকানে চুরি করে ঢুকেছিল বলে ভয়ে আর শহরে আসতে পারেনি ও। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

চুপ করে গেল জন, পলকহীন চোখে স্টোনকে দেখছে। বুঝতে পারছে ওর বলা কাহিনীটা আপাতত বিশ্বাস করেছে লোকটা। কিছুটা স্বস্তি বোধ করল জন। স্টোন নিজেকে সন্দেহমুক্ত ভাবুক এটা জরুরী।

জাজের দিকে চাইল জন। 'পিট এলির সম্পত্তি এখন হেনরির। এব্যাপারে আইনগত কোন জটিলতা নেই তো?'

'না, কোন জটিলতা থাকার কথা নয়।'

'ওর বয়স মাত্র সতেরো। আমি ওর অভিভাবকত্ব চাই। কাগজপত্র তৈরি করে দিতে পারবে?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ছেলেটাকে দেখল জাজ। 'তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'না।'

'আরেকটা ব্যাপার,' যোগ করল জন। 'আমি চাই আমাদের ব্যবসার অর্ধেক অংশীদার হোক ও।'

'কিসের ব্যবসা?' জিজ্ঞেস করল জাজ।

'সেটা জানা কি তোমার জন্যে জরুরী?'

অস্বস্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকাল জাজ। বুঝিয়ে দিল জানা তার জন্যে জরুরী নয়। এক পলকের জন্যে মেয়ের দিকে তাকাল। লোকটার মনোভাব বুঝতে অসুবিধে হলো না জনের। জনকে ছেলেটার অভিভাবক হিসেবে ভাবতে ভাল লাগছে না জাজের। কিন্তু প্রতিবাদ করারও কোন উপায় নেই। হেনরিও তা-ই চায়। 'আর কিছু?' জনের দিকে মনোযোগ ফেরাল জাজ।

'হ্যাঁ,' হাতের ওপর রাখা হ্যাটের দিকে তাকাল জন। 'আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে হেনরির দায়িত্ব নেবে তেমন একটা ব্যবস্থা কি

করা সম্ভব? আমি চাই আমি মারা গেলে মিস টরভিন হেনরির দায়িত্ব নিক।'

অ্যানি হঠাৎ করে শ্বাস আটকেছে, শুনতে পেল জন। আস্তেধীরে উঠে দাঁড়াল জাজ। চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠছে। 'মিস্টার ব্র্যাডলি, আমি চাই না তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের কোন সংশ্রব থাক।'

'বাবা!' হঠাৎ করেই অ্যানির গলার স্বর এত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো জাজ। 'মিস্টার ব্র্যাডলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত একটা অনুরোধ করেছে। মিস্টার ব্র্যাডলি হেনরির স্বার্থ দেখছে শুধু।'

'মিস টরভিন ঠিকই বলেছে,' চেয়ার ছাড়ল জন। 'আর কোন আপত্তি নেই তো কারও?'

'কাল বিকেল নাগাদ কাগজপত্র তৈরি হয়ে যাবে,' আড়ষ্ট গলায় বলল জাজ। 'ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। ওর সই দরকার হবে কয়েক জায়গায়।' একটু থেমে বলল, 'বাড়িতে নয়, আমার অফিসে এসো।...শুভরাত্রি, মিস্টার ব্র্যাডলি।'

*

জাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে ক্যাম্পের দিকে হেঁটে চলল ব্র্যাডলি আর হেনরি। হেনরির একটা ব্যবস্থা হয়েছে, তার চেয়েও বড় কথা স্টোন ওদের সন্দেহ করেনি, বেশ স্বস্তি অনুভব করছে জন। আবার এটাও বুঝতে পারছে, বিপদ মোটেও কাটেনি। বুঝতে পারছে যে খেলা ও খেলতে যাচ্ছে তাতে ক্রমেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। একটু সুবিধেজনক অবস্থানে আছে ও। স্টোন এখনও জানে না খেলা শুরু হয়ে গেছে। সুবিধেটা যতক্ষণ আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিতে হবে।

'আমি কোন ভুল করে বসিনি তো?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল হেনরি।

'না, চমৎকার উৎরে গেছ তুমি।'

কিছুক্ষণ নিরবে হাঁটল ওরা, তারপর জিজ্ঞেস করে বসল হেনরি, 'জাজ টরভিন তোমাকে ঘৃণা করে কেন?'

প্রশ্নটা ব্যক্তিগত। হেনরিকে ও বলবে যে জাজ টরভিনের ভাতিজাকে বাধ্য হয়ে খুন করেছিল ও ডুয়েলে? যদি বলে তাতে

ছেলেটার চোখে ও মস্ত বড় পিস্তলবাজ হয়ে যাবে। ওর ওপর ভরসা করতে শুরু করবে হেনরি। কিন্তু ছেলেটা অ্যানিকে খুব পছন্দ করে। মনের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে না তো? ওর পক্ষ নিতে গিয়ে অ্যানির প্রতি হেনরির মনোভাব পাল্টে যায় যদি? হালকা ভাবে বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল জন।

'সে অনেক দিন আগের ঘটনা, হেনরি ...ন্মেরও আগের। রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার আর জাজের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। সে থেকেই আমার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ।'

চেহারা দেখে মনে হলো জবাবটা হেনরিকে সন্তুষ্ট করেছে কিন্তু আধা সত্য কথাগুলো জনকে ত্যক্ত করে তুলল। এমনকি রাতে ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে শুয়েও কথাগুলো ভাবল ও, ঘুম এলো না চোখে। রাতের তারা জ্বলা আকাশের গায়ে তাকিয়ে স্টোন, অ্যানি, জাজ টরভিন এবং অতীতের কথা ভাবল ও। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। জাজ আর স্টোনের সুসম্পর্কের কথা ভাবতে শুরু করল ও। তিক্ত হাসিতে ঠোঁট বেঁকে গেল ওর। স্টোনকে অত্যন্ত উঁচু আসনে বসিয়েছে জাজ। চতুর লোক স্টোন। জাজের সততার সুযোগ সে পুরোপুরি নেবে। জনের কাজটা আরও কঠিন হয়ে গেল। স্টোনের মুখোশ খোলা সহজ হবে না।

একটা লালচে তারার দিকে ভ্রূ কুটি করে তাকাল জন ভাবল স্টোনের সম্বন্ধে যা জানে সেটা জাজকে জানাবে কিনা। বা অ্যানিকে যদি জানায়? ওকে ওরা বিশ্বাস করবে? স্টোনের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য তথ্য প্রদানকারীর মুখের ওপর হাসবে না?

আপনমনে মাথা নাড়ল জন। শুধু যদি ওর প্রাণের ওপর হামলা হবার ভয় থাকত তাহলে জাজ আর অ্যানির মনোভাব জানার জন্যে মুখ খুলত ও, কিন্তু হেনরির জীবন নিয়ে খেলা করার কোন অধিকার ওর নেই। এমনিতেই ছেলেটার মাথার ওপর মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলে আছে। উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার আগে পর্যন্ত কাউকে জড়ানো চলবে না।

মাঝরাত পেরিয়ে যাওয়ারও অনেকক্ষণ পর ঘুম এলো ব্র্যাডলির চোখে। অগভীর ঘুম, দুঃস্বপ্ন ভরা।

## বারো

পরদিন বিকেলে জাজের অফিসে যখন গেল জন আর হেনরি, তার আগেই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করে ফেলেছে জাজ টরভিন ব্র্যাডলিকে উপেক্ষা করে হেনরিকে ডেস্কের পাশে একটা চেয়ারে বসতে ইশারা করল জাজ।

'বাছা, সত্যি কি তুমি চাও জন ব্র্যাডলি তোমার অভিভাবক হোক?'

'জী, স্যার।'

'শহরে নোংরা গুজব শুনছি সে নাকি তোমার টাকা দিয়ে একটা জুয়ার আড্ডা খুলবে। এটা তুমি জানো?'

চোখে অস্বস্তি নিয়ে মেঝের দিকে তাকাল হেনরি। 'মিস্টার ব্র্যাডলি যাই করুক তাতে আমার সম্মতি থাকবে।'

'তোমার বাবা জানত মিস্টার ব্র্যাডলি কিসের ব্যবসা করবে?'

'জানত।'

'তোমার বাবা কি খুশি হতো এমন একটা ব্যবসায় তুমি জড়িয়ে গেলে?'

'বাবা মারা গেছে।' হঠাৎ করেই একটু রেগে গেল হেনরি। গলার স্বর চড়ল সামান্য। 'জনকে বাবা বিশ্বাস করত। এটাই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

চোখে রাগ নিয়ে ব্র্যাডলিকে দেখল জাজ। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে একটা ইশারা করে বুঝিয়ে দিল একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে যা করার ছিল সেটা সে করেছে। উঠে দাঁড়িয়ে জনের উদ্দেশে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল। 'মিস্টার ব্র্যাডলি, এখানে সই করে দাও।'

সই শেষ করে জিজ্ঞেস করল জন কত টাকা চার্জ দিতে হবে।

'তোমার কাছ থেকে কোন টাকা চাই না আমি,' জবাবে কড়া গলায় বলল জাজ। 'এবার দয়া করে আমার অফিস থেকে বের হয়ে যাও।'

বাইরে এসে জনের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হাসল হেনরি। 'খুব দ্রুত খবর ছড়িয়ে যায়, তাই না?'

'সত্যিটা শীঘ্রি জানবে ওরা।'

'এবার কি করব আমরা?'

'তুমি ক্যাম্পে ফিরে যাবে। ডিলিকে বলবে সন্ধে নামার আগে পর্যন্ত ক্যাম্প ছেড়ে যাতে কোথাও না যায়। কুলিদের হাতের কাছে রাখতে বলবে। যখন তখন মালপত্র সরানোর প্রয়োজন পড়তে পারে। কপাল ভাল হলে আজকে রাতের আগেই অফিসের জায়গা পেয়ে যাব আমরা।'

হেনরিকে বিদায় দিয়ে স্টোনের দোকানে গেল জন। স্টোনের ক্লার্ক জ্যাক বার বলল ভেতরে অফিসে আছে স্টোন পথ দেখিয়ে দিল। ভেতরে ঢুকে জন দেখল টেবিলে দু'পা তুলে পোর্টল্যান্ডের একটা খবরের কাগজ পড়ছে স্টোন।

'ব্যস্ত?' জিজ্ঞেস করল জন।

'না, না, তা নই। এসো, বসো।'

স্টোনের দেখানো চেয়ারে বসল জন। মুখে হাসি ধরে জিজ্ঞেস করল স্টোন, 'তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

'পিট এলির ক্লেইমটা আমি বিক্রি করে দেব। ভাবলাম তুমি হয়তো কিনতে চাইতে পারো।'

'দামে বনলে অবশ্যই কিনব।'

'পাঁচ হাজার চাইলে অন্যায্য হবে না, কি বলো?'

'দাম একটু বেশি চেয়ে ফেলছ না?'

'শুনলাম আঙ্কল বিলির ক্লেইমের জন্যে চার হাজার ডলার দিয়েছ তুমি। এলির ক্লেইমটা আরও ভাল। বাড়তি এক হাজার পাওয়ার মতো ক্লেইম।'

হাসল স্টোন। 'গোল্ড টাউনে ব্যবসা করলে গোপন তথ্য গোপন রাখা যায় না দেখছি!' চিন্তা ভর করল দু'চোখে। 'তোমার ব্যবসা সম্বন্ধেও দু'চার কথা কানে এসেছে আমার।'

'যেমন?'

'তুমি নাকি একটা ক্যাসিনো খুলছ? সেজন্যে নাকি সকাল থেকে

একটা খালি বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছ। পেলে পছন্দ মতো বাড়ি?'

তিনটা বাড়ি মোটামুটি পছন্দ হয়েছে, জানাল জন। চার নম্বর বাড়িটার কথা গোপন রাখল। ওটার মালিক স্টোন। বাড়িটা আরগুলোর চেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে, কিন্তু সেটা এখনই বলা উচিত হতো না।

খবরের কাগজটা গোল করে পাকিয়ে আনমনে হাঁটুতে বাড়ি দিল স্টোন।

'আমার নিজের একটা বাড়ি এখন খালি পড়ে আছে।' বাড়িটা কোথায় জানাল স্টোন। 'ওটা তুমি দেখেছ?'

'পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছি। মনে হলো কাজ হবে না। আসলে আমি আরও বড় বাড়ি খুঁজছি।'

'বাড়িটার ভেতরে কিন্তু জায়গা অনেক। বেশ কয়েকটা ঘর। ভেতরে গেলে তুমি অবাক হতে।' চেয়ারে ঝুঁকে বসল স্টোন। 'পিট এলির ক্লেইমের টাকার একটা অংশ হিসেবে বাড়িটা যদি তুমি কিনে নাও তাহলে তোমার সঙ্গে ব্যবসা হতে পারে।'

*

শেষ বিকেলে ক্যাম্পের দিকে ফিরতে ফিরতে জন ভাবল, ভাল ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে ওর কাজ। এখন আর পেছানোর কোন উপায় নেই। যথেষ্ট সন্তুষ্ট বোধ করছে জন। পিট এলির ক্লেইমের বদলে স্টোন ওকে আড়াই হাজার ডলার নগদ দিয়েছে। সেই সঙ্গে বাড়িটা। স্টোন যখন জানবে কিসের ব্যবসা ওরা চালু করছে তখন তার প্রতিক্রিয়া কি হবে ভাবার চেষ্টা করল জন। অজান্তেই খবরের কাগজের অফিসের জন্যে মূলধন যোগান দিয়েছে স্টোন!

ক্যাম্পে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ডিলি আর হেনরি। কুলিরাও হাজির। গজগজ করছে তারা। ডিলি তাদের বলে দিয়েছে, আজকে রাতের কাজ শেষ না হলে আর এক পয়সাও পাবে না কেউ।

'অন্ধকার নামার পরপরই রওনা হব আমরা,' বলল জন। 'বাড়ির পেছনে একটা দরজা আছে, ওটা আমরা ব্যবহার করতে পারব। তবে কৌতূহলী লোকদের উঁকিঝুঁকি তাতেও বন্ধ করা যাবে বলে মনে হয় না। মালপত্র তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখতে পারলে ভাল হয়। এখনই কেউ বুঝুক কিসের ব্যবসা করব আমরা সেটা আমি চাই না।'

'এ নিয়ে চিন্তার কি আছে!' হাসল ডিলি। 'এই শহরের মানুষ এতই নিরক্ষর যে দেখলেও প্রেসের মেশিন চিনতে পারবে না। তাছাড়া মেশিনটা এমন ভাবে প্যাক করা আছে যে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।'

'কুলিদের কি হবে?'

'কি বইছে ওরা জানে না। জানতে চায়ও না। লিউস্টনে যখন জিজ্ঞেস করল, আমি বললাম ভুট্টার দানা ভাঙার মেশিন। ওরা সেটাই জানে।'

'বাড়িতে ওঠার পর কয়দিন লাগবে তোমার মেশিনটা চালু করতে?'

'যতদিন লাগবে, ঠিক ততদিনই লাগবে। কোন কথা দিতে পারি না।'

রাত দুটোয় বাড়ির ভেতরে মালপত্র নেয়া শেষ হলো। বাড়ির জানালাগুলো চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে জন, যাতে কেউ উঁকি দিতে না পারে। কুলিদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে। চলে গেছে লোকগুলো। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে জন। এখন তাকাল ঘরের ভেতর। লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। মেঝেতে স্তূপ হয়ে আছে তারপুলিন। সবকিছু ছড়ানো ছিটানো। এমনই অগোছাল যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কোনদিন এই ঘরে একটা শৃঙ্খলা আসবে। বাক্স, বস্তা, প্যাকেট আর মেশিনের যন্ত্রাংশে ভরে আছে বড় ঘরটা।

কিন্তু ডিলি একেবারে নিশ্চিন্ত। তামাকের ঢেলা চিবাচ্ছে আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কোন তাড়া নেই তার। জানে নির্দিষ্ট সময়ে সব গুছিয়ে প্রেস চালু করে দিতে পারবে সে।

তামাকের ঢেলা এক গালে চালান দিয়ে বলল, 'কালকে রাতের আগেই এই ঘরটাকে দেখে মনে হবে খবরের কাগজের মেশিন-ঘর।'

*

ঠিকই বলেছিল ডিলি, পরদিন আঁধার নামার আগেই মেশিন জুড়ে ফেলল সে। টাইপগুলো আলাদা খোপে রাখা হয়েছে। কম্পোজ করার জন্যে ফ্রেমও তৈরি। হেনরি উদগ্রীব হয়ে কাজ করেছে। অবশ্য ওর তাড়াহুড়ো মস্ত বড় বিপদের কারণ হতে পারত। সময় মতো সামলে

নিয়েছে ডিলি। গ্র্যানিটের তৈরি কম্পোজ কেস টেবিলের কাছে বয়ে নিতে ডিলিকে সাহায্য করছিল হেনরি, হঠাৎ ও হোঁচট খায়। হাত থেকে পাথরের স্ল্যাবটা পড়ে যায়। দশ বারো টুকরো হয়ে গিয়েছে পাথরটা।

'আমি সত্যি দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলেছে হেনরি।

'দুঃখিত হলেই তো আর নতুন স্ল্যাব পাওয়া যাবে না!' ধমকে উঠেছে ডিলি। আরও কিছু বলবে বলে মনে হলো জনের। সেই পোর্টল্যান্ড থেকে শিশু সন্তানের মায়ের মতো যত্নে স্ল্যাবগুলো নিয়ে এসেছে ডিলি। এত সহজে সে হেনরিকে ছাড়বে না। কিন্তু জনের ধারণা ভুল, রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাল না আর ডিলি। তামাকে ঢেলা আরেক গালে চালান দিল। বিরাট একটা হাত রাখল হেনরির কাঁধে। 'এখানে আমি একাই যথেষ্ট, বাছা। তুমি বরং যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছি সেভাবে খোপের মধ্যে টাইপ রাখতে পারো।'

টাইপের বাক্স খুলতে হেনরি চলে যাবার পর জন ডিলিকে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়তি স্ল্যাব আছে আমাদের?'

'না। স্ল্যাব ভাঙবে সেটা তো আর জানতাম না।'

'পোর্টল্যান্ড থেকে আনাতে হবে আরেকটা?'

'না। গাছ কেটে তক্তা বের করব। তাতেই আপাতত কাজ চলবে।' মেঝেতে পড়ে থাকা টুকরো গ্র্যানিটে কষে এক লাথি মারল ডিলি। 'চিন্তা কোরো না, কাজ ঠিকই চালিয়ে নেব। কাগজ ঠিকই বেরোবে। চিন্তা যদি করতেই হয় তাহলে চিন্তা করো কি খবর ছাপব আমরা।'

কথাটা মনে ধরল জনের। ঘরের সামনের দিকে টেবিলের ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সেখানে চলে এলো ও, কাগজ কলম নিয়ে লিখতে শুরু করল। আগামীকাল সকালে টাইপ সেট করে ছাপতে শুরু করবে ডিলি। দু'ঘণ্টা এক টানা কাজ করে মুখ তুলল জন। দেখল ঘরের ভেতর ডিলি নেই। ভাবল, কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে বোধহয় ড্রিঙ্ক করতে গেছে লোকটা। শ্রাগ করল জন, আবার কাজে মনোযোগ দিল।

মাঝরাতে চমকে উঠে কাজ থেকে মুখ তুলল ও। কে যেন বাড়ির পেছন-দরজায় লাথি মারছে। সেই সঙ্গে চিৎকার শুরু হলো, দরজা

খুলতে বলছে। গলা ছেড়ে ডাকছে ডিলি। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল হেনরি। টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল ডিলি। না, মাতাল নয় সে। জনের ধারণা ভুল। দু'ইঞ্চি পুরু মস্ত এক গ্র্যানিটের চাঙ নিয়ে এসেছে সে কোত্থেকে যেন। তাকে সাহায্য করতে হাত বাড়াল হেনরি।

'সরে যাও, বাছা!' হেঁকে উঠল ডিলি। কম্পোজ টেবিলের দিকে টলতে টলতে পা বাড়াল। 'এটাও যদি ফেলে ভাঙো তাহলে মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে যাবে আমার জন্যে।'

কয়েক মুহূর্ত পর টেবিলের ওপর স্ল্যাবটা ঠাঁই পেল। ওটার ওপর ঝুঁকে আছে ডিলি। আদর করে মসৃণ পিঠে হাত বোলাচ্ছে। 'সাইজে একটু বড় হয়ে গেল, কিন্তু কাজ চলবে।'

'কোথায় পেলে?' টেবিলের দিকে পা বাড়িয়ে জানতে চাইল জন।

'যা বলেছিলাম,' জবাব দিল ডিলি, 'গাছ থেকে নিয়ে এসেছি কেটে।'

সন্দেহ হলো জনের। গ্র্যানিটের স্ল্যাবটা একটু উঁচু করে দেখল। যা ভেবেছিল তাই। কাঠ নয়, গ্র্যানিট জিনিসটা। নিচে লেখা আছে: জন হান্টার, এখানে শুয়ে আছে চির ঘুমে। কবরের ফলক চুরি করে এনেছে ডিলি!

হাতের কাগজটা স্ল্যাবের ওপর রাখল জন। ভ্রূ কুঁচকে ডিলির দিকে তাকাল।

'আর কি করার ছিল?' কৈফিয়তের সুরে বলল ডিলি।

ঘুরে দাঁড়াল জন, নিজের টেবিলের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'সকালের আগেই আমার লেখাটা পেয়ে যাবে তুমি।'

'এতক্ষণে কাজের কথা হচ্ছে।' হাসল ডিলি। 'তুমি শুধু লিখে ফেলো, ছাপার দায়িত্ব আমার।'

*

গোল্ড টাউন গ্রেভস্টোন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা শুক্রবার দুপুরে বেরোল। ঠিক তার একঘণ্টা পর জন ব্র্যাডলির অফিসে এলো মার্টি স্টোন। অফিসে এখনও আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর স্টোনকে বসতে বলল জন। ক্ষমা প্রার্থনা করল সেজন্যে।

বসল না স্টোন, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। শীতল হেসে বলল, 'গোল্ড

টাউনের সবাইকে বোকা বানিয়েছ তুমি। ভাল লাগছে নিশ্চয়ই? অনেকেই তোমাকে শুভেচ্ছা জানাবে। আমারটা আমি জানিয়ে দিলাম।'

'ধন্যবাদ।'

'আশা করি যা করছ তা বুঝেই করছ।'

'সময় বলবে ভুল করেছি না ঠিক করেছি।'

'কারও পরামর্শে কাজ করো না তুমি, ঠিক? সমস্ত ঝুঁকি নিজের, তাই না?'

'ঠিক কি বলতে চাইছ তুমি, মিস্টার স্টোন? তোমার পরামর্শ নেয়া দরকার ছিল?'

চোখ পিটপিট করল স্টোন। সময় নিল মুখ খোলার আগে, তারপর বলল, 'তুমি গোল্ড টাউনে একেবারে নতুন, ব্র্যাডলি। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। অনেক ব্যাপারেই সাহায্য করতে পারতাম।'

'কি কি ব্যাপারে সাহায্য করতে পারতে? দু'একটা বলো শুনি।'

'এখনও তোমাকে সাহায্য করতে পারি।' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল স্টোন। 'তোমার উদ্দেশ্য পূরণে আমার উপস্থিতি সহায়ক হবে।'

'নিজস্ব কোন স্বার্থ পূরণের জন্যে খবরের কাগজ করিনি আমি

'শুনে খুশি হলাম। ভবিষ্যতে বোধহয় তোমার আর আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়বে।' চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল স্টোন। 'পড়ে দেখলাম, পিট এলির খুনের ব্যাপারে বেশ বড় একটা রিপোর্ট ছাপিয়েছ তোমরা।'

'ছাপানোর মতোই একটা খবর ছিল ওটা।'

'সে তো বটেই। কিন্তু এর একটা খারাপ প্রভাবও আছে। ছাপার অক্ষরে খুন খারাপির খবর দেখলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে মানুষ। তোমার বদলে আমি হলে এব্যাপারে সতর্ক থাকতাম। খুবই সতর্ক থাকতাম।'

মার্টি স্টোন চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল জন। প্রচ্ছন্ন হুমকিটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর। মার্টি স্টোন যেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে বলে ভেবেছিল ও, তেমনটা লোকটা দেখায়নি। স্টোন সাহায্য করতে চাইবে এটা স্বপ্নেও ভাবেনি ও। ব্যাপারটা জনকে ভাবিয়ে তুলল। বুঝতে পারছে না ভবিষ্যতে কি করতে যাচ্ছে স্টোন। চুপ করে বসে থাকবে না এটা নিশ্চিত।

সন্ধের পর এলো দ্বিতীয় দর্শনার্থী। আঁধার নেমেছে তখন। সামনের দরজা দিয়ে না এসে পেছনের দরজা দিয়ে এলো সে। সামনের অফিসে কাজ করছিল জন, কিছু টের পায়নি সে। হেনরি এসে বলল, 'মিস টরভিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

ঝাঁকি খেল জনের মাথা। 'কোথায়? আসতে বলো!'

'ভেতরে আসবে না বলছে। বাইরে গলির ভেতর অপেক্ষা করছে।'

দরজা থেকে বেশ দূরে গলির অন্ধকারে অ্যানিকে পেল ব্র্যাডলি। আঁধার এতোই যে মুখ দেখা যাচ্ছে না মেয়েটার। কণ্ঠস্বরে মনে হলো বেশ বিচলিত।

'জন! খবরের কাগজটা আমি পড়েছি। সেজন্যেই তোমার সঙ্গে কথা বলা জরুরী মনে হলো।'

'কি ব্যাপারে?' চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত রাখতে পারল না জন।

'রিঙের পেছনে লেগেছ তুমি, তাই না?'

'এমন ধারণার কারণটা জানতে পারি?'

'প্রতিটা প্যারাগ্রাফে আভাসে কথাটা বলা আছে। রিঙের ধ্বংস চাও তোমরা।'

'একবারও তো আমি রিঙের নাম উচ্চারণ করিনি!'

হঠাৎ করেই গলা নামাল অ্যানি। কাঁপা স্বরে বলল, 'নাম উচ্চারণ করোনি তুমি, সেটা ঠিক। এমন ভাবে লিখেছ যে মানুষ ঠিকই বুঝবে। পিট এলি হত্যাকাণ্ড এমন ভাবে লিখেছ যে পড়লে মনে হয় আবহাওয়ার রিপোর্টের মতো সাধারণ ব্যাপার। এক ফাঁকে মাইক ওকনারের মৃত্যুর কথাটাও উল্লেখ করেছ। একের পর এক অপরাধের কথা উল্লেখ করেছ। একবারও কোথাও বলোনি যে এই অপরাধগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু লোকে বুঝে নেবে লেখার ধরন দেখে।'

'তো?'

অ্যানির কণ্ঠস্বরে অভিযোগ। 'মানুষজনকে উত্তেজিত করে তুলতে চাইছ তুমি। বোঝাতে চাইছ দুর্নীতি কতটা বিস্তার লাভ করেছে। বলতে চাইছ সবার জীবন বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে একটা অপরাধী সংঘ। জন, আমাকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা কোরো না, প্লীজ! আমি

তোমাকে ভাল করে চিনি। রিঙের পেছনে লেগেছ তুমি। রিঙের ধ্বংস না দেখে ছাড়বে না। দরকার হলে মরণ ডেকে আনবে নিজের।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল ব্র্যাডলি। তারপর ধীর গলায় বলল, 'ধরো আমার উদ্দেশ্য রিংকে ধ্বংস করা। তো?'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'কেন?'

'কারণ হেনরি আমার বন্ধু। কারণ এমন একটা শহরে আমি বসবাস করতে চাই না যেখানে কোন আইন নেই, বিচার নেই।'

কথাটা এতই বিশ্বাস নিয়ে বলল অ্যানি যে চট করে মানা করতে বাধল জনের। মনের মাঝে জানতে ইচ্ছে হলো, আগের সেই মিষ্টি, কোমলমতি, ভাবুক মেয়েটিই কি আছে অ্যানি, আসলে বদলে যায়নি, হয়ে ওঠেনি কঠোর কোন দেবী? একসময় ও চাইত দেশের সব দাস মুক্ত হয়ে যাক। আজও কি তাই চায়? চায় যে কোন রক্তপাত ছাড়াই দাসরা মুক্ত হোক? হাত বাড়িয়ে ওকে ছুঁতে চাইল জন। ভেতর থেকে কে যেন নিষেধ করল।

'কি ধরনের সাহায্য করতে পারবে তুমি?'

একটু ভেবে নিয়ে মুখ খুলল অ্যানি। প্রথমে মনে হলো প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছে। 'কেন্টাকি ছাড়ার পর অনেক বদলে গেছি আমি, জন। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যে না বদলে পারিনি।'

'আমি তা টের পেয়েছি।'

'এখানে যখন প্রথম এলাম, বাবা তখনও পড়ে আছে সেই সুদূর অতীত আঁকড়ে। বাঁচার মতো কোন অবলম্বন নেই আমাদের। খরচ করার মতো টাকাও নেই।' একটু থামল অ্যানি। 'দু'জনের চলার মতো রোজগার করতে হয়েছে আমাকে। বাবা অবশ্য এখবর জানে না। বাবার ধারণা ভাল লাগে তাই মাইনারদের চিঠি লিখে দেই আমি। ভাল লাগে, তাছাড়া কাজ নেই, তাই ওদের বই পড়ে শোনাই। শুরুতে ব্যাপারটা অনেকটা তা-ই ছিল। এখন এটা ব্যবসা। ব্যবসা হিসেবে দেখতে বাধ্য হয়েছি আমি।'

অ্যানি কি বলতে চাইছে বুঝতে পারল জন। বলল না কিছু। আশা করছে অ্যানি নিজেই আবার খেই ধরবে।

'এলাকায় এমন কোন কেবিন নেই যেখানে আমার পা পড়েনি। এমন কেউ নেই যে আমি গেলে স্বাগত জানাবে না। মানুষ কথা বলতে ভালবাসে। বিশেষ করে মেয়েরা। গোল্ড টাউনে কিছু ঘটলে আগে হোক পরে হোক সেটা আমার কানে আসবেই।' জনের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল অ্যানি। 'বুঝতে পারছ তোমাকে কতটা সাহায্য করতে পারি আমি?'

'বুঝলাম।' অ্যানির প্রস্তাবটা নিয়ে এখনই ভাবার ইচ্ছে নেই ওর। স্টোনের কথা ভাবছে ও। জাজের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক স্টোনের। অ্যানির সঙ্গে কেমন? বন্ধুত্বের বেশি কিছু নয় তো? অ্যানির বাহু খামচে ধরল জন। খানিকটা কর্কশ স্বরেই জানতে চাইল, 'সাহায্য করার ইচ্ছেটা কি তোমার নিজস্ব, অ্যানি?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই! কেন?'

'আর কেউ আমার কাছে আসতে বলেনি তো? বলেছে?'

'প্লীজ, জন! তুমি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ।'

চট করে হাতটা ছেড়ে দিল ব্র্যাডলি। অ্যানি বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না যে বাবা আমাকে পাঠিয়েছে?'

'না।'

'তাহলে আর কে? কাকে সন্দেহ করছ তুমি?'

শুধু মাথা নাড়ল জন, জবাব দিল না। বিব্রত চেহারায় ওর দিকে চেয়ে আছে অ্যানি। একটু তাড়াহুড়ো করে বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করব মানেই তোমার আর আমার বর্তমান সম্পর্ক পাল্টে যাবে সেটা ভেবো না। হেনরির কথা ভেবেই সাহায্য করতে চেয়েছি আমি। বাবা জানলে কিছুতেই অনুমতি দেবে না।'

'তোমার প্রস্তাবের শর্ত এটা?' শুকনো গলায় বলল জন, 'কাউকে জানানো চলবে না, এই তো? তুমি বা তোমার বাবা, তোমরা যদি মনে করো মেশার যোগ্য লোক নই আমি তাহলে...'

'জন!'

মেয়েটার বলার আহত ভঙ্গি ব্র্যাডলিকে থামিয়ে দিল। আস্তে করে শ্রাগ করল ব্র্যাডলি। 'আমি দুঃখিত, অ্যানি, ব্যক্তিগত কথা বলা শুরু করেছিলাম। ঠিকই বলেছ তুমি, কারও জানার দরকার কী এতে

তোমার আর আমার কাজ সহজ হবে। গোপন অনেক তথ্য হয়তো হাতে এসে যাবে।'

'তাহলে আমাকে কাজে নিচ্ছ, জন? আমার সাহায্য তোমার কাজে লাগবে?'

মেয়েটাকে ছাড়িয়ে গলির অন্ধকারে তাকাল জন। কথা দিলে কথা রাখে অ্যানি। ওর সাহায্য অনেক কাজে আসবে। ও নিজে যেখানে যেতে পারবে না, যে প্রশ্ন করতে পারবে না সেসব জায়গায় অ্যানি অনায়াসে যেতে পারবে, অনেক কথাই জিজ্ঞেস করতে পারবে। তাছাড়া একসঙ্গে কাজ করলে পুরোনো ক্ষতটা হয়তো শুকাবে। নিজে বিপদের ভয় পায় না ব্র্যাডলি, কিন্তু হেনরির কথা ভাবল। অ্যানির একটু ভুলে হেনরির বিপদ ঘটতে পারে। বিপদে পড়তে পারে অ্যানি নিজেও। সেটা ঠিক হবে না। ওর জন্যে অন্যদের বিপদে ফেলা অনুচিত।

'না,' নিচু গলায় বলল জন, 'তোমার সাহায্য লাগবে না আমার।'

চুপ করে থাকল অ্যানি, তাকিয়ে আছে জনের মুখে। স্পষ্ট বুঝল জন, ওদের দু'জনের মাঝে অদৃশ্য একটা দেয়াল উঠছে। যে গর্ব দমিয়ে এখানে সাহায্য করতে এসেছিল অ্যানি, সেই গর্ব আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াল অ্যানি।

'বেশ, মিস্টার ব্র্যাডলি! শুভরাত্রি!'

'অ্যানি...'

থামল না মেয়েটা। দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেলবে কিনা ভাবল জন। দ্রুত পায়ে হাঁটছে মেয়েটা। দু'কাঁধ আড়ষ্ট, উঁচু হয়ে আছে। নাহ্, ওকে এখন ফেরানো যাবে না। ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না কেন ওর সাহায্য নিতে পারছে না। হঠাৎ করেই নিজেকে খুব একা মনে হলো জনের। বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল। নতুন করে আরেকবার উপলব্ধি করল স্টোন আর রিঙের বিরুদ্ধে বড় একা ও। মাথা ঝাঁকিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করতে চাইল ও। রেগে গেল নিজের ওপর। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতর পা বাড়াল। কুঁচকে রেখেছে ভ্রূ।

অপেক্ষা করছিল হেনরি, ও ঢুকতেই জিজ্ঞেস করল, 'কেন এসেছিল মিস টরভিন?'

সংক্ষেপে জানাল ব্র্যাডলি। শেষে বলল, 'ওর সাহায্য নেয়া সম্ভব

ছিল না। স্টোনকে ও পছন্দ করে। ক'দিন পর বিয়ে হবে ওর স্টোনের সঙ্গে।'

মাথা নাড়ল হেনরি। 'বিয়ের কথাটা মিস টরভিন তোমাকে বলেছে?'

'বলার দরকার পড়ে না। ওরা দু'জন দু'জনকে পছন্দ করে।'

আবার আপত্তি জানাল হেনরি। 'বলো স্টোন মিস টরভিনকে পছন্দ করে। মিস টরভিন জীবনেও স্টোনকে বিয়ে করবে না। আমি জানি। মিস টরভিন আমাকে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে। তোমাকে মিস টরভিন ভালবাসে।'

সত্যি কি তাই? ভুল বলছে না তো হেনরি! মনটা চাইছে ছেলেটার কথা বিশ্বাস করতে, কিন্তু সাহস হচ্ছে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্র্যাডলি। সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে। অ্যানির কথা ভুলে থাকা দরকার, নইলে কোন কাজেই আর মন বসবে না।

## তেরো

পরবর্তী দু'সপ্তাহ জন পত্রিকার কাজে এতই ব্যস্ত থাকল যে অ্যানি টরভিনের কথা ভাবার অবকাশ পেল না। মাঝে মাঝে অ্যানিকে রাস্তায় দেখেছে ও এরমধ্যে। প্রতিবার অনুভব করেছে, অ্যানিকে কাজে না নিয়ে ভাল করেছে ও। হেনরি আর ওর মধ্যেই গোপন থাকুক মার্টি স্টোনের আসল পরিচয়। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও স্বস্তিতে নেই জন। তিক্ততা ডানা বাঁধছে মনে। বার বার ভেবেছে, মার্টি স্টোন রিঙের নেতা সেটা জানতে পারলে অ্যানির কি প্রতিক্রিয়া হবে? স্টোন শুধু খুনী নয়, খুনীদের পরিচালক। তাদের নেতা। তাদের সমস্ত কাজের নিয়ন্ত্রক! একবার জন ভেবেছে অ্যানিকে সত্যি কথাটা জানায়। তারপর খারিজ করে দিয়েছে চিন্তাটা। এরকম বারবার ঘটেছে। অ্যানিকে জানানো হয়নি। জানালে প্রমাণ চাইবে মেয়েটা। প্রমাণ চাইলে হেনরিকে জড়াতে হবে। হেনরিকে আবার বলতে হবে সেরাতের ঘটনা। তাছাড়া

সত্যিটা জানলে স্টোনের প্রতি অ্যানির আচরণ পাল্টে যাবে। সেক্ষেত্রে স্টোনের মতো চালাক লোক সহজেই বুঝে যাবে যে জন চিনে ফেলেছে ওকে। এখন পর্যন্ত জনের হাতে মাত্র একটা অস্ত্রই আছে। স্টোন জানে না জন তাকে রিঙের নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই সুবিধাটুকু যতক্ষণ সম্ভব ভোগ করা দরকার। অ্যানিকে সতর্ক করা চলবে না। নিজের ভালটা বুঝেই চলবে অ্যানি, এটা আশা করা ছাড়া আর কোন কিছু আপাতত করার নেই।

পত্রিকার অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাডলির অবস্থানে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। শহরের সবাই তাকে সমঝে চলতে শুরু করেছে। রাস্তায় দেখা হলে হাত নাড়ে, গুরুত্বপূর্ণ লোকরা থেমে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে যায়। অনেকেই নিরপেক্ষ পত্রিকাটির মান সম্বন্ধে তাদের সন্তুষ্টি জানিয়েছে। আসলে নির্দিষ্ট কোন অবস্থান নেয়নি পত্রিকাটি। পিট এলির হত্যাকাণ্ড এবং তার পরবর্তী আইনহীনতা এবং দুর্নীতি বিষয়ে আলোকপাত করেছে শুধু। তবে জন ব্র্যাডলি সন্তুষ্ট। ও শহরের মান্যগণ্যদের কাছে যেরকম প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল ঠিক তেমনই পেয়েছে। ক্রমেই বড় হচ্ছে গোল্ড টাউন শহরটা মানুষের অসন্তুষ্টির কথা প্রতিদিনই কানে আসছে। কেউ আর মাইনারদের অথর্ব কমিটির ব্যাপারে মুখ বুজে থাকছে না। সেই দিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন শক্ত একটা আইনী সংগঠন চাইবে সাধারণ মানুষ।

মাস কয়েক আগে এক মাইনার কাউন্টি গঠন করতে চেয়েছিল। চেয়েছিল গোল্ড টাউন হোক কাউন্টি সীট। তাকে খুন করে সেই কার্যক্রমের ইতি ঘটায় স্টোন। কয়েক মাস আগেও স্টোন যা করতে পারত সেটা এখন আর পারছে না স্রেফ একটা খবরের কাগজের কল্যাণে। কাগজটা কোন একজন মানুষ নয় যে তাকে শেষ করে দিলেই দাবি উত্থাপনের আর কেউ থাকবে না। সাধারণ মানুষ মুখ খুলতে শুরু করেছে। পাবলিক সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে খুন-জখম কোন কাজে আসে না, জনতার জয় আজ হোক কাল হোক–হবেই। সন্ত্রাস করতে গেলে মানুষকে আরও উসকে দেয়া হবে শুধু। ব্র্যাডলি জানে যে চতুর স্টোন ব্যাপারটা ঠিকই বুঝেছে। সেজন্যেই লোকটা আপাতত কিছুদিন স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে। স্রোতের গতি বদলানোর

মতো শক্তি সঞ্চয়ের আগে পর্যন্ত আর কোন পদক্ষেপ নেবে বলে মনে হয় না।

গোল্ড টাউন গ্রেভস্টোনের প্রথম সংখ্যা বের হওয়ার পর জনের অফিসে এলো ক্লে অ্যাবোট। শুক্রবারের সংখ্যায় লজ মীটিঙের নোটিস ছাপাতে চায় সে। জিজ্ঞেস করল পত্রিকায় জায়গা আছে কিনা। জন সানন্দে রাজি হলো নোটিসটা ছাপতে। জানাল সামাজিক যেকোন কাজে আসতে পারলে খুশি হবে সে। অ্যাবোটের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে দেখল। পড়া শেষে মুখ তুলে বলল, 'গোল্ড টাউনে বিশ্ব ভ্রাতৃবৃন্দের শাখা আছে সেটা আমি জানতাম না।'

'ছিল না। আমরা নতুন করে শুরু করব ভাবছি।'

'আমরা মানে কারা?'

লম্বা, হাড্ডিসার লোক অ্যাবোট। বয়স পঞ্চাশ। ক্লিনশেভ্‌ড্‌। দেখলে মনে হয় কোন ভার্সিটির প্রফেসর। গোল্ড টাউনে আসার আগে নিউ ইংল্যান্ডের কোন এক শহরে যাজক ছিল লোকটা, এছাড়া তার সম্বন্ধে আর তেমন কিছু জানে না ব্র্যাডলি। লোকটা ঘড়ির রুপোর চেন আঙুলে জড়িয়ে খেলছে এখন। জনের প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'আপাতত আমরা ছয়জন আছি। আশা করছি শীঘ্রি দলে আরও অনেকে যোগ দেবে। সংগঠনটার নাম আগে শুনেছ তুমি?'

'ওদের তৎপরতা কানে এসেছে।'

'আশ্চর্য,' জানালা দিয়ে উদাস চোখে বাইরে তাকাল অ্যাবোট, 'মানুষ পশ্চিমে আসার পর ফেলে আসা সবকিছুই কত দ্রুত ভুলে যায়! পিট এলি হত্যাকাণ্ডের আগে আমি ভুলেও ভাবিনি এশহরে আমার মতো মানুষ আরও আছে। এলিকে মোটামুটি চিনতাম আমি গত দু'বছর ধরে। আলাপ ছিল না তেমন। আগে যদি জানতাম সে-ও ভ্রাতৃসংঘের সদস্য তাহলে...'

কৌতূহলী হয়ে উঠল জন। 'পিট এলি ভ্রাতৃসংঘের সদস্য ছিল?'

মাথা দোলাল অ্যাবোট। 'আমি ওকে কবর দিয়েছি। জানোই তো একসময় যাজক ছিলাম। প্রায়ই এধরনের কাজের জন্যে আমার ডাক পড়ে। প্রার্থনা এবং কবরের আগে এলির শরীরটা আমি গোসল করাই।

তখনই লকেটটা পেলাম। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ওটা ছিল ভ্রাতৃসংঘের নাম খোদাই করা লকেট।'

'ওর আচরণ থেকেই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল যে ও ভ্রাতৃসংঘের মতো কোন সংগঠনের সদস্য, নাহলে এত উপকার কেউ করে মানুষের!'

'লকেটটা পাবার পর থেকেই ভাবছি আমি। খোঁজ করতে শুরু করলাম। দেখি গোল্ড টাউনে আরও পাঁচজন আছে যারা ভ্রাতৃসংঘের সদস্য। ভাল লোক সবাই—প্রত্যেকে। জানো বোধহয়, আমাদের কবর দেয়ার পদ্ধতি আলাদা। আমাদের কাছে ওই পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। সবার সামনে এলিকে কবর দেয়ার পর গোপনে আরেকটা প্রার্থনা সভা করলাম আমরা, নতুন করে এলিকে কবর দিলাম। ওর জন্যে এটুকু করা আমাদের কর্তব্য ছিল।'

'জানতে পারলে হেনরি খুব খুশি হবে।'

'নিশ্চয়ই! সে যাই হোক, আমরা ঠিক করলাম নির্দিষ্ট দিনে আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হলে খুবই ভাল হয়। পরস্পরের কাছে অনেক খবর জানতে পারব আমরা। পরস্পরের মতামত জানতে পারব। আগেই বলেছি এখন আমরা মাত্র পাঁচ-ছয় জন। আশা করি গোল্ড টাউনের অনেকেই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, আমাদের মীটিঙে আসবে।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জন। 'এ তো খুব ভাল কথা। আমি আমার সাধ্যমতো সাহায্য করব।'

অ্যাবোটের চেহারায় খুশির ছাপ পড়ল 'আগামী শনিবার আমার অতিথি হিসেবে মীটিঙে আসবে তুমি, মিস্টার ব্র্যাডলি? শহরে আইনের শাসন কায়েম করার ব্যাপারে তোমার ব্যক্তিগত অভিমত জানতে পারলে আমরা সবাই খুশি হব।'

'খুশি মনে আসব আমি।'

হাত মেলাল অ্যাবোট, ধন্যবাদ দিয়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সৎ একজন ভদ্রলোক, মনে মনে বলল জন। খুব একটা বাস্তববাদী নয়, যেকারণে গোল্ড টাউনে তার উপস্থিতি বেখাপ্পা লাগছে। তবে সমাজের কল্যাণে কাজে আসবে লোকটা। লজ মীটিঙে কাদের নাম আছে চোখ

নামিয়ে কাগজটায় দেখল জন। জেড ভউল, ব্ল্যাকস্মিথ; ফিল এবারহার্ট, প্রসপেক্টর; স্যাম জ্যাকসন, নাপিত; হেনফোর্ড, আস্তাবলের মালিক আর জর্জ ফিলমোর, আরেকজন মাইনার। চেহারায় এদের প্রত্যেককেই চেনে ও, তবে মানুষ হিসেবে কেমন তা জানার সুযোগ হয়নি। একটা উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে একজোট হয়েছে লোকগুলো। হঠাৎ করেই এদেরকে কাছ থেকে চেনার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল ওর।

প্রিন্ট শপ থেকে সামনের অফিসে ঢুকল ডিলি। সে মুখ খোলার আগেই জন বলল, 'ডিলি, বিশ্ব ভ্রাতৃসংঘের নাম শুনেছ আগে?'

'অবশ্যই,' দীর্ঘদেহী প্রিন্টার জবাব দিল, 'আমিও ওদের একজন।'

'বাড়ি ছেড়ে বের হওয়ার অজুহাত হিসেবে লজ মীটিং ডাকার পাশাপাশি করে কি এর সদস্যরা?'

'মীটিং ডাকাটা কাজের একটা অংশ,' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ডিলি। 'আরও অনেক কাজ আছে ভ্রাতৃসংঘের।'

'যেমন?'

'ওদের সন্ত বলা যায় না। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী খুব একটা ধার্মিকও বলা ঠিক হবে না। তবে নিজস্ব যে নিয়ম ভ্রাতৃসংঘের সদস্যরা মেনে চলার চেষ্টা করে সে নিয়ম সবাই মেনে চললে দুনিয়ায় এত গোলমাল মারামারি খুনোখুনি থাকত না। ভ্রাতৃসংঘের সবাইকে অন্তত ভাল মানুষ বলতে হবে।'

'একটু আগে জানলাম পিট এলি ভ্রাতৃসংঘের সদস্য ছিল। ওর মৃত্যুর মাঝ দিয়ে জানা গেছে যে গোল্ড টাউনে ভ্রাতৃসংঘের আরও লোক আছে। আগামী শনিবার সন্ধেতে নাপিত স্যাম জ্যাকসনের ওখানে মীটিং ডেকেছে তারা। দু'চার কথা বলার জন্যে আমাকেও আমন্ত্রণ করেছে।'

'কি ব্যাপারে কথা বলবে?' ধূসর মোটা ভ্রূর তলা দিয়ে এখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রকাশক।

'এখনও ঠিক করিনি। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বক্তব্য রাখব।'

প্রকাশক নাছোড়বান্দা। 'কি বিষয়ে?'

'আগে জানতে হবে মীটিং ডেকে সামাজিক একটা কর্তব্য পালন হয়ে গেছে সেটা মনে করে কিনা ওরা। হয়তো দু'চারজন এক হয়ে

গল্পগুজব করবে। তাই যদি হয় তো আমার কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু সত্যি যদি ওরা গোল্ড টাউনের বর্তমান সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্যে উদ্যোগী হয় তাহলে আমি আমার বক্তব্য রাখব।'

'সমস্যার সমাধান মানে রিঙের জারিজুরি খতম করা? সেকাজে ব্রাদারদের সাহায্য চাইবে তুমি?'

নড করল জন। ডেস্কের কিনারায় বসল ডিলি, মস্ত কালি লাগা থাবা পকেটে পুরে তামাক বের করে মুখে ফেলল। চেহারা দেখে তাকে খুব একটা উৎসাহী মনে হলো না। যেন ছাপার মেশিন ছাড়া দুনিয়ার আর কোন ব্যাপারেই তার উৎসাহ নেই, বোঝেও না কিছু। কিন্তু জন জানে, ডিলির মাথা অত্যন্ত দ্রুত চলে। সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তায় লোকটার জুড়ি নেই। তেমনি তার ধৈর্য। যেকাজই হাতে নিক সেটা সুসম্পন্ন না করে ছাড়ার অভ্যেস নেই তার।

বার কয়েক জোরাল চিবুনি দিল ডিলি তামাকে, তারপর বলল, 'আমি তোমাকে বলেছি তোমার সঙ্গে আছি আমি। আমাকে কি করতে বলো?'

অ্যাবোটের দিয়ে যাওয়া কাগজটায় টোকা দিল জন। 'গোল্ড টাউনে যারা ভ্রাতৃসংঘের কাজ শুরু করতে চাইছে তাদের নাম আছে এখানে। তুমিও যেহেতু ব্রাদারদের একজন কাজেই মীটিঙে তুমি উপস্থিত হলে কেউ কিছু মনে করবে না। ওদের সম্বন্ধে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করবে। শনিবার রাতে ওদের মীটিঙে যাওয়ার আগে খুঁটিনাটি সবকিছু জানা থাকা দরকার আমার।'

'ওদের ঠিক কতটুকু বিশ্বাস করা যায় সেটাই তুমি জানতে চাও নিশ্চই? নাকি ব্যক্তিগত তথ্যে তোমার প্রয়োজন আছে?'

'না, কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায় সেটা জানলেই চলবে।'

'ধরো ওদের বিশ্বাস করা যায়। তখন কি করবে?'

'সেটা দেখা যাবে পরে।'

*

মার্টি স্টোনই দুর্ধর্ষ অপরাধী সংগঠন রিং-এর নেতা, হেনরি এলির কাছে একথা জানার পর খুবই সাবধানে তথ্য সংগ্রহের কাজে নেমেছে জন। কখন স্টোন কোথায় ছিল সেসব তথ্য সংগ্রহ করছে। ধীরে এগোচ্ছে

কাজ। তাড়াহুড়োর কোন উপায় নেই। স্টোন একবার টের পেলে প্রমাণ যোগাড়ের কাজটা শতগুণ কঠিন হয়ে যাবে।

জাজ টরভিনের বাড়িতে স্টোন নিজের মুখে বলেছে পিট এলির খুনের সময় সে শহরের বাইরে ছিল। স্টোনের ক্লার্ক জ্যাক বারের কাছ থেকে জন জেনেছে সেদিন একটা রুপোর ক্লেইম জরিপ করে দেখতে গিয়েছিল স্টোন। দু'জন মাইনারের ক্লেইম। ল্যারি ব্রার আর কেন্ট টিমন্সের। গুজব ছড়িয়েছে মাইনারদের খাওয়াপরার খরচ দিচ্ছিল স্টোন। পরে জানা গেছে আসলে রুপোর খনি পায়নি মাইনাররা। বিরক্ত হয়ে সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছে স্টোন।

বোকার মতো রুপোর খনি পেয়েছে মনে করে ঠক খাওয়ায় শহরের লোকদের হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে দুই মাইনার। ঘটনা কি ঘটেছিল জানতে চাওয়ার অজুহাতে লোক দু'জনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ বের করে নিয়েছে জন। ব্রাইট জেম সেলুনে তাদের পেয়েছে ও। সানি উইলসন আর প্যাট কেসির সঙ্গে বসে পোকার খেলছিল। জন যখন বলল সে ওদের এবারের খনি অনুসন্ধান সম্বন্ধে জানতে চায়, হিতে বিপরীত হলো। হাতের তাস টেবিলে ফেলে উঠে দাঁড়াল ব্রাফ। মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'যথেষ্ট টিটকারি আমি হজম করেছি, মিস্টার। আর নয়। ঝামেলা করতে না চাইলে দূর হও আমার সামনে থেকে।'

'তোমাকে অপমান করার কোন উদ্দেশ্য নেই আমার,' নরম গলায় বলল অবিচলিত জন। 'স্বীকার করছি তোমাদের অভিযান সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে এসেছে। ভাল কথা না একটাও। কিন্তু আমি এসেছি অন্য উদ্দেশ্যে। সত্যি কথাটা জানতে চাই। ভুল মানুষের হতেই পারে। সত্যি কথাটা জানলে আমি পত্রিকার হেডিঙে ছাপাব কিভাবে সামান্য ভুলের জন্যে মানুষকে চরম অবমাননা করা হয়।'

ভ্রূ কুঁচকে কথাগুলো শুনল ব্রাফ। চেহারায় দ্বিধার ছাপ পড়ল। ব্রাফ বদমেজাজী লোক। তাকে দিয়ে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না বুঝে কেন্ট টিমন্সকে প্রশ্ন করল জন। এক পলকে চিনে নিয়েছে লোকটা কেমন।

টিমন্স বুদ্ধিমান কিন্তু আত্মকেন্দ্রীক লোক। ভদ্রভাবে কথা বললে এর মুখ খোলানো সহজ হবে।

'আসল কথাটা সবার জানা উচিত, টিমন্স। সবাই বলছে তুমি আর তোমার পার্টনার দু'জনই গাধার কাজ করেছ। আমি তা মনে করি না। ভুল হওয়ার পেছনে নিশ্চই অন্য কোন কারণ আছে? মূল ঘটনা জানতে অনেকেই উৎসাহী। আমার পত্রিকায় তাই তোমাদের বক্তব্য ছাপতে চাই।'

'বিরাট একটা ভুল হয়েছে আমাদের,' পাথরের মতো কঠিন দেখাচ্ছে টিমন্সের সুদর্শন মুখটা। 'আর কিছু আমার বলার নেই।'

টিমন্সের ওপর থেকে চোখ সরাল না জন, একটা চেয়ার টেনে বসল পাশে, পকেট থেকে বের করল একটা পেন্সিল আর কাগজ। অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে বলল, 'পোর্টল্যান্ড আর স্যান ফ্রান্সিসকোর পত্রিকায় পড়েছি আইডাহোতে রুপো পাবার কথা। তোমাদের খোঁজাখুঁজি সফল হয়নি তা জানি। কিন্তু কিছু একটা নিশ্চই পেয়েছিলে তোমরা? এমন কিছু যেটা রুপো মনে করেছিলে। আমি তোমাদের কাছ থেকে পুরো ঘটনা জানতে চাই।'

ব্র্যাডলির কথায় মুখের রেখাগুলো একটু নরম হলো টিমন্সের। 'ঠিক আছে, এত গুরুত্ব দিয়ে যখন বলছ, বলছি তাহলে...'

'গুরুত্ব না থাকলে আমি সময় নষ্ট করতাম না।'

বিস্তারিত তথ্য টুকে নিল জন। সময় লাগল পুরো দেড়ঘণ্টা। কথা দিতে হয়েছে যে টিমন্সের বক্তব্য কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ছাড়াই ছাপাতে হবে। কাজ শেষে ধন্যবাদ দিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো ব্র্যাডলি। অফিসের দিকে পা বাড়িয়ে মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখল মাইনারের কাছে যা শুনেছে। এখন ওর জানা হয়ে গেছে যে মাইনাররা প্রথম থেকেই জেনেশুনে মিথ্যে খনির পেছনে সময় ব্যয় করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মার্টি স্টোনের জন্যে পাথরের মতো শক্ত একটা অ্যালিবাই তৈরি করা। পিট এলির মৃত্যুর সময় সে অন্যখানে ছিল এটা এখন সবাই বলবে। হেনরির বক্তব্যের আর কোন দাম থাকল না।

গত মাসের বিশ তারিখ রাতে খুন হয়েছে পিট এলি। তার দশদিন আগে স্টোনের কাছ থেকে বাকিতে রসদ নিয়ে পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করে দুই মাইনার। টিমন্সের কথা অনুযায়ী লজপোল পাইন ক্যানিয়নে

রুপো আছে মনে করেছিল ওরা। দু'দিন লাগে ওখানে পৌঁছুতে। ক্যাম্পে ব্রাফকে রেখে স্টোনকে আনতে শহরে ফিরে আসে টিমন্স। তার সঙ্গে লজপোল পাইন ক্যানিয়নে আসে স্টোন। পরীক্ষা করে দেখে ধাতুটা রুপো না বলে জানায়। অন্যদের সঙ্গে কথা বলে ব্র্যাডলি জেনেছে যে পিট এলির যেরাতে মৃত্যু হয় তার আঠারো ঘণ্টা আগে টিমন্সের সঙ্গে শহর ছেড়ে যায় স্টোন, ফেরত আসে চারদিন পর। এই তথ্যটা কেউ মানতে না চাইলে টিমন্স শপথ করে বলবে যে স্টোন তার সঙ্গে ছিল। টিমন্সের কথায় সায় দেবে ব্রাফি। মাইনারদের কথার বিপরীতে হেনরির সাক্ষ্য কোন কাজে আসবে না। একে সে ছোট একটা ছেলে, তারওপর সেরাতে বাবাকে চোখের সামনে মরতে দেখেছে। হেনরির মাথা ঠিক না থাকারই কথা কি দেখতে কি দেখেছে, কি শুনতে কি শুনেছে সেটা বলা মুশকিল। হেনরির কথাকে কেউ গুরুত্বের সঙ্গে নেবে না।

এই খাতে তদন্ত করে কোন লাভ নেই। অন্ধগলির শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে ও। ভ্রূ কুঁচকে গেল জনের। হেনরির জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ পথ হচ্ছে মুখ বন্ধ রাখা। টিমন্সের সঙ্গে কথা বলার পুরোটা সময় অবশ্য বৃথা যায়নি। কৌতূহল জাগায় এমন কয়েকটা তথ্য জানা গেছে। তার একটা হচ্ছে, টিমন্স, ব্রাফ আর স্টোন পরস্পরকে গোল্ড টাউনে আসার আগে থেকেই চিনত। নেভাডার ভার্জিনিয়া সিটিতে তাদের পরিচয়। দ্বিতীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে সানি উইলসন আর প্যাট কেসিকেও আগে থেকে চিনত দুই মাইনার। উইলসন আর প্যাট কেসি স্টোনের র‍্যাঞ্চে কাজ করে। র‍্যাঞ্চটা গোল্ড টাউনের উত্তর-পুবে, কিন্তু এই দুই কাউবয় চব্বিশ ঘণ্টার বেশিরভাগটা সময় শহরেই কাটায়। আরেকটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে জন যখন টিমন্সের সঙ্গে কথা বলছিল, অস্বস্তিতে ভুগছিল এই দুই কাউবয়।

কেউ টুঁ শব্দও করেনি। কিন্তু তাদের চেহারায় আচরণে মনের ভাব গোপন থাকেনি। হাতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কেসি পুরোটা সময়, একবারও জনের দিকে তাকায়নি। তাস নাড়ছিল উইলসন, চেহারা নির্বিকার থাকলেও চোখ দুটো বার বার টিমন্স আর জনের ওপর ঘুরছিল। টিমন্স যখন কথা বলছিল তাদের একজনও একটা কথা

তো বলেইনি, টিটকারিও মারেনি। টিটকারি মারা স্বাভাবিক ছিল। ওরা বোধহয় মাইনারদের সব কথাই জানে। খুনের সঙ্গেও হয়তো জড়িত ছিল।

এপথে ভাবতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল জন।

অফিসে ফিরে সোজা পেছনের ঘরে চলে এলো ও। ঘরটা মুছছে হেনরি এলি। যত্নের সঙ্গে ওকে কাজ শেখাচ্ছে ডিলি। আস্তে আস্তে থতমত খাওয়া কমে যাচ্ছে হেনরির, দক্ষ হয়ে উঠছে। ডিলি বলেছে আর কিছুদিন পর সত্যিকারের একজন প্রকাশক হবার যোগ্যতা অর্জন করবে ছেলেটা। হেনরির কপালে কালি লেপ্টে আছে। মনে হচ্ছে সেজন্যে ও বেশ গর্বিত। জনের সন্দেহ হলো, বোধহয় ইচ্ছে করেই হাত ধোয়নি হেনরি। ডিলির মতোই কালি লেগে রয়েছে তার হাতে। সবকিছুতেই ডিলিকে আদর্শ ধরে নিয়ে অনুকরণ করে চলেছে হেনরি। এমনকি ডিলির মতোই একটু কুঁজো হয়ে হাঁটা ধরেছে। এখন এক ঢেলা তামাক হলেই হয়, ভাবল জন. একেবারে তরুণ ডিলি হয়ে যাবে হেনরি।

'ডিলি কই?' জিজ্ঞেস করল জন।

'এই মাত্র বেরিয়েছে,' এক পায়ে দেহের ভর চাপিয়ে বলল হেনরি। 'বলেছে এক লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আগামী কাল বিকেলে মেশিনে ছাপা শুরু করা যাবে।'

'ভাল।' হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বলল জন। হেনরি ডিলির বলার ভঙ্গি আর গলার স্বরও অনুকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। 'এর মধ্যে আর কোন স্কেচ এঁকেছ, হেনরি?'

'সময় পাইনি।'

'এখন অবসর আছো? একটা কাজ আছে তোমার জন্যে। স্কেচ আঁকার কাজ।'

'নিশ্চই!' খুশি হলো হেনরি। 'কিসের স্কেচ আঁকব আমি?'

'পাঁচজন লোকের। শুধু ওদের চেহারা। যতটা সম্ভব নিখুঁত হওয়া চাই।'

'ওরা কারা?'

'মার্টি স্টোন, ল্যারি ব্রাফ, কেন্ট টিমন্স, সানি উইলসন আর প্যাট

কেসি।'

চোখ জ্বলে উঠল হেনরির। 'নতুন কিছু কি জানতে পেরেছ?'

'না। তুমি স্কেচটা আঁকার পর হয়তো জানা যাবে কিছু।'

'কিভাবে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!'

'ওরা পাঁচজনই সম্ভবত ভার্জিনিয়া সিটিতে ছিল গোল্ড টাউনে আসার আগে। পরস্পরকে চিনত। ওদের না জানিয়ে যদি স্কেচ আঁকতে পারো তাহলে ভাল হয়। স্কেচটা আমি ভার্জিনিয়া সিটিতে পাঠাব। ওখানকার শেরিফ হয়তো আমাকে কিছু জানাতে পারবে।'

'প্রথম সুযোগেই স্কেচ এঁকে ফেলব আমি,' বলল গম্ভীর হেনরি।

*

খেলার মাঝখানে এসেছিল জন ব্র্যাডলি। সে বিদায় নিতেই আবার শুরু হলো খেলা। খেলায় আর উৎসাহ নেই সানি উইলসনের। দু'দান খেলল সে। দু'বারই হারল। ধৈর্য থাকল না আর, হঠাৎ করেই চেয়ার ছাড়ল। 'যথেষ্ট হেরেছি। আর নয়।'

ব্রাইট জেম থেকে বেরিয়ে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। অস্থিরতা পেয়ে বসেছে তাকে। মুখে বিকেলের কড়া রোদ এসেছে পড়েছে, চোখ সরু করে রাস্তার ভাটির দিকে তাকাল। গত কয়েক সপ্তাহের কর্মহীনতা তাকে বিরক্ত করে তুলেছে। খবরের কাগজের কৌতূহলী লোকটাও ওর বিরক্তির একটা কারণ। ব্রাফ আর টিমন্সের মতো দুই গর্দভ যে মার্টি স্টোনের সাজানো পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়নি এটা অবশ্য একটু স্বস্তির কথা। বৈঠকের পুরোটা সময় ত্রস্ত হয়ে কেটেছে উইলসনের।

প্রশংসা করতে হলে টিমন্সকেই করতে হয়। চেহারা নিয়ে বোকার মতো গর্ব করলেও মগজ খানিকটা আছে তার। মোটামুটি ভাল ভাবেই খবরের কাগজের লোকটাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। একই সঙ্গে রাগ আর স্বস্তির মিলিত অনুভূতি হলো উইলসনের। রাগ টিমন্সের সৌন্দর্যের কারণে মেয়েরা পটে যায় বলে। আর সন্তুষ্টি টিমন্স জন ব্র্যাডলিকে কাটাতে পেরেছে বলে। এই দু'জনের কাউকেই ও ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করে না। যা বলা হয় তার বাইরে কিছু করার সাধ্য টিমন্সের নেই। কঠিন কোন বিপদ মোকাবিলার অযোগ্য একটা লোক। সাহস দরকার

এমন যেকোন কাজ তালগোল পাকিয়ে বসবে। আর ব্রাফ? চালু হাত তার। সাহসও আছে দুর্বার। কিন্তু একটা পাথরের মতোই নীরস আর কল্পনাশক্তিহীন। টিমন্সই তাকে চালায়। টিমন্সের কোন দোষ দেখতে পায় না ব্রাফ। অদ্ভুত অযৌক্তিক একটা আনুগত্য আছে তার টিমন্সের প্রতি। আর কেউ ব্রাফকে সামলাতে পারে না। কারও কথা শোনে না ব্রাফ। এমনকি মার্টি স্টোনের কথাও নয়।

সবার ওপর সাধারণ একটা ঘৃণাবোধ নিয়ে সিগারেটে কষে টান দিল উইলসন। রাস্তা পার হয়ে ঢুকল মার্টি স্টোনের দোকানে। অফিসেই স্টোনকে পেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল স্টোন তাকে খেয়াল করে ডাক দেয়ার আগে পর্যন্ত।

'আরে, উইলসন! এসো, বসো!'

চেয়ারে পশ্চাদ্দেশ ঠেকিয়ে পকেট থেকে একটা ছুরি বের করল উইলসন, বুড়ো আঙুল দিয়ে অলস ভঙ্গিতে ছুরির ব্লেডটা বারবার খুলছে আর বন্ধ করছে। 'তোমার সম্পাদক বন্ধু এসেছিল প্রশ্ন করতে। জন ব্র্যাডলি।'

'কি ব্যাপারে প্রশ্ন?' মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল স্টোন।

'রূপা। ব্রাফ আর টিমন্সের রূপার খনি পাবার ব্যাপারে তাকে বেশ কৌতূহলী মনে হলো।'

চোখ সরু হয়ে গেল স্টোনের। 'ব্র্যাডলিকে কতটা বলেছে ওরা?'

যতটা মনে আছে নিখুঁত ভাবে স্টোনের কাছে ব্যাখ্যা করে বলল উইলসন।

'চিন্তার কিছু নেই। কিছুই ফাঁস হয়নি।'

'বাইরের খবরের কাগজগুলো রূপার ব্যাপারে লিখেছে বলেই ব্র্যাডলিও রূপার খনির ব্যাপারে টিমন্সের সঙ্গে কথা বলেছে এই মিথ্যে কথাটা হজম করেছ তুমি?'

'কেন নয়? যুক্তি আছে খোঁজ নেবার পেছনে।'

'হয়তো আমাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেয়াটাই তার আসল উদ্দেশ্য।'

হেসে উঠল স্টোন। 'খোঁজ নেয়ার কোন কারণ নেই তার।'

'ওই ছেলেটা। হেনরি এলি। ও হয়তো কিছু বলেছে ওকে।' শ্রাগ

করল স্টোন, কোন মন্তব্য করল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ছুরির ব্লেডটা বন্ধ করল উইলসন। বলল, 'সাবধান থাকায় দোষের কিছু নেই।'

'তা নেই'। বোকার মতো কিছু করতে যেয়ো না তাহলেই হবে। এখন ব্র্যাডলি বা ওই ছেলেটার কিছু হয়ে গেলে পরিস্থিতি ঘোলা হয়ে উঠবে। শহরের সবাই একজোট হয়ে আইনের শাসন চেয়ে বসলে ঝামেলায় পড়ে যাব আমরা। জন ব্র্যাডলি যদি আমাদের সত্যিকার পরিচয় চিনেও থাকে, তবুও আমাদের কোন বিপদের ভয় নেই। কোন প্রমাণ নেই ওর হাতে। সবদিক ভেবেই কাজে নামি আমি। এখন কিছুদিন আমাদের চুপচাপ অপেক্ষা করে দেখে যেতে হবে কি হয়। সময় আমাদের অনুকূলে এলেই আবার মাঠে নামব আমরা।'

'কয়দিন আর অপেক্ষা করতে হবে?'

স্টোনের বাম চোখের পাতাটা কাঁপল বারকয়েক। 'তোমার সমস্যাটা কি!' ধারাল শোনাল কথাটা।

'এমনিই জানতে চাইলাম। কোন সমস্যা...'

'সমস্যা নেই তো কি বলতে চাও!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল স্টোন। 'ছুরিটা নিয়ে খেলা বন্ধ করো। খুলে বলো কি বলতে চাও।'

ছুরিটা পকেটে রেখে দিল উইলসন। হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেছে সে। বুকের ভেতর যে অনুভূতিটা হচ্ছে সেটা ও ঘৃণা করে। ঘৃণা করে নিজেকে। আজকে স্টোন এই সুরে কথা বলতে পারত না। সুযোগটা সে-ই দিয়েছে অসতর্ক হয়ে। এখন সে স্টোনের হাতের পুতুল। কেঁচো হয়ে থাকতে হচ্ছে। ভাবলেও ঘৃণা হয়। আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো উইলসন। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। 'যে দুই মাইনারের কথা বলেছিলাম, ওই যে যারা কিছুদিন পরপর রূপার গুঁড়ো নিয়ে গোল্ড টাউনে আসে, ওদের কথা মনে আছে?'

'এবারহার্ট আর ফিলমোর? মনে আছে। হঠাৎ, কি ব্যাপার?'

'তুমি বলেছিলে ওদের ওপর হামলা করা যায়। কাজটা আমরা শেষ পর্যন্ত করিনি। শীঘ্রি আরেকবার গোল্ড টাউনে আসবে তারা। তুমি যদি আমাকে কয়েকজন লোক দাও, তাহলে...'

উঠে দাঁড়াল মার্টি স্টোন। লম্বা লোক নয় সে, চেহারায় তেমন কোন

ব্যক্তিত্বের ছাপও নেই। কিন্তু রেগে গেলে চোখ দুটো ভয়ঙ্কর। তীক্ষ্ণ দুটো ছোরা যেন, যেকাউকে ভেদ করে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে যেকারও। এখন স্টোন রেগে গেছে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো জ্বলছে দু'চোখ। অথচ কথা বলল অত্যন্ত নিচু, শান্ত স্বরে।

'কয়েক আউন্সের রূপার জন্যে সমস্ত কিছু হারানোর ঝুঁকি নেব না আমরা। র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও। ওখানেই থাকবে আমি ডেকে পাঠাবার আগে পর্যন্ত। সৎ কোন কাজে ঘাম ঝরাও। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে তোমার জন্যে। হয়তো না বুঝে কাজ করার অভ্যেসটা বদলে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমার হাতে ছেড়ে দেয়ার মতো সুবুদ্ধি গজাবে মাথায়।'

'কিন্তু, মার্টি...'

'বেরোও!'

চট করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো উইলসন, দোকানের সামনের দিকে পা বাড়িয়ে টের পেল মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে তার। মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। টাই রেইলে ঘোড়াটা বাঁধা আছে। দড়ি খুলে স্যাডলে চাপল। ঠিক করে ফেলেছে যত অপমানই হোক স্টোনের কাজে কোনরকম গড়িমসি করবে না, নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত তাকে মেনে চলবে। নিজের বুদ্ধিতে চলুক স্টোন। সুযোগ বুঝে চাল চালবে সে, রওনা হবে রুপো ডাকাতি করতে। স্টোন শালা যাই বলুক, ওই রুপো ছাড়বে না সে। কারও সাহায্য লাগবে এমন নয়। তবুও সঙ্গে একজন থাকলে একেবারে নিশ্চিন্তি। সেলোক শহরে থাকবে, নজর রাখবে ফিলমোর আর এবারহার্টের ওপর। যখন বুঝবে মাইনাররা রওনা হবে, তার আগের রাতে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে ওকে শুধু একটা খবর দেবে। বাকি কাজ সে একাই পারবে। রুপো আধাআধি ভাগ হবে। তারপরও প্রচুর লাভ থাকবে।

শেষ চিন্তাটা উইলসনের মনটাকে খুশি করে দিল। স্টোনের কাছ থেকে অনেক কৌশল শিখেছে সে। র‍্যাঞ্চে ওর অনুপস্থিতিকে সন্দেহ করার কোন উপায় থাকবে না। বললেই হবে পাহাড়ে গিয়েছিল শিকার করতে। অথবা দলছুট বাছুরের খোঁজে যেতে হয়েছিল। একটা কিছু

বললেই চলবে। একটা কি দুটো হরিণ নিয়ে ফেরত এসো, কেউ ভুলেও ভাববে না তুমি যখন ছিলে না তখন কয়েক মাইল দূরে যে ডাকাতি হয়েছে তাতে তোমার হাত আছে। সোজা কাজ। শহরে যে নজর রাখবে সে-ও এমনই কোন কৌশল খাটাতে পারবে।

রাসে হাত বোলাতে বোলাতে ভাবল উইলসন, কাকে সঙ্গে নেবে। প্যাট কেসি? ল্যারি ব্রাফ? চিন্তা শেষে দু'জনকেই বাদ করে দিল সে। কেসির অত সাহস নেই। সমস্ত কিছু কেঁচে যেতে পারে নার্ভাস লোকটার কারণে। ব্রাফ লোকটা উদ্ধত আর বেয়াড়া কিসিমের, ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না। তাহলে বাকি থাকল কেন্ট টিমন্স।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে সন্তুষ্টির আওয়াজ করল উইলসন। সিদ্ধান্ত নিয়ে স্যাডল ছেড়ে নামল। ঘোড়ার দড়ি রেইলে বেঁধে লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা ঢুকে পড়ল ব্রাইট জেম সেলুনে।

## চোদ্দ

রবিবার।

প্রশান্তিমাখা নিরবতায় ডুবে আছে ধূলিমলিন গোল্ড টাউন শহর। একটু আগে মাত্র সকাল হয়েছে। দিনটা নির্মেঘ। এমন দিনই অ্যানি টরভিনের পছন্দ। নাস্তার বাসন ধুয়ে ঘরে চলে এলো ও, গুনগুন করে গান গাইছে আপনমনে। ধীরেসুস্থে রাইডিঙের পোশাক পরে নিল। চমৎকার লাগছে ওকে রাইডিং ড্রেসে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁত ধরার চেষ্টা করল অ্যানি। নীল ব্লাউজটা একটু টাইট। উলের তৈরি কালো স্কার্টটা দু'পাশে চেরা। জ্যাকেটের রং স্কার্টের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করা। পোশাকগুলো ওর নিজের তৈরি। সেজন্যেই মনটা আরও ফুরফুর করছে। সেলাই ফোঁড়াইয়ের কাজ ও বরাবরই ভালবাসে। ভালবাসে সেলাই করার ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর একটা সাজানো সংসারের কথা ভাবতে।

কয়েক মিনিট সময় নিয়ে ছোট্ট ব্রিমওয়ালা হ্যাটটা নিখুঁত ভাবে

মাথায় চাপাল অ্যানি। আয়নায় তাকাল। হালকা পাতলা, কালো চুলের একটা মিষ্টি মেয়েকে দেখল ও সামনে। গ্রীষ্মের মন মাতানো মায়াবী পরিবেশ শহরে। সুদূর অতীতে ভেসে গেল ওর মন। সেই পুরোনো বাড়িতে, যুদ্ধের আগে ফিরে গেল অ্যানি। অজান্তেই শুনতে চাইল ও বুড়ো ওকের পাতায় বাতাসের ফিসফিস। এই বুঝি উঠানে থামল কোন তরুণ অশ্বারোহী, ওকে নিয়ে বেড়াতে বের হওয়ার অনুমতি চাইবে সে জাজের কাছে। পেছনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসছে বুড়ি ফিলি, বলছে, 'অ্যানি, খুব সুন্দর লাগছে মা তোকে!'

চোখ বন্ধ করল অ্যানি। কেটে গেল কল্পনার সুখকর ক্ষণিক মধুর স্বপ্ন, ফিরে এলো কঠোর, নিষ্ঠুর বাস্তবতা। ঝট করে ঘুরে লিভিং রুমের দিকে পা বাড়াল ও।

পুবের জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছে জাজ টরভিন, এত মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে যে অ্যানি একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর আগে পর্যন্ত টের পেল না ওর উপস্থিতি। চেয়ারের পাশে মেঝেতে রাখা আছে আরও ছয়টা খবরের কাগজ। মার্টি স্টোন কাল রাতে মেট্রোপলিটন খবরের কাগজ এনে দিয়েছে। সারাদিন ওই কাগজগুলোয় মুখ ডুবিয়ে দক্ষিণের খবর খুঁজবে বাবা। ওখানেই আজও পড়ে আছে জাজের মন। আশা করবে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাবে। কিন্তু ইদানীং দক্ষিণ থেকে ভাল কোন খবর পাওয়া যায় না।

'বাবা।'

'উম?'

'দেখো তো আমাকে একবার।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকাল জাজ। মেয়েকে দেখে আস্তে আস্তে মুখে হাসির রেখা দেখা দিল, খেয়াল করছে না নতুন পোশাক। 'মার্টি স্টোনের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল। সময়টা ভাল কাটবে আশা করি।'

কথা শেষে আবার কাগজে মন দিল জাজ। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলে নিল অ্যানি, বাবার অবহেলাটা বুকে বড় বাজল। নাস্তার টেবিলে মার্টি স্টোনের সঙ্গে বাইরে যাবে না-জানালে বাবা হয়তো জানতেও

চাইত না ও কোথায় যাচ্ছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল অ্যানি। নিজেকে বকল। স্বার্থপর! বাবা তোমার নতুন পোশাকটা দেখে প্রশংসা করেনি বলে এত কষ্ট পাবার কি আছে! বাবা পছন্দের কাজে ব্যস্ত, তাকে বিরক্ত করতে যাওয়া কেন!

নিজেকে যতই বুঝ দিক, অ্যানি জানে বাবা মানুষটা এমন ছিল না। যুদ্ধের সময় থেকে কি বদলেই না গেছে মানুষটা। নিজেকে যেন গুটিয়ে নিয়েছে বাইরের পৃথিবী থেকে। আগের সেই ব্যক্তিত্বও যেন নেই। খিটখিটে এক বুড়ো মানুষে পরিণত হচ্ছে বাবা। ভয় লেগে উঠল অ্যানির। অতীত ভোলানোর জন্যে সাধ্যমতো সবকিছুই করেছে ও। লাভ হয়নি কোন। বাস্তবের প্রতি জাজের কোন আকর্ষণ নেই। তলিয়ে যাচ্ছে যেন স্মৃতির চোরাবালিতে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে গোল্ড টাউনে ল-অফিস খুলেছে বাবা, মাইনারদের কমিটির সভাপতি হয়েছে। কিন্তু কোন কাজেই সত্যিকার মনোযোগ নেই। দরকার হলে তখন শুধু কর্তব্য পালনের খাতিরে একটু মনোযোগ দেয়, তারপর কাজ শেষে সরে যায় নিঃশব্দে।

বাবা যদি নিজেকে গুটিয়ে না নিয়ে কাজে হাত দিত, যদি অতীত ভুলে বর্তমানে ফিরত, তাহলে কি ভালই না হতো। দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যানি। নতুন এলাকা এই বুনো পশ্চিম, সুযোগের কোন অভাব নেই। মার্টি স্টোনের কথাই ধরা যাক, কয়েক বছর আগে প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় এই শহরে এসেছিল সে। আর আজকে তার অবস্থার কি নাটকীয় পরিবর্তনই না এসেছে! জনও ব্যতিক্রম নয়। দু'মাস আগে খালি পকেটে গোল্ড টাউনে এসেছিল ও, আর এখন একটা পত্রিকার মালিক। সমাজে গণ্যমান্য একজন লোক!

বাবার বুদ্ধিমত্তার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে ওর। জানে যুদ্ধের আগে বাবা ছিল দক্ষিণের সেরা বুদ্ধিজীবীদের একজন। সেরা আইনজ্ঞ। বয়স হয়েছে বটে, তবে সামনে পড়ে আছে আরও অনেকগুলো বছর। নিজেকে নিঃশেষ না করে দিলে অনেক কাজই করতে পারবে বাবা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যানি। ওহ্, কোনভাবে যদি এই কথাগুলো বাবাকে বোঝাতে পারত!

সামনের বারান্দায় পায়ের শব্দ। জানালা থেকে সরে এসে ধীর

পায়ে এগোল অ্যানি, দরজা খুলল। চেহারায় একটু আগের দুশ্চিন্তার কোন ছাপ নেই।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে মার্টি স্টোন।

'গুড মর্নিং, মার্টি।'

এক মুহূর্ত কথা বলল না স্টোন। মাথা থেকে হ্যাট খুলে একদৃষ্টিতে অ্যানিকে দেখল, হাসছে অল্প অল্প। চোখে এমনই এক দৃষ্টি যে বলে দেয়া লাগে না *তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আমি, বাঁচতে চাইব না*।

'গুড মর্নিং, অ্যানি।'

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল স্টোন। বাবার দু'গালে চুমু খেল অ্যানি, তারপর বেরিয়ে এসে স্টোনের পাশে পা বাড়াল। ওর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে স্টোন। বোর্ডওয়াক ধরে হাঁটছে। সামনেই স্টোনের পছন্দের বে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে। ওটা একা নয় আজকে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে কুচকুচে কালো চকচকে চেহারার সুন্দর একটা গেল্ডিং। আগে ঘোড়াটাকে কখনও দেখেনি অ্যানি। স্যাডলে চোখ আটকে গেল ওর।

'মার্টি!' বিস্ময় সামলাতে না পেরে অস্ফুট স্বরে বলল, 'স্যাডলটা...' আর কিছু বলতে পারল না।

এখনও কিছু বলছে না স্টোন, হাতে টান দিয়ে অ্যানিকে ঘোড়াটার কাছে নিয়ে চলল। দামী চামড়ার তৈরি নরম স্যাডলটা আলতো করে ধরে দেখল অ্যানি। নিখুঁত একটা জিনিস। পুরোটায় রুপোর জটিল কারুকাজ করা। ঘুরে তাকাল অ্যানি স্টোনের চোখে। দৃষ্টিতে নিরব প্রশ্ন।

'ঘোড়া আর স্যাডলটা তোমার জন্যে।' মৃদু হাসল স্টোন।

'কি বলছ!' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করল অ্যানি।

'বিশ্বাস হচ্ছে না?' হাসিটা আরও চওড়া হলো স্টোনের। 'অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম কি উপহার দেয়া যায়।' কালো গেল্ডিঙের নাকে হাত বোলাল স্টোন। 'সামান্য ইশারাই ব্ল্যাকির জন্যে যথেষ্ট। চালিয়ে আরাম পাবে। আবার চাইলে দ্রুতও ছুটতে পারে এটা।' অ্যানিকে ঘোড়ায় চড়ার ইঙ্গিত করে স্টিরাপটা ধরল সে। 'আমি

জানি তোমার পছন্দ হবে। কই, ওঠো!'

এতই আচমকা চোখে পানি চলে এলো যে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারল না অ্যানি। কোন কথা বলল না স্টোন, পকেট থেকে সিল্কের একটা রুমাল বের করে অ্যানির হাতে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ভান করল স্টিরাপটা ঠিক করার। ভাবছে কৃতজ্ঞতায় কাঁদছে মেয়েটা। আসলে তা নয়। অপমানিত বোধ করছে অ্যানি। নিজের অসহায়তায় রাগ হচ্ছে। আজকে ওদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলে এটা ওটা উপহার দিয়ে ওর মন জয় করে নেয়া যাবে সেটা ভাবছে সামনে দাঁড়ানো এই ক্ষমতাবান লোকটা। একটু পরই অদম্য অনুভূতিটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো অ্যানি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এখনও গুমরে মরছে চাপা কান্না। 'মার্টি,' নরম গলায় ডাকল।

'হ্যাঁ?'

'আমি তোমার উপহার নিতে পারব না।'

'কেন!'

'আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়।'

মেয়েটার চেহারায় দৃঢ়তা দেখে কিছুটা আন্দাজ করতে পারল স্টোন। গর্বে আঘাত দিয়ে ফেলেছে সে মেয়েটার। খুশি করার জন্যে বলল, 'স্যাডলটা কোথায় পেয়েছি জানো? পোর্টল্যান্ড। তোমার জন্যে অর্ডার দিয়ে বানিয়েছি। পছন্দ হয়নি তোমার?' মেয়েটার চোখে তাকাল স্টোন। দু'চোখে নিরব অনুরোধ। 'আমাব উপহার নেবে না তুমি? না নিলে আমি কিন্তু অপমানিত হব।'

'আমি...আমি...সত্যিই দুঃখিত,' দ্বিধার কারণে কথা শেষ করতে পারল না অ্যানি।

গাঢ় শোনাল স্টোনের গলা। 'কোন "কিন্তু" নেই। নিতে হবে তোমাকে। আমাকে হতাশ কোরো না।'

'আমি জানি না কিভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দেব।' গলা বুজে এলো অ্যানির। 'কিন্তু তোমার উপহার নেয়ার কোন উপায় আমার নেই।'

চাপাচাপি করলে ব্যাপারটা তিক্ততার সৃষ্টি করবে। চট করে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল স্টোন। 'ঠিক আছে, না যদি নাও তো নেবে না। তোমার জন্যেই রাখা থাকবে। এখন তো চলো ওটায় করে শহরের বাইরে

থেকে একটু ঘুরে আসি?'

আগেই কথা হয়ে আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল অ্যানি।

ওর আপাদমস্তক দেখল স্টোন। চোখে প্রশংসা নিয়ে বলল, 'এত চমৎকার পোশাক কোথায়, কোন দোকানে পেলে? আমার চোখে পড়লে ঠিকই কিনে আনতাম তোমার জন্যে।'

হাসল অ্যানি। দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, 'আমি বানিয়েছি।' হঠাৎ করে ব্র্যাডলির কথা মনে হচ্ছে ওর। আজকে যদি এভাবে ব্র্যাডলির সঙ্গে ও বেড়াতে যেতে পারত তাহলে কী ভালই না হতো!

*

আগে কখনও আসেনি এমন একটা ট্রেইলে আজকে চলেছে অ্যানি। গোল্ড টাউন থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে গেছে পথটা। আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠেছে। দু'পাশে পাহাড়। পাইন গাছ জন্মেছে অজস্র। শীতল পাহাড়ী বাতাসে পাইনের গন্ধ। একটা টিলার ওপর দিয়ে এগিয়েছে পথ। পরবর্তী দু'মাইল ধীরে ধীরে এঁকেবেঁকে নেমেছে। বনের ভেতর দিয়ে ট্রেইল। বনটা শেষ হতেই সামনে দেখা গেল নীল পানির এক নিথর জলাশয়। নির্জন, বুনো, শান্ত পরিবেশ। জলাশয়ের ওপাশে একটা উপত্যকা, সবুজ ঘাসে ঢাকা। স্বর্গের মতো পরিবেশ। অ্যানির মনে হলো আগেও এখানে এসেছিল সে, বসেছিল, সময় কাটিয়েছিল এখানে।

ঘোড়া বেঁধে জলাশয়ের তীরে হাঁটল ওরা। অ্যানির মনোভাব বুঝে কোন কথা বলছে না স্টোন। তবে তার কিছু একটা বক্তব্য আছে, বুঝতে পারছে অ্যানি। ওর হাত ধরে আছে স্টোন, একবারের জন্যেও ছাড়ছে না। এই উপত্যকা এত পরিচিত লাগছে কেন, ভাবার চেষ্টা করল অ্যানি। অনেকদিন আগে ও আর ব্র্যাডলি কেন্টাকিতে ঠিক এমনই একটা লেকের ধারে গিয়েছিল, সেজন্যেই কি? কিন্তু সেই স্মৃতি এখনও মনে আছে। এর সঙ্গে সেই জায়গার মিল থাকলেও সেজন্যে এই জায়গাটাকে পরিচিত লাগছে না। বরং মনে হচ্ছে কয়েকদিন আগে এই জায়গায় এসেছিল ও।

'অনেকদূর হেঁটে এসেছি আমরা,' হঠাৎ করেই বলল স্টোন। 'আমরা কি ফিরতি পথ ধরব?'

থমকে দাঁড়াল অ্যানি। স্টোনের হাত এখন ওর বাহু ধরে আছে কিনা সে খেয়াল নেই। তাকিয়ে আছে ও একটু দূরে, লেকের পাড়ে কালো একটা জায়গার দিকে। পোড়া কাঠ আর ছাই দেখে বোঝা যায় কিছুদিন আগেও এখানে একটা কেবিন ছিল। হঠাৎ করেই ও বুঝতে পারল এই উপত্যকাটা কেন এত পরিচিত মনে হচ্ছিল। বুকের মাঝে কষ্ট অনুভব করল অ্যানি। এই তো কিছুদিন আগে ওকে স্কেচ দেখিয়েছে হেনরি। তখনও ওর বাবা বেঁচে ছিল। ছেলেটা গর্ব করে ওকে বলেছিল, 'যা দেখছ, ম্যাম, ঠিক এমনই ওই উপত্যকা। একটুও এদিক ওদিক করিনি। ঠিক যেমন তেমনি এঁকেছি।' যে মানুষটা এত সুন্দর জায়গায় কেবিন করেছে তার রুচির প্রশংসা করেছিল হেনরি।

'ওটা জন ব্র্যাডলির কেবিন ছিল, তাই না?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে জবাব দিল স্টোন।

বুকের ভেতর ক্রোধের উত্তাপ অনুভব করল অ্যানি। ঘুরে তাকাল স্টোনের দিকে। 'রিঙের কিসের শত্রুতা জন ব্র্যাডলির সঙ্গে? কেন ওর কেবিন পুড়িয়ে দিল!'

'তা তো বলতে পারব না, অ্যানি,' নরম সুরে বলল স্টোন। 'ঘটনার সময় আমি শহরের বাইরে ছিলাম।'

মেরুদণ্ডের কাছে শিরশির করে উঠল অ্যানির, চোখ সরিয়ে নিল ধ্বংসস্তূপ থেকে। অদ্ভুত উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে স্টোন ওর চোখে। গম্ভীর হয়ে গেছে চেহারা। থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখনও ওকে ভালবাসো, তাই না, অ্যানি?'

'না,' দ্রুত জবাব দিল অ্যানি। নিজেকে ওর মিথ্যেবাদী মনে হলো।

'যদিও তোমার বাবা তাকে ঘৃণা করে,' পাত্তা না দিয়ে বলে চলল স্টোন। 'যদিও তোমার চাচাতো ভাইকে সে হত্যা করেছে। তুমি ওকে ভালবাসো, অ্যানি। নিজেও স্বীকার করতে চাও না। কিন্তু ভালবাসো।'

অ্যানি টের পেল ওর মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। মৃদু কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল অ্যানি, 'যথেষ্ট হয়েছে, মার্টি, জন ব্র্যাডলির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল বা আছে সেটা তোমার কোন ব্যাপার নয়।' ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। 'এখন আর আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এটাই তো জানতে চেয়েছিলে? জানলে।'

অ্যানি জানে মার্টি স্টোনকে রাগিয়ে দিয়েছে ও। স্টোনের পাশে হেঁটে ঘোড়ার কাছে চলে এলো। স্টোন যতই রাগ করুক কিছুই করার নেই ওর। আজকে বেশ কয়েকদিন পর আবার অশান্ত হয়ে গেছে ওর মনটা, ব্র্যাডলির প্রসঙ্গ ওঠায়। স্টোনকে মিথ্যে বলেনি ও। ওর আর ব্র্যাডলির মধ্যে এখন আর কোন সম্পর্ক নেই। হেনরির ব্যাপারে দু'জনের মনোভাব এক। রিঙের মুখোশ উন্মোচনের ব্যাপারেও তাই। কিন্তু এছাড়া আর কোন বিষয়ে ওদের মাঝে কথা হতে পারে না। বিশেষ করে জন ব্র্যাডলি ওর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করার পর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। পারতপক্ষে কথাও বলতে চায় না আর অ্যানি। ভয় লাগে, আঘাত পেতে হবে।

কেন ব্র্যাডলি ওর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করল? অনেক ভেবেছে অ্যানি, যৌক্তিক কোন কারণ খুঁজে পায়নি। যেরাতে ও ব্র্যাডলির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সেরাতের কথা ভাবল ও। ও জানত ব্র্যাডলি রিঙের বিরুদ্ধে লেগেছে। সেজন্যেই সাহায্য করতে চেয়েছিল। কেউ জানবে না নিজের সঙ্গে কত যুদ্ধের পর জনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ও, কত কষ্টে দমিয়ে রেখেছিল গর্ব। ব্র্যাডলির সরাসরি প্রত্যাখ্যান একটা চড়ের মতো অপমানকর লেগেছে ওর কাছে। প্রথমে ও রেগে গিয়েছিল, পরে ব্যাপারটা ধাঁধার মতো লাগে। ব্যক্তিগত কারণে ওকে অপমান করে ফিরিয়ে দেবে সে তুলনায় জন ব্র্যাডলি অনেক বড় মাপের মানুষ। নিশ্চয়ই অকাট্য কোন যুক্তি আছে তার ওকে ফিরিয়ে দেয়ার। ওকে জন ব্র্যাডলি বিশ্বাস করেনি। কিন্তু কেন বিশ্বাস করেনি? কেন? কেন!

মাথা ঠাণ্ডা হবার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যানি, ও একাই যতটা পারে করবে, খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে কারা রিঙের সঙ্গে জড়িত। ধৈর্যের সঙ্গে মাইনারদেব সঙ্গে মেলামেশা করছে ও, মানুষজনকে উৎসাহ দিচ্ছে রিঙের ব্যাপারে মুখ খুলতে। টুকরোটাকরা যা কিছু জানছে সেগুলো জোড়া দিচ্ছে। এভাবেই এখন পর্যন্ত চলেছে। রিঙের কার্যক্রমের একটা ধারা আছে সেটা বুঝে গেছে অ্যানি। সবকিছুই এখনও অস্পষ্ট, কিন্তু অল্প হলেও তদন্তে এগোচ্ছে ও। একটা কথা বুঝে গেছে, গোল্ড টাউনে রিঙের গুপ্তচরের কোন অভাব নেই। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে কে শহরে এলো আর কে গেল সেটা জানা। কার কাছে কত

থাকতে পারে সেটা জানাও তাদেরই কাজ। অন্তত ছয়জনের নাম বলতে পারবে ও যারা রিঙের গুপ্তচরের কাজ করে। সেলুনের পড়ে থাকা মাতাল থেকে শুরু করে সব রকম মানুষই আছে তাদের মধ্যে। মাইনাররাও বাদ যায়নি। সহজেই এদের চেনা যায়। যাদের কোন কাজ করতে দেখা যায় না অথচ খরচের হাত খাটো নয় এমন প্রায় প্রত্যেকেই রিঙের সঙ্গে জড়িত। অবশ্য সেটা প্রমাণ করার আপাতত কোন উপায় নেই।

প্রশংসনীয় দক্ষতায় আতঙ্ককে কাজে লাগাচ্ছে রিং। সৎ নাগরিকরা এতই ভীত যে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারে না। শহরে একটা আইনগত কাঠামো তৈরির পদক্ষেপ নিতে হলে যে বিশ্বাস এবং সহযোগিতার পরিবেশ থাকা দরকার সেটা একেবারেই অনুপস্থিত। সাভ ঘাতিক চতুর ঠাণ্ডা মাথার এক নরপিশাচ চালাচ্ছে অপরাধীদের শক্তিশালী এই সংগঠন। লোকটা দেখতে কেমন হতে পারে ভাবার চেষ্টা করেছে অ্যানি বহুবার। পারেনি। লোকটা নিঃসন্দেহে গোল্ড টাউনের বাসিন্দা। সম্মানিত এবং প্রভাবশালীই হওয়ার কথা। রাস্তায় যাওয়া আসার পথে নিশ্চয়ই লোকটার সঙ্গে দেখাও হয়েছে ওর। হয়তো আলাপও আছে। ভাবনাটা অ্যানির মেরুদণ্ডে শীতল একটা স্রোত বইয়ে দিল।

হেনরি এলির চেহারাটা মনের আয়নায় ফুটে উঠল। খবরের কাগজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবার পর ছেলেটা সময় করে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেনি। বাচ্চা ছেলে? এখন বোধহয় ওর আদর্শ হয়ে উঠেছে অ্যাবনার ডিলি। ভ্রূ কুঁচকে গেল অ্যানির। হেনরির সঙ্গে সহজ একটা সম্পর্ক ছিল ওর। তাহলে সেরাতে অফিসে যখন ও জিজ্ঞেস করল রিঙের কাউকে চিনেছে কিনা তখন অমন অদ্ভুত আচরণ করল কেন ছেলেটা? একটু থতমত খেয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাতে চেষ্টা করছিল।

হেনরি বলেছে কাউকে ও দেখেনি। মিথ্যে বলেছে ও। ওর চোখ ভিন্ন কথা বলছিল। ওর কাছে মিথ্যে বলল কেন হেনরি?

এ প্রশ্নের একটাই মাত্র সন্তোষজনক জবাব আছে। ওকে হেনরি বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু কেন? ব্র্যাডলি আর হেনরি দু'জনের কেউই ওকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কি জবাব এর? অ্যানির মনে হলো

অন্ধগলির শেষ মাথায় দেয়ালে মাথা ঠুকছে ও।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেছে মার্টি স্টোন আর অ্যানি। অ্যানির বাহু ছেড়ে দিল স্টোন। মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল অ্যানি। স্টোনের চোখে বিচলিত দৃষ্টি, হঠাৎ করেই যেন পাশে দাঁড়ানো নিশ্চুপ মেয়েটাকে সে আর চিনতে পারছে না। কথা না বলে নিজের চিন্তায় ডুবে থেকে অভদ্রতা হয়ে গেছে, বুঝতে পারল অ্যানি। সে কিছু বলার আগেই মৃদু হাসল স্টোন। নরম সুরে বলল, 'আমি দুঃখিত, অ্যানি। সত্যি দুঃখিত। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলা আমার উচিত হয়নি।'

'দুঃখিত আসলে আমার হওয়া উচিত, মার্টি,' জবাবে বলল অ্যানি। 'তোমাব দিকে মনোযোগ দিইনি।'

নরম চোখে অ্যানির মুখে দৃষ্টি বোলাল স্টোন। 'কিছু একটা তোমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। আমাকে বললে হয়তো বুকের বোঝাটা হালকা হবে।'

'না, মার্টি, তেমন কিছু না।'

'তোমার বাবাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ, তাই না?'

'একেবারে করছি না বললে মিথ্যে বলা হবে।'

'আমি বোধহয় তোমাকে সাহায্য করতে পারব। তোমার বাবাকে।'

'কি বলছ বুঝলাম না!'

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল স্টোন। 'আগে নিশ্চিত হয়ে নিই, তারপর বলব। এমন একটা কাজ হাতে নিতে পারি যেকাজে জাজ খুব উৎসাহ পাবে। জাজ যদি চায় তাহলে আইডাহোর অন্যতম প্রভাবশালী লোক হতে বেশিদিন লাগবে না।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যানির চেহারা। 'বাবা উৎসাহ পাবে তেমন কোন কাজ দিতে পারলে সত্যিই খুব ভাল হয়, মার্টি। প্লীজ, চেষ্টা করে দেখো।'

'সাধ্যের বাইরে চেষ্টা করব আমি।'

খুশি হয়ে মার্টির হাতে চাপ দিল অ্যানি। মনটা ভাল হয়ে গেছে ওর মার্টির সহৃদয় বিচক্ষণ আচরণে। হঠাৎ করে মনে হলো মার্টি না থাকলে গোল্ড টাউনে আর কোন আকর্ষণই থাকত না ওর। মার্টি আছে বলেই যেন আনন্দ আছে, বেঁচে থাকায় মাধুর্য আছে, ভাল লাগা আছে;

শত কষ্ট আর দুশ্চিন্তার মাঝেও ভাল কিছুর আশা আছে। মার্টি স্টোন বন্ধু হিসেবে অসাধারণ। আসলেই কি তাই? নিজেকে প্রশ্ন করে সঠিক কোন জবাব পেল না অ্যানি।

চুপ করে চেয়ে আছে স্টোন, অ্যানির বাহুতে হাত। অস্ফুট স্বরে ডাক দিল, 'অ্যানি।'

'উম?'

'জন ব্র্যাডলির আর তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলেছি বলে রাগ আছে এখনও? আমি কিন্তু আসলে হিংসা সামলাতে পারিনি আমাকে ক্ষমা কোরো। তুমি তো জানো তোমাকে আমি কতটা চাই। জানো না?'

চুপ করে থাকল অ্যানি, অস্বস্তি বোধ করছে।

আরও গাঢ় শোনাল স্টোনের গলা। 'না জানলে এখন তো জেনেছ। নিশ্চই জেনেছ তোমাকে আমি কতটা ভালবাসি? আমি যদি বিয়ের প্রস্তাব দিই তাহলে কি ফিরিয়ে দেবে তুমি?'

'এই প্রসঙ্গে এখন নাহয় কথা থাক।'

'প্লীইজ, বলো না।'

চুপ করে থাকল অ্যানি। চাইছে না মার্টি এবিষয়ে আর কথা বলুক। মুখের ওপর স্টোনকে এই নির্জন জায়গায় মানা করতে সাহস হচ্ছে না। হঠাৎ করে ব্র্যাডলির কথা মনে হলো। ব্র্যাডলি এখানে থাকলে ভাল হতো। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে স্টোন। কি বলবে অ্যানি? কখনও বিয়ে করবে না বললেও হাস্যকর শোনাবে। স্টোন মনে করবে ছেলেমানুষি! বুঝ দেয়ার মতো কিছু না কিছু বলতেই হবে, নাহলে থামবে না স্টোন।'

'আমি এব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিইনি,' অবশেষে বলল অ্যানি।

স্টোনের ধারণা মেয়েটার মনোভাব বুঝতে পেরেছে। কথা না বাড়িয়ে কালো গেল্ডিংটাকে ধরল, যাতে অ্যানি সহজে স্যাডলে উঠতে পারে। অ্যানির পাশে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে এলো। ওর চোখে উপচে পড়ছে আত্মবিশ্বাস।

'পরে নাহয় কথা হবে?' মৃদু স্বরে বলল।

'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করল অ্যানি। প্রসঙ্গের ইতি ঘটায় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

একসঙ্গে ফিরতি পথ ধরল দু'জনে। দু'জনই ডুবে আছে নিজ নিজ চিন্তায়।

# পনেরো

তৃতীয় মীটিংটা শেষ পর্যন্ত গোল্ড টাউন গ্রেভস্টোন পত্রিকার অফিসে হবে, ঠিক করা হলো। শনিবার সন্ধেয় এলো ওরা। নিঃশব্দে, ভীত পায়ে, একজন একজন করে। সামনের অফিসে বসে আছে জন ব্র্যাডলি। সবাই হাজির হতে পেছনের ঘর থেকে গুঞ্জন শুনতে পেল ও। পরস্পরের সাহচার্যে সাহস ফিরে পাচ্ছে লোকগুলো। এরা কতটা কাজে আসবে সেটা জানা হয়ে যাবে আজকে রাতের আগেই।

দু'সপ্তাহ আগে অ্যাবনার আর ওকে ধরে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন। গত সপ্তাহে সদস্য বেড়ে হয় পনেরোজন। আজকে অন্তত তিরিশজন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনেকেই এসে গেছে। আরও অনেকে আসবে। চেয়ারে হেলান দিল ব্র্যাডলি, ভ্রূ কুঁচকে ভাবল, এদের মধ্যে কারা কারা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো দায়িত্ব পালন করতে পারবে সেটা জানা হয়ে যাবে আজকের মীটিং শেষ হবার আগে। যারা পারবে না তাদের ছেঁটে ফেলে দিতে হবে ভদ্র ভাবে। নতুন এই সংগঠনের ভেতরে কোন দুর্বলতা রাখা চলবে না।

বাইরে বোর্ডওয়াকে বুটের শব্দ হচ্ছে। দরজায় টোকার আওয়াজ হলো। একটা হেঁড়ে গলা জানতে চাইল ভেতরে ঢুকবে কিনা। অফিস ঘরটা অন্ধকার। চেযার ছেড়ে দরজার বল্টু খুলে পাল্লা ফাঁক করল ব্র্যাডলি। অ্যাবনার ডিলি আর হেনরি এলি এসেছে। ওদের পেছনে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল জন।

'চিঙ্কের ওখানে দারুণ একটা স্টেক খেয়ে এলাম,' ঢেকুর তুলে বলল ডিলি। 'নধর গরু ছিল। চিঙ্ক বলেছে তোমার জন্যেও এক টুকরো

রাখবে। মীটিং শুরু হবার আগে যাও, চট করে খেয়ে এসো।'

'পরে খাব,' বলল জন। 'মীটিঙের পর।'

ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসল জন। ডেস্কের ওপর ভারী দেহ নিয়ে চড়ে বসল ডিলি। অন্ধকারে তার আকৃতি দেখা যাচ্ছে শুধু। গা থেকে আসছে কালি আর তামাকের মিশ্র গন্ধ। দরজা খুলে মেশিন ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়াল হেনরি এলি। লণ্ঠনের আলোর প্রতিবিম্ব এসে পড়ল তার মুখের এক পাশে।

'সামাজিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ওরা একমত হয়েছে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ডিলি।

'শীগ্রি জানা যাবে,' জবাবে বলল জন।

'অ্যাবোট আছে তোমার পক্ষে। ধীরস্থির মানুষ, কিন্তু একবার মনস্থির করলে অপ্রতিরোধ্য।'

'স্যাম জ্যাকসন?'

'হালকা মনের মানুষ। আর সবাই যা ঠিক করবে তাই মেনে নেবে।'

'জেড ভোল?'

'সৎ লোক, একরোখা যদিও। কারও মাতব্বরি সহ্য করার বান্দা না।' দাঁত দিয়ে তামাক কেটে গালে পুরল ডিলি। 'আমার মনে হচ্ছে তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। যদি হয় তাহলে জর্জ ফিলমোকে কাজে লাগাতে পারবে তুমি। সাঙ্ঘাতিক ঠাণ্ডা মাথার লোক। যেকোন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক। অকুতোভয়। দায়িত্ব পালনের বেলায় গণ্ডারের মতোই জেদী। পিছানোর স্বভাব নেই।'

ভ্রূ কুঁচকাল ব্র্যাডলি। অ্যাবনার ডিলির মানুষ চেনার ক্ষমতার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে ওর। কিন্তু নিজে ও যতটা বুঝেছে তাতে মনে হয় জর্জ ফিলমোর নিরব নিরপেক্ষ একজন শান্ত ভদ্রলোক, যার অন্য কারও ব্যাপারে কোন কৌতূহল নেই। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে সর্বক্ষণ। মাঝবয়সী মাইনার লোকটা। চৌকো চেহারা। শান্ত নীল চোখ। মিসৌরির লোক। ওখানে নাকি একদফা শেরিফও ছিল সে, ডিলি বলেছে। মাইনিং করেছে, খামার করেছে, আরও নানা কাজেই ভাগ্য পরীক্ষা করেছে। গত দু'বছর ধরে গোল্ড টাউনের কাছে মাইনিং

করছে। এমনই এক মানুষ যে তিন-চার বছর পরিচয়ের পরও তাকে সত্যিকার ভাবে চেনার কোন উপায় নেই। বিরাট একটা দায়িত্ব বহন করার মতো লোক খুঁজছে ব্র্যাডলি। ওর মনে হয়নি জর্জ ফিলমোর অত বড় দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্র্যাডলি। আর কেউ যদি না-ই থাকে তাহলে ফিলমোরকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

পেছনের ঘর থেকে সামনের ঘরে চলে এলো ক্লে অ্যাবোট, দরজার কাছে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'মীটিং শুরুর সময় হয়ে গেছে।'

টেবিলের ওপর কয়েকটা কাগজে নিজের বক্তব্য লিখে রেখেছে ব্র্যাডলি, অন্ধকারে কাগজগুলো খুঁজে নিতে কোন সমস্যা হলো না। এতক্ষণ ওগুলোর ওপরই নার্ভাস ভঙ্গিতে তবলা বাজাচ্ছিল ও। কাগজগুলো তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল জন। 'চলো, ক্লে, মীটিং শুরু করা যাক।'

*

সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য সেরে জন ব্র্যাডলিকে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করে বসে পড়ল ক্লে অ্যাবোট।

কথা শুরুর আগে ঘরের ভেতরে চোখ বুলিয়ে নিল ব্র্যাডলি। সবাই সুস্থির ভাবে বসেছে দেখে নিল। সবার মনোযোগ ওর ওপর স্থির হয়েছে বোঝার পর বলতে শুরু করল।

'কয়েক সপ্তাহ আগে মাইনার পিট এলি খুন হয়েছে। এব্যাপারে তোমরা সবাই জানো, কাজেই বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি শুধু একথা বলতে চাই, এই হত্যা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত দু'বছর ধরে গোল্ড টাউনে যে অপরাধ প্রবাহ চলছে তারই একটা অংশ। পিট এলির আগে মাইক ওকোনার মারা গেছে। তার আগে...' হাতের ইশারা করল জন। 'এভাবে উদাহরণ দিতে গেলে তালিকা দীর্ঘায়িত হবে, এটা তোমরাও জানো।'

থামল ব্র্যাডলি। সায় দিচ্ছে অনেকে। অনেকে পাশেরজনের সঙ্গে মতামত বিনিময় করছে। সবাই থামার পর আবার শুরু করল সে, 'শহরে মাত্র একটাই আইনী সংগঠন আছে। মাইনারদের কমিটি। কিন্তু তোমরা সবাই জানো যে দায়িত্ব পালনের বেলায় এই কমিটি সম্পূর্ণ

ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড, কোন কিছুরই বিচার হয়নি। বৃথা আলোচনার তলায় চাপা পড়ে গেছে ন্যায় বিচার প্রার্থীর আহাজারি। রিং নামের অপরাধী সংগঠন সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছে। এই সংগঠনের হাত থেকে বাঁচতে হলে চাই ওই রিঙেরই মতো শক্ত একটা আইনী সংগঠন। সমাজের গণ্যমান্য সবার সমর্থন থাকতে হবে এই আইনী সংগঠনের পেছনে।'

ব্র্যাডলি কথা বলার সময় যে নিরবতা বজায় থাকল সেটা পিনপতন নিরবতা বলা যায়। গোগ্রাসে ওর কথা গিলছে সবাই। পরিবেশ থেকে বোঝা যায় এখনই কিছু করার ব্যাপারে প্রস্তুত নয় বেশিরভাগ লোক। ওরা ভেবেছিল আলোচনা হবে শুধু। আজই যে রিঙের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার কথা সরাসরি উঠবে সেটা কেউ ভাবেনি। আলোচনা সেরেই একটা কাজের কাজ হয়েছে ভাবতে চাওয়া মানুষগুলোর অনেকের মধ্যেই অস্বস্তি দেখা দিল। কেউ কিছু বলছে না। তাকিয়ে আছে ব্র্যাডলির দিকে।

'আমি এখানে যা বললাম,' মুখ খুলল ব্র্যাডলি, 'তা থেকে একটা কথাই বোঝা যায়। শান্তিতে বাস করতে হলে গোল্ড টাউনে একটা বৈধ সরকার থাকা জরুরী। আমি একটা পরিকল্পনা করেছি। একটা নতুন কাউন্টি গঠন করব আমরা। সেই কাউন্টির সীট হবে গোল্ড টাউন। আমি...'

'আগেও সে চেষ্টা হয়েছে,' পেছন সারির একজন উঁচু গলায় জানাল। 'তারপর কি হয়েছিল সেটা তুমি জানো, মিস্টার ব্র্যাডলি।'

'হ্যাঁ, জানি।' আরও গম্ভীর হয়ে গেল ব্র্যাডলির চেহারা। 'একজন লোক যদি রিঙের বিরুদ্ধে লাগে তাহলে আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা হবে, এটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু সবাই যদি একমত হয়ে একটা সংগঠন গঠন করে তাহলে আমার ধারণা রিঙকে রুখে দেয়া সম্ভব।'

'কাউন্টি হওয়া মানেই কর দিতে হবে,' বলে উঠল ম্যাথিউ হ্যানফোর্ড। 'রাজনৈতিক কেঁচোদের বেতন দিতে হবে বলে কর দিতে বয়েই গেছে আমার।'

'টাউন গভর্মেন্ট মানেই নিরাপত্তা,' হ্যানফোর্ড থামতেই বলল ব্র্যাডলি। 'নাকি তুমি চাও পিট এলির ভাগ্যে যা ঘটেছে তা কোন

একদিন তোমার কপালেও ঘটুক?'

মাথা নাড়ল আস্তাবল মালিক, মুখ নামিয়ে মেঝের দিকে চেয়ে থাকল ভ্রূ কুঁচকে।

হেনরি এলির দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকজন। বিড়বিড় করে সান্ত্বনাসূচক বাক্য আওড়াল কেউ কেউ। নিচু গলায় বলল ক্লে অ্যাবোট, 'আমরা কেউ পিট এলির কথা ভুলিনি। তুমি তোমার বক্তব্য শেষ করো, মিস্টার ব্র্যাডলি।'

হাতের কাগজ থেকে শান্ত গলায় পড়ে গেল জন ব্র্যাডলি। ক্লে অ্যাবোটের কাছে কাউন্টি গঠনের একটা কাগজ ছিল নিউ ইংল্যান্ডের। ওটার গড়নেরই নিজের খসড়া তৈরি করেছে ব্র্যাডলি। যাদের বয়স একুশ বছরের বেশি এবং যারা গোল্ড টাউনে ষাট দিনের বেশি থেকেছে তাদের প্রত্যেকের ভোটাধিকার থাকবে। চার বছরের জন্যে একজন জাজকে নির্বাচন করা হবে। যেকোন মামলার রায় দিতে পারবে সে। একজন শেরিফও নির্বাচিত হবে। একজন সার্বক্ষণিক ডেপুটি এবং প্রয়োজনে যতজন খুশি অস্থায়ী ডেপুটি নিয়োগ দেয়ার অধিকার থাকবে তার। গোল্ড টাউনের বাসিন্দাদের তিন ভাগের দুই ভাগ এই প্রস্তাবে সম্মতিসূচক সই দিলে এ প্রস্তাব গোল্ড টাউনের জন্যে আইনে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে কাউন্টি অফিশিয়াল নিয়োগ করার জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

জন ব্র্যাডলির পড়া শেষ হতে আলোচনা শুরু হলো। ক্রমেই মেজাজ চড়ছে লোকের। গলার স্বর চড়ে যাচ্ছে। দ্বিধা বাড়ছে সেই সঙ্গে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে যেকোন মুহূর্তে। হঠাৎ চেয়ার ছাড়ল ক্লে অ্যাবোট, দু'হাত তুলে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিল। চেঁচাচ্ছে সে ষাঁড়ের মতো। আর সবাই থামায় সে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এখানে জড় হয়েছি আমরা একটা বিষয়ে একমত হওয়ার জন্যে। তোমরা কি আইন প্রয়োগের পক্ষে, নাকি বিরুদ্ধে?' ব্র্যাডলির হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে কম্পোজিং টেবিলের কাছে চলে এলো সে, পকেট থেকে কলম বের করে কাগজের ওপর সই করল। চড়া গলায় বলল, 'হয় তোমরা এক এক করে এখানে এসে আইনের শাসনের পক্ষে সই করো, নইলে বেরিয়ে যাও পেছনের দরজা দিয়ে।'

নিরব হয়ে গেছে ঘরটা। গরম চোখে ঘরের চারদিকে তাকাল অ্যাবোট। একজনের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। হাঁক ছাড়ল, 'হ্যানফোর্ড? সই করবে তুমি? করলে এসো।'

আস্তাবল মালিকের ভারী চেহারা রক্ত জমে লালচে দেখাল। উঠে দাঁড়িয়েছে সে, কিন্তু টেবিলের দিকে পা বাড়ানোর আগে দ্বিধা করল। চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'তুমি যদি ব্যাপারটাকে এভাবে উপস্থাপন করো তাহলে...'

জোর করে হাসল, অস্বস্তি দূর করতে চেষ্টা করছে। পা বাড়াল কম্পোজ টেবিলের দিকে। ওখানে কলম বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্লে অ্যাবোট।

*

চিঙ্কের রেস্তোরাঁয় আজকে এতই ভিড় যে চেয়ার পাবার আগে মার্টি স্টোনকে পনেরো মিনিট বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। পনেরো মিনিট পর কিচেনের দরজার পাশে একটা টুল খালি পেয়ে বসল সে। পাশের টুলে বসে আছে কেন্ট টিমন্স। মাইনারের উদ্দেশে মাথা নাড়ল স্টোন। হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আজকে স্বাদ ভাল কোন পদের?'

প্লেটে রাখা কালচে মাংসের দিকে তাকাল টিমন্স। 'চিঙ্ক বলে এটা নাকি ভালুকের মাংসের স্টেক, কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি আজকে ঘুম থেকে উঠে কোন এক মাইনার দেখেছে যে তার খচ্চরটা নেই।'

হলদে হাসিমুখ নিয়ে হাজির হলো চিঙ্ক। 'আসলে ভালুকেরই মাংস, কৌতুক করে যে যাই বলুক। দেব, মিস্টার স্টোন?'

'দাও, চেষ্টা করে দেখি খেতে পারি কিনা!'

নিরবে খেয়ে চলেছে টিমন্স, লক্ষ রাখছে রেস্তোরাঁর দরজার ওপর। আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে যাচ্ছে ভেতরের ভিড়। সামনে পেছনের চারটে টুল খালি হয়ে যাওয়ার পর মুখ খুলল সে।

'এব্যাপারে আমরা কি করব, মার্টি?'

আলুতে লবণ মাখাল স্টোন। 'এব্যাপার মানে কি ব্যাপার?'

'এই যে আইন করতে যাচ্ছে ওরা?'

'কিছুই করব না।'

'ভাবছ যথেষ্ট লোকের সমর্থন পাবে না ওরা? দুই তৃতীয়াংশ সই যোগাড় করতে পারবে না?'

'আমি নিশ্চিত, পারবে। শহরের অর্ধেক লোক ইতিমধ্যেই সই করে দিয়েছে।'

স্টোনের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল টিমন্স। 'তুমি বলতে চাও তুমিও ওদের পক্ষে?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু ঘটনা যদি প্যাঁচ খেয়ে যায়, তাহলে...'

এক টুকরো মাংস মুখে ফেলে চিন্তিত চেহারায় চিবুনি দিল স্টোন। 'না, ভালুকেরই মাংস। খচ্চরের মাংস এত নরম নয়। তবে আমাকে যদি কেউ বাছাই করতে দিত তাহলে আমি বরং ভালুকের মাংসের চেয়ে বুড়ো খচ্চরের মাংসই বেশি চাইতাম।'

'তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না, মার্ট।' প্লেটের ওপর ছুরি নামিয়ে রাখল মাইনার।

'একটু চিন্তাভাবনা করে দেখো, নিজেই বুঝতে পারবে। আজ হোক কাল হোক এমন কিছু ঘটতই, ঠেকাবার উপায় ছিল না। যেটার বিপক্ষে গেলে জিততে পারব না সেটার বিরোধিতা করতে যাব কেন!'

'তারমানে আমাদের দিন শেষ?'

হাসল স্টোন ঠোঁট বাঁকিয়ে। 'না, টিমন্স, আমাদের সুদিনের মাত্র শুরু।'

হেঁয়ালির রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পেরে খাওয়ায় মনোযোগ দিল টিমন্স। খাওয়া শেষে দরজার দিকে পা বাড়াবে এমন সময় স্টোন জিজ্ঞেস করল, 'ওদের সমর্থনে সই করেছ তুমি?'

'আমি? পাগল না পেট খারাপ!'

'তাহলে সই করে ফেলো। অন্যদেরও বলবে সই করতে।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপ করে গেল টিমন্স। ঈশ্বর জানেন মার্টি স্টোনের মাথায় কি খেলা চলছে। টিমন্স চলে যাওয়ায় মাংসের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিল স্টোন। মনে মনে হাসছে। একেবারে বেকুব বনে গেছে লোকটা। আরও অনেকেই ওর মতো অবাক হবে। তাদের মধ্যে সবচে' অবাক হবে জন ব্র্যাডলি।

খাওয়া শেষে বিল মিটিয়ে জাজ টরভিনের অফিসে চলে এলো স্টোন। ডেস্কের পেছনে বসা অবস্থায় জাজকে পেল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে জাজ, দু'চোখে শূন্য দৃষ্টি।

'কাজের সময় বিরক্ত করলাম না তো?'

'না,' ঘুরে তাকাল জাজ। 'এমনি বসে বসে ভাবছিলাম।' হাতের ইশারায় স্টোনকে চেয়ার দেখাল। তাকাল যখন, চোখ উজ্জ্বল হয়ে আছে কি যেন এক প্রাপ্তির আশায়। সামনে ঝুঁকে টেবিলে চাপড় দিল জাজ, আফসোস করে বলল, 'শুধু যদি ইংল্যান্ডকে আমরা লড়াইতে জড়াতে পারতাম! দক্ষিণের তুলা ওদের খুবই দরকার। উত্তরের রাজ্যগুলোর সঙ্গে ইংল্যান্ডের সম্পর্ক কখনোই ভাল ছিল না। একবার ইংল্যান্ডকে জড়িয়ে ফেলতে পারলে লড়াইয়ের চিত্র উল্টে যাবে মুহূর্তে।'

সেই পুরোনো স্বপ্ন। সেই পুরোনো বস্তাপচা বাজে অর্থহীন স্বপ্ন। অধৈর্য বোধ করল স্টোন, করুণা হলো ওর। জাজের জন্যে নয়, অ্যানির জন্যে। বাবার পরিবর্তন দেখে মেয়েটার শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অন্ধ আনুগত্যের কারণে জাজ টরভিন এখন বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত। প্রতিদিন আরও কুপমণ্ডুক হয়ে যাচ্ছে।

বুড়ো মানুষটাকে মন খুলে কথা বলতে দিল স্টোন। হবু শ্বশুর বলেই ধৈর্য ধরে আছে সে, ভান করছে জাজের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। শুনছে ঠিকই, কিন্তু কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। এসব কথা আগেও বেশ কয়েক দফা শুনতে হয়েছে তাকে। হালকা মনোযোগ দিয়ে রেখেছে স্টোন, আসল মনোযোগ নিজের পরিকল্পনায়। ভাবছে কথাটা কিভাবে পাড়বে। প্রস্তাবটা দেবার জন্যেই আজকে জাজের এখানে এসেছে সে। বেশ কিছুক্ষণ পর সুযোগটা মিলল।

'পশ্চিমের সোনা দক্ষিণের কত কাজে আসবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল,' জাজ দম নিতে থামতেই আলগোছে শুরু করল স্টোন। 'আমদের গোল্ড টাউনে যে বিরাট একটা পরিবর্তন আসছে সে সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?'

'পরিবর্তন?' ভ্রূ কুঁচকাল জাজ।

'আইন স্থাপনের খসড়াটা তোমার হাতে পড়েনি?'

'ও, ওটা।' কাঁধ ঝাঁকাল জাজ। 'হ্যাঁ, দেখেছি। গতকালই ক্লে অ্যাবোট দেখাল।'

'সই করেছ?'

'হ্যাঁ, তবে কাগজটা ভাল করে পড়ে দেখিনি। গোল্ড টাউনের কি হবে না হবে তাতে আমার কোন উৎসাহ নেই।'

'শুনে খারাপ লাগল,' বলল স্টোন। এক হাতে হাঁটুর চাকি ডলছে। 'গোল্ড টাউন আমার কাছে সব। এটা আমার বাড়ি, আমার ব্যবসা, আমার সব। আমার সামাজিক অবস্থানের জন্যে গোল্ড টাউনের উন্নতি আমি একান্ত ভাবে কামনা করি।'

গোঁফে তা দিল জাজ। অপ্রস্তুত বোধ করছে। দয়ালু লোক সে, বন্ধুর প্রতি অনুগতও বটে। এই দুটো গুণের ওপরই নির্ভর করছে স্টোন।

'আমিও গোল্ড টাউনের উন্নতি চাই।' গলা খাঁকারি দিল জাজ। 'কথাটা তখন মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি। দুঃখিত।...আসলে তোমার ব্যাপারটা আলাদা। তোমার সামনে এখনও বহু সময় পড়ে আছে। আইডাহোতে তোমার মতো বুদ্ধিমান লোকের জন্যে সুযোগের কোন অভাব নেই।' দু'হাত ছড়িয়ে হতাশা প্রকাশ করল। 'কিন্তু আমার সামনে সময়ও নেই, ভাল কিছু করার উপায়ও নেই। আইডাহোতে আমার পাবার মতো তেমন কিছু নেই।'

'আছে। আমি যদি বলি আছে?'

'নেই।' মাথা নাড়ল জাজ। 'যুদ্ধ শেষ হলে অ্যানিকে নিয়ে কেন্টাকিতে ফিরে যাব আমি।'

আরেকটা দিবা স্বপ্ন। অনেক দিন আগেই অ্যানি স্টোনকে বলেছে, আর কোনদিন কেন্টাকিতে ফিরে যাওয়া হবে না ওদের। ওখানে সেই পরিবেশ নেই। কেন্টাকির উপত্যকার মানুষ ভুলবে না যে দাসত্ব প্রশ্নে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জাজের। যদি ভোলেও, তবু গিয়ে কি লাভ! সেই বাড়ি আর নেই, পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মনের দুঃখে মারা গেছে মা, তাকে আর ফেরত পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না হৃত সম্মান বা সামাজিক অবস্থান।

আস্তে করে দু'হাত ডেস্কের ওপর রাখল স্টোন। মৃদু স্বরে শুরু

করল, 'সবাই তোমার আর আমার নাম বলছে। ওরা চায় টাউন গভর্নমেন্টে আমরা পদ গ্রহণ করি। তোমাকে জাজ হিসেবে চাইছে ওরা, আমাকে করতে চায় শেরিফ।'

'আমি এব্যাপারে কিছু ভাবতেও চাই না।'

'ভাবলে খুশি হতাম। তোমার সঙ্গে কাজ করে আরাম পাই।'

বিব্রত চেহারায় জিজ্ঞেস করল জাজ, 'তুমি কি সত্যি শেরিফ হবার জন্যে নির্বাচনে দাঁড়াতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার জন্যে শেরিফের পদ ঠিক আছে। জানি সময় মতো ভাল একজন জাজও যোগাড় হয়ে যাবে।'

'তুমি ছাড়া আছেটা কে?' কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ স্টোনের। 'সবাই তোমাকে বিশ্বাস করে, সম্মান করে। তেমন আর কেউ আছে গোল্ড টাউনে? নেই। বয়স আর অভিজ্ঞতার বিচারও যদি করা হয়, তুমি ছাড়া আর কেউ জাজ পদ পেতে পারে না।'

'এ তোমার বিনয় আর ভদ্রতা কথা বলছে,' বলল জাজ। চেহারা দেখে মনে হলো স্টোনের কথায় একটু একটু করে প্রভাবিত হচ্ছে। 'কিন্তু, আসলে...আমি এব্যাপারে কিছু ভাবছি না।'

'ভাল বেতন পাবে জাজ।'

'টাকার কথা ভাবছি না। জাজ হলেও বেতন নিতাম না আমি।'

'অ্যানি তোমার সঙ্গে একমত্ত হবে না। সংসার চালাতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে ওকে।' কথা থামিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল স্টোন। বানিয়ে বলল, 'অ্যানি বেশ কয়েকবারই আমাকে বলেছে যে ও রোজগার না করলে কিছুতেই সংসার চালানো সম্ভব হতো না।'

অবাক হয়ে স্টোনের দিকে তাকাল জাজ। মুখটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, 'কি...কি বলছ তুমি! মানুষের ছোটখাট উপকার করে অ্যানি। তার বদলে কখনও কখনও টাকা পায়। সে-টাকা ও সংসারের খরচে ব্যয় করে?'

'কখনও কখনও নয়, জাজ, যারা অ্যানির উপকার নেয় তারা সব সময়েই টাকা দিয়েই উপকার নেয়। মানেটা বুঝছ? সেধে কারও উপকার করে না অ্যানি, এটাকে ও ব্যবসা হিসেবে নিতে বাধ্য হয়েছে।

খুবই বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন মেয়ে ও। পরিস্থিতির চাপে ওকে বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হয়েছে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাজ। তার দেখাদেখি স্টোনও চেয়ার ছাড়ল। মনে মনে প্রস্তুত, এখনই রাগে ফেটে পড়বে জাজ। এভাবে জাজকে উত্যক্ত না করে কোন উপায় ছিল না ওর, ভাবল স্টোন। বুড়ো টরভিন জাজের দায়িত্ব না নিলে মুশকিল হবে।

ঠোঁট কাঁপছে জাজের। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। আবার বসে পড়ল চেয়ারে। চেহারা দেখে মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা গালে হাত বুলাল। বলে উঠল ভাঙা গলায়, 'কতদিন ধরে এরকম চলছে?'

'তুমি গোল্ড টাউনে আসার পর থেকেই।'

'আমি...আমি জানতাম না!'

'এখন তো জেনেছ। তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাইনি, কিন্তু অ্যানির কথা ভেবে সত্যিটা না জানিয়ে আর কোন উপায় দেখলাম না। আমি তোমারও ভাল চাই। জানি অ্যানির কথা জানার পর এবার তুমি কোন না কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারবে। আমি আশা করছি জাজের পদ নিয়ে সবদিক সামলে নিতে পারবে তুমি। এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি।'

'না, তা হয়নি। কিছু না কিছু একটা করতেই হবে আমাকে। অ্যানি কোন সস্তাদরের বাজারে মেয়ে না যে ওভাবে মানুষকে সাহায্য করার বিনিময়ে টাকা নিয়ে সংসার চালাবে।'

মৃদু হাসল স্টোন। মানুষের গর্ব একটা অদ্ভুত জিনিস। গর্বটাকে উসকে দিয়ে নিজের কাজে লাগানো সহজ। ওই গর্বটুকুই অবশিষ্ট আছে জাজের। বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝবে না কতটা নিঃস্ব হয়ে গেছে লোকটা। আশা নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, কোনকিছুতে কোন উৎসাহ নেই, যেন জীবন্মৃত। তবে সেটা অ্যানি আর স্টোন ছাড়া আর কেউ জানে না বলেই স্টোনের ধারণা। একটা সময় ছিল যখন স্টোন আশঙ্কায় ভুগত, জাজকে নিজের পথে চালাতে পারবে কিনা ভেবে। এখন সেই ভয় আর নেই তার মনে।

'তাহলে তুমি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছ?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল স্টোন।

মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে আছে জাজ। মুখটা রক্তশূন্য। আস্তে করে মাথা দোলাল।

*

যেমন সাড়া পাওয়া যাবে ভাবা হয়েছিল তার তুলনায় অনেক বেশি সাড়া পাওয়া গেল। শহরের প্রায় সবাই জন ব্র্যাডলির খসড়ায় সম্মতি দিয়ে সই করেছে। মাইনারদেরও কেউ বাকি নেই সই করতে। ভালয় ভালয় রেযোলিউশনটা পাশ হয়ে যাচ্ছে, তবে সেজন্যে ব্র্যাডলির মনে কোন গর্ব নেই। ক্লে অ্যাবোর্ট আর জর্জ ফিলমোরের সঙ্গে আলাপের সময় তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

আগামী উনিশ তারিখ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আর বাকি আছে মাত্র দু'সপ্তাহ। ইতিমধ্যেই নির্বাচনী হাওয়া লেগেছে গোল্ড টাউনের সর্বস্তরে। কে প্রার্থী হবে, কে জিতবে ইত্যাদি নিয়মিত আলোচিত হচ্ছে। আলোচনা শুনতে শুনতে হতাশ হয়ে অনুভব করছে জন, ওর পরিকল্পনা সুদূর পরাহত হয়ে যাচ্ছে। জাজের পদের জন্যে এখন পর্যন্ত শুধু জাজ টরভিনের নামই শোনা যাচ্ছে। অ্যানির বাবাকে ভাল মতো চেনে জন। বুঝতে ওর দেরি হয়নি যে মিস্টার টরভিনের চেয়ে যোগ্য কাউকে গোল্ড টাউনে পাওয়া যাবে না। ভ্রাতৃ সংঘের মনোনীত প্রার্থীর চেয়ে জাজ টরভিনের জেতার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে। এটাও ব্র্যাডলি জানে যে জাজ টরভিনের ওপর মার্টি স্টোনের প্রভাব অত্যন্ত জোরাল, যদিও খুব খেয়াল না করলে তা একেবারেই বোঝা যায় না। স্টোন ঘোষণা দিয়েছে শেরিফের পদে প্রতিযোগিতা করবে সে। স্টোন যদি জেতে তাহলে এতদিন ধরে যতটুকু কাজ এগিয়েছে ব্র্যাডলি তার পুরোটাই ভস্মে পরিণত হবে।

'কোনমতেই হারব না আমরা,' খুশির হাসি হাসতে হাসতে বলল ক্লে। 'ধরে নেয়া যায় মিস্টার টরভিন নির্বাচিত হয়েই গেছে। আর আমাদের প্রার্থী জর্জ ফিলমোরের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, স্টোন যদি শেরিফের পদে নির্বাচিত হয় তাহলেও খারাপ হবে না। আমি একটু অবাকই হয়েছি স্টোন নির্বাচনে দাঁড়ানোয়। ওর মতো প্রতিষ্ঠিত একজন সম্মানী মানুষ...'

ব্র্যাডলির ওপর স্থির হলো ফিলমোরের দৃষ্টি। 'মিস্টার ব্র্যাডলি

বললে শেরিফ পদে নির্বাচনে দাঁড়াব না আমি।'

'না,' বলে উঠল ব্র্যাডলি। 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্টোনকে শেরিফের পদ ছেড়ে দেব না আমরা।'

ভ্রূ কুঁচকাল অ্যাবোট। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে স্টোনের বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষোভ আছে!'

'তা আছে।'

'কি করেছে সে?'

আর না বলে কোন উপায় নেই, অনুভব করল ব্র্যাডলি, অ্যাবোটকে দলে টানতে না পারলে ফিলমোরকে শেরিফ করার আশা ছাড়তে হবে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যেই পাশে অ্যাবোট এবং অন্যদের দরকার। পেছনের ঘর থেকে হেনরি আর ডিলিকে ডেকে নিয়ে এলো জন কথা শুরু করার আগে। তারপর সবাইকে বসতে ইঙ্গিত করে হেনরির উদ্দেশে বলল, 'কাউকে না কাউকে আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে, হেনরি। আমি স্টোনের ব্যাপারটা বলতে চাই। তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

'না, নেই।' মেঝের দিকে চেয়ে আছে হেনরি। মুখটা ফ্যাকাশে।

'তাহলে স্টোনের ব্যাপারে যা জানো সেটা ওদেরকে জানাও।'

হেনরির কথা শেষ হতে দীর্ঘক্ষণ নিরবতা ভাঙল না কেউ। বিরাট একটা হাত হেনরির কাঁধে রেখে নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিচ্ছে ডিলি। ওকে নিয়ে প্রিন্ট শপের দরজার দিকে পা বাড়াল। পাইপ জ্বালল ফিলমোর। চৌকো চেহারায় অনুভূতির কোন ছাপ নেই। অ্যাবোটকে দেখে বিচলিত মনে হচ্ছে।

'সবই তো জানলে, ক্লে,' বলল ব্র্যাডলি।

'ছেলেটার কথা ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই,' অনিশ্চিত গলায় বলল অ্যাবোট।

'ওকে বিশ্বাস করছ না তুমি?'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন না, কিন্তু...'

জন ব্র্যাডলির কণ্ঠস্বর কঠোর শোনাল। 'এরপরও তুমি স্টোনকে ভোট দেবে যাতে গোটা কাউন্টির মাথার ওপর সে ছড়ি ঘোরাতে পারে?'

'অবশ্যই ভোট দেব না। আমি বলতে চাইছি, হেনরির মুখে যা জানলাম সেগুলো স্টোনের নির্বাচনী প্রচার বন্ধ করার কোন কাজে আসবে না। স্টোনের বিরুদ্ধে অকাট্য কোন প্রমাণ নেই। সত্যিটা আমাদের উপলব্ধি করা দরকার। প্রচুর প্রভাবশালী বন্ধু আছে স্টোনের। ওকে হারিয়ে দেয়া সহজ হবে না।'

আরও বেশ খানিকক্ষণ আলাপ করল ওরা, পরবর্তী কর্তব্য স্থির করার চেষ্টা করল। শপথ করল অ্যাবোর্ট, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সংঘের সবাইকে প্রভাবিত করে ফিলমোরের পক্ষে নির্বাচন নিয়ে আসার চেষ্টা করবে সে। পত্রিকার সাহায্যে ফিলমোরকে প্রচারের সহায়তা দেবে ব্র্যাডলি। এতে বেশ কাজ হবে বলে আশা করছে ওরা। ফিলমোর স্বীকার করেছে, জনসমক্ষে বক্তৃতা ভাল আসে না তার। তবে ব্র্যাডলি আর অ্যাবোট যতগুলো সভার আয়োজন করবে সবগুলোতে উপস্থিত হতে কোন আপত্তি নেই তার। কাল সকালে ফিল এবারহার্টকে নিয়ে লিউস্টনে যাচ্ছে সে। সেখান থেকে ফিরে এসেই পুরোপুরি কাজে মন দেবে।

'কয়দিন বাইরে থাকবে?' জিজ্ঞেস করল ব্র্যাডলি।

'বড়জোর চারদিন। তিনদিনের মধ্যেই অবশ্য ফেরার চেষ্টা করব।'

'তাড়াতাড়ি ফেরাই ভাল। হাতে বেশিদিন সময় নেই।'

অ্যাবোট আর ফিলমোর চলে যাবার পর আরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ব্র্যাডলি। ডেস্কের ওপর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছে। যেন হেরে যাচ্ছে সে। কোনকিছুই ওর পক্ষে কাজ করছে না। ডিলির সঙ্গে এখন একমত ও। জর্জ ফিলমোর গম্ভীর, কঠোর এবং যোগ্য লোক, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মধ্যে দেখানো জিনিসটা নেই। চাকচিক্যহীন সৎ একজন লোক। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব নয়। অথচ স্টোন পরিচিত তার মিষ্টি হাসি আর সহজ ব্যবহারের জন্যে। একজন সত্যিকার ভদ্রলোক হিসেবে সমাজ চেনে তাকে। জানে গোল্ড টাউনের উন্নতির জন্যে সাধ্যমতো সবকিছুই করবে মানুষটা।

ভ্রু কুঁচকাল ব্র্যাডলি। অনাকর্ষণীয় একজন সাদামাঠা লোকের পক্ষ নিয়ে নির্বাচন করতে হলে কি দিয়ে মানুষ টানা সম্ভব? আগেও দেখেছে

ও, সম্ভব। খবরের কাগজ যেকোন মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে দিতে পারে। ঠিক তাই করতে হবে ওকে। ফিলমোরকে জীবন্ত কিংবদন্তী হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। গোল্ড টাউনের একমাত্র খবরের কাগজ হাতে থাকায় বিরাট একটা অস্ত্র আছে জনের হাতে। কিন্তু বুঝতে পারছে ও, একাজে অভিজ্ঞতা না থাকায় সে অস্ত্র ও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

হেলেদুলে অফিসে ঢুকেছে ডিলি। অসহায় চোখে তার দিকে তাকাল জন ব্র্যাডলি। ভাবছে, ডিলির মতো ব্যক্তিত্ব ফিলমোরের থাকলে আর চিন্তা করা লাগত না।

'ডিলি,' শুকনো গলায় ডাকল ও, 'বোধহয় ভুল লোককে দাঁড় করিয়েছি আমরা। কথার কথা, ধরো আমরা চাই তুমি শেরিফের পদে লড়ো। লড়বে তুমি?'

'হেনরির তাতে কোন লাভ হলে অবশ্যই লড়তাম। কিন্তু আসলে কোন উপকার হবে না ওর। কেন, জর্জ ফিলমোরের কি হলো?'

'কিছু না। আসলে আমি ভয় পাচ্ছি স্টোনের বিরুদ্ধে জেতার কোন সম্ভাবনা নেই ওর।'

'ওকে একটু ওপরে তুলে দাও তাহলে। সোজা ব্যাপার।'

'কিভাবে?'

'আমি কি বলব, তুমি কাগজের এডিটর! আমি সাধারণ মিস্ত্রি। মেশিনটা চালাই। তবে এটা ঠিক যে এব্যাপারে বেশ চিন্তাভাবনা করেছি আমি।'

*

ওপরের ট্রেইলে কে পাগলের মতো ঘোড়া ছোটাচ্ছে দেখতে যখন সানি উইলসন বের হলো, তখন প্রায় সন্ধে। ক্যামাস উপত্যকা আর গোল্ড টাউনকে বিভক্ত করেছে যে টিলারাজি, সেগুলো ডিঙিয়ে নীল পাহাড়ের ওপাশে চলে যাচ্ছে তখন লাল সূর্যটা। পশ্চিমাকাশে মেঘ আছে। সূর্যের রশ্মি পড়ে কমলা রং ধরেছে। ক্রমেই রংটা আরও গাঢ় হচ্ছে।

সরু পাহাড়ী ট্রেইলে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিপজ্জনক ভাবে ছুটে আসছে ঘোড়াটা। পেছনে সূর্য থাকায় ওটাকেও আগুনের তৈরি বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে গা থেকে আগুনের আভা বের হচ্ছে। অপূর্ব

একটা দৃশ্য। সেদিকে উইলসনের কোন খেয়াল নেই। অশ্বারোহীকে চেনার চেষ্টা করছে সে। একটু পর লোকটা কাছে চলে আসতে চিনতে পারল। ওর সামনে এসে হঠাৎ করে থামল আরোহী। ঘোড়াটা কিছুদূর পিছলে তারপর থেমেছে।

স্যাডল থেকে লাফ দিয়ে নামল কেন্ট টিমন্স।

'আরেকটু হলে তো ঘোড়াটাকে মেরে ফেলতে,' মন্তব্য করল উইলসন।

'দুনিয়ায় ঘোড়া আর মেয়েমানুষের কোন অভাব নেই,' জবাবে উঁচু স্বরে জানাল টিমন্স। বাঙ্ক হাউজের দিকে তাকাল। কয়েকজন কাউবয় ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সান্ধ্যকালীন কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে। গলা নামাল টিমন্স। 'কাল ভোরে লিউস্টনের উদ্দেশে যাত্রা করবে ওরা।'

'ঠিক তো?'

'একদম।'

'ভাল। ছেলেদের আমি বলেছি গতকাল বিগ স্প্রিঙের কাছে কুগারের পায়ের ছাপ দেখেছি। কথাটা ওরা ভুলবে না। চলো, ওদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গল্প করে কাটাতে হবে। এমন ভান করবে যাতে ওরা মনে করে কুগার শিকার করার পাগল তুমি। কুগার নিয়ে কথা বলবে, তাতেই চলবে। বিগ স্প্রিং অনেক দূরে, তাছাড়া ওখানে যাওয়াও কষ্টকর। আমরা যদি কাল সকালে কুগার মারার জন্যে আজকে রাতে রওনা হতে চাই, তাহলে কেউ আমাদের সঙ্গী হতে চাইবে না।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল টিমন্স, ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল আর ব্রিডল নামিয়ে উইলসনকে অনুসরণ করল। করালে জিনিসগুলো রেখে চলে এলো বাঙ্ক হাউজে। আশে পাশে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে জিজ্ঞেস করল উইলসন, 'ব্রাফকে জানাওনি তো আমরা কি করতে যাচ্ছি?'

'না। ওকে বলতে যাব কেন, নিজের ভাগ কমাতে?'

'এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। আন্দাজ কত টাকার রুপো থাকবে ওদের সঙ্গে?'

শ্রাগ করল টিমন্স। 'অনেক থাকার কথা। অনেকদিন লিউস্টনে যায়নি ওরা। এবারহার্ট কয়েক সপ্তাহ ধরেই রওনা হতে চাইছে। ফিলমোর তাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। রেযোলিউশন চূড়ান্ত হওয়ার আগ

পর্যন্ত গোল্ড টাউন ছাড়তে রাজি হয়নি।' হাসল টিমন্স। 'খবর জানো? শেরিফ পদে স্টোনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ফিলমোর। ওকে পথ থেকে যদি সরাতে বাধ্য হই আমরা তাহলে স্টোনের একটা উপকার করা হয়!'

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা দোলাল উইলসন। অন্য একটা চিন্তায় মাথাটা ব্যস্ত হয়ে আছে তার।

*পাসের এদিকে হামলা করাই সুবিধে হবে। জায়গাটা গোল্ড টাউন থেকে এতই কাছে যে এবারহার্ট মনে করবে কপাল খারাপ ওর। আবার গোল্ড টাউন এত কাছে নয় যে গোলাগুলির আওয়াজ ওখান থেকে পাওয়া যাবে। ওখানেই, ওই পাসের কাছেই অপেক্ষা করবে সে।*

'এটাই স্টোনের প্রতি আমাদের শেষ উপকার,' বিড়বিড় করে বলল উইলসন। 'আর স্টোনের উপকার নয়।'

# ষোল

সারারাত দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারল না জন ব্র্যাডলি। পরদিন সকালে খবরের কাগজের অফিসে যখন গেল তখনও মাথা থেকে চিন্তার বোঝা নামাতে পারেনি। দুই সপ্তাহ মোটেই যথেষ্ট সময় নয়। সাদামাঠা ফিলমোরকে সবার চোখে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপনের জন্যে খুবই কম সময়। কিন্তু এর বেশি সময় কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। খবরের কাগজটা কাজে লাগিয়ে এরই মধ্যে সুচারু ভাবে কাজ সারতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, শুরুটা কেমন ভাবে করা উচিত?

সারা সকাল চিন্তা করে সমস্যার কোন কিনারা করতে পারল না ব্র্যাডলি। এক সময় ফিলমোর মিসৌরির কোন এক কাউন্টিতে শেরিফ ছিল। গোল্ড টাউনে আসার পর তাকে শান্ত, নির্ভরযোগ্য, ভাল একজন মানুষ হিসেবে জেনেছে লোকে। এগুলো সবই তার পক্ষে যায়, কিন্তু এ-ই সব। একবার এসব বলা হয়ে গেলে ফুরিয়ে যাচ্ছে কথা। ফিলমোর সম্বন্ধে আর কিছু নতুন করে বলার থাকছে না। অথচ স্টোন

সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলার আছে। সমাজের উচ্চস্থানীয়দের সঙ্গে তার মেলামেশা, মাইনারদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবসায়িক সম্পর্ক, সর্বোপরি যাকে বলে কারিশমা, সেটা স্টোনের আছে। সফল রাজনীতিবিদ হবার সব গুণই তার মধ্যে বিদ্যমান।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ব্র্যাডলি। ধরা যাক গোল্ড টাউন গ্রেভস্টোন সরাসরি স্টোনের বিরোধিতা শুরু করল, কি হবে তাহলে? যদি পত্রিকায় অভিযোগ করা যায় যে ভয়ঙ্কর অপরাধী সংগঠন রিঙের নেতা, নাটের গুরু আসলে স্টোন, তাহলে? কতটা অবাস্তব চিন্তা করছে বুঝতে পেরে আপনমনে মাথা নাড়ল ব্র্যাডলি। কোন লাভ হবে না। প্রমাণ নেই কোন। খামোকা শহরের মানুষদের দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হবে। অহেতুক অভিযোগ আনার ফলাফল ওর বা পত্রিকার জন্যে ভাল হবে না। স্টোনের প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধবরা পত্রিকার বিরোধিতা শুরু করতে পারে। সেক্ষেত্রে পত্রিকা বন্ধই হয়ে যাবে হয়তো। তাছাড়া আরও অসুবিধে রয়েছে। একাধারে সতর্ক হয়ে যাবে স্টোন আর রিঙের প্রতিটি সদস্য। ভাল কোন প্রমাণ বা সূত্র পাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে তাহলে।

না, বিরোধিতা করতে হলে করতে হবে পরোক্ষ ভাবে। হাতে গোনা যে ক'জনকে ও একান্ত বিশ্বাস করে তাদের বাইরে আর কাউকে স্টোনের আসল পরিচয় জানানো যাবে না। আপাতত অ্যাবনার ডিলি, হেনরি এলি, ক্লে অ্যাবোট আর জর্জ ফিলমোর ছাড়া আর কারও কোনকিছু জানা চলবে না। এরা যতটা পারে সাহায্য করবে ওকে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সাহায্য কতটা কাজে আসবে ওর? ভ্রূ কুঁচকে গেল ব্র্যাডলির। আসলে যা করার ওকে একাই করতে হবে। শক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে রিঙের বিরুদ্ধে। বড় একটা সংগঠন রিং। কোন না কোন দুর্বল জায়গা অত বড় সংগঠনে থাকতে বাধ্য। অপরাধীদের কেউ বোকার মতো একটা কিছু করে বসবে, এই অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর কোন কিছু আপাতত করার নেই। কেউ হয়তো বাড়াবাড়ি করবে। ভুল করবে। হয়তো অতিরিক্ত মদ খেয়ে মুখ খুলতে পারে। কিংবা হিংসা বা না পাওয়ার কারণে মুখ খুলতে পারে কেউ। যত দেরিই হোক না কেন, কোন না কোন একটা ভুল করবেই

রিং। সবাই করে। আগে বা পরে, মানুষ ভুল করেই। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে। অধৈর্য হলে চলবে না।

কাগজ কলম সামনে টেনে নিল ব্র্যাডলি। আপাতত ওর সবচে' জরুরী কাজ ভোটারদের কাছে ফিলমোরকে আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা। সন্দেহ নেই কাজটা দুরূহ।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল সকাল। বাইরে তপ্ত কড়াইয়ের মতো গরম। গা থেকে কোট খুলে কাজ করছে ব্র্যাডলি। একটানা লিখে চলেছে। কাটছে বার বার। নতুন করে লিখছে। পছন্দ না হলে একই কথা অন্যভাবে লিখে পড়ে দেখছে আগের চেয়ে ভাল হলো কিনা। ইতিমধ্যেই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট ভর্তি হয়ে গেছে গোল করে মোচড়ানো কাগজে। হাতে সময়ও নেই বেশি। ফিলমোরকে নিয়ে লেখাটা গোল্ড টাউন গ্রেভস্টোনের আগামী সংখ্যাতেই ছাপতে হবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এমন গরম পড়েছে যে মনোযোগ ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তারওপর আজকে কেন যেন বারবার অ্যানি টরভিনের কথা মনে আসছে। মেয়েটার সাহায্য না নিয়ে কি ভুল করে ফেলল ও? এব্যাপারে ভেবে এখন কোন লাভ নেই। স্টোনের কথাও মনে আসছে। পিট এলিকে যেরাতে খুন করল সেরাতে লজ পাইন ক্যানিয়নে ছিল বলেছে স্টোন। শক্ত অ্যালিবাই আছে তার। কিন্তু ব্র্যাডলির প্রশ্নের জবাবে মাইনার দু'জন যেভাবে মুখস্থ বলেছে তাতে বুদ্ধিমান যেকেউ বুঝবে মিথ্যে বলছে তারা। কিন্তু সেটা প্রমাণ করার উপায় কি? প্রমাণ না থাকলেও ও এখন রিঙের চার খুনীকে চিনে ফেলেছে। কেন্ট টিমন্স, ল্যারি ব্রাফ, প্যাট কেসি আর পালের গোদা মার্টি স্টোন। মার্টি স্টোনের মুখ খোলানো সম্ভব নয়। বাকি তিনজনের কোন একজনের? উইলসনকে হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দিল জন। লোকটা ভেতরে বাইরে কঠোর। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার মুখ দিয়ে কথা বের করা যাবে না। ব্রাফও বাদ। ব্রাফ ওকে ঘৃণা করে। টিমন্স? হয়তো সম্ভব। লোকটা ভদ্রতার আড়ালে থাকতে চায়। এটা একটা দুর্বলতা। আসলেই কি দুর্বলতা না কৌশল? টিমন্সকে দেখে ধুরন্ধর মনে হয়।

তাহলে বাকি থাকল প্যাট কেসি। ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে ব্র্যাডলি। প্যাট

কেসি সব ক'জনের মধ্যে সবচে' দুর্বল। সাহস হারালে মুখ খুলতে পারে লোকটা। যদি বোঝে তার নিজের গলা ফাঁসির দড়িতে তাহলে নিঃসন্দেহে জিভ ছেড়ে দেবে। মিথ্যে কথা বিশ্বাস করিয়ে ভয় পাওয়াতে হবে ওকে। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?

ওর পেছনের দরজাটা খুলে যেতে সচেতন হয়ে উঠল ব্র্যাডলি। হেনরি এসেছে। ডেস্কের ওপর কাগজের একটা বান্ডিল রাখল।

'চিঠিপত্র।'

গরমের কারণে কাজে মন বসছে না। রিঙের কথা ভেবে কোন কূলকিনারাও করতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে কাজ বাদ দিয়ে চিঠিপত্রের ওপর মনোযোগ দিল ব্র্যাডলি। লম্বা একটা খয়েরী খাম এসেছে ভার্জিনিয়া সিটি, নেভাডা থেকে। ওটার ওপর চোখ পড়তেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ব্র্যাডলি। পিতলের একটা কাগজ কাটার ছুরি তুলে নিয়ে খামটা খুলে ফেলল। হাত কাঁপছে উত্তেজনায়।

'এটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলে?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল হেনরি।

'জানি না এখনও কি আছে ভেতরে।'

ভার্জিনিয়া সিটি, নেভাডায় শেরিফকে উদ্দেশ করে একটা খবর পাঠিয়েছিল ও, জানতে চেয়েছিল চিঠিতে বর্ণিত লোকগুলো সম্বন্ধে শেরিফ কিছু জানে কিনা।

'সময় পেলে আরও ভাল করে আঁকতে পারতাম আমি,' বলল হেনরি। 'স্টোনের ঠোঁট দুটো বেশি চওড়া এঁকে ফেলেছিলাম। আর সানি উইলসনের কান দুটো বাইরের দিকে অতটা বেরিয়ে থাকে না।'

খামের ভেতর হেনরির আঁকা স্কেচ। স্কেচের সঙ্গে একটা করে নোটও আছে। ভার্জিনিয়া সিটির শেরিফ নোট পাঠিয়েছে। হাতের ইশারায় হেনরিকে মেশিন রুমে ফেরত পাঠিয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ ঢেলে দিল ব্র্যাডলি স্কেচ আর নোটের প্রতি। দরদর করে ঘামছে। চোখে শিকারি ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আর কোন দিকে মনোযোগ নেই।

*

ভোরে রওনা হলো জর্জ ফিলমোর আর ফিল এবারহার্ট। গোল্ড টাউন ছাড়ল সূর্য পাহাড়ের ওপর মুখ তোলার আগেই। দু'মাসের সংগৃহীত

সোনা নিয়ে লিউস্টনে যাচ্ছে তারা ভাল দাম পাবার আশায়। সঙ্গে বাড়তি জিনিসপত্র নেয়নি কেউ। একটা করে ব্ল্যাঙ্কেট আর সামান্য খাবার। এটা ফিলমোরের বুদ্ধি। আশা করছে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারবে গন্তব্যে। ভারবাহী খচ্চর সঙ্গে নিতে চেয়েছিল এবারহার্ট, লিউস্টনে রসদের দাম গোল্ড টাউনের চেয়ে অনেক সস্তা। কিন্তু এবারহার্টের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে ফিলমোর। বলেছে ওসব নেয়া চলবে না। জন ব্র্যাডলিকে সে কথা দিয়েছে তিন দিনের মধ্যেই ফিরবে।

গোল্ড টাউনের পশ্চিম সীমান্তে সরু একটা গভীর ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে বেশ অনেকদূর গেছে পথ। পাশে পাশে বয়ে চলেছে একটা ঝর্না। একটু পরই দক্ষিণে বাঁক নিল পথ, ঝর্নাটাকে ছেড়ে এবড়োখেবড়ো খয়েরী পাহাড়ের কাঁধ বেয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলল। সামনে থান্ডার পাস।

দুই মাইনার জানে না কাল রাতে থান্ডার পাসের কাছে আগুন জ্বেলেছিল কেউ। আগুনের আভায় চকচক করছিল পাইন গাছের পাতা। সকালে আগুন নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন আর বোঝার উপায় নেই থান্ডার পাসে মানুষ আছে কি নেই।

সামনে সামনে চলেছে ফিলমোর। শুনতে পাচ্ছে পেছনে আপনমনে গজগজ করছে এবারহার্ট। তা করুক। গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা সে বলে না বললেই চলে। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে ফিলমোর।

ওদের দু'জনের বন্ধুত্বটা একটু অদ্ভুত। বাইরে থেকে দেখলে দু'জনকে একেবারেই আলাদা জগতের মানুষ বলে মনে হয়। এবারহার্ট হালকা পাতলা লোক, সবসময়েই বিচলিত, কথা বলছে সর্বক্ষণ। যা মনে আসছে তাই বলে চলেছে। থামতে জানে না। এদিকে জর্জ ফিলমোর ভারী গড়নের মানুষ। প্রয়োজন ছাড়া একটা কুটোও নাড়ায় না। কথা বলে না পারতপক্ষে।

বাইরের এই পার্থক্য সত্ত্বেও দু'জনের ভেতর আসলে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। দু'জনই প্রচণ্ড পরিশ্রমী। কোন কাজ হাতে নিলে শেষ না করে থামার মানুষ নয়। দু'জনেরই পরিবার পুবে বাস করে। দু'জনই তাদের রোজগারের বেশিরভাগটা পুবে পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। দু'জনই

একই কেবিনে থাকে। দু'জনেরই ধারণা ঈশ্বর অত্যন্ত কঠোর কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ। ফিলমোর আর এবারহার্ট পরস্পরের দোষত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে অভ্যস্ত। অন্য মানুষ যেসব বৈপরিত্য নিয়ে ঝগড়া করবে সেগুলো নিয়ে কথা বলা তো দূরের ব্যাপার, ওরা চোখে দেখে বলেও মনে হয় না আচরণে।

সত্যি কথা বলতে কি ফিলমোর বেশ একটু ঈর্ষাই করে এবারহার্টকে। বন্ধুর মতো অনর্গল কথা বলতে পারলে খুশি হতো সে। কোন ব্যাপারেই ফিলমোর বিচলিত হয় না। চল্লিশ বছর বয়স তার। মনে করতে পারে না কোন বিপদে সে হতচকিত হয়েছে। কিন্তু এখন সে সত্যিই চিন্তিত এবং বিচলিত। কিছুটা হতচকিতও বটে। ঘোড়া দুটোকে বিশ্রাম নিতে দেয়ার জন্যে ওরা থামতেই মনের কথা পাড়ল ফিলমোর।

'আচ্ছা, ফিল, আমাকে কি অনেক বক্তৃতা দিতে হবে।'

'অবশ্যই! শুধু বক্তৃতা দিলেই চলবে না, এর ওর তার পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করে বেড়াতে হবে। একে তাকে ওকে চুরুট সাধতে হবে। বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা হলে কোলে তুলে নিতে হবে। গালে না হলেও কপালে চুমু তো দিতেই হবে। আর সবাইকে আশ্বস্ত করে বেড়ানো তো আবশ্যিক কাজ। এসব না করলে শেরিফ হবে কি করে!'

'আসলে পারব কিনা আগে ভেবে দেখিনি।'

সত্যিই চিন্তা করেনি ফিলমোর। এবারহার্ট মীটিঙে যায় তাই সে-ও গিয়েছে বন্ধুর সঙ্গে। সবার আলাপ শুনেছে। সময় কেটেছে চমৎকার। সবই ঠিক ছিল তাকে শেরিফের পদে দাঁড় করানোর আগে পর্যন্ত। ডিলি যখন গায়ে পড়ে আলাপ জমাল তখনও ফিলমোর কিছু বোঝেনি। যখন ওর অতীত নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে শুরু করল, জানতে চাইল শেরিফ জীবনের কথা, তখনও কোন কিছু মনে হয়নি তার।-রেযোলিউশন যখন তৈরি হলো স্বেচ্ছায় সবার সঙ্গে সই করেছে সে। ভেবেছে গোল্ড টাউন শান্ত হলে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবে এখানে। নির্বাচন হবে সেটা জেনে আনন্দিত হয়েছে।

ক্লে অ্যাবোট আর জন ব্র্যাডলি যখন শেরিফ পদে ওকে দাঁড় করাতে চাইল, একেবারে আকাশ থেকে পড়ল ফিলমোর। প্রথমে

ভেবেছিল মানা করে দেবে। কিন্তু দু'একদিন ভাবার পর মনে হলো কেন নয়? শেরিফের কাজটা হবে বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে। অন্যদের চেয়ে সামাজিক শান্তি চাওয়ার কারণ আমার বেশিই আছে। ভ্রাতৃ সংঘের ওরা যদি চায় তাহলে দায়িত্ব নিতে পিছাবে কেন সে?

ফিলমোরের শুধু এই কথাগুলোই বলার আছে জনসাধারণের সামনে রাজনৈতিক বক্তৃতার সময়। মনে মনে হিসেব করে দেখেছে, ঠিক এগারো সেকেন্ড লাগে কথাগুলো বলতে। এরপর আর কিছু বলার নেই, কাজেই চুপ করে বসে পড়তে হবে। ভাবনাটা বিব্রতকর। চট করে বন্ধুর দিকে তাকাল ফিলমোর।

'জন ব্র্যাডলিকে আমি কথা দিয়েছি একটা বক্তৃতা তৈরি করব। কিন্তু কিসের কি, মাথায় কিছু এলে তবেই তো! তুমি কি কোন সাহায্য করতে পারবে, ফিল?'

'নিশ্চয়! কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, যতই তুমি বক্তৃতা দাও না কেন, স্টোনকে কিছুতেই হারাতে পারবে না। হারার জন্যে আগেই মানসিক ভাবে তৈরি হয়ে নাও। শেরিফের চাকরিতে টাকা কামাবার সুযোগ আছে। সুযোগটা পেলে লোকে ব্যবহারও করবে। কিন্তু তুমি করতে না। চাকরির বেতন আর কয় পয়সা। তার চেয়ে তোমার জন্যে মাইনিং করা অনেক ভাল। মার্টি স্টোন জিতলে ক্ষতি নেই। যতদূর জানি কোন অন্যায় করবে না, লোক ভাল সে।'

'এব্যাপারে কারও কারও ভিন্ন মত আছে,' নিচু স্বরে বলল ফিলমোর।

'যেমন? একজনের নাম বলো শুনি।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ফিলমোর, কোন কথা বলল না। জন ব্র্যাডলি কাল রাতেই সতর্ক করে দিয়েছে, মার্টি স্টোন যে রিঙের নেতা সেটা এখনই কাউকে জানানো চলবে না।'

'আমি জেতার চেষ্টা করব,' আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলো ফিলমোর। কণ্ঠস্বরে গোঁয়ার্তুমি প্রকাশ পেল।

হতাশা এবং বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকাল এবারহার্ট। 'ঠিক আছে, যা ভাল মনে করো। এখন ধরে নাও তুমি শ্রোতা আর আমি আসলে

তুমি। আমি, মানে তুমি এখন বক্তৃতা দেব। শুরুটা করব এই ভাবে। ভাই...'

কয়েক মিনিট পর রওনা হলো ওরা। এখনও বকে চলেছে এবারহার্ট। মনোযোগ দিয়ে শুনছে ফিলমোর। বলা উচিত শোনার ভান করছে। কে শুনবে নীরস বক্তৃতা, যখন আকাশটা এতই নীল, বাতাসে পাইনের সুবাস, পাহাড় শ্রেণীতে নতুন সবুজের ছোঁয়া, ঝোপে ঝাড়ে পাখিদের কলকাকলি, আর রিনিঝিনি করে বয়ে চলা ঝর্নার গান মন কেড়ে নিচ্ছে?

ওই তো একটু সামনে দেখা যাচ্ছে ভালুকটাকে, হেলেদুলে একটা মরা গাছের কাছে থমকে দাঁড়াল। গোড়াটা তুলে অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখল পিঁপড়ে বা আর কোন পোকামাকড় আছে কিনা। খিদে নেই, শুধুই কৌতূহল। নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত কয়েকটা শব্দ করে কি বলল ওটাই জানে, রওনা হলো হেলেদুলে, থপথপ পা ফেলে চলে গেল বনের ভেতর। ওই যে পাশের মাঠে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা হরিণ। এই মাত্র মানুষের গন্ধ পেয়েছে। বড় বড় কয়েক লাফে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্রেইলের ওপর এখানে থেমেছিল দু'জন লোক। সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। মাটিতে ঘোড়ার খুরের ছাপও অপেক্ষাকৃত গভীর। মাঝরাতের পর সামনের দিকে গেছে লোক দুটো। অত রাতে কেন তাদের এই নির্জন পাহাড়ী ট্রেইলে পথ চলতে হলো সেটা ফিলমোরের মাথায় ঢুকল না। হোলস্টার নেড়েচেড়ে ড্র করার সুবিধেমতো জায়গায় এনে রাখল সে। অনবরত টোকা মারছে হাঁটুর নিচে স্যাডলে ঝুলে থাকা ব্যাগের গায়ে। মনে জাগছে ফুর্তি। এই ব্যাগের সোনা বেচে পরিবারের সবার জন্যে কি কিনবে ভাবছে।

'তারপর ওদের একটু হাসিয়ে নিয়ে,' বলে চলেছে এবারহার্ট, 'আসল কথা পাড়ব আমি। জর্জ, আমার কথা শুনছ?'

'ঝামেলা,' জবাবে ঘোঁৎ করে উঠল ফিলমোর। হাতের ইশারায় সামনে দেখাল। ট্রেইলের দু'পাশে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। বন ওখানে পিছিয়ে গেছে। দু'জন লোক আছে ওখানে।

তাদের একজন পড়ে আছে ডানদিকে কাত হয়ে। গায়ের ওপর একটা কম্বল। দুই হাঁটু ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এসেছে, যেন খুব

ব্যথা সহ্য করতে হচ্ছে তাকে। অন্যজন তার ওপর ঝুঁকে আছে। আগুয়ান ঘোড়ার আওয়াজে মুখ তুলল লোকটা। সানি উইলস, দূর থেকেই চিনতে পারল ফিলমোর। ঘোড়া থামিয়ে ফেলল এবারহার্ট আর সে।

'কি সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল এবারহার্ট। কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে আহত লোকটার দিকে। এতক্ষণে লোকটাকে চিনতে পারল ফিলমোর। কেন্ট টিমন্স।

'জানি না,' মাথা নাড়ল উইলসন। 'হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। বারবার বলছিল পেটে ব্যথা। আমি অতটা পাত্তা দেইনি। কি খেয়েছে ঈশ্বর জানেন। এখন একে নিয়ে কি করি!'

নিচু স্বরে গোঙাল টিমন্স। ঘোড়া থেকে নামল এবারহার্ট। 'নাস্তায় কি খেয়েছিল ও? মাছ নাকি পচা মাংস?'

'আরে মজার ব্যাপার তো সেটাই, নাস্তাই তো করেনি ও। সারারাত শিকারের পেছনে দাবড়েছি আমরা। বিগ স্প্রিঙের কাছে একটা কুগারকে গুলি করে আহত করলাম, সেই থেকে পিছে লেগে আছি, কিছুতেই দেখা পাচ্ছি না ওটার। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ঠিক করলাম শহরে ফিরব। এমন সময় টিমন্সের পেটের ব্যথা শুরু হলো।'

'পথে কোথাও পানি খেয়েছে ও?'

উঠে দাঁড়াল উইলসন, ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'তাই তো! খেয়েছে তো! মাইল কয়েক আগেই তো থেমে ঝর্নার পানি খেল।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে স্যাডল ব্যাগের ভেতর কি যেন খুঁজতে শুরু করল এবারহার্ট। 'আমারও মাঝে মাঝে হয়েছে এরকম। সেজন্যেই একবোতল টনিক আর লবণ ছাড়া পথে বের হই না ভুলেও। এর একঢোক খেলে ঝটপট সেরে উঠবে ও।'

ঘোড়ার পিঠে চুপ করে বসে আছে ফিলমোর। দৃষ্টিতে সমবেদনা নিয়ে অসুস্থ কেন্ট টিমন্সকে দেখছে। সব কিছুই গুরুত্ব দিয়ে দেখার অভ্যেস তার। যতটা উদাসীন তাকে দেখে মনে হয় তা আসলে ঠিক নয়। কোন কিছুই তার নজর এড়ায় না। টিমন্স আর উইলসনের ঘোড়া দুটোকে কাছেই চরতে দেখল সে। ধুলোয় ওগুলোর খুরের দাগও দেখেছে। এবার তাকাল ক্যাম্প ফায়ারের দিকে। আগুন প্রায় নিভে

এলেও এখনও অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছে। ব্যাপার কি, ভাবল ফিলমোর, এরা দু'জন কি এতই কাঁচা লোক? এতই বোকা যে সঙ্গে কুকুর না নিয়ে রাতের আঁধারে আহত কুগার শিকার করতে বেরিয়ে পড়েছে? না, সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল ফিলমোর, এরা এই এলাকায় নতুন নয়, এদের অভিজ্ঞতাও কম নয়। ছোট করে দেখার উপায় নেই এদের। ঘোড়া থেকে নেমে এবারহার্টের পেছনে একটু একপাশে সরে দাঁড়াল ফিলমোর। পা বাড়াল এবারহার্টের পেছনে। একটা বোতল বেরিয়ে এসেছে এবারহার্টের হাতে। ওটা নিয়ে অসুস্থ টিমন্সের দিকে এগোল সে। গোঙাচ্ছে টিমন্স। এবারহার্ট বোতলের কর্ক খুলে উবু হলো, অসুস্থ লোকটার মুখে ওষুধ ঢালবে।

'এক চুমুক খেয়ে নিলেই দেখবে এক্কেবারে...'

বাম হাতে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল ফিলমোর। হাত-পা ছড়িয়ে ছিটকে পথের ধারে পড়ে গেল এবারহার্ট। মাত্র এক মুহূর্তের এদিক ওদিক। কম্বলের তলায় গর্জে উঠল টিমন্সের সিক্সগান। ঝট করে ঘুরল ফিলমোর। উইলসনের পিস্তল হোলস্টার থেকে অর্ধেক বের হয়ে এসেছে। বলতে গেলে উইলসনের মুখের ওপর সিক্সগান ধরে গুলি করল ফিলমোর। ওদিকে কম্বলের তলায় সিক্সগানের নল ঘোরাতে চেষ্টা করছে টিমন্স, একই সঙ্গে উঠে বসার চেষ্টাও করল। ট্রিগার টিপল তাক না করেই, আন্দাজে। গুলিটা ফিলমোরের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। খুবই ধীরস্থির মানুষ ফিলমোর, কাজে ভুল করা তার ধাতে নেই। টিমন্স আধবসা হতেই সরাসরি বুকে গুলি করল সে। আস্তে করে আবার শুয়ে পড়ল টিমন্স, চোখ দুটো বুজে গেল, মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হলো না। আর কোনদিন বেরোবে না। তার পাশেই পড়ে আছে উইলসন। খোলা চোখ আকাশের দিকে। দেখছে না কিছুই। চোখে মরা মাছের ঘোলা দৃষ্টি।

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল গুলির আওয়াজ, নিস্তব্ধতা নামার পরও সিক্সগান তাক করে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল ফিলমোর। আস্তে আস্তে মাটি ছেড়ে উঠল এবারহার্ট, মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে আছে তার। ঠোঁট কাঁপছে। জীবনে এই প্রথম বলার মতো কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না।

নিষ্কম্প হাতে সিক্সগান রিলোড করল ফিলমোর।

'ঈশ্বর!' এতক্ষণে জবান ফিরে পেয়ে বলল এবারহার্ট, 'ওরা আমাদের খুন করতে চেয়েছিল!'

'তা চেয়েছিল।'

'তুমি যদি…আমি যদি…' ঘন ঘন ওঠানামা করল এবারহার্টের কণ্ঠার হাড়। 'তুমি ওদের শয়তানী বুঝলে কি করে!'

একটু আগেও ব্যাপারটা অতি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন কথা দিয়ে বোঝাতে চেয়ে অসহায় বোধ করল ফিলমোর। মনের মাঝে কোনকিছু গুছিয়ে উঠতে পারল না। একটা ব্যাপার তাকে সতর্ক করেনি, বরং বেশ কয়েকটা ব্যাপার চোখে পড়ায় সে সাবধান হয়ে যায়। মাথা নাড়ল ফিলমোর। 'মনে হয় বিপদের গন্ধ পেয়েছিলাম।' মাটিতে পড়ে থাকা লাশ দুটোর দিকে তাকাল। মনে পড়ল জন ব্র্যাডলি মার্টি স্টোনের ব্যাপারে কি বলেছিল। এখানে ফাঁদ পাতা কি স্টোনের পরিকল্পনা? ভাবল ফিলমোর, নাকি ওর দলের লোক দু'জনের নিজস্ব লোভ? ঘটনা যেভাবে গড়িয়েছে তাতে নতুন প্ল্যান অনুযায়ী চলতে হবে তাকে। এবারহার্টের দিকে তাকাল। 'লিউস্টনে তোমাকে একাই যেতে হবে, ফিল। ওদের ঘোড়াগুলো ধরে আনো। ওগুলো নিয়ে গোল্ড টাউনে ফিরব আমি।'

# সতেরো

জাজ টরভিনের অফিসে বসে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে এমন সময় বাইরে হট্টগোলের আওয়াজ পেল মার্টি স্টোন। প্রথমে ব্যাপারটাকে সে গুরুত্ব দিল না। নতুন কোথাও সোনা পাওয়া গেলে বা অন্য কোন ছোটখাট কারণ পেলেই ক্ষণিকের জন্যে উত্তেজিত হয়ে যায় গোল্ড টাউনের নিরানন্দ জনতা। হয়তো সেলুনের ভেতর মারামারি বেধেছে দুই মাতালের, রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে তারা লড়তে লড়তে। ব্যস, এক দঙ্গল লোক জুটে গেছে তাদের উৎসাহ দিতে। আরও

কিছুক্ষণ জাজের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে ছিল স্টোনের, কিন্তু আজকে জাজের মনটা ভাল নেই, এমনকি নির্বাচন বা যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতেও উৎসাহ নেই, কাজেই খানিকটা বাধ্য হয়েই অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলো মার্টি স্টোন।

গ্রেভস্টোন পত্রিকার অফিসের সামনে বড় সড় একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। কৌতূহল বোধ করল না স্টোন, তবুও এগোল ওদিকে। শীতল অবহেলার হাসি ঝুলে আছে ঠোঁটে। ভাবছে এই অবেলায় বোকার মতো নির্বাচন উপলক্ষে সভার আয়োজন করেছে জন ব্র্যাডলি। রাস্তা পার হয়ে দোকানের দিকে পা বাড়াল স্টোন। যতটা পারে নিজের ক্ষতি করুক ব্র্যাডলি। নির্বাচনে জিততে হলে শুধু বক্তৃতা দিলেই চলে না, ঘটেও কিছু থাকতে হয়। আর পকেটে পয়সার কথা তো না বললেও চলে।

অনেক দিন আগেই নিজের পরিকল্পনা স্থির করেছে স্টোন। গত দু'বছর ধরে তিলে তিলে নিজের সুনাম গড়ে তুলেছে। এত সহজে সেই সুনাম ধূলিসাৎ করতে পারবে না ব্র্যাডলি।

প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখা তার স্বভাবে নেই, তবুও ব্র্যাডলিকে নিচু চোখে না দেখে পারছে না স্টোন। এটা সত্যি যে লোকটা গোল্ড টাউনে এসে বেশ একটা আলোড়ন তুলেছে। পত্রিকা বের হওয়ার পরবর্তী দশদিন সে ছিল শহরের সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু তার চালে মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ক্লে অ্যাবোট আর ব্র্যাডলি মিলে শহরে আইনের শাসনের যে ধুয়ো তুলেছে তাতে ব্র্যাডলির কোন লাভ হয়নি, লাভের ফসল ঘরে তুলবে আসলে সে, মার্টি স্টোন। সেজন্যে তেমন কিছুই তাকে করতে হবে না। স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে চললেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে।

কাউন্টি জাজ হিসেবে কোন প্রার্থী দাঁড় করায়নি ব্র্যাডলি আর অ্যাবোটরা। জাজ টরভিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাবে। তা-ই চায় স্টোন। জাজের ভেতর যোগ্যতা বলে আর কিছু নেই। ফুরিয়ে যাওয়া পরাজিত মানুষ। কাছ থেকে দেখেছে সে লোকটাকে, যাচাই করেছে। এখন যা আছে সেটা আসলে একটা খোলস। কোনমতে বেঁচে থাকার জন্যে একটা আড়াল দরকার জাজের, খোলসটা সেই আড়াল দিচ্ছে। টরভিন আসলে বেঁচে থেকেও মৃত। কোন আশা ভরসা উচ্চাকাঙ্ক্ষা

উৎসাহ–কিছুই নেই তার ভেতরে।

বাইরে থেকে দেখে জাজকে উচ্চবংশীয় চিন্তাশীল একজন প্রাজ্ঞ এবং রুচিশীল ভদ্রলোক বলে মনে হয়। খোলসটা ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ ঘটায় না তা নয়। জাজকে সামনে রেখে সে যদি শেরিফের অফিসে বসে তাহলে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।…আর একবার শেরিফের পদ দখল করতে পারলে ব্র্যাডলি এবং তার দোসররা কোনদিনই তাকে ছুঁতে পারবে না।

সব কূল রক্ষা করে চলতে পারার আত্মপ্রসাদ নিয়ে দোকানে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখল স্টোন, দেখল প্যাট কেসি বোর্ডওয়াক ধরে প্রায় ছুটে আসছে তার দিকে। থেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল স্টোন। লাল লাল ফুটকি ভরা চেহারা বেয়ে ঘাম নামছে কেসির। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওরা সানি উইলসন আর কেন্ট টিমন্স, স্টোন!'

'কি হয়েছে?' অজান্তেই গলা চড়ে গেল স্টোনের।

'জর্জ ফিলমোর মেরে ফেলেছে ওদের!' মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রেভস্টোন পত্রিকার অফিসের দিকে দেখাল সে। 'মাত্র লাশ নিয়ে ফিরেছে। বলছিল ওর আর ফিল এবারহার্টের ওপর হামলা করেছিল ওরা। লিউস্টনের ট্রেইলে হামলা করে। কয়েক ঘণ্টা আগে।'

'নির্বোধের দল!' চাপা স্বরে স্বগতোক্তি করল স্টোন। চিন্তিত চেহারায় ভিড়টা দেখে নিয়ে বলল, 'খুলে বলো পুরোটা। দেখি ওরা কতটা ক্ষতি করেছে আমাদের।'

ভয় পাওয়া লোকের মতো কাঁপা গলায় শুরু করল কেসি। স্টোনের মনে পড়ল, একটু বেকায়দা পরিস্থিতি দেখলেই ঘাবড়ে যায় কেসি। কখন সবকিছু গুবলেট করে দেবে তার নিশ্চয়তা নেই। সিদ্ধান্তে এলো, ভবিষ্যতে এর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। সামনের দু'সপ্তাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আতঙ্ক আর বকবক–দুটোই মস্ত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেসি থামতে ওপর নিচে মাথা দোলাল স্টোন।

'যা হওয়ার হয়েছে। ক্ষতি যা হওয়ার ওদের নিজেদেরই হয়েছে।…ল্যারি ব্রাফ কোথায়?'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মদের নেশা কাটাচ্ছে। কাল বিকেলে টিমন্সের সঙ্গে কি নিয়ে যেন ঝগড়া হয়েছিল, তাই অনেক বেশি খেয়েছে ব্রাফ।'

'ওকে খুঁজে নিয়ে এসো। কি ঘটেছে জানাবে।'

'মার্টি, তুমি কি...'

'নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ো না। মনে রেখো, আমাদের কোন বিপদ হবে না। চিন্তা কোরো না, যাও, ব্রাফকে নিয়ে এসো।'

দুই তস্করের মৃত্যুতে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না তা আসলে নয়। গ্রেভস্টোন পত্রিকার অফিসের দিকে তাকাল স্টোন। সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে ওদের মৃত্যু। গোল্ড টাউনের বাসিন্দাদের ওপর এর প্রভাব পড়বে সেটা অস্বীকার করছে না স্টোন। শহরবাসীর চোখে সাধারণ এক অনাকর্ষণীয় লোক থেকে কর্মঠ একজন সক্ষম পুরুষে পরিণত হবে ফিলমোর। জন ব্র্যাডলি বোকা নয়। সুযোগটা নিয়ে ফিলমোরের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা আরও জোরাল করবে লোকটা। কথা নয়, কাজে পরিচয়। সেজন্যেই শেরিফ পদে দরকার ফিলমোরের মতো পরীক্ষিত লোক। সহজে ফিলমোরকে আর অবজ্ঞা করা যাবে না।

উইলসন আর টিমন্সকে রিঙের লোক হিসেবে প্রচার করতে ভুল করবে না ব্র্যাডলি, এটা প্রায় নিশ্চিত। ব্র্যাডলি কোন বাড়াবাড়ি না করলেও স্টোনের ওপর লোকের আবছা একটা সন্দেহ পড়বেই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে সানি উইলসন তারই কর্মচারী ছিল। টিমন্সের সঙ্গে অতীতের যোগাযোগটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তাকে দেখা হবে সন্দেহের চোখে আর এদিকে ফিলমোরের বীরত্ব প্রভাব ফেলবে নির্বাচনে। বলা যায় না, হয়তো জিতেই যাবে লোকটা! তা হতে দেয়া যায় না। একটা উপায় আছে...

নিরবে সানি উইলসনকে অভিশাপ দিল স্টোন। শয়তানীটা উইলসনের তাতে কোন সন্দেহ নেই। টিমন্স তাকে সাহায্য করেছে কারণ চুপচাপ কাজ করে যাওয়া তার স্বভাবে ছিল না। অনেকদিন ধরেই এই দু'জন ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল, স্টোনের নেতৃত্ব মেনে নিতে সরাসরি আপত্তি না করলেও মেনেছে তারা অসন্তুষ্ট মনে। ভ্রূ কুঁচকাল স্টোন। আগেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এসবের সঙ্গে ল্যারি ব্রাফের জড়িত না থাকা। জানত না ব্রাফ। জানলে অবশ্যই টিমন্সের সঙ্গে যেত। টিমন্সকে মনে মনে পুজো করত সে। টিমন্স তার আদর্শ। ছায়ার মতো ওর সঙ্গে ঘুরত ব্রাফ, বন্ধুর প্রতি অবিচল আস্থা

রাখত।

কেসির মুখে জানা গেছে, গত কাল বিকেলে ওরা দু'জন ঝগড়া করেছে—ব্রাফ আর টিমন্স। সন্দেহ নেই ঝগড়া শুরু করেছে টিমন্স। চেয়েছে ব্রাফকে দু'একদিনের জন্যে ঝেড়ে ফেলতে। উইলসনের সঙ্গে একা হওয়ার জন্যেই ঝগড়ার আয়োজন। মাতলামি কাটলে মনটা খারাপ হয়ে যাবে ব্রাফের, অনুশোচনায় ভুগবে যে তার কারণেই ঝগড়া হয়েছে। সম্মান রক্ষা করে আবার খাতির জমানোর ফন্দি খুঁজবে। যখন জানবে টিমন্স নেই তখন তার কি প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারছে স্টোন। এটা আগামী দিনের ঝামেলা আগেভাগে দূর করার বেশ ভাল একটা উপায়। ব্রাফকে যদি কাজে লাগানো না যায় তাহলে ফিলমোরকে ঠেকানোর আর মাত্র একটা মাত্র উপায় আছে।

*

ফিলমোরের প্রতি বেশ কিছু প্রশ্ন আছে জনের। একান্তে সেগুলো জানতে হবে। ভিড়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে অনেক সময় ব্যয় হলো ফিলমোরের। যতই ফিলমোর বলে যে আসলে ব্যাপার কিছুই নয়, টিমন্স আর উইলসন হামলা করে বসায় তাদের শুধু ঠেকিয়েছে সে, ততই উৎসুক হয়ে ওঠে জনতা, কৌতূহল বেড়ে যায়, জিজ্ঞেস করতে থাকে বিস্তারিত ঘটনা শোনার জন্যে। শেষ দিকে রেগে গেল ফিলমোর। ঘন ঘন মাথা নেড়ে চেঁচাল, 'আর বলার কিছু নেই।'

চৌকো মুখটা লাল হয়ে গেছে বিরক্তিতে। ঠোঁটে চেপে বসেছে ঠোঁট। শেষ পর্যন্ত ব্র্যাডলি তাকে উদ্ধার করল। ভিড় ঠেলে ফিলমোরের দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'ওকে একটু দম নিতে দাও, ভাইরা। আরও যদি কিছু বলার থাকে তো আমি জেনে নিয়ে পত্রিকায় লিখে দেব। পত্রিকা পড়ে নিয়ো।...ফিলমোর, এসো আমার সঙ্গে। অফিসে চলো।'

ফিলমোরের হাত ধরে টান দিয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে বের হলো ব্র্যাডলি, সোজা পা বাড়াল অফিসের দিকে। বোর্ডওয়াকে উঠে ওদের দেখছে বেশ কয়েকজন দর্শক। তাদের মাঝে স্টোনও আছে।

'ওই যে স্টোন,' বিড়বিড় করে বলল ফিলমোর।

থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরে স্টোনকে দেখল ব্র্যাডলি। হঠাৎ করেই থেমে

গেল সমস্ত গুঞ্জন। একটা আওয়াজই আছে শুধু। দূর থেকে ভেসে আসছে। সিন্ডিকেট মাইনের মেশিনপত্র চলছে ঘড়ঘড় শব্দে। দু'পাশের লোকদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত নড করতে করতে পা বাড়াল স্টোন, সামনের গলিটা পেরিয়ে এগিয়ে এলো। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে লোকটার, এছাড়া চেহারায় অনুভূতির আর কোন প্রকাশ নেই।

মাটিতে পড়ে থাকা ব্ল্যাঙ্কেট মোড়া লাশ দুটোর ওপর স্থির হলো স্টোনের দৃষ্টি। কম্বল তুলে তাকাল। ব্র্যাডলি খেয়াল করল মুহূর্তের জন্যে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে স্টোনের চেহারা। এত দ্রুত সামলে নিয়েছে যে মনে হয় চোখের ভুল।

লাশ দুটোর হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করে পরীক্ষা করল স্টোন। মাথা দুলিয়ে অস্ত্র দুটো জায়গা মতো ফেরত দিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল। খুব ধীর গতিতে নড়ছে, ভিড়ের সবাইকে নিজের মনোভাব বোঝার সুযোগ দিচ্ছে আসলে। বুঝিয়ে দিচ্ছে এসবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। দায়িত্বশীল একজন নাগরিক হিসেবে কৌতূহল মেটাচ্ছে শুধু।

অভিনয়, ব্র্যাডলির তীক্ষ্ণ চোখ এড়াল না।

কথা বলছে না স্টোন। থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সিগার ধরিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল। ফিলমোরের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার।

খেয়াল করেছে ভিড়ের মধ্যে এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। স্টোন কি করে জানার কৌতূহল। নড়ছে না কেউ জায়গা ছেড়ে।

'ড্র করেছিল ওরা?'

'হ্যাঁ।'

'দু'জনই?'

মাথা দোলাল ফিলমোর।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ফিলমোরকে বিদ্ধ করল স্টোন। 'উইলসনের সিক্সগান থেকে গুলি ছোঁড়া হয়নি।'

'গুলি করার সুযোগ পায়নি ও।'

কথাটা চিন্তা করে দেখল স্টোন। চেহারা দেখে বোঝা গেল যুক্তিটা মেনে নিয়েছে। হাসল মৃদু, শীতল হাসি। 'সুযোগ দেয়ার কোন কারণ

তোমার ছিল বলে মনে হয় না। যখন কেউ অত সোনা নিয়ে রওনা হয় তখন...' কথা শেষ না করেই কাঁধ ঝাঁকাল স্টোন, ঘুরে দাঁড়িয়ে আফসোসের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'ওরা যাই করে থাকুক, একসময় আমার বন্ধু ছিল ওরা। ওদের কবরের খরচাটা আমিই দেব।'

একটু পর আন্ডারটেকার তার ওয়্যাগন নিয়ে এলো, লাশ দুটো তুলে নিয়ে চলে গেল। আরও কিছুক্ষণ ভিড় করে থাকল লোকজন, তারপর আস্তে আস্তে যে যার পথে চলে গেল। গ্রেভস্টোন পত্রিকা অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে একজন দু'জন করে দর্শকদের চলে যেতে দেখল ব্র্যাডলি। বেশির ভাগই যাবে সেলুনগুলোয়, ড্রিঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা করবে আজকের ঘটনা নিয়ে। একসময় প্রসঙ্গটা পুরোনো হয়ে যাবে। তবে তার আগেই সন্দেহ পরিণত হবে স্থির বিশ্বাসে, সত্যিটা পরিণত হবে অবিশ্বাস্য কল্পনায়—কাহিনী ডানা মেলবে, শাখা-প্রশাখা গজাবে। একসময় হয়ে যাবে কিংবদন্তী।

ব্র্যাডলির পেছনে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করল ফিলমোরের চেয়ার।

'কঠোর অথচ বন্ধুদের প্রতি ক্ষমাশীল একটা দুঃখী দুঃখী ভঙ্গি নিয়েছে স্টোন। আসলে কি লাভ হবে আশা করছে ও?'

'জানি না।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চিন্তিত চোখে ফিলমোরকে দেখল ব্র্যাডলি। 'কি হয়েছিল খুলে বলো, জর্জ। কিচ্ছু বাদ দেবে না। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে স্টোন তোমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা চালাবে।'

প্রিন্ট শপ একেবারেই নিরব। হেনরি আর ডিলি গেছে দুপুরের খাবার খেতে। পায়চারি করতে করতে ফিলমোরের বক্তব্য শুনল ব্র্যাডলি। বুঝতে পারছে ও তৈরি থাকুক বা না থাকুক, স্টোনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে।

'কোন সন্দেহ করতাম না আমি,' বলে চলেছে ফিলমোর, 'করলাম কারণ কাল রাতে তুমি আমাকে বলেছিলে যে স্টোন আসলে রিঙের নেতা। জানতাম উইলসন স্টোনের চাকরি করে। এটাও জানতাম যে স্টোন টিমন্সকে বাকিতে রসদপত্র দেয়। সম্ভবত এসব কারণেই আমি সতর্ক ছিলাম।'

আবার মুখ খোলার আগে দেয়ালের দিকে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফিলমোর। 'ট্রেইলে দুটো ঘোড়ার খুরের ছাপ

দেখেছিলাম। এক জায়গায় থেমেছিল লোক দুটো। তখন আন্দাজ মাঝরাত হবে। ছাপ তাই বলে। শিশির পড়ার আগের ছাপ। তারপর ওদের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। আগুনটা দেখলাম প্রায় নিভে গেছে। উইলসনের গল্পের সঙ্গে ব্যাপারগুলো মিলছিল না। তাছাড়া ওর কথা বলার ভঙ্গিটাও ভাল ছিল না। আগেও আমি মানুষকে এভাবে বকবক করতে দেখেছি। মনস্থির করে নিয়ে আক্রমণ করতে হলে অনেকেই এভাবে আগে বকবক করে পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে চায়।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'কাজেই ওরা যখন আক্রমণে গেল, তখন আমি পুরোপুরি তৈরি।'

'অনেক কিছুই তোমার নজর এড়ায় না, জর্জ,' প্রসংশার সুরে বলল ব্র্যাডলি।

'সাধ্যমতো চেষ্টা করি,' বিনয় করল ফিলমোর।

'স্টোনের পরিচয় জেনে যাওয়াতেই তুমি সতর্ক হয়ে ওঠো, তাই না? তার মানে ওটাই আসল তথ্য।'

'তাই? হ্যাঁ বোধহয়! কেন?'

'তুমি যদি না জানতে তাহলে সতর্ক হয়ে উঠতে না। ঠিক?'

'হ্যাঁ।' ভ্রূ কুঁচকাল ফিলমোর। 'কিন্তু আসলে কি বলতে চাইছ তুমি?'

BOIGHAR

'বলতে চাইছি স্টোন সম্ভবত মাথা গরম অস্থিরমতি লোক হিসেবে তোমাকে উপস্থাপন করতে চাইবে। ধরো স্টোন যদি পরিচিতদের বলে বেড়াতে শুরু করে যে তুমি আর এবারহার্ট সোনা নিয়ে লিউস্টনে যাচ্ছিলে এমন সময় পথে উইলসন আর টিমন্সের সঙ্গে দেখা হয়? বিপদে পড়েছিল ওরা, কোন ঝামেলা করার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ওরা যখন তোমাদের থামাল, ততক্ষণে তুমি এতটাই উত্তেজিত হয়ে আছ যে ওদের নড়াচড়াকে ভুল বুঝে গুলি করে বসলে। আগে গুলি করে পরে প্রশ্ন ছুঁড়েছ তুমি। তারপর মাথায় এসেছে নিজেকে বাঁচানোর চিন্তা কাজেই এবারহার্টকে একা লিউস্টনের দিকে পাঠিয়ে লাশ দুটো নিয়ে ফেরত এসেছ গোল্ড টাউনে। গল্প বানিয়েছ যে উইলসন আর টিমন্স তোমার ওপর হামলা করে বসে।'

'তোমার কি মনে হয় একথা স্টোন মানুষকে বিশ্বাস করাতে

পারবে?'

'আন্দাজ করছি চেষ্টা অন্তত করবে সে।'

'কাকে বলবে?'

'জাজ টরভিনকে ধরো। জাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল। স্টোন অনুরোধ করলে হয়তো মাইনারদের কমিটির মীটিং ডাকবে জাজ। হয়তো বিচারের ব্যবস্থাও করবে। তা যদি করে তাহলে রায়টা খুব দ্রুত কার্যকর হবে। এবারহার্ট ফিরে এসে তোমার পক্ষে সাক্ষী দেয়ার আগেই। কমিটির কাছে স্টোনের পরিচয় যদি প্রকাশ না করো তাহলে তোমার কথা ওদের বিশ্বাস করানো সহজ হবে না।'

মাথা দোলাল ফিলমোর। 'আর আমি যদি বলি তাহলে কি ঘটবে? কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে।' সামনে রাখা মদের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিল সে। 'আমি তোমার ওপর নির্ভর করছি। তোমরাই ভাল বুঝবে কি করা উচিত। যদি বলো তো চুপ মেরে থাকব আমি। যদি বলো তো মুখ খুলতেও আপত্তি নেই।'

দুটোর একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, এবং নিতে হবে ওকে, ব্যাপারটা মোটেই উপভোগ্য মনে হলো না ব্র্যাডলির। হাতে সময় দরকার। খুব বেশি নয়। ভার্জিনিয়া সিটি থেকে যে খবরটা পাওয়া গেছে সেটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে যতটা সময় লাগে। একবার গুজব রটতে শুরু করলে সহজেই কেসির মুখ খোলানো যাবে।' টেবিলে পড়ে থাকা এনভেলপটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ব্র্যাডলি। চিঠিটা ওদের রক্ষাকবচ হতে পারে।

বাইরে, বোর্ডওয়াকে ছুটন্ত বুটের আওয়াজ শুনল ওরা। দড়াম করে দরজা খুলে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল হেনরি এলি। জর্জ ফিলমোরকে দেখে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত গলায় বলল, 'পালাও এখান থেকে! জলদি!'

'কেন?' শান্ত নীল চোখ তুলে ছেলেটাকে দেখল ফিলমোর।

'তুমি টিমন্সকে খুন করেছ এটা জেনে গেছে ব্রাফ! সবার সামনে শপথ করেছে তোমাকে খুন করে ফেলবে। এই অফিসের দিকেই আসছে সে।'

'পেছনের দরজা দিয়ে বেরোও,' বলল ব্র্যাডলি। 'ওকে পথ দেখাও,

হেনরি!'

আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়াল ফিলমোর, মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'গোল্ড টাউন ছোট শহর। চিরকাল ওকে এড়াতে পারব না আমি।'

'জানি। ওকে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার সুযোগ দাও একটু।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। তোমার কোন বিপদ হবে না তো আবার?'

'হলে আমার সামলাবার ক্ষমতা আছে,' শুকনো গলায় বলল ব্র্যাডলি। 'দেরি কোরো না, পেছন-দরজা।'

ব্র্যাডলির বিপদ সামলানোর উপযুক্ততা আছে কিনা ভেবে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল ফিলমোর, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল হেনরির পেছনে, দরজা বন্ধ করে চলে গেল প্রিন্ট শপে। পেছনের দরজা খোলা-বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল ব্র্যাডলি। কোট র‍্যাকের কাছে চলে এলো ও, র‍্যাকে ঝুলন্ত গানবেল্ট থেকে নেভি কোল্ট .৩৮ বের করে সিলিন্ডার পরীক্ষা করে দেখল। সবকয়টা চেম্বারে নতুন গুলি ভরা আছে। ডেস্কের কাছে ফিরে এলো ব্র্যাডলি, ডেস্কের ওপর অস্ত্রটা রেখে আরাম করে চেয়ারে বসল। প্রয়োজনে ঝট করে তুলে নিতে পারবে অস্ত্র। ডুবে গেল চিন্তায়। মনটা শান্ত। অপেক্ষা করছে ব্রাফের জন্যে।

টগবগ টগবগ আওয়াজ তুলে রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়া চলে গেল। কোথায় যেন উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল একজন লোক। দরজার বাইরে পায়ের শব্দ! চেয়ার ঘুরিয়ে বসল ব্র্যাডলি, মুখের ভেতরটা শিরিষ কাগজের মতো শুকিয়ে গেছে, খসখস করছে। কপালে দপদপ করে লাফাচ্ছে একটা শিরা।

ভেতরে ঢুকল ডিলি।

ফোঁস করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ব্র্যাডলি।

'দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে, ডিলি?'

দানবাকৃতি প্রকাশক একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ঘরে আর নড়াচড়ার জায়গা অবশিষ্ট নেই। চোখের ভাষা পড়া যায় না। ঘন মোটা ভ্রূর নিচে চকচক করছে ওদুটো। ঠোঁটের কোণ থেকে টুথপিকটা বের করল সে, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দু'টুকরো করে ফেলল কালি মাখানো দু'আঙুলের চাপে।

'খাবার আমি একটু তাড়াতাড়িই খাই। আর আজকে ডেজার্টের

জন্যেও অপেক্ষা করিনি।' চুপ করে গেল ডিলি। তাকিয়ে আছে ডেস্কের ওপর রাখা অস্ত্রটার দিকে। 'ওটাতে কি গুলি ভরা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটার নড়াচড়া দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। সে নাকি বেশ দ্রুত।'

'ও ফিলমোরকে খুঁজছে, আমাকে নয়।'

'তা ঠিক। কিন্তু জলাতঙ্ক হওয়া পাগলা কুকুর কাকে কামড়াবে সেটা ভাবে না। যাকে পায় তাকেই কামড়ে দেয়।' সামনে ঝুঁকে ডেস্কের ওপর থেকে আপেলের সমান একটা গোল সীসে তুলে নিল ডিলি। 'এটা দিয়ে যেকারও মাথায় আলু গজিয়ে দিতে পারব আমি।'

'টাইপ সেট করা জরুরী কাজ। তুমি বরং ভেতরে যাও। ব্রাফকে আমি সামলাতে পারব।'

'বেশ, তুমি বললে তাই।'

ডেস্কের ওপর সীসের বলটা নামিয়ে রেখে হেলেদুলে মেশিন-ঘরের দিকে চলল ডিলি। দু'হাতের তালু ঘামছে, প্যান্টের উরুতে হাত মুছল ব্র্যাডলি। অধৈর্য হয়ে রাস্তার আওয়াজ শুনছে ও, চোখ পড়ে আছে সিক্সগানের ওপর।

একটু পর বোর্ডওয়াকে বুটের জোরাল আওয়াজ এগিয়ে এলো। দরজাটা খুলে গেল অফিসের।

উঠে দাঁড়াল ব্র্যাডলি। ডান হাতটা ডেস্কের ওপর, অস্ত্রের কাছে। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে পারি, ব্রাফ?'

ল্যারি ব্রাফকে দেখে মনে হলো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। দু'পা ফাঁক করে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদৃষ্টিতে ব্র্যাডলির দিকে তাকিয়ে আছে, কোন কথা নেই মুখে। চেহারা টকটকে লাল। লালচে কুঁতকুঁতে চোখের নিচে পুরু দুটো টোপলা ঝুলছে। প্রচুর মদ খাওয়ার ছাপ পড়েছে চেহারায়। মুখাবয়বে কেমন যেন একটা বোকা বোকা ভাব। যেন বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারছে না। দু'বার ঠোঁট নাড়াল, কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না মুখ দিয়ে।

ব্র্যাডলির নজর নিচে নেমে ব্রাফের কার্ট্রিজ বেল্টের ওপর স্থির হলো। মাত্র এক মুহূর্ত, তারপরই ব্রাফের পেছনে দাঁড়ানো লোকটার

দিকে তাকাল ও। হঠাৎ করেই বুঝতে পারল ব্রাফ কেন এত নিশ্চুপ।

ব্রাফের হোলস্টারে অস্ত্র নেই। অস্ত্রটা আছে পেছনে দাঁড়ানো লোকটার হাতে। ব্রাফের অস্ত্র নিয়ে নিয়েছে সে। সে-ই সম্ভবত গোল্ড টাউনে একমাত্র লোক যে ব্রাফের অস্ত্র কেড়ে নিলে ব্রাফ কিছু বলবে না।

ঋজু ভঙ্গিতে ব্রাফের পেছনে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে জাজ টরভিন!

# আঠারো

আলতো করে অস্ত্রটা ধরে রেখেছে জাজ। দেহের পাশে ঝুলছে হাতটা। অস্ত্র ব্যবহারের ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। তবুও অস্ত্রটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারল না ব্র্যাডলি। এতক্ষণে জাজের মনে পড়ল অস্ত্রটা এখনও ধরে আছে সে। কোটের ডানদিকের পকেটে ওটা চালান করে দিল। গ্রীষ্মকালে সবসময় সাদা সুট পরে জাজ। আজকেও সাদা সুট পরেছে। পরিষ্কার পোশাক। তবে হাতা দুটো অনেক ব্যবহারে একটু মলিন। অস্ত্রের ভারে কোটটা একদিকে ঝুঁকে পড়েছে। জাজের রুগ্ন ডানকাঁধের ওপর চেপে বসেছে মোটা কাপড়। জাজকে দেখে মনে হচ্ছে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আশ্চর্য হলেও সত্যি, এতে করে জাজের আভিজাত্য না কমে বরং বেড়েছে। অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্র্যাডলির দিকে তাকিয়ে আছে জাজ।

'আমি জর্জ ফিলমোরকে খুঁজছি। সে কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'একটু আগে তাকে এদিকে আসতে দেখা গেছে।'

'এসেছিল। তারপর বেরিয়ে গেছে।' সতর্ক হয়ে উঠল জন। একটু থেমে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ব্রাফের সঙ্গী হিসেবে তোমাকে মানাচ্ছে না। ফিলমোরকে কিজন্যে দরকার তোমার?'

'আজকে সকালে দু'জন লোককে খুন করেছে সে।'

'আত্মরক্ষার খাতিরে।'

'সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। মাইনারদের কমিটি চায় তাকে জেরা করা হোক। সে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, বিকেল তিনটের সময় মীটিং বসবে। তোমার জায়গায় আমি হলে ফিলমোরকে উপস্থিত হতে পরামর্শ দিতাম।'

'তোমার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল ব্র্যাডলি। রেগে গেছে। এক পা সামনে বাড়ল। 'একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। তোমরা আবার কবে থেকে মানুষের ভাল-মন্দে উদগ্রীব হয়ে উঠলে? এতদিন তো মাইনারদের কমিটি বকবক করা ছাড়া আর কোন কাজ করেনি। এখন হঠাৎ কি এমন ঘটল যে এত তড়িঘড়ি করে মীটিং ডাকা হচ্ছে?'

'মানুষের ধৈর্যের একটা বাঁধ থাকে। সেটা ভেঙে গেলে...'

'সত্যি কথা বলতে আগে কখনও তোমার মধ্যে দ্বিধা দেখিনি, জাজ,' গম্ভীর স্বরে বলল ব্র্যাডলি। 'নিরপেক্ষতার অভাব দেখিনি। চোখ বুজে থাকার লোক বলেও তোমাকে মনে হয়নি কখনও। এখন আমি আর ততটা নিশ্চিত নই তোমার ব্যাপারে। তোমরা গা নাড়াচ্ছ কারণ স্টোন তোমাদের তাগাদা দিয়েছে, তাই না?'

মুহূর্তের জন্যে রাগ আর অনেক আগের সেই গর্বের একটা মিশ্র ছাপ পড়ল জাজের চেহারায়। দ্রুতই নিজেকে সামলে নিল। শুকনো গলায় বলল, 'বিকেল তিনটে। ফিলমোরকে জানিয়ে দিয়ো।'

'দেব।' ব্র্যাডলি বুঝতে পারছে দুর্বল হয়ে গেছে জাজ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে প্রভাবিত করা যাবে। এখনও লোকটার ভেতরে ইস্পাত আছে।

ব্রাফ এখনও মুখ নিচু করে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারা দেখে মনে হয় চারপাশে কি ঘটছে সেব্যাপারে সচেতন নয়। ঘরের আলোয় যেন অসুবিধে হচ্ছে, চোখ কুঁচকে রেখেছে। ব্রাফের দিকে ফিরল জাজ, পকেট থেকে সিক্সগানটা বের করে ব্রাফের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'অস্ত্র ফেরত পাচ্ছ তুমি। কিন্তু ওটা ব্যবহার করবে না। কি বলেছি বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ।'

'ফিলমোর বিচারের সম্মুখীন হবে, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। রায় যাই হোক তোমাকে তা মানতে হবে।'

'কিন্তু কেন্ট টিমন্স আমার বন্ধু ছিল!'

'রায় যদি না মানো,' অধৈর্য স্বরে বলে চলল জাজ, 'তাহলে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে তোমাকে। যাতে ঝুলতে হয় সেটা আমি নিশ্চিত করব। তোমার মতো লোকরা গোল্ড টাউনের আইন নিয়ে অনেক খেলেছে, আর নয়।'

কোন জবাব দিল না ব্রাফ। অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরে জাজকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল বাইরে। দু'হাতের টানে কোটটা ঠিক করল জাজ। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না ব্র্যাডলিকে। জাজ দরজার দিকে পা বাড়ানোর পর ব্র্যাডলি বলল, 'চমৎকার একটা বক্তৃতা শুনলাম। আমার জন্যে এর মধ্যে কোন উপদেশ আছে?'

দরজায় এক হাত রেখে থমকে দাঁড়াল জাজ। ঝুঁকে পড়া কাঁধ টান টান করল। রাস্তার দিকে চোখ রেখে নিচু স্বরে বলল, 'না, ব্র্যাডলি, তোমাকে কিছু বলার নেই আমার।'

চলে গেল জাজ।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে জন। চেয়ারে ধপ করে বসল। টের পাচ্ছে, কোথায় কি যেন একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জাজ টরভিনকে যতটুকু চেনে তাতে অন্যের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হবার বান্দা নয় সে। কিন্তু এটাও ঠিক যে সন্দেহ নেই স্টোন জাজকে চালাচ্ছে এখন। উদ্দেশ্য কি স্টোনের? স্টোন কি এতই নিশ্চিত যে জাজকে দিয়ে ফিলমোরকে অপরাধী সাব্যস্ত করাতে পারবে? নাকি নিজের ওপর যে সন্দেহের ছায়া পড়েছে সেটা কাটানোর জন্যে মানুষের নজর ফিলমোরের ওপর পড়ুক তাই চাইছে? ঘটনা যাই হোক, দেখে মনে হচ্ছে জাজকে প্রভাবিত করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করছে স্টোন।

আপন মনে মাথা দোলাল ব্র্যাডলি। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার ফিকির হতে পারে এটা স্টোনের। তাই যদি হয় তো বলতে হবে না-বুঝে তাঁবেদারি করছে জাজ। কিন্তু তাহলে যে ব্রাফের অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে তার কি ব্যাখ্যা? স্টোন নিজে হলে ব্রাফকে ঠেকানোর জন্যে একটা

আঙুলও তুলত না। বরং চাইত ফিলমোরকে ব্রাফ শেষ করে দিক। ভঙ্গুর এক বৃদ্ধ মানুষের মধ্যে হঠাৎ কি এত পরিবর্তন ঘটল যে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার মতো ঝুঁকি-পূর্ণ একটা কাজ করতে ভয় পেল না সে? গোল্ড টাউনে আর একজন মানুষও নেই যে ব্রাফের সিক্সগান কেড়ে নিতে সাহস করবে বা ইচ্ছে করবে। জাজ কাজটা করেছে। কেন?

'কই,' মেশিন-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল ডিলি, 'আমি তো মেঝেতে কোন লাশ দেখতে পাচ্ছি না! কথা বলে ওকে শান্ত করতে পেরেছ তাহলে!'

'না, যা করার জাজ করেছে।' উঠে দাঁড়াল ব্র্যাডলি, অস্ত্রটা নিয়ে হোলস্টারে পুরল। পরে নিল গানবেল্ট। বলল, 'জর্জ ফিলমোরকে খুঁজে বের করতে হবে। কমিটি বিচারের উদ্দেশ্যে একটা মীটিং ডাকছে।'

'আর তুমি বোধহয় বিবাদী পক্ষের উকিলের দায়িত্ব নেবে। কি, ঠিক বললাম?'

ওপর নিচে মাথা দোলাল ব্র্যাডলি। হ্যাট চাপিয়ে নিল মাথায়। ডেস্কের ওপর থেকে এনভেলপটা তুলে নিল।

ডিলির চোখ স্থির হলো ওর কোমরে, সিক্সগানের ওপর। তামাকের ঢেলা আরেক গালে চালান দিয়ে বলল, 'অস্ত্র সঙ্গে নিচ্ছ দেখছি। ঠিকই আছে, মাইনারদের কমিটি সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে ওটা তোমার কাজে লাগতে পারে।'

*

গোল্ড টাউনে এত বড় কোন বাড়ি নেই যেখানে মীটিং করা যেতে পারে। অজস্র মানুষ এসেছে মীটিঙে। শহরের একজন পুরুষও বাদ যায়নি। দূরদূরান্তে বিচারের খবর পৌঁছে গেছে। পাহাড় থেকে দল বেঁধে এসেছে মাইনাররা। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো যে শহরের পশ্চিম সীমান্তের বাইরে বার ক্রীকের ধারে যে খোলা মাঠটা আছে সেখানে মীটিং বসবে।

গত এক সপ্তাহ ধরে এখানে বক্তৃতা করেছে এক যাজক। মাইনাররা ছিল তার শ্রোতা। সে-উপলক্ষে একটা স্টেজও বানিয়েছিল যাজক। এখন সেটা কাজে এলো। স্টেজের ছাদ তৈরি করা হয়েছিল ঝোপ দিয়ে, যাতে যাজকের মাথায় রোদ না পড়ে। সেই আচ্ছাদনের

তলায় এখন একটা চেয়ার আর একটা টেবিল ফেলা হয়েছে কমিটির সভাপতি জাজ টরভিনের জন্যে। টেবিলের ওপর রাখা আছে হুইস্কির খালি একটা বোতল। ওটা দিয়ে হাতুড়ির কাজ চালানো হবে সভায় বাড়াবাড়ি রকমের হৈ-চৈ হলে। সভাপতির আসনের ডানদিকে রাখা আছে দুটো বেঞ্চি। সেগুলোর একটাতে বসে আছে মার্টি স্টোন, অপরটাতে জর্জ ফিলমোর, ব্র্যাডলি, ক্লে অ্যাবোট, হেনরি আর অ্যাবনার ডিলি।

নিয়ম বর্ণনা করা হলো। দর্শকরা জুরির দায়িত্বও পালন করবে। রোদের নিচে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কিছু লোক স্রেফ দর্শক। দূর থেকে ঘোড়ায় বা খচ্চরের পিঠে বসে কি ঘটে দেখছে।

উত্তেজিত হয়ে আছে মানুষজন, ব্যাপারটা পছন্দ হলো না ব্র্যাডলির। পরিবেশে বিস্ফোরণ ঘটার প্রচ্ছন্ন আভাস। লোক যত বাড়ছে ততই বাড়ছে উত্তেজনা। একটা কিছু ঘটার অপেক্ষা করছে সবাই। কিসের অপেক্ষা সেটা জানে না, কিন্তু আস্তে আস্তে অধৈর্য হয়ে উঠছে, গল্প শুরু করছে উঁচু গলায়। একে ওকে ডাকছে। সুযোগ পেলেই বাধিয়ে দিচ্ছে তর্ক।

ভিড়ের ওপর চোখ বোলাল ব্র্যাডলি। প্রয়োজনের বেশি হুইস্কির বোতল দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল। অনেক লোক ইতিমধ্যে মাতাল হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই আজকে যেন সশস্ত্র! গজগজ করছে অনেকে, ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করছে। ওরা স্টোনের লোক। স্টোন হয় ওদের নিয়োগ করেছে, নয়তো স্টোনের প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণে তার পক্ষ নিতে এসেছে তারা।

'আজকে সারাদিন বিনা পয়সায় হুইস্কি বিলিয়েছে স্টোন,' বিড়বিড় করে বলল অ্যাবোট। 'কি চায় ও?'

চুপ করে থাকল জন, কোন জবাব দিল না। আজকের এই সভা উপলক্ষে স্টোনের হুইস্কি বিতরণকে অনেকে বলবে রাজনীতিবিদের নিষ্পাপ প্রচেষ্টা। দলে লোক টানার জন্যে উদার হাতে খরচ করছে স্টোন। কাজটা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো হয়েছে এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে ব্র্যাডলি। ইচ্ছে করেই লোকের হাতে হুইস্কির বোতল তুলে দিয়েছে স্টোন। তার উদ্দেশ্য বুঝতে বেগ পেতে হয় না। বিচারের রায় বিপক্ষে

গেলে গোলমাল শুরু করার চেষ্টা করবে এ তারই প্রস্তুতি।

শান্ত উদাসীন একটা ভাব ধরে রেখে বেঞ্চে বসে আছে স্টোন। ভিড়ের উত্তেজনা তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। সাদা একটা রুমাল দিয়ে পালিশ করা বুট জুতোর ওপর থেকে ধুলো মুছছে সে। মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না ব্র্যাডলি। অতি ধুরন্ধর লোক এই স্টোন। যেকোন সময় যেকোন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার অসাধারণ গুণের অধিকারী। জনতার তাকে পছন্দ না করার কোন কারণ নেই। যা হচ্ছে এখানে সেটার জন্যে স্টোন দায়ী নয়। স্টোন একা কিছু করছে না। নিয়ম পালনের মাধ্যমে স্টোন শুধু সচেতন একজন নাগরিকের দায়িত্ব পালন করছে। ন্যায় বিচার আশা করা দোষের কিছু নয়।

সাহসী লোক স্টোন। তারওপর জাজের ওপর তার প্রভাবটাও কম নয়। জনতা স্টোনকে সৎ একজন ভদ্রলোক হিসেবে জানে। সর্বোপরি, স্টোনের নিজের লোকদের কাছে অস্ত্র আছে। স্টোন বললে গুলি শুরু হবে, সন্দেহ নেই। সবকিছু বিচার করে দেখলে মনে হয় স্টোনের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া বর্তমান অবস্থায় নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু তাই বলে চুপ করে থাকাও সম্ভব নয়। তাহলে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাজ টরভিন, টেবিলের ওপর বোতল দিয়ে ঠকঠক আওয়াজ করে সবাইকে চুপ করতে নির্দেশ দিল। একটু সময় লাগল, কিন্তু ধীরে ধীরে থেমে গেল কোলাহল। চিন্তিত চোখে জাজের চেহারা দেখল ব্র্যাডলি। ফ্যাকাশে একটা ক্লান্ত ম্রিয়মান মুখ। চোখ দুটো শুধু জীবন্ত। আচ্ছাদনের ফাঁক দিয়ে একচিলতে রোদ এসে পড়েছে জাজের পাকা চুলে। সবাই চুপ হয়ে যেতে বোতলটা টেবিলে নামিয়ে রাখল জাজ। শান্ত স্বরে শুরু করল বক্তব্য। নাগরিকদের তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করছে। শিরশির করে উঠল জনের মেরুদণ্ড। কয়েক বছর আগের একটা স্মৃতি মনে পড়েছে। তখনও আদালতে এভাবে বসে ছিল ও। শান্ত স্বরে কথা বলছিল জাজ।

কোর্টরুমের পরিবেশটা ছিল গুমোট গরম। উপত্যকার মানুষ আর পাহাড়ী মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাশাপাশি গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে ছিল। একই অঞ্চলের দু'দল মানুষ, পাহাড়ী আর উপত্যকার মানুষ, অথচ কত গভীর বিভেদ, কী ভীষণ পার্থক্য। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

একজন মানুষের জীবন ঝুলছিল রায়ের সূক্ষ্ম সুতোয়। বিবাদী পক্ষের উকিল তীব্র গলায় তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল, বলেছিল জাজের উচিত এই কেসে বিচারকের পদ থেকে অব্যহতি নেয়া। কারণ হিসেবে বলেছিল, খুন হওয়া লোকটা জাজের ভাতিজা, কাজেই বিচারে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থেকে যায়। টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছিল। উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল দু'দল মানুষ। বিচারের দাঁড়িপাল্লা একটু যদি হেলে পড়ে, সে যেকোন দিকেই হোক, এই শান্ত কোর্টরুম পরিণত হবে রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে।

তারপর শান্ত নিরুত্তেজিত স্বরে কথা বলে উঠল জাজ। দায়িত্ব হতে অব্যহতি নিতে অস্বীকৃতি জানাল। বিবাদী পক্ষের উকিলের উদ্দেশে বলল, 'রক্ত পানির চেয়ে গাঢ়। গত তিরিশ বছর ধরে আমি এই কোর্টে বিচার করছি। যখন আমি বিচারক তখন রক্তের কোন সম্পর্ক থাকে না আমার কারও সঙ্গে। তখন আমি শুধুই বিচারক, কাজেই অব্যহতি নিচ্ছি না আমি।'

দু'দিন পর কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে এলো জন ব্র্যাডলি, মুক্ত একজন স্বাধীন মানুষ। জুরিদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছে জাজ, যে ঘটনার পারম্পর্য বিচার করে দেখলে জন টরভিনকে অপরাধী ভাবার কোন কারণ নেই। আত্মরক্ষা করেছে সে। জন ব্র্যাডলি বিনা শর্তে মুক্তি পাবার যোগ্য। নিরপরাধ সে।

জাজের সঙ্গে একমত না হওয়া সম্ভব। সম্ভব তিক্ত একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া। অবস্থা এমন হতে পারে যে মিত্রতা হবে না কোনদিনই। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে, জাজকে কেউ ঘৃণা করতে পারবে না সুস্থ মস্তিষ্কে। ন্যায় বিচার আর ভদ্রতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে মানুষটার সঙ্গে।...অন্তত ছিল তাই, ভাবল ব্র্যাডলি। এখন যদি সে বদলে গিয়ে থাকে, যদি পরিণত হয় স্টোনের হাতের ক্রীড়নকে?

মার্টি স্টোন তার বক্তব্য শুরু করেছে। কিছুক্ষণ শুনতেই শীতল রাগে গা রী-রী করে উঠল ব্র্যাডলির। স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছে স্টোন। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কাজটা সে করছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। বলল সবসময়েই জর্জ ফিলমোরকে শ্রদ্ধা করেছে সে অন্তর দিয়ে। এখনও তাকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু দু'জন মানুষ মারা

গেছে। তাদের পক্ষ নিয়ে ন্যায় বিচার দাবি করা কর্তব্য বলে মনে হওয়াতেই মীটিঙের আবেদন করেছে সে।

'আমি বলছি না সানি উইলসন আর কেন্ট টিমন্স সাধু ছিল।' ভিড়ের ওপর চোখ বুলাল স্টোন। 'আমরা যারা গোল্ড টাউনে বাস করি তাদের কেউই সাধুসন্ত নয়। কিন্তু ওরা আমার বন্ধু ছিল। এটুকু বলতে পারি যে তাদের কখনও কোন আইনবিরোধী কাজে জড়াতে দেখিনি। তাদের বিরুদ্ধে গোল্ড টাউনের আর কারও কোন অভিযোগ আছে বলেও শোনা যায়নি, অপরাধ প্রমাণ হওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু ফিলমোর বলছে ওরা শুধু ডাকাতির চেষ্টাই করেনি, ফিলমোরকে মেরে ফেলতেও চেষ্টা করেছে।'

বেঞ্চে বসে থাকা ফিলমোরকে ছুঁয়ে গেল স্টোনের দৃষ্টি। আবার জনতার দিকে তাকাল। 'কেউ যখন অনেক টাকার সোনা নিয়ে কোথাও রওনা হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই আশঙ্কায় ভোগে। এমনও হতে পারে যে কিছু একটা দেখেছে বলে মনে করছে অথচ আসলে জিনিসটা ওখানে হয়তো নেই, বা ছিল না। ভুল শুনতে পারে, ভুল দেখতে পারে–উত্তেজিত অবস্থায় ভুল হতে পারে। স্নায়ু হয়তো চাপ সহ্য করতে পারল না।' হাসল স্টোন। 'এপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে ঘটনাটা শুনেছিলাম। এক বুড়ি চাকরানির ভয় ছিল রাতে কেউ তার ঘরে ঢুকবে। বুড়ি এতই ভয় পেত যে বালিশের নিচে গুলি ভরা একটা সিক্সগান নিয়ে ঘুমাত। এক জ্যোৎস্না রাতে ঘুম ভাঙল তার। জানালার দিকে তাকিয়ে মনে হলো চৌকাঠে একটা হাত রেখেছে কেউ। এখনই ঘরে এসে ঢুকবে...'

জমিয়ে গল্প বলে যাচ্ছে স্টোন। ব্র্যাডলি টের পাচ্ছে প্রচ্ছন্ন ভাবে ফিলমোরকে হেয় করছে লোকটা। স্টোনের উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি হলো না ওর। প্রথমে লোকটা উইলসন আর টিমন্সকে জনতার কাছে ভাল মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করবে। তারপর ফিলমোরকে উৎকণ্ঠিত একজন ভীতু মানুষ হিসেবে প্রচার করবে। এমনই ভয় পেয়েছিল ফিলমোর যে নিজের ছায়া দেখেও আঁৎকে উঠে গুলি করে বসতে পারত। একই ঢিলে দুই পাখি মারছে স্টোন। পরিস্থিতি এমন ভাবেই নিজের অনুকূলে নিয়ে আসছে যাতে গ্রেভস্টোন পত্রিকা পরবর্তীতে

উইলসন আর টিমন্সের নামে খারাপ কিছু লিখতে না পারে। একই সঙ্গে ভোটারদের চোখে ফিলমোরকে আতঙ্কিত একজন অযোগ্য লোক হিসেবে উপস্থাপন করছে। মাইনারদের কমিটি যদি ফিলমোরকে দোষী সাব্যস্ত নাও করে তবু তার নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা কমে যাবে।

সেই বুড়ি চাকরানি ভয় পেয়ে গুলি করে নিজের পায়ের গোড়ালি উড়িয়ে দিয়েছিল। রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা শেষ করল স্টোন। বলার ভঙ্গিটা এতই চমৎকার যে ভিড়ের মধ্যে হাসির হুল্লোড় উঠল। চিৎকার করে স্টোনের প্রশংসা করল কয়েকজন মাতাল। ভিড়ের মাঝে ধাক্কাধাক্কি করে জায়গা করে নিয়ে আকাশে সিক্সগান খালি করল একজন। লোকটাকে নিরস্ত্র করে সবাইকে চুপ করাতে বেশ সময় ব্যয় হলো জাজ টরভিনের। এরই ফাঁকে চোখে প্রশ্ন নিয়ে ব্র্যাডলির দিকে তাকাল ফিলমোর।

'কি ঠিক করলে? স্টোনের আসল পরিচয় ফাঁস করব আমরা?'

'না বললে চলবে কেন!' জোর দিয়ে বলল ক্লে অ্যাবোট।

মাথা নাড়ল ব্র্যাডলি। লড়াই যদি বাধে তাহলে ফিলমোরের পক্ষে ওরা যে দু'একজন আছে, তাদের জেতার সম্ভাবনা নেই। স্টোনের লোকবল আপাতত অনেক বেশি। তাছাড়া সাধারণ মানুষকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। তারা যার পক্ষ নেবে জিত হবে তারই। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ উত্থাপন করলে সাধারণ মানুষের মনে স্টোনের প্রতি সহানুভূতি জাগবে। সবার ধারণা হবে ফিলমোরকে বাঁচাতে গিয়ে খামোকা স্টোনের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা হচ্ছে। তাছাড়া এখন যদি জন প্রমাণের চেষ্টা করে যে স্টোন রিঙের নেতা তাহলে সন্দেহ নেই যে কোনকিছু প্রমাণের আগেই এখানে গোলাগুলি রক্তারক্তি আরম্ভ হয়ে যাবে।

'আপাতত কিছু বলা যাবে না স্টোনের নামে,' নিচু গলায় ফিলমোরকে জানাল জন। 'হাতে দু'একটা ভাল তাস আছে আমার। সেগুলো খেলে দেখি আগে কি হয়।'

বিচারের কাজ এগিয়ে চলেছে। একজনের পর একজন সাক্ষি আনছে স্টোন। তারা সবাই একই বক্তব্য দিচ্ছে। উইলসন আর টিমন্স ভাল লোক ছিল। কঠোর পরিশ্রমী সৎ লোক ছিল। কারও সঙ্গে বিরোধে

ছিল না। ওদের শখ বলে ছিল শিকার। বেশ কয়েকজন এব্যাপারে তাদের সমর্থন দিল যে খুন হওয়ার আগের বিকেলে স্টোনের র‍্যাঞ্চে উইলসনের সঙ্গে দেখা করে টিমন্স। ওরা দু'জন যে পাহাড়ী কুগারের পিছু নেয় সেটা জানাল কয়েকজন কাউবয়। যদিও ওরা যেখানে মারা যায় সেখান থেকে শিকারের জায়গা অনেক দূরে তবে এটাও সত্যি যে কুগার বিস্তৃত একটা অঞ্চলকে নিজের এলাকা বলে ধরে নিয়ে বিচরণ করে। আহত কুগারের পিছু নিয়ে অতদূরে যাওয়া মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যখন কথা বলার সময় এলো ফিলমোরের, অতি সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য পেশ করল সে। সামনে উপস্থিত মানুষগুলো যেন তার কথা বলার ক্ষমতা আরও কমিয়ে দিয়েছে! কথা বলতে বলতে অস্বস্তি নিয়ে নড়াচড়া করল ফিলমোর, চেহারা দেখে মনে হলো ক্লান্ত এবং বিরক্ত। স্টোন তাকে জেরা করল। ফিলমোরের সংক্ষিপ্ততা যতটা সম্ভব কাজে লাগাল ওর বিরুদ্ধে।

'তুমি বলেছ ওদের দেখা মাত্র কিছু একটা বদমতলব আছে বলে মনে হয় তোমার। কেন?'

'কারণ আছে।'

'কি কারণ?'

বলল ফিলমোর, কিন্তু বলার ভঙ্গিটা জোরাল নয়। বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না।

'তাহলে তুমি এসব দেখে নিশ্চিত হয়ে গেলে,' টিটকারির সুরে বলল স্টোন। 'ভেবে নিলে যে ওরা তোমাকে খুন করার জন্যে, ডাকাতি করার আশায় ওঁৎ পেতে আছে। এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা? সন্দেহ আর প্রমাণ তো এক জিনিস নয়!'

'সন্দেহ আর প্রমাণ দুটোই ছিল,' একগুঁয়ে স্বরে জানাল ফিলমোর, 'আমার পায়ের কাছে যদি একটা র‍্যাটল স্নেক কুণ্ডলি পাকায় তাহলে ওটার উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি হওয়ার কথা?'

'দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। তোমার সামনে র‍্যাটল স্নেক ছিল না। যা বলার স্পষ্ট করে বলো।'

'সানি উইলসন আর কেন্ট টিমন্স কি জাতের মানুষ সেটা আমার

জানা ছিল।' ফিলমোর রেগে যাচ্ছে বোঝাতে না পেরে। মুখটা লাল হয়ে যাচ্ছে। 'আমি জানতাম ওরা খুনী-ডাকাত।'

স্টোনের বাম চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপল বারকয়েক। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তাকিয়ে আছে ফিলমোরের দিকে। দ্রুত এক পা সামনে বাড়ল। 'কি করে জানলে?'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ফিলমোরের। বলল, 'জানতাম। ব্যস, এ-ই। এখনই বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না।'

তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটে নিয়ে আপাতত ফিলমোরের কাছে আর কোন প্রশ্ন নেই সেকথা জাজকে জানাল স্টোন। ভিড়ের দিকে ফিরে উঁচু স্বরে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, কি বুঝলে? ফিলমোর বলছে তার সন্দেহ হয়। বলছে সে নাকি আগেই জানত উইলসন আর টিমন্স খুনী-ডাকাত! কিন্তু কিভাবে জানত তা সে বলছে না!'

উঠে দাঁড়াল ব্র্যাডলি, গম্ভীর চেহারায় নড করে ফিলমোরকে আশ্বস্ত করতে চাইল। থামল ঠিক জাজের পেছনে। ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমি বলতে পারি কিভাবে ফিলমোর আগেই জানত যে ওরা খুনী-ডাকাত।'

ঠাট্টা করে মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল স্টোন। 'তাহলে আমাদের বলো, মিস্টার ব্র্যাডলি। আমরাও একটু শুনি।'

পকেট থেকে বের করে লম্বা খামটা নাড়ল ব্র্যাডলি। ভিড়ের ওপর ঘুরছে দু'চোখ। ইচ্ছে করেই সময় নিচ্ছে যাতে লোকে উৎসুক হয়ে ওঠে। ল্যারি ব্রাফকে দেখল, স্টোনের কাছেই সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে ক্লান্ত চেহারায়। ভিড়ের একপাশে অ্যানিকেও দেখল, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, চোখ স্টেজের দিকে। একমুহূর্ত দৃষ্টি বিনিময় হলো, তারপর চোখ সরিয়ে নিল অ্যানি।

'কয়েক সপ্তাহ আগে,' শুরু করল ব্র্যাডলি, 'পিট এলিকে হত্যা করা হয়। ডাকাতি হয়ে যায় তার জমানো সোনা। আমি জানি তোমরা কেউ তার কথা ভোলোনি। ভাল মানুষ ছিল পিট এলি। সে যাই হোক, তোমরা যারা গোল্ড টাউনে আইনের শাসন কায়েম করার ব্যাপারে আপোষহীন তাদের জানা উচিত যে পিট এলির হত্যাকাণ্ড কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এশহরে অপরাধ প্রবাহের ক্ষুদ্র একটা উদাহরণ। গত দু'বছর ধরে গোল্ড টাউনের আইনগত পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে

সেটা কারও অজানা থাকার কথা নয়। সবাই জানে অপরাধ কারা ঘটাচ্ছে, কিন্তু কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না। জানা যায় রিং নামের একটা সুসংগঠিত অপরাধ সংগঠন নাকি কাজ করছে এখানে। যা কিছু অপরাধ সবই নাকি তারা করে।'

থামল ব্র্যাডলি। ভিড়ের মধ্যে অস্বস্তি নিয়ে নড়াচড়া করছে মানুষ। হঠাৎ করেই জমে গেল তারা জায়গায়। পিনপতন নিরবতা। নিস্পৃহ হয়ে গেছে স্টোনের চেহারা, কিন্তু চোখ দুটোয় আগুন ঝলকাচ্ছে। মার্টি স্টোনকে উদ্দেশ্য করে আবার মুখ খুলল ব্র্যাডলি।

'আমি জেনেছি রিং নামের এই সংগঠনের সদস্যরা গোল্ড টাউনে ভদ্রলোকের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কয়েকজনের নামও আমার জানা আছে। কিন্তু এখনই তাদের আমি অভিযুক্ত করছি না। তবে এসব অন্য প্রসঙ্গ। কাজের কথায় আসি। যাদের আমি সন্দেহ করেছি তাদের অতীত জানার একটা চেষ্টা করি আমি। তাদের মধ্যে কেন্ট টিমন্স আর উইলসনও ছিল।...আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। আসলেই টিমন্স এবং উইলসন রিং নামের অপরাধী চক্রের সদস্য ছিল।'

স্টোনের সতর্ক চোখ জন ব্র্যাডলির হাতে ধরা খামের ওপর থেকে সরছে না।

খাম খুলে হেনরির আঁকা স্কেচ দুটো বের করল ব্র্যাডলি। 'আমি জানতে পারি যে গোল্ড টাউনে আসার আগে টিমন্স আর উইলসন ভার্জিনিয়া শহরে ছিল। কৌতূহলবশত তাদের স্কেচ আমি ওখানে শেরিফের কাছে পাঠাই। শেরিফের কাছে জানতে চাই এদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে কিনা। শেরিফের জবাব এসেছে। জবাবটা চমকপ্রদ। মিস্টার স্টোন, শেরিফের বক্তব্য শুনতে চাও তুমি?'

'বলো। শুনছি।' অস্বাভাবিক শীতল শোনাল স্টোনের কণ্ঠস্বর।

বাউ করে তির্যক ভঙ্গিতে স্টোনকে ধন্যবাদ জানাল ব্র্যাডলি, দেখল ফ্যাকাশে হয়ে গেছে স্টোনের চেহারা।

'টিমন্স আর উইলসন আসলে নাম ভাঁড়িয়েছে। উপযুক্ত কারণও ছিল তার। গোল্ড টাউনে যাদের আমরা টিমন্স আর উইলসন নামে চিনতাম তাদের আসল নাম ভার্জিনিয়া শহরের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী ভিন্ন। তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, খুন এবং জেল ভেঙে

পালানোর অভিযোগ রয়েছে। এখন শোনো, মিস্টার স্টোন, ভার্জিনিয়া সিটিতে এক মাইনারকে খুন করে ওরা। ডাকাতি করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। ধরা পড়ে যায়। বিচার হয় তাদের। রায় হয় ফাঁসি। রায় কার্যকর হওয়ার দু'দিন আগে যেকোনভাবেই হোক তাদের হাতে জেলের ভেতরই অস্ত্র পাচার করা হয়। জেল ভেঙে পালায় কথিত টিমন্স আর উইলসন। পালাবার সময় দু'জন ডেপুটি শেরিফকে হত্যা করে।'

চকের মতো সাদা হয়ে গেছে স্টোনের চেহারা। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। 'যা বলছ বুঝে বলছ?' গলা কেঁপে গেল।

'প্রমাণ ছাড়া কথা বলা আমার অভ্যেস নয়। এই খামের ভেতর যে চিঠিটা আছে সেটা ইচ্ছে করলে জাজ পড়ে দেখতে পারে।'

'ফিলমোর জানত যে ওরা...'

'জানত যে ওদের বিশ্বাস করা যায় না।'

স্টোনকে দেখে মনে হলো নিজের বিরুদ্ধে লড়ছে। মৃত টিমন্স আর উইলসনের পক্ষ নিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে। এতই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে যে আর বুঝি ফেরার কোন পথ নেই এখন। তবে ব্র্যাডলির মনে হলো অন্য কিছু লোকটাকে বিব্রত করছে, বিচারের রায় কি হবে সেটা নয়। বিচলিত চেহারায় সামনে বাড়ল স্টোন, থেমে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছল।

'ওরা রিঙের সদস্য ছিল সেটার প্রমাণ কোথায়?' কর্কশ শোনাল স্টোনের গলা।

'সেটার প্রমাণ আছে তা কিন্তু আমি বলিনি। ওরা রিঙের সদস্য এটা আমার ব্যক্তিগত সন্দেহ।'

'তুমি বলেছ উইলসন আর টিমন্স ছাড়াও আরও কয়েকজনের ব্যাপারে তদন্ত করেছ। কয়জনের খবর জানতে চেয়েছিলে? কারা তারা?'

হাসল ব্র্যাডলি। 'এ প্রশ্ন বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপ্রাসঙ্গিক।' থামল ব্র্যাডলি, তারপর স্টোনকে গা বাঁচাবার সুযোগ দেয়ার জন্যে বলল, 'যা বলতে চাই সেটা তো শুনলে। আপাতত এটা প্রমাণই যথেষ্ট যে উইলসন আর টিমন্স অপরাধী ছিল। তোমার কি এখন মনে হচ্ছে না

যে জর্জ ফিলমোর বুদ্ধিমান লোকের কাজ করেছে ওদের সামনে অসতর্ক না হয়ে?'

চোখ দেখে ব্র্যাডলি বুঝে গেল যে স্টোন সুযোগটা নেবে। বুদ্ধিমান লোক সে, সময় নষ্ট না করে জাজের উদ্দেশে বলল, 'ওদের পক্ষ নিয়ে আর কোন কথা বলা আমার মানায় না। আমি জানতাম না ওরা...ছিহ্! জাজ, ফিলমোরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আমি তুলে নিচ্ছি।'

'সেটাই ভাল। তাই করা উচিত।' চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জাজ টরভিন।

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বোকা বোকা চেহারায় হাসল স্টোন। মাথা দুলিয়ে বলল, 'বন্ধুরা, বিরাট একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম আমরা। আজ আমার শিক্ষা হয়ে গেল। মানুষের চরিত্র না জেনে আর কখনও কারও পক্ষ নেব না। যদি আমি জানতাম...' বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টোন। অসহায় ভঙ্গিতে বাতাসে হাত নাড়ল। 'যা হওয়ার হয়েছে। আমাদের উচিত আজকের কথা ভুলে যাওয়া। ঈশ্বর চান তো একজোট হয়ে এশহর থেকে অপরাধ দূর করে ছাড়ব আমরা।' এতই দ্রুত পক্ষ বদল করেছে স্টোন যে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল উপস্থিত সাধারণ মানুষ, তারপর একজন চেঁচাল, ফাঁসি যদি দেখতে না পায় তাহলে গলা পর্যন্ত মদ খাবে সে। হাসল স্টোন সবার চেয়ে জোরে। উঁচু গলায় ঘোষণা দিল, 'আমি ক্ষতিপূরণ করতে রাজি আছি। কে কত খাবে এসো। আমি খাওয়াব। আজকে সন্ধের আগে পর্যন্ত যে যত পারো ড্রিঙ্ক করতে পারো। পয়সা আমি দেব।'

এতক্ষণ ধরে জেঁকে বসা উত্তেজনা ওই এক ঘোষণায় বিলীন হয়ে গেল। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কে কার আগে শহরে গিয়ে সেলুনে ঢুকবে। একটু আগেই ফাঁসি দেখতে এসেছিল ওরা। এখন ফিরে যাচ্ছে সন্তুষ্ট মনে ফুর্তি করতে। এক পলকের জন্যে ব্র্যাডলির সঙ্গে চোখাচোখি হলো স্টোনের, তারপর বেঞ্চে বসা বন্ধুদের কাছে ফিরে এলো ব্র্যাডলি।

ব্র্যাডলি বলতে পারবে না কে ওকে সতর্ক করল। গলার স্বর শুনে মনে হলো কোন মহিলা। সময় মতোই ঘুরে দাঁড়াল ব্র্যাডলি, দেখল টলতে টলতে এগিয়ে আসছে ব্রাফ। চোখে কোণঠাসা বুনো পশুর হিংস্র দৃষ্টি। অস্ত্র বের করে ফেলেছে। গুলির আওয়াজ শুনল ব্র্যাডলি।

সিক্সগানের নলে আগুনের ঝিলিক দেখল। দেখল একটা ঝাঁকি খেয়ে বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল ক্লে অ্যাবোট।

সিক্সগানের বাঁটে খামচি মারল ফিলমোরের হাত। একমূহূর্তে বুঝে নিল ব্র্যাডলি, গুলিটা আসলে করা হয়েছিল তাকে উদ্দেশ্য করে। ব্রাফের পেছনে দাঁড়ানো মানুষগুলো চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। সামনে দাঁড়ানো কয়েকজন তাড়াহুড়ো করে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেল। কেউ কেউ অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। মরিয়া হয়ে ভাবল ব্র্যাডলি, আর যদি একটা গুলি হয়, গুলিটা যেই করুক না কেন, পুরোদস্তুর বন্দুকযুদ্ধ বেধে যাবে।

'জর্জ! না!' চেঁচাল ব্র্যাডলি।

ফিলমোরকে সতর্ক না করলেও চলত। ঝড়ের বেগে জনকে পাশ কাটাল ফিলমোর। হাতে উদ্যত অস্ত্র। ঝাঁপ দিল ব্র্যাডলি, ব্রাফের পায়ের পাতার ওপর গিয়ে পড়ল। হোঁচট খেয়ে দড়াম করে স্টেজের ওপর পড়ে গেল ব্রাফ। সময় নষ্ট না করে ব্রাফের বুকের ওপর চড়ে বসল ব্র্যাডলি, ব্রাফের দু'হাত আঁকড়ে যুঝছে যাতে ব্রাফ অস্ত্র তাক করতে না পারে। স্টেজের সঙ্গে ব্রাফকে ঠেসে ধরল ফিলমোর। অন্যরা এতক্ষণে সাহায্যে এগিয়ে এলো, বেল্ট খুলে ফেলল কয়েকজন ওগুলো দিয়ে কষে বাঁধা হলো ব্রাফের দু'হাত।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল ব্র্যাডলি। হিংস্র কুকুরের মতো দাঁত বেরিয়ে গেছে, চোখ সরু করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ব্রাফ।

ব্র্যাডলি, ফিলমোর আর ব্রাফের চারপাশে দ্রুত একটা ভিড় জমে গেছে। স্টোনও আছে তাদের মধ্যে। একেবারে স্টোনের মুখোমুখি হয়ে গেল ব্র্যাডলি। হঠাৎ করে মনে হলো ওরা দু'জন ছাড়া চারপাশে আর কেউ নেই। চেহারা এবং দৃষ্টিতে গোঁপন কিছু নেই এখন স্টোনের। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার মনোভাব। বাঁকা হাসল।

'তাহলে তোমার ধারণা রিং সম্বন্ধে সবই জানো। জানলে কি করবে তুমি?'

জবাব দিল না ব্র্যাডলি। এক মুহূর্ত চেয়ে থাকল স্টোনের চোখে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে থামল আহত ক্লে অ্যাবোটের পাশে। অজ্ঞান অ্যাবোটের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে স্টেজের শুকনো কাঠ

# উনিশ

আহত হবার পর হোটেলের একটা ঘরে তোলা হয়েছে ক্লে অ্যাবোটকে।

পরদিন সকাল। হোটেলের রুমে ঢুকে দেখল ব্র্যাডলি, আরাম করে শুয়ে আছে অ্যাবোট। ব্রাফের গুলি তার ডান পায়ের উরুতে লেগেছিল। হাড়ে লেগে বেরিয়ে গেছে বুলেট। হাড় ভাঙেনি। ডাক্তার বলেছে সারতে অনেক সময় নেবে, কিন্তু পঙ্গু হবার কোন ভয় নেই। ব্রাফের ওপর অ্যাবোটের কোন রাগ নেই জেনে অবাক হলো না ব্র্যাডলি। নিশ্চুপ ধরনের মানুষ অ্যাবোট। একসময় যাজক ছিল। কারও প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করাকে মানুষ হিসেবে নিজের পরাজয় মনে করে।

'তারপর ব্রাফের কি হলো?' কুশলাদি বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করল অ্যাবোট।

'কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তোমার কি ইচ্ছে?'

মাথা নাড়ল ক্লে। 'জাজ টরভিন বলল মাইনারদের কমিটি যেকোন বিচারে সাকুল্যে তিনটা রায় দেয়ার অধিকার রাখে। হয় ফাঁসির আদেশ, নয় অর্থ জরিমানা, আর নাহলে শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়া। এই তিনটার কোনটাতেই আমাদের কোন লাভ হবে না।'

'লোকটা তুমি ক্ষমাপ্রবণ, ক্লে!'

'হয়তো।' ক্লান্ত হাসল অ্যাবোট। 'তবে সত্যি কথা বলতে কি, ব্রাফের জন্যে খারাপই লাগছে আমার। কেন্ট টিমন্সকে আপন ভাইয়ের মতো ভালবাসত ব্রাফ। মাথা গরম করার জন্যে আসলে ওকে দোষ দেয়া যায় না। হঠাৎ করেই পক্ষ বদল করেছিল স্টোন।' চোখে চিন্তার ছাপ পড়ল। 'ভাবছি স্টোনের মনোভাবের এই হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ কি!'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ব্র্যাডলি। রাস্তা ধরে ধীর গতিতে হোটেল পার হচ্ছে একটা ওয়্যাগন। গাছের গুঁড়ি নিয়ে চলেছে

সিন্ডিকেট মাইনের দিকে। গুঁড়িগুলো দিয়ে খনির ছাদ নেমে আসা ঠেকানো হবে।

মুখ ফেরাল ব্র্যাডলি। 'বলতে পারো স্টোনের সঙ্গে একটা চুক্তিতে এসেছি আমি।'

'কীহ্!'

'আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছি। না, মুখের কথায় না। শর্তটা অবশ্য বুঝে নিয়েছে স্টোন। বুদ্ধিমান লোক, কাজেই আপাতত আমার শর্ত সে মেনেও নিয়েছে।'

'বুঝলাম না।' ভ্রূ কুঁচকাল অ্যাবোট।

ওয়্যাগনটা চোখের আড়ালে চলে গেছে। যদিও ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

'তোমার মনে পড়ে আমি বলেছিলাম যাদের আমি রিঙের লোক বলে সন্দেহ করছি তাদের সবার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি?'

'হ্যাঁ।'

'স্টোনও তাদের একজন। যে মুহূর্তে আমি বলেছি ভার্জিনিয়া শহরের শেরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, স্টোন বুঝে গেছে তার ব্যাপারেও খোঁজ নেয়া হয়ে গেছে। স্টোন এখন জানে, ইচ্ছে করলে ওর মস্ত ক্ষতি করে দিতে পারি আমি।'

'রাজনৈতিক ভাবে?'

'হ্যাঁ। আমি জানতে পেরেছি গোল্ড টাউনে আসার আগে ভার্জিনিয়া শহরের এক সেলুনে পেশাদার জুয়াড়ী ছিল সে। সেখানে একজন লোককে খুনও করে। ডেপুটি শেরিফ ছিল লোকটা, স্টোন কয়েক জন মাইনারকে তাসে চুরি করে হারিয়েছে এই অভিযোগে গ্রেফতার করতে এসেছিল।' হাসল ব্র্যাডলি। 'আমার মনে হয় না স্টোন চাইবে গোল্ড টাউনের ভোটাররা ওর অতীত সম্বন্ধে জানুক।'

'কিন্তু ওদের জানা উচিত! সত্যি যদি সে খুনে হয়ে থাকে...'

'খুনের অভিযোগ নেই। ভার্জিনিয়ার শেরিফ জানিয়েছে বিচারের সময় স্টোন শপথ করে বলে যে ডেপুটি মাতাল ছিল, গ্রেফতার করতে চেষ্টা করার আগে নিজের পরিচয়ও দেয়নি। স্টোন কয়েকজন সাক্ষীও যোগাড় করে। তারা সাক্ষ্য দেয়ায় সে যাত্রা বেঁচেছে স্টোন। কোন

প্রমাণ ছিল না যে তাসে সে চুরি করেছিল। শেরিফ অবশ্য জানিয়েছে স্টোন চুরি করেছিল তাতে খুব একটা সন্দেহের কিছু নেই। বিচারে স্টোনকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ভার্জিনিয়া শহর থেকে বের করে দেয়া হয়। বলে দেয়া হয় আবার তাকে শহরে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে।

অ্যাবোটের চেহারায় অসন্তুষ্টি দেখা দিল। জনের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। বলল, 'ওর সঙ্গে চুক্তি করার ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। এধরনের মানুষ সম্বন্ধে নির্বাচনের আগে তথ্য চেপে রাখা...' মাথা নাড়ল।

'উপায় ছিল না। তখনই কিছু করতে গেলে স্টোনের লোকরা ওখানে বন্দুকযুদ্ধ শুরু করত। আমি ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সময় আসবে আরও।'

'তা ঠিক,' মৃদু স্বরে বলল অ্যাবোট। 'লড়াই বেধে যেত। সময়ও আসবে হয়তো। কিন্তু তবু ভাবতেই কেমন যেন লাগছে, স্টোন লোকটা...নাহ্! বুঝছি না কি করা উচিত!'

'বিচারের পর তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেব না তেমন কোন কথা আমি স্টোনকে দিইনি। আসলে ওর সঙ্গে মুখে কোন কথাই হয়নি আমার।' বাতাসে হাত নাড়ল ব্র্যাডলি। 'সবাই সবকিছুই জানবে, গোল্ড টাউন গ্রেভস্টোন পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা বের হোক। আমার ধারণা পত্রিকার মাধ্যমে জানানোই ভাল হবে।'

জনের হাতটা ধরল অ্যাবোট। 'আমি তোমার ব্যাপারে ভুল ভেবেছিলাম। সাবধান থেকো, চুপচাপ মার হজম করবে না স্টোন।'

ব্র্যাডলিও এব্যাপারে একমত। ক্লের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো সে, প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভাবল, লড়াই না করে হার মানবে না স্টোন। বড় একটা সুবিধে আছে তার। রিঙের বেশিরভাগ সদস্যদের চেনে না ব্র্যাডলি। তাদের নাম না জানলে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

আসন্ন নির্বাচনের দিকে ঘুরে গেল ওর চিন্তার মোড়। আগামীকাল যদি নির্বাচন হতো তাহলে নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যেত যে ফিলমোরই জিতবে। উইলসন আর টিমন্স মারা যাওয়ায় এবং তাদের অপরাধ

প্রমাণ হওয়ায় শহরবাসীদের সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়েছে ফিলমোর। এখন স্টোনের অতীত প্রকাশ করলে ফিলমোরের জেতার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু নির্বাচন এখনও দশদিন দূরে। এই দশদিন মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে না স্টোন। চিন্তা করতে করতে বোর্ডওয়াক ধরে পত্রিকা অফিসের দিকে চলেছে ব্র্যাডলি। ভাবছে স্টোন কি পদক্ষেপ নিতে পারে। শুধু যদি আগে থেকে জানা যেত…

'গুড মর্নিং, জন।'

অ্যানির কথায় হঠাৎ করেই চমকে গিয়ে থেমে দাঁড়াল ব্র্যাডলি। বোর্ডওয়াকে ওর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। অপ্রত্যাশিত ভাল ব্যবহার পেয়ে প্রথমে একটু অবাক লাগলেও বুকের ভেতর প্রশান্তি অনুভব করল ব্র্যাডলি।

'হ্যালো, অ্যানি।'

'এত গভীর ভাবে কি চিন্তা করছিলে? আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে!'

মৃদু হাসল ব্র্যাডলি, কোন জবাব দিল না।

হাসল অ্যানিও। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ওদের আগের সেই মিষ্টি সম্পর্ক। তারপরই অ্যানিকে ছাড়িয়ে পেছনে চোখ গেল ব্র্যাডলির। অ্যানির বাবা আসছে। সঙ্গে বেশ কয়েকজন লোক। নাপিতের দোকানের সামনে থামল। ঘোরটা কেটে গেল ব্র্যাডলির। কিছুই আসলে বদলায়নি।

'তুমি যদি কিছু মনে না করো আমার একটু কাজ আছে।'

'তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলা জরুরী।'

গভীর মনোযোগে অ্যানিকে দেখল ব্র্যাডলি। বুঝতে চেষ্টা করল ও গোল্ড টাউনে আসার পর থেকেই যে শীতল আচরণ পেয়ে আসছে অ্যানির কাছ থেকে সেই শীতল আচরণ বদলানোর কি কারণ থাকতে পারে। প্রথম দিনের সেই ঠাণ্ডা দুর্ব্যবহার ওদের মাঝে এমন একটা দেয়াল তুলে দিয়েছে যে দেয়াল ইচ্ছে করলেই চট করে ভেঙে দেয়া যায় না। নিজেকে সংযত করল ব্র্যাডলি।

'কি ব্যাপারে কথা?'

'গতকাল বিচারের সময় মীটিঙে একটা কথা বলেছিলে তুমি।

সেই থেকে ভাবছি। কথাটা তুমি শেষ করোনি।'

'তুমি বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ মেয়ে,' অস্বস্তির সঙ্গে বলল জন।

'না, জন, তুমি জানো আমি তা নই। এড়িয়ে যেয়ো না প্লীজ! তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি। তোমার ভেতরে কি চলছে সেটা খোলা একটা বইয়ের মতো বুঝতেও পারি।'

'যতদূর মনে পড়ে বইটা তুমি ফেলে দেয়ার জন্যে পড়া বন্ধ করে দিয়েছ।'

আহত বোধ করছে অ্যানি, চেহারায় তার ছাপ পড়ল, লুকানোর চেষ্টা করল না মেয়েটা। হঠাৎ করেই লজ্জিত বোধ করল ব্র্যাডলি। অ্যানিকে আঘাত দেয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না ওর।

'তুমি রিং নামের দলটার ধ্বংস চাও,' নিচু স্বরে বলল অ্যানি। 'একবার আমি সাহায্য করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, তোমার বিশ্বাস হয়নি আমাকে। আমি আবার সেই আগের প্রস্তাব দিচ্ছি।'

'এব্যাপারে তোমার করণীয় কিছু নেই।'

'সত্যিই কি তাই? নাকি আসলে তুমি এখনও বিশ্বাস করো না আমাকে?'

জবাব দিল না ব্র্যাডলি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল অ্যানি, তারপর নিরবতাটাকেই জবাব ধরে নিল। চেহারা কঠোর হয়ে গেল।

'তুমি জানো রিঙের নেতা কে, তাই না? প্রমাণ নেই তোমার হাতে। কিন্তু তুমি জানো।'

'হ্যাঁ। জানি।'

'গোল্ড টাউনে প্রতিষ্ঠিত লোক সে, তাই না? এমন একজন মানুষ যে সমাজের উঁচুস্তরের মানুষদের কাছ থেকে সম্মান পায়।'

'হয়তো

'তাহলে কমিটির মীটিঙে তার নাম বললে না কেন?'

'সময় হয়নি এখনও, তাই।'

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না। বাবাকে বিশ্বাস করো?' একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অ্যানি। 'বাবাকে বলবে লোকটার নাম?'

মাথা নাড়ল ব্র্যাডলি। 'দুঃখিত। এই লড়াইটা আমার একার। আমার নিজেকে একা লড়তে হবে। কিভাবে, সেটাও আমিই ঠিক

করব।'

নিচু স্বরে বলল অ্যানি, 'মার্টি স্টোন চালাক লোক। প্রভাবশালীও। তার সাহায্য চাইছ না কেন?'

বাঁকা হাসল ব্র্যাডলি। আবার মাথা নাড়ল। 'আমি একাই কাজ করব।'

'মার্টি স্টোনকে তুমি পছন্দ করো না, তাই না?'

'কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল না? আমার পছন্দ অপছন্দে কি যায় আসে!'

'মার্টি স্টোন আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। বাবার জন্যে অনেক করেওছে সে। বাবার ধারণা ভাল একজন মানুষ মার্টি।'

'তোমার বাবার ধারণাটা আমার জানা আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু চড়ে গেল জনের গলা। 'সবারই ব্যক্তিগত ধারণা থাকে।'

তীক্ষ্ণ চোখে ব্র্যাডলিকে দেখল অ্যানি। মুখটা এখনও কঠোর। 'মার্টি আমাকে বিয়ে করতে চায়।' এক মুহূর্ত থামল। গভীর মনোযোগে ব্র্যাডলির চেহারায় পরিবর্তন আসে কিনা দেখল।

পাথরের মূর্তির মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে জন ব্র্যাডলি, কোন কথা বলল না।

কিসের যেন একটা আলো ঝিক করে উঠল অ্যানির চোখে। হাসল অ্যানি। পরিপূর্ণ এক যুবতী ও, রহস্যময়তা আর কোমলতার আধার। তীব্র আকর্ষণ বোধ করল ব্র্যাডলি।

'গোল্ড টাউনের গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ মার্টি। স্বচ্ছলও। বিয়ে করতে হলে যেকোন মেয়ের জন্যে এসব ব্যাপার জেনে নেয়া বেশ জরুরী, তাই না? তোমার কি মনে হয়?'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' কর্কশ গলায় বলল জন, 'এবার আমাকে ক্ষমা করতে হবে। কাজ আছে আমার।'

অ্যানিকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে বোর্ডওয়াক ধরে সামনে বাড়ল ব্র্যাডলি। পত্রিকা অফিসের দিকে চলেছে। শীতল ভদ্রতার সঙ্গে সম্ভাষণ জানাল জাজ, দেখেও দেখল না ও। কোনদিকেই কোন খেয়াল নেই। বুকের মাঝে একটা তীব্র ঝড় শুরু হয়েছে। সেই আগের মতো, যখন অ্যানি ছিল ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ।

*ব্যাপার তাহলে এতদূর গড়িয়েছে! অ্যানির জীবনটা বরবাদ হওয়ার আগেই আমি খুন করে ফেলব স্টোনকে। প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, অ্যানির ভাল চাই বলে কাজটা করতে হবে। খুন করব আমি স্টোনকে!*

একদৃষ্টিতে ব্র্যাডলির চলে যাওয়া দেখছে অ্যানি। বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ব্র্যাডলির বলা কথাগুলো এখনও যেন কানে বাজছে। যা ও জানতে চেয়েছিল সেটা জানা হয়ে গেছে, কিন্তু মনের মাঝে কোন সন্তুষ্টি অনুভব করল না অ্যানি। ও চেয়েছিল জন ওকে বিশ্বাস করুক, ভরসা রাখুক ওর ওপর। কিন্তু জন এমন ব্যবহার করেছে যেন সে একেবারেই অপরিচিত কেউ। কথা যা বলেছে ব্র্যাডলি তা থেকে কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারবে না কেউ। যা ও বলেনি তা থেকে অনেক কিছু আন্দাজ করা যায়। সে যাই হোক, দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যানি, সত্যিটা ওর জানা হয়ে গেছে। নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তা আসছে মাথায়। জোর করে সব চিন্তা দূর করে দিল অ্যানি।

জাজ টরভিন এগিয়ে এসেছে। বাবার হাত ধরল অ্যানি। হাসল। চাইছে না বাবা তার বিরক্তি আর অপছন্দের কথা বলুক। বুঝতে পারছে, তার আগেই অন্য প্রসঙ্গে সরা দরকার।

'জন ব্র্যাডলির পত্রিকাটা চমৎকার হচ্ছে, কি বলো?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে জবাব দিল জাজ।

'কথাটা ওকে জানাতে চেয়েছিলাম। আজকেই প্রথম সুযোগ হলো বলার।'

মেয়ের দিকে তাকাল জাজ, কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। বাবার বাহু শক্ত করে ধরল অ্যানি। মাথা উঁচু করে হাঁটছে। জানে ও কষ্ট পাবে বলে বাবা নিরব হয়ে গেছে। কোনদিনই বাবা ব্র্যাডলিকে মেনে নিতে পারবে না। তাই বলে বাবাকে যদি বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে ন্যায় বিচার করতে ভুল করবে না কখনও। অ্যানি জানে, ওর প্রতি বাবার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে ও। কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও নেই। বাবা যদি জিজ্ঞেস করে কেন ও গায়ে পড়ে ব্র্যাডলির সঙ্গে কথা বলল তার কি জবাব দেবে ও? বাবা নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলে কষ্টে বুকের ভেতরটা ভেঙে যায় ওর। কাউকে বলার নয় সে অনুভূতি।

পত্রিকার ব্যাপারে কথা বলেছে ক্ষতিহীন এই মিথ্যেটা বেশ কিছুক্ষণ অ্যানিকে জ্বালাতন করল। একটু পর আরও অনেক বেশি জরুরী একটা বিষয়ে মনোযোগ দিল ও।

আচ্ছা, তাহলে মার্টি স্টোনই রিঙের দলনেতা! তথ্যটা চমকপ্রদ কিন্তু বিস্ময়কর নয়। হেনরি এলির বাবা খুন হওয়ার পর থেকেই আবছা একটা ধারণা তৈরি হয়েছে ওর মনে। মাইনারদের মীটিঙে সে ধারণা ভিত্তি পেয়েছে। আর আজকে সেই ধারণা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। মার্টি স্টোন রিঙের নেতা হিসেবে একেবারে একশোভাগ মানানসই। মীটিঙে স্টোনের কথা শুনে সন্দেহ হওয়াতেই আজকে ও ব্র্যাডলির সঙ্গে কথা বলেছে, চেষ্টা করেছে ব্র্যাডলির মুখ খোলাতে। ইচ্ছে করেই পরোক্ষ ভাবে যা বলার বলে দিয়েছে ব্র্যাডলি। এখন ও জানে কে রিঙের মাথা।

বাবার দিকে তাকিয়ে ভাবল অ্যানি, বাবাকে কি একথা জানানো যায়? গত কয়েকদিনে বাবার আচরণে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে। আবার বাবার ওপর আস্থা জন্মাচ্ছে অ্যানির। আগের চেয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে হাঁটে বাবা, চোখের ঘোলা ম্রিয়মান দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। যুদ্ধ নিয়ে আর একটা কথাও বলে না। কেন্টাকিতে ফেরার স্বপ্নও আর দেখে না। সেদিন বিকেলে স্টোনের মুখে কিভাবে সংসার চলে জানার পর বিরাট একটা পরিবর্তন এসেছে মানুষটার মধ্যে। নিজের টাকায় নয়, অ্যানির টাকায় সংসার চলেছে জানার ফলে একটা মস্ত হোঁচট খেয়ে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে মানুষটার। অমনই একটা ধাক্কা খাওয়ার তার দরকার ছিল। সেদিন বাবা বাড়িতে ফেরার পর তার চোখে কেমন দৃষ্টি দেখেছিল সেটা কোনদিন ভুলবে না অ্যানি।

'এতদিন আমি স্বার্থপর একটা বাচ্চার মতো আচরণ করেছি, অ্যানি,' আবেগে কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল বাবা। 'এখন থেকে আমি বদলে গেলাম। সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলাম।'

তাই করেছে জাজ। অ্যানিকে কারও কাছ থেকে টাকা নিতে নিষেধ করার মাধ্যমে নিজের পরিবর্তন শুরু করেছে সে। অ্যানি আগের মতোই সবাইকে সাহায্য করতে পারবে, কিন্তু বিনিময়ে কিছু নেবে না। খুঁজে পেতে কাজ যোগাড় করতে শুরু করেছে জাজ। এখন দিনের

বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত কাটে তার। অফিসের বাইরে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে, বাকির কারবার নেই, যা কিছু কাজ নগদা নগদি। সবচেয়ে বড় কথা, চারপাশে কি ঘটছে সে ব্যাপারে এখন জাজ আর উদাসীন নয়। নতুন উদ্যম নিয়ে কাজ করছে। বাবার মধ্যে এই উদ্যম অবশিষ্ট ছিল তা জানত না অ্যানি।

কিন্তু ও যদি স্টোনের ব্যাপারটা বলে…

বাবা প্রথমেই চাইবে প্রমাণ। কোন প্রমাণ নেই অ্যানির হাতে। বাবাকে প্রভাবিত করার মতো প্রমাণ হয়তো জনের হাতে আছে, কিন্তু জনের কাছে সাহায্য চেয়ে কোন লাভ নেই। সাহায্য করবে না সে, আগেই বুঝিয়ে দিয়েছে, সাহায্য নেবেও না। রাগ লাগল অ্যানির, মনে মনে শপথ করল, একাও যদি কাজ করতে হয় তাও পিছিয়ে যাবে না ও।

'বসবে অফিসে?' ল-অফিসের দরজার তালা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল জাজ।

মাথা নাড়ল অ্যানি। 'না। দু'এক জায়গায় যাওয়ার আছে। কাজ সেরে দুপুরের খাওয়ার আগেই ফিরব। টেবিলে দেখা হবে, বাবা।'

'অ্যানি! আমি তোমাকে মানা করে দিয়েছি…'

'মনে আছে, বাবা।' আলতো করে জাজের গালে চুমু দিল অ্যানি। 'এখন থেকে কেউ টাকা দিলে নেব না।…পরে দেখা হবে, বাবা।'

নির্মল হাসল জাজ। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল। অনেক দিন পর বাবাকে হাসতে দেখে খুশিতে বুকটা ভরে গেল অ্যানির। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। হাসছে এখনও। এক ব্লক পার হতেই মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল ও রাস্তার কোণে। মনের ভেতর পাক খাচ্ছে অসম্পূর্ণ পরিকল্পনা। জন ব্র্যাডলি মনে করবে ও একটা আস্ত বোকা, খামোকা ঝুঁকি নিচ্ছে, কিন্তু যে যাই বলুক, পিছাবে না ও। মেয়েদের হাতে একটা অস্ত্র আছে যেটা সচরাচর ব্যর্থ হয় না। সেই অস্ত্রটাই কাজে লাগাবে ও, কেউ পছন্দ করুক বা না করুক।

প্রধান সড়ক ছেড়ে ময়লা আবর্জনা ভরা একটা সরু গলি ধরে পা বাড়াল ও।

*

ধূসর রঙের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা লজিং হাউজটার। একটা টিলার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দোতলা বাড়িটা। বদনাম আছে এই বাড়ির। তারচেয়েও যেটা বেশি আছে সেটা হলো চিমসে একটা দুর্গন্ধ। নাক কুঁচকে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল অ্যানি, বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জবাবের প্রত্যাশায়। ঠোঁটের কোণে হাসি, ভাবছে বাবা কি ভাবত একা ও শহরের এদিকে এই বাড়িটায় এসেছে জানলে। না, ভয় পাচ্ছে না ও। এই মাইনিং শহরের খুব কম জায়গাই আছে যেখানে ওর পা পড়েনি। ওর বিপদ ঘটার কারণ নেই। পশ্চিমের আর সব জায়গার মতোই ভদ্রমহিলাদের সম্মান করা হয় এই শহরে। কেউ যদি বেয়াদবি করে বা অভদ্রতা করে তাহলে আরও দশজন সঙ্গে সঙ্গে নাক গলাবে, লোকটাকে বুঝিয়ে দেবে মস্ত ভুল করেছে সে।

শহরের এদিকটায় আসে অ্যানি স্রেফ উপকার করার জন্যে। অসুস্থ কাউকে হয়তো চিঠি লিখে দিল, কাউকে হয়তো পৌঁছে দিল বই। কখনও কখনও বাচ্চা ছেলেদের পড়া দেখিয়ে দিল। ছোটখাট কোন উপকার করল মানুষের। সবাই জানে অ্যানি এমন নোংরা এলাকায় কেন আসে। সেজন্যে ওর সম্মানও বেড়ে গেছে। শহরে ওর নাম নিতে হলে আগে ভেবে নেয় সবাই ভাল কথা কি বলার আছে।

তবে আজকে কারও উপকার করার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসেনি অ্যানি। যেকাজে এসেছে সেটা করতে মনের সায় পাচ্ছে না ও। কিন্তু কিছু করারও নেই। হেনরি এলির শুকনো মুখটা চোখে ভাসছে। বাবা মারা যাওয়ায় অসহায় হয়ে গেছে বাচ্চা ছেলেটা। রিঙের অস্তিত্ব থাকলে হেনরির মতো আরও অনেকেই তাদের আত্মীয়স্বজন হারাবে। তার আগেই রিঙের শেষ দেখতে হবে। নিজের কর্তব্য মনে পড়তেই বুকের ভেতর থেকে অস্বস্তি দূর হয়ে গেল অ্যানির। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। অপেক্ষা করছে দরজা খুলবে।

একটু পর ছিটকিনি নাড়াচাড়ার আওয়াজ হলো। দরজাটা ফাঁক হলো দু'আঙুল। একটা পুরুষ কণ্ঠ জানতে চাইল, 'কি চাই?'

'ল্যারি ব্রাফ কি এ বাসায় থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বাসায় আছে?'

এবার পুরো খুলে গেল দরজা। ভেতর থেকে ভক করে বেরিয়ে এলো ঘর্মাক্ত কাপড়ের দুর্গন্ধ। বন্ধ ঘরের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ ভেতরে। মুহূর্তের জন্যে অসুস্থ বোধ করল অ্যানি। নাক কুঁচকে উঠল। ওকে দেখল দরজায় দাঁড়ানো ছোটখাট লোকটা। এবার কথা বলল সম্মানের সঙ্গে।

'ব্রাফ ঘরে আছে, মিস টরভিন! কালকে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে, সেই থেকে আর বের হয়নি।...তুমি নিশ্চই ওর ঘরে যাবে না?'

লোকটা পাশে সরে দাঁড়ানোয় করিডরে ঢুকে পেছনে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল অ্যানি। আবছা আলোয় সরু একটা সিঁড়ি দেখতে পেল কিছুটা সামনে।

'কত নম্বর ঘর?'

'দোতলার ডানদিকের শেষ ঘর। আমি বরং ওকে ডেকে নিয়ে আসি?'

লোকটা কথা শেষ করার আগেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে অ্যানি। ভয়ে শিরশির করছে ওর মেরুদণ্ডের কাছটা। ভাবছে কখন কাজটা শেষ করে মুক্ত বাতাসে দম নিতে পারবে। দোতলার করিডর নিচের তলারটার চেয়ে কম চওড়া, তবে আলো বেশি। দু'পাশের দুটো জানালা দিয়ে আলো বাতাস আসছে। করিডরের একেক দিকে ছয়টা করে ঘর। ডানদিকের শেষ দরজার সামনে থামল অ্যানি। একটু দ্বিধা করল। তারপর টোকা দিল দরজায়।

ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার টোকা দিল।

'মিস্টার ব্রাফ! মিস্টার ব্রাফ!'

দরজাটা হঠাৎ করেই ভিতর দিকে খুলে গেল। টোকা দেয়ার জন্যে ডান হাত উঁচু করেছিল অ্যানি, অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ল্যারি ব্রাফ। চোখ দুটো লাল। গাল ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে সন্দেহ নিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল।

'কি চাই?'

'তোমার সঙ্গে কথা ছিল। ভেতরে আসতে পারি?'

ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল ব্রাফ, 'তুমি একা?'

নড করল অ্যানি। অবাক হয়ে গেল ব্রাফের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ দেখে। বাঁ হাতে দরজা মেলে ধরেছে লোকটা, ডান হাত অস্ত্রের বাঁটের ওপর ঝুলছে। দ্রুত পায়ে অ্যানিকে পাশ কাটিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলো। হাতে উদ্যত সিক্সগান। করিডরে কেউ নেই দেখে চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ পড়ল। অ্যানির দিকে ফিরে বলল, 'আরেহ্! সত্যি তুমি একা!'

'আগেও বলেছি,' জবাব দিল অ্যানি। মুহূর্তের জন্যে দম আটকানো পরিবেশে ওর মনে হলো জ্ঞান হারাবে। মাথা ঘুরে উঠল। দরজার চৌকাঠ ধরে ফেলল ও, ঘরের ভেতর পা রেখে বলল, 'দরজা বন্ধ করে দাও।'

এবার আর আপত্তি করল না ব্রাফ, দরজায় বল্টু আটকে অ্যানির দিকে ফিরল।

সরু একটা লম্বা ঘর। একদিকের দেয়ালে একটা জানালা। ওটার অপরিচ্ছন্ন কাঁচ দিয়ে ঘোলাটে আলো আসছে। জানালার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল অ্যানি। নিচু স্বরে বলল, 'টিমন্সের জন্যে খারাপ লাগছে আমার। খুব ভাল বন্ধু ছিল ও তোমার, তাই না?'

চেহারায় কালচে একটা ছাপ পড়ল ব্রাফের, চোখ থেকে সন্দেহের ছাপ দূর হয়ে গেল। অ্যানি বুঝল ঠিক জায়গাতেই টোকা পড়েছে। অন্য কোন প্রসঙ্গে কথা বললে এত দ্রুত ওদের মাঝে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আস্তে আস্তে মাথা দোলাল ব্রাফ। 'আমি ক্লে অ্যাবোটকে গুলি করতে চাইনি। ওকে না, আমি ফিলমোরকে খুন করতে চেয়েছিলাম।'

'সেটা ও জানে। বাবাকে ফিলমোর বলেছে তোমার বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই।' এক মুহূর্ত থেমে ঘর্মাক্ত লোকটাকে দেখল অ্যানি। তারপর বলল, 'এখন কি করবে বলে ভাবছ?'

ভ্রূ কুঁচকে অ্যানিকে দেখল লোকটা। 'বুঝতে পারছি না তুমি কেন এসবে নিজেকে জড়াচ্ছ। ভয় পাচ্ছ নাকি যে তোমার বাবার ওপর আমার রাগ আছে?'

'আছে রাগ?'

'না,' ধীর গলায় বলল ব্রাফ। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে। 'জাজের ওপর কোন রাগ নেই। অন্যদের প্রতি রাগ আছে, কিন্তু জাজের প্রতি নেই।'

'অন্যরা বলতে কাদের বোঝাচ্ছ?'

কঠোর হয়ে গেল ব্রাফের চেহারা। 'এসব জানতেই এখানে এসেছ তুমি? ওরা ভয় পেয়েছে বলে তোমাকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছে?'

'কেউ আমাকে পাঠায়নি।' ব্রাফকে একদৃষ্টিতে দেখল অ্যানি। বুঝতে চেষ্টা করল কিভাবে লোকটাকে শান্ত করা যায়। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'আমি ব্যক্তিগত কারণে এসেছি।'

'ব্যক্তিগত?'

হঠাৎ করেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল অ্যানি। 'রিং সম্বন্ধে কি জানো তুমি?'

চোখ পিটপিট করল ব্রাফ। 'কিছুই জানি না।'

'আমাকে মিথ্যে না বললেও চলবে। আমি জানি তুমি রিঙের সদস্য।'

'একথা কে বলেছে তোমাকে?'

'কেউ না। আমি জানি।...টিমন্সও রিঙের সদস্য ছিল, তাই না? সেজন্যেই শেষ পর্যন্ত তাকে মরতে হলো।'

লোহার খাটের কোনায় বসল ব্রাফ। দু'হাত কোলের ওপর রেখে মোটা মোটা আঙুলগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। মুখ তুলে বলল, 'তুমি এসবে জড়াতে যেয়ো না, মিস টরভিন। ভদ্র মেয়েদের এসবে থাকা ঠিক নয়।'

'তাই? গোল্ড টাউন আমার বাড়ি। সারাজীবন আমি এখানে থাকব, এখানেই বিয়ে করব, বাচ্চাদের বড় করব।'

'তার সঙ্গে রিঙের কি সম্পর্ক!'

'হয়তো সম্পর্ক নেই। হয়তো সম্পর্ক আছে।'

'বুঝলাম না।'

'যদি বলি যে লোকটাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি তার নাম মার্টি স্টোন? তাহলে কি মনে হয়, সম্পর্ক আছে?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্রাফের সমস্ত শরীর। খুবই ধীরে ধীরে উঠে

দাঁড়াল। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে অ্যানির মুখে। করিডরে বের হওয়ার সময় যেমন উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তেমনই দেখাচ্ছে এখন। বিড়বিড় করে বলল, 'ভুলেও ওকে বিয়ে কোরো না, ম্যাম।'

'তাহলে মার্টি স্টোন রিঙের প্রধান?'

'আমি তা বলিনি।'

'মুখে বলতে হবে না। তোমার চেহারাই সত্যিটা বলে দিচ্ছে।'

তিক্ত চেহারায় অ্যানিকে দেখল ব্রাফ। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিকই ধরেছ তুমি। টিমন্স আর আমার ব্যাপারেও কোন ভুল হয়নি। আমরা রিঙের লোক ছিলাম। স্বেচ্ছায় তা মনে কোরো না। আমরা স্টোনের হাতের পুতুল। ইচ্ছে করলে আমাদের ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে পারে ও, কাজেই ওর নির্দেশ বিনা আপত্তিতে মেনেছি আমরা।'

অনেক চেষ্টায় গলার কম্পন থামাল অ্যানি। ব্রাফের দিকে এক পা বাড়ল। 'আর কতজন আছে দলে? কারা তারা?'

মাথা নাড়ল ব্রাফ। 'স্টোনকে বিয়ে না করার জন্যে যা জানার দরকার ছিল জেনেছ তুমি, ম্যাম। যতটুকু বলার পুরোটা তোমাকে বলা হয়ে গেছে আমার। আর কিছু বলার নেই।'

'ল্যারি, আমার কথা শোনো! তুমি...'

'বলেছি তো, যা বলার ছিল বলা হয়ে গেছে।' মোটা আঙুল তুলে দরজা দেখাল। 'এবার তুমি যাও, ম্যাম। কেউ যদি তোমাকে এখানে দেখে তাহলে খুন হয়ে যাব আমি।'

করিডরে বুটের আওয়াজ!

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ল্যারি ব্রাফের চেহারা। তীব্র সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে অ্যানিকে দেখল। কাছিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ। দরজার বাইরে এসে থামল। এক মুহূর্ত থমথমে নিরবতা। তারপরই দরজায় টোকার জোরাল শব্দ হলো। একটা পুরুষ কণ্ঠ জানতে চাইল, 'অ্যানি? তুমি কি এখানে?'

'মিথ্যে বলেছ তুমি আমাকে!' দাঁতে দাঁত চেপে হিসিয়ে উঠল ব্রাফ।

'না! না! ব্রাফ, বিশ্বাস করো...'

দীর্ঘ সময় অ্যানির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ব্রাফ, তারপর শিকারি বিড়ালের মতো নিঃশব্দে সরে এলো দরজার কাছে। এক পাশে সরে দরজা খুলে ফেলল এক ঝটকায়।

করিডরে, দরজার সামনে থমথমে চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে মার্টি স্টোন!

# বিশ

ব্রাফ আর স্টোন দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। এরই মাঝে যতটা পারল নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিল অ্যানি। তৈরি হয়ে গেল ভবিষ্যতের অভিনয়টুকুর জন্যে। এখন অভিনয় করতেই হবে, নইলে ধরা পড়ে যেতে হবে। মনে মনে গুছিয়ে নিল মিথ্যেগুলো। অপেক্ষায় থাকল, এখনই মেজাজ দেখাতে শুরু করবে স্টোন। ভাল হতো এখানে ওর উপস্থিতির কোন ব্যাখ্যা থাকলে। কিন্তু নেই। পাল্টা রেগে উঠে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় কিনা সে চেষ্টা করে দেখতে হবে।

স্টোনের শীতল দৃষ্টি ব্রাফের ওপর থেকে ঘুরে এসে অ্যানির ওপর স্থির হলো। হিমশীতল স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'জানতে পারি কি এখানে তুমি কি করছ, অ্যানি?'

'মেজাজ দেখালে আমার কাছ থেকে জবাব পাবে না, স্টোন।'

প্রশ্ন এবং তার জবাবটা ব্রাফের মাথায় বুদ্ধি এনে দিল। হড়বড়িয়ে বলে উঠল সে, 'অ্যানি বলতে চাইছে ও এখানে কেন সেটা তোমার কোন ব্যাপার না, স্টোন।'

'তুমি চুপ করো!' ধমকে উঠল স্টোন। 'তোমার সঙ্গে পরে বোঝাপড়া হবে আমার।'

আজকে মরিয়া হয়ে উঠেছে ব্রাফ। স্টোনের কথা শেষ হতেই বাঁ হাতে ওর কোটের কলার মুচড়ে ধরল সে। এতই শক্ত করে ধরেছে যে দম নিতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠতে হলো স্টোনকে। শান্ত স্বরে বলল ব্রাফ, 'আমার সঙ্গেও মেজাজ দেখাতে এসো না, স্টোন। তোমার কথায় আমি

অনেক নেচেছি। আর নয়!'

চুপ করে দেখছে অ্যানি। জবান হারিয়ে ফেলেছে। ব্রাফের শক্ত মুঠিতে স্টোনের কোটের কলার। ঠিক মতো দম নিতে পারছে না স্টোন। হাঁসফাঁস করছে। লাল হয়ে গেছে চেহারাটা। ব্রাফ কলারে ঢিল না দিলে শ্বাস আটকে মরবে। কিন্তু দু'চোখের শীতল দৃষ্টি মোটেও বদলায়নি। কর্কশ গলায় বলল, 'দুঃখিত, ল্যারি। আমি তোমাকে চটাতে চাইনি।'

'মিস টরভিনের কাছেও তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, অ্যানি,' দ্রুত বলল স্টোন। বেকায়দা অবস্থা সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু সফল হচ্ছে না। ভেজা বেড়ালের বাচ্চার মতো তাকে ধরে রেখেছে ব্রাফ। 'শুনলাম তুমি এদিকে এসেছ। দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। চলেই এলাম। ইচ্ছে না থাকলে বলতে হবে না কেন এসেছ।'

সন্তুষ্ট হয়ে কোটের কলার ছেড়ে দিল ব্রাফ। দু'চোখে এখনও ঘৃণার আগুন জ্বলছে।

আড়ষ্ট গলায় বলল অ্যানি, 'লুকানোর কিছু নেই আমার। এসেছিলাম ব্রাফকে জানাতে যে ক্লে অ্যাবোট ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেনি। তবে বাবা পরামর্শ দিয়েছে ব্রাফকে গোল্ড টাউন ছেড়ে চলে যেতে।'

চেহারা দেখে মনে হলো সন্দেহ দূর হয়ে গেছে স্টোনের মন থেকে। ঘনঘন দু'বার নড করল।

অ্যানি অনুভব করল ওর মাথার তালু দাপানো বন্ধ হয়ে গেছে। ব্রাফের বাহুতে চাপড় মারল মেয়েটা।

'গুডবাই, মিস্টার ব্রাফ। যা বলেছি মনে রাখার চেষ্টা কোরো।'

যেন ভঙ্গুর কাঁচের তৈরি এমন ভাবে অ্যানির হাত ধরল ব্রাফ। চোখ দুটো অ্যানিকে আশ্বস্ত করছে। অ্যানি বুঝতে পারল না কি কারণে লোকটা আশ্বস্ত করতে চাইছে, কিন্তু নিরব আশ্বাসটা ওর অন্তরে সাহস যোগান দিল। অনুভব করল, ব্রাফ ধীর গতিতে ভাবে। আরও ভাবতে হবে লোকটাকে। সেজন্যে সময় দরকার। পরে আরেকবার ব্রাফের সঙ্গে কথা বললে হয়তো উপকার হবে। পরেরবার হয়তো...

বাইরে এসে করিডর ধরে স্টোনের পাশে পা বাড়াল অ্যানি। সিঁড়ি বেয়ে নেমে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। পরিষ্কার বাতাসে বুক ভরে দম নিল। পা বাড়াল মূল শহরের দিকে।

পথের বেশিরভাগ সময় চুপ করে থাকল স্টোন। তার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার কোন চেষ্টা করল না অ্যানি। ভুগুক লোকটা।

বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অ্যানির বাহুতে হাত রাখল স্টোন। কণ্ঠস্বর মোলায়েম।

'অ্যানি?'

'হ্যাঁ?'

'ব্রাফকে কি মনে রাখতে বললে যেন তুমি?'

জাজের অফিস সামনেই। থেমে দাঁড়িয়ে স্টোনের দিকে ঘুরল অ্যানি। একটু অবাক লাগছে ওর। স্টোনকে ভয় পাচ্ছে না কেন ও! ইচ্ছে করলে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে, ইচ্ছে করলে মিথ্যেও বলতে পারবে। এক তিল কাঁপবে না গলা। অথচ স্টোনের আসল পরিচয় এখন জানে ও!

'ব্রাফকে বললাম যাতে সে রাগের মাথায় আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। গোল্ড টাউনে এমনিতেই অনেক খুনোখুনি হয়েছে। আর সহিংসতা চাই না আমরা কেউ।'

দ্বিমত পোষণ করছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল স্টোন। বলল, 'তুমি ওখানে গিয়ে মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলে। ব্রাফ খুব ভয়ঙ্কর লোক।'

'আমার প্রতি সবসময় ভদ্র ব্যবহার করেছে সে।'

নিশ্চিন্ত হয়ে হাসল স্টোন। একটু আগে ব্রাফের সামনে যে লোকটাকে অ্যানি দেখেছিল সেই লোকটা যেন সামনে দাঁড়ানো এই মানুষ নয়। বুঝতে পারছে অ্যানি, স্টোনের মগজ ব্যস্ত ভাবে পথ খুঁজছে, কিভাবে বিশ্বাসঘাতক ব্রাফের বারোটা বাজানো যায়। দলের লোকদের অবাধ্যতা সহ্য করার কোন কারণ নেই স্টোনের। এভাবে চলতে থাকলে তার পুরো সংগঠন ভেঙে পড়বে। অনুভব করল অ্যানি, অস্বাভাবিক ধৈর্য স্টোনকে এত মারাত্মক বিপজ্জনক একজন মানুষ করে তুলেছে।

'আমাকে ক্ষমা করেছ তো?' অ্যানির বাহুতে হাত রাখল স্টোন।

নিঃশব্দে মাথা দোলাল অ্যানি। স্টোন ওর বাহুতে চাপ দিতে জবাব হিসেবে হাসল ও। এতক্ষণে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলো স্টোন, অ্যানির কাছ থেকে হাতের ইশারায় বিদায় নিয়ে রাস্তা পার হয়ে দোকানের দিকে পা বাড়াল। জায়গায় দাঁড়িয়ে স্টোনকে অদৃশ্য হতে দেখল অ্যানি। লোকটা চলে যেতেই টের পেল ওর সারাশরীর কাঁপতে শুরু করেছে। হঠাৎ করেই মৃত্যু ভয় জাগল। বুঝতে পারছে, আর বেশিদিন স্টোনের সঙ্গে অভিনয় চালাতে পারবে না। অ্যানি সব জানে সেটা জানলে ওকে আর বাবাকে ছেড়ে দেবে স্টোন? না, দুটো বাড়তি লাশ স্টোনের জন্যে কিছুই নয়।

ল-অফিসে ঢুকল অ্যানি। কিছু বলতে হলো না ওকে। একবার ওর চেহারা দেখেই চেয়ার ছাড়ল জাজ। ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'কি হয়েছে, অ্যানি? কি হয়েছে, মা?'

বাবার বাড়ানো দু'বাহুর ভেতর ঢুকে পড়ল অ্যানি। জাজের বুকে মাথা রাখল। সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফুঁপিয়ে উঠল, 'বাবা...বাবা...!'

'কি হয়েছে, মা?' অ্যানির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জাজ। 'কি হয়েছে, খুলে বল্।'

*

গোল্ড টাউনের পশ্চিমে যে পর্বতমালা আছে সেটার মাথায় জমেছে কালো মেঘ। সকালের তরুণ সূর্য মেঘের পেছনে মুখ লুকিয়েছে। আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ।

দুপুরের দিকে গোটা আকাশ কালো হয়ে গেল। বাতাস নেই একফোঁটা। ঝড় বোধহয় আসন্ন। গুমোট গরম চারপাশে।

গোল্ড টাউন গ্রেভস্টোন পত্রিকার অফিসে বসে দরদর করে ঘামছে জন ব্র্যাডলি। একটু পর চেয়ার ছাড়ল সে, প্রিন্ট শপে এসে ঢুকল পত্রিকার ছাপার অবস্থা জানতে। দেখল কোমর পর্যন্ত উদাম গায়ে কাজ করে চলেছে কালিঝুলি মাখা ডিলি আর হেনরি। জনকে দেখে একটা কাগজ খুব সাবধানে তুলে কম্পোজের টেবিলের ওপর রাখল ডিলি, যাতে জন কোন ভুল থাকলে ঠিক করতে পারে।

'পড়ে দেখো, জন। যা লিখেছ না! আগামী কাল এটা পড়ার পর

স্টোন যে কি করবে সেটা ঈশ্বর জানেন!'

কাগজে চোখ বোলাল জন। একটু পর পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে শার্টের হাতায় কালি লেগে গেল। ব্যস্ত হয়ে মুছতে চাইল জন। ছড়িয়ে গেল কালি।

'ভাগ্যিস তুমি বিয়ে করোনি,' হেসে উঠে বলল ডিলি। 'কালির দাগ দেখলে বউরা সাঙ্ঘাতিক মেজাজ দেখায়।'

রসিকতা করার মতো মেজাজ নেই জনের। গরমে ঘামছে, সেই সঙ্গে নতুন শার্টে লেগেছে কালি। 'ছাপা কখন শেষ হবে?' জিজ্ঞেস করল।

'সন্ধের আগেই। এভাবে কাজ করলে উল্টো দিকের কাজ শেষ হবে কালকে সকালে। ইচ্ছে করলে আগেও শেষ করা যায়।'

'দরকার নেই। কাল দুপুরের আগে হলেই চলবে।'

মুখে এক ঢেলা তামাক পুরে কৌতূহলী চোখে ব্র্যাডলিকে দেখল ডিলি। 'প্যাট কেসির কাণ্ড সম্বন্ধে যা জেনেছ তাতে কোন লাভ হবে?'

'হবে।'

'তাহলে পত্রিকায় ওর বিরুদ্ধে কিছু লিখছ না কেন?'

'তার আগে আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। রিং সম্বন্ধে ও যা জানে সেটা যদি আমাকে জানায়, যদি আমি সন্তুষ্ট হই, তাহলে ভুলে যাব ভার্জিনিয়া সিটির আইন ওকে কত গুরুত্ব দিয়ে খুঁজছে।'

দ্বিমত পোষণ করে ডিলি। চেহারা দেখে তা বোঝা গেল। মুখে কিছু বলল না সে। কাজ শেষ করে মাটিতে বসে পড়েছে হেনরি। তার দিকে তাকাল। বলল, 'ঘাম না মুছে বিশ্রাম নিয়ো না, জ্বরে পড়ে যাবে। আর…বিশ্রাম কিসের, অনেক কাজ পড়ে আছে। ওঠো, ওঠো!'

সামনের অফিসে ফিরে এসে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল ব্র্যাডলি কেসির কথা ভাবছে। কিভাবে লোকটার সঙ্গে আলাপ শুরু করলে ভাল হবে সেটা মনের মাঝে নেড়েচেড়ে দেখছে। অলস লাগছে গরমের কারণে, মাথা খাটাতে ইচ্ছে করছে না। পেছনের মেশিন-ঘর থেকে ঘটাং ঘট আওয়াজ আসছে। ছাপার কাজ শুরু করে দিয়েছে ডিলি আর হেনরি। পাহাড়ের কাছে কোথায় যেন বাজ পড়েছে। উজ্জ্বল একটা নীলচে সাদা আলো ঝিকিয়ে উঠল। বেশ অনেকক্ষণ পর এলো গুড়গুড়

আওয়াজটা। চোখ বন্ধ করল ব্র্যাডলি, দু'হাতে কপাল টিপে নাকের গোড়ায় ব্যথা করছে। চেষ্টা করল ডলে ব্যথাটাকে ছাড়াতে দিতে। ক্লান্তি লাগছে অযথা।

দরজার সামনে থামল বুটের আওয়াজ। কে যেন অফিসে আসছে। দরজা খুলে গেল। স্টোন উঁকি দিল। মুহূর্তের মধ্যে মাথা ব্যথা আর অলসতা ভুলে পূর্ণ সজাগ হয়ে গেল ব্র্যাডলি।

'হাতে সময় আছে, ব্র্যাডলি?'

'আরে, এসো। হ্যাঁ, সময়ের অভাব নেই।'

জনের দেখানো চেয়ারে বসল না স্টোন। বদলে তাকাল প্রিন্ট শপের বন্ধ দরজার দিকে। এক মুহূর্ত মেশিনের আওয়াজ শুনল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। ঘরের চারদিকে ঘুরে এসে ব্র্যাডলির ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার।

'আগামী কালের সংখ্যা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার ব্যাপারে কি লিখেছ তা জানার কৌতূহল হলো, তাই এসেছি।'

'কৌতূহল হলো, না আশঙ্কা?'

ভ্রূ কুঁচকাল স্টোন। 'ভার্জিনিয়া সিটিতে যা ঘটেছিল সেটা লিখলে আমার ক্ষতি হবে। আখেরে কোন লাভ হবে না তোমার। কিন্তু আমার ক্ষতি হবে।'

টেবিলের ওপর থেকে পেপার ওয়েট তুলে নিয়ে দেখল ব্র্যাডলি। হাতের তালুতে আঙুল দিয়ে ঘোরাল। 'খবরটা ছাপা হলে তোমার সুদিন শেষ হয়ে যাবে, স্টোন। তুমি ভাল করেই তা জানো।'

রাগের ছাপ পড়েই মিলিয়ে গেল স্টোনের চোখে। 'আমি এব্যাপারে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আসল কথা হচ্ছে আমি চাই না খবরটা প্রচার হোক। প্রচার যাতে না হয় সেজন্যে টাকা দিতেও রাজি আছি আমি।'

পেপার ওয়েট নামিয়ে রাখল ব্র্যাডলি টেবিলে। 'কত?'

'দশ হাজার ডলার।'

'সেতো অনেক টাকা। অতীত গোপন করার বিনিময়ে টাকাটা

দিতে চাও তুমি?'

'শুধু সেজন্যে নয়। গোপনীয়তার বেশি কিছু আশা করি আমি।'

'যেমন?'

'তুমি শেরিফ নির্বাচনে আমার পক্ষ নেবে।'

'মাত্র দশ হাজার ডলারে এত বড় আশা করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে না? ধরো আমি পঁচিশ হাজার চাই।'

চোখ সরু করে ব্র্যাডলিকে দেখল স্টোন। 'তাহলে পঁচিশ হাজারই সই। তোমাকে সস্তায় কিনতে পারব ভাবিনি।'

হাসল ব্র্যাডলি। চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। 'তোমার টাকা তোমারই থাক। টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যায় না।'

মুহূর্তের জন্যে অসহায় রাগের ছাপ পড়ল স্টোনের চোখে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। কিছুক্ষণ পর নিচু স্বরে বলল, 'তুমি রিঙের ধ্বংস চাও, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়।' ঘুরে দাঁড়াল স্টোন। 'ধরো তোমার আর আমার মধ্যে গোপন কিছু নেই। এবার আমার প্রস্তাব শোনো। তুমি যদি আমার অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে শেরিফ পদে আমাকে সমর্থন দাও, তাহলে রিঙের কার্যক্রম বন্ধ করার ব্যবস্থা নেব আমি।'

'রিং ভেঙে দেবে?'

'হ্যাঁ।'

'রিঙের সদস্যদের গ্রেফতার করা হবে, বিচার হবে?'

ভ্রূ কুঁচকাল স্টোন। 'সেকথা আমি দিতে পারি না। এটুকু বলতে পারি, ওরা গোল্ড টাউন ছেড়ে চলে যাবে। প্রত্যেকে।'

'ধরো ওরা যেতে রাজি হলো না?'

'সেক্ষেত্রে পরিণতি বরণ করবে ওরা।' হাসল স্টোন। 'সোজা কথায় বলতে গেলে, খুন হয়ে যাবে।'

উঠে দাঁড়াল ব্র্যাডলি। 'আর রিঙের যে নেতা তার কি হবে?'

নিস্পৃহ শীতল চোখে তাকিয়ে থাকল স্টোন। 'রিং নামের কোন সংগঠন থাকবে না এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'আমার জন্যে নয়।' চোয়াল ডলল জন। 'পিট এলি যখন মারা গেল একটা শপথ করেছিলাম আমি। শপথ করেছিলাম একদিন না একদিন যে ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী তাকে ঝুলতে দেখব।' একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্টোনের মুখে। 'আমি ওই লোকের গলায় দড়ির ফাঁস দেখতে চাই। দেখতে চাই তার পা দুটো শূন্যে ঝুলছে।'

'কোনদিন সেটা দেখতে পাবে না তুমি,' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল স্টোন। 'কোনদিন না।'

'আমার তা মনে হয় না।'

স্টোনের বামদিকের চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপল। ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। জোর করে হাসল। কাঁধ ঝাঁকাল হাল ছেড়ে দেয়া ভঙ্গিতে। 'ঠিক আছে, ব্র্যাডলি, যা খুশি তোমার পত্রিকায় লিখতে পারো আমার নামে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। এই শহর আমি চালাই। আমিই [illegible]ব ভবিষ্যতেও। আজকে থেকে জেনে রেখো, এই শহরে আমাদের [illegible]ন একজনের জায়গা হবে।'

'কথাটা আমার মনে থাকবে,' শান্ত গলায় জানাল ব্র্যাডলি। 'এই শহরে আমাদের দু'জনের যেকোন একজন থাকবে।'

*

সন্ধে হতে দেরি আছে, কিন্তু আকাশটা দেখে সেকথা বোঝার কোন উপায় নেই। ধূসর নিরানন্দ বিষণ্ণ একটা পরিবেশ। পত্রিকা অফিস থেকে বেরিয়ে বোর্ডওয়াক ধরে হাঁটছে স্টোন। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছল। ঘামে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে শার্ট-প্যান্ট, বিরক্তিকর লাগছে। শার্টের কলারটা যেন বেশি এঁটে বসেছে, দম আটকে দেবে। মাথাটা ব্যথায় দপদপ করছে। *ঝুলতে দেখবে! ফাঁসির কথা বলে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে ব্র্যাডলি!* সজোরে হেসে উঠল মার্টি স্টোন।

ব্রাইট জেম সেলুনে তাস পেটাচ্ছিল প্যাট কেসি, ওখানে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করল সে। হাতের ইশারায় খেলা ছেড়ে আসতে বলে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কেসিকে ড্রিঙ্ক কিনে দিল একটা। এমনিতেই কেসির মুখটা টকটকে লাল, আজকে গরমের কারণে আরও লাল হয়ে গেছে, অসুস্থ লাগছে দেখতে।

'কি ব্যাপার, মার্টি?'

গ্লাসে টোকা মারছে স্টোনের আঙুল। ভ্রূ কুঁচকে পেছনের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে। 'ছেলেদের সবাইকে খবর দাও। কেউ যেন বাদ না পড়ে। আজকে রাত দশটার সময় সবাই যাতে র‍্যাঞ্চে হাজির থাকে।'

'বড় কাজ মনে হচ্ছে?'

'যথেষ্ট বড়।'

গ্লাস খালি করে চোখ পিটপিট করে ওটার দিকে তাকাল কেসি। 'ছেলেরা চিন্তিত, মার্টি। বিশেষ করে ফিলমোর টিমন্স আর উইলসনকে মেরে ফেলার পর...তাছাড়া ব্রাফ পাগলের মতো করছে...এদিকে নির্বাচন চলে এসেছে...তোমার অবস্থাও ভাল না...সব মিলিয়ে আমরা চিন্তিত।'

'কারা চিন্তিত, তুমি না ওরা?'

'ওরা। আমিও। চিন্তিত না হওয়ার কোন কারণ আছে? ব্র্যাডলি যদি ভার্জিনিয়ার কথা প্রচার করতে শুরু করে তাহলে...'

'করবে না...আজ রাতের পর।'

'সেজন্যেই কি...' বড় বড় চোখে স্টোনের দিকে তাকাল কেসি।

'খবর দাও ওদের। সবাইকে হাজির চাই।'

কেসি চলে যাবার পর দ্বিতীয় একটা ড্রিঙ্ক নিল স্টোন। পান শেষ করে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো, চলে এলো নিজের স্টোরে। আকাশের অবস্থা এতই খারাপ যে বিকেল হতে না হতে লণ্ঠন জ্বেলেছে তার কেরানি জ্যাক বার। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে থমথমে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ঝড় আসবে আজকে।'

'বৃষ্টি হলে ভাল,' মন্তব্য করল স্টোন। 'রাতে আজকে র‍্যাঞ্চে ফিরব। যখন ইচ্ছে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরতে পারো।'

'তোমার বোধহয় অপেক্ষা করা উচিত। ঝড় এলে ট্রেইলে মস্ত বিপদে পড়ে যাবে। গাছটাছ ভেঙে মাথায় পড়লে...'

'রওনা হব কয়েক ঘণ্টা পর। ততক্ষণে ঝড় কমে যাবে।'

অফিসে ঢুকে লণ্ঠন জ্বেলে ডেস্কের পাশে রাখা কাউচে শরীর

এলিয়ে দিল স্টোন। চিন্তা করতে চেষ্টা করল। মনের মাঝে গুছিয়ে নিতে চাইল আজ রাতের পরিকল্পনা। গরম আর হুইস্কি মিলে ঝিমঝিম করছে শরীর। কেমন ঘুমঘুম লাগছে। ম্যাজম্যাজ করছে শরীর। ভাবতে ভাল লাগছে না। হাই তুলল স্টোন। কোট, গানবেল্ট আর শার্ট খুলে চেয়ারের পিঠে চাপিয়ে দিল। বুটজুতো আর মোজাও খুলে ফেলল। শুয়ে পড়ল কাউচে। মাথাটা জানালার কাছে। মাঝে মাঝে বাতাস আসছে একঝলক। পায়ে বাতাস লাগছে। আরাম! চোখ বন্ধ করল। আস্তে আস্তে মাথার দপদপে ব্যথাটা দূর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল স্টোন।

*

কান ফাটানো বজ্রপাতের আওয়াজে ঘুম ভাঙল স্টোনের। চোখ খোলার আগেই শুনতে পেল মাথার কাছে পায়ের আওয়াজ। ল্যারি ব্রাফের গলা শুনল। 'ওঠো, মার্টি, ওঠো!'

হাই তুলে উঠে বসল স্টোন। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। খোলা জানালা দিয়ে বাতাসের তোড়ে বৃষ্টির একটা ছাঁট ঢুকে ভিজিয়ে দিল তার পিঠ। শীতে কেঁপে উঠল স্টোন। মুহূর্তের জন্যে চারপাশ দিনের মতো আলোকিত হয়ে গেল। পরমুহূর্তে কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল কাছেই কোথাও। প্রচণ্ড আওয়াজে থরথর করে কাঁপল বাড়িটা।

ব্রাফের মুখে স্থির হলো স্টোনের দৃষ্টি।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কয়টা বাজে?'

'সোয়া সাতটা।'

আঙুল বাঁকা করে চোখ ডলল স্টোন, খুশি হয়ে উঠল মাথা ব্যথাটা আর নেই দেখে। বুট পরতে পরতে জিজ্ঞেস করল, 'শহর ছাড়ছ কখন, ল্যারি?'

'একটু পরই।'

'টাকা-পয়সা কিছু দরকার নিশ্চই? কোটটা দাও দেখি।'

নড়ল না ব্রাফ। 'আজকে টাকার জন্যে তোমার কাছে আসিনি, মার্টি।'

দ্বিতীয় বুট পায়ে গলিয়ে উঠে দাঁড়াল স্টোন। ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে।

'তাহলে কি চাও?'

'প্রতিশোধ। টিমন্স আর উইলসনের মৃত্যুর বদলা।'

'ল্যারি, তুমি যদি আমার ওপর রাগ করে থাকো বিচারের সময় আমি ওদের পক্ষ টানিনি দেখে, তাহলে...'

'শুধু সেজন্যে নয়।'

'আমার আর কোন উপায় ছিল না। আর কি বলতে পারি, আমি দুঃখিত বলা ছাড়া?'

মাথা নাড়ল ব্রাফ। কোন জবাব দিল না। মুখ খুলল না। দু'চোখে অদ্ভুত একটা জ্বলজ্বলে দৃষ্টি, যেন জ্বরাক্রান্ত। দৃষ্টিটা পছন্দ হলো না স্টোনের। চট করে চেয়ারের দিকে চোখ গেল। চেয়ারের ওপর গানবেল্ট খুলে রেখেছে সে। হাসল স্টোন, তাড়াহুড়ো না করে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পা বাড়াল চেয়ারের দিকে।

'কাপড় পরে নেই, তারপর কথা হবে, কেমন?'

উরুর পাশে নেমে গেল ব্রাফের ডানহাত। ঝট করে অস্ত্রটা বের করে বলল, 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, স্টোন।'

জিভটা হঠাৎ করে শুকিয়ে গেছে, শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করল স্টোন। 'কি ব্যাপার, ল্যারি? পাগল হয়ে গেলে নাকি!'

'কেসি বলল আজকে নাকি তোমরা একটা কাজ সারবে।'

'তাতে কি?'

'কাজটা যাতে না হয় সেটা দেখবে তুমি।'

'কেন?'

'অত কথা বলতে পারব না। মানা করে দেবে ওদের, বলে দেবে কাল দুপুরের আগে যেন গোল্ড টাউন ছেড়ে চলে যায়। এর বেশি সময় আমি কাউকে দেব না।'

অজান্তে এক পা সামনে বাড়ল স্টোন। থমথম করছে চেহারা। 'তুমি মুখ খুলেছ!'

'এখনও খুলিনি। ঠিক করেছি খুলব।'

'হারামজাদা! আমি তোর...'

'যা বলছি করো,' অনুত্তেজিত স্বরে বলল ব্রাফ। 'এখন তুমি আমার

সঙ্গে জাজ টরভিন আর মিন টরভিনের ওখানে যাবে, জাজকে খুলে বলবে সবকিছু। তারপর আমরা জন ব্র্যাডলির ওখানে যাব। ওখানেও ব্র্যাডলির সামনে আরেকবার বলবে তুমি। তারপর আমরা শহর ছাড়ব, ছেলেদের বলব রিঙের খেল্ খতম।' একটু থেমে বলল সে। 'এবার তুমি শার্ট পরতে পারো, স্টোন। কিন্তু ভুলেও পিস্তলটার দিকে হাত বাড়িয়ো না।'

'পাগল হয়ে গেছ তুমি!' ফ্যাসফেঁসে গলায় ফিসফিস করল স্টোন।

'শার্ট পরো।'

'যদি বলি জাহান্নামে যাও, অস্ত্র তুলে নিয়ে যদি গুলি করি, কি করবে তুমি?'

'সে চেষ্টা করে দেখো।'

বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে বাড়িটার দেয়ালে। জানালা বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা নামছে। পা ভিজছে স্টোনের। বাতাসের ঝাপটায় ডেস্কের ওপর থেকে মেঝেতে পড়ে গেল লণ্ঠনটা। গ্লাস ভেঙে গেছে। অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর। এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল স্টোন, ঝুঁকির পরিমাণ বুঝে নিল, তারপর আস্তে আস্তে সরতে শুরু করল চেয়ারের দিকে।

বজ্রপাতের আলোয় পলকের জন্যে আলোকিত হলো ঘরটা। থমকে গেল স্টোন। হোলস্টারে অস্ত্র ভরে রেখেছে ব্রাফ, তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে স্টোনের দিকে। চোখে কিসের যেন প্রত্যাশা। দু'হাত ছড়িয়ে ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে।

'লাভ নেই, স্টোন, কোন লাভ নেই।'

'ল্যারি! ঈশ্বরের দোহাই লাগে!' পিছাতে শুরু করল স্টোন।

'কেন্টের কারণে তোমাকে খুন করব না আমি,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলে চলেছে ব্রাফ। 'স্রেফ আধমরা করে ছাড়ব।'

## একুশ

অপেক্ষার কারণে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো অ্যানির।

বাবা এখন জানে মার্টি স্টোনের আসল পরিচয়। কি সিদ্ধান্ত নেবে ঈশ্বর জানেন।

যন্ত্রচালিতের মতো রাতের খাবার তৈরি করছে অ্যানি। মাঝে মাঝে রীডিং রুমের দিকে তাকাচ্ছে। ওই ঘরে বসে পড়ছে বাবা। মজা পাওয়ার জন্যে নয়। ওটাও কাজ। গোল্ড টাউন গ্রেভস্টোনের সব কয়টা সংখ্যা অফিস থেকে নিয়ে এসেছে জাজ। প্রত্যেকটা সংখ্যা গভীর মনোযোগে পড়ছে। কেন তা অ্যানিকে জানায়নি। জানায়নি আজ সারাদিন যাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলাপ সেরেছে তাদের বিষয়ে কিছু। এমনকি কাদের সঙ্গে জাজের কথা হয়েছে সেটাও অ্যানি জানে না।

বাবাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না, জানে অ্যানি। আগে বাবা যখন জটিল কোন কেস নিয়ে ভাবত তখনও এমন ভাবে গভীর মনোযোগে আইনের বই পড়ত। শুধু আইনের বই নয়, কে কি ভাবছে জানার জন্যে খবরের কাগজ বা সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছু যা পেত পড়ে ফেলত। পড়ত পুরোনো কেসের নথি। বাবাকে বিরক্ত করা অনুচিত হবে। উপযুক্ত সময় হয়েছে বুঝলে নিজেই কি করবে সিদ্ধান্ত নেবে বাবা। সিদ্ধান্তটা হবে সঠিক এবং সময়োপযোগী, এটুকুই আপাতত অ্যানির সান্ত্বনা।

আগুনের ধারে একটা কাঠি পড়ে আছে, ওটা আগুনে ঢুকিয়ে দিল অ্যানি। ভাবছে, কেন্টাকির সেই সভ্য কোর্ট রুম নেই এখানে। এটা গোল্ড টাউন। নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে এখানে ঘুরে বেড়ায় ভয়ঙ্কর খুনীর দল। একা কিছুই করতে পারবে না বাবা তাদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যানি। বাবা যদি শুধু জন ব্র্যাডলির কাছে তাকে যেতে দিত!

কফি পটে পানি ভরে কফি জারটা শেলফ থেকে নামাল ও। কফি নেই বয়ামে। ভুলে গিয়েছিল ও কফি কিনতে। বিরক্ত হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এক হাত মুখের পাশে, লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো ঠেকাচ্ছে। আসন্ন ঝড়ের কারণে আকাশটা কালো। মাঝে মাঝে গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকছে, কিন্তু এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি। যত ভাল খাবারই হোক ভাল লাগে না বাবার, পর্যাপ্ত কফি সঙ্গে না থাকলে। স্ট্যু-এর বাটিটা চুলোর ধারে রাখল অ্যানি, যাতে হালকা গরম থাকে। এবার চুলোয় কফির পানি ভরা পট চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। কাঁধে শাল জড়িয়ে চলে এলো লিভিং রুমে।

'বাবা, এক মিনিটের জন্যে স্টোরে যাচ্ছি। এক্ষুণি চলে আসব।'

'ঠিক আছে।' পত্রিকা থেকে চোখ তুলল না জাজ।

দোকান থেকে কফি কিনে ফিরবে অ্যানি, এমন সময়ে ঝড়ের প্রথম ঝাপটা শুরু হলো। বাতাসে এতই জোর যে দম নেয়া যায় না। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে বজ্রবৃষ্টি। বাইরে একবার তাকিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অ্যানি, ঝড়ের বেগ কমার আগে বাইরে বেরোনো ঠিক হবে না।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। চোখের সামনে দেখতে দেখতে ধুলোময় ধূসর রাস্তা রং পাল্টাল, হয়ে গেল খয়েরী রঙের কাদার স্রোত। বিজলির ঝিলিকের সময় দেখা যায়, জায়গায় জায়গায় পানি জমছে। আলোর ঝিলিক মিলিয়ে যেতেই নামছে গাঢ় অন্ধকার। রাস্তার উল্টো পাশে একটা সেলুনের দরজায় দাঁড়িয়েছে কয়েকজন, খুশি হয়ে বৃষ্টি দেখছে। ওদের হাসির আওয়াজ শুনতে পেল অ্যানি। স্টোনের স্টোর অন্ধকারে ডুবে আছে। ব্লকের শেষ মাথায় গ্রেভস্টোন পত্রিকার অফিসও অন্ধকার। অফিস বোধহয় বন্ধ। উত্তর-পুব দিকে সরে যাচ্ছে ঝড়। বিজলির আলোয় এক লোককে পত্রিকা অফিসের দরজা ধরে টান দিতে দেখল অ্যানি। দরজা খুলল না। লোকটা অন্ধকার একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল। এক মুহূর্ত পর সরে গেল।

পরিচিত কেউ? কৌতূহল বোধ করল অ্যানি, লোকটার চেহারা দেখার চেষ্টা করল। রাস্তার ওদিকে আলো বড় কম। লোকটার আকৃতি প্রকাণ্ড এটা বুঝতে পারলেও তাকে চিনতে পারল না অ্যানি। হাঁটাচলার ঢিলেঢালা ভঙ্গি দেখে আন্দাজ করল, লোকটা অ্যাবনার ডিলি হবে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল অ্যানি, তারপর শালটা কাঁধে আরও ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। বৃষ্টি থাকুক আর না থাকুক, বাড়ি ফিরতে হবে ওকে। বাবাকে বলে এসেছে ও এক মিনিটের মধ্যে ফিরবে। অন্তত আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বাবা দুশ্চিন্তা করবে। খিদেও লেগেছে নিশ্চই।

বাড়ির কাছে এসে অ্যানি দেখল রাস্তার দিকে তাকিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বাবা। বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল অ্যানি গোল্ড টাউনের আঠালো কাদাকে। রাস্তা পার হয়ে উঠানে চলে এলো। বারান্দায় উঠতে

ওকে সাহায্য করল জাজ। বাবার হাতে কফির ঠোঙা দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট খুলতে শুরু করল অ্যানি। বিড়বিড় করে বলল, 'জুতো খুলে বাইরেই রাখব, নইলে কাদায় ভরে যাবে ঘর।'

'দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। দোকানে পৌঁছুনোর আগেই ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছিল?'

'না। ঢুকতেই শুরু হলো।...ভেতরে চলো, খিদে লাগেনি?'

টেবিল সাজাতেই খেতে বসে গেল জাজ। আজকে খুব ধীরে ধীরে খাচ্ছে। ভাবছে কি যেন অন্যমনস্ক হয়ে। অ্যানি দ্বিতীয় কাপটা ভরে দিতে হাতের রুমালটা ভাঁজ করে প্লেটের পাশে টেবিলে রাখল জাজ। খাওয়া শেষ। প্লেটটা সামনে ঠেলে দিল। নিচু স্বরে বলল, 'এক ভদ্রলোক এসেছিল তোমার খোঁজে।'

'কে?'

'ল্যারি ব্রাফ।'

হাত কেঁপে উঠল, জলদি করে কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল অ্যানি। 'কেন এসেছিল বলেছে কিছু?'

'শুরুতে বলতে চায়নি। একটু একটু করে ওর পেট থেকে আদায় করেছি কথা।'

'কি বলল?'

'টিমসের খুনের প্রতিশোধের চিন্তায় পাগল হয়ে গেছে লোকটা। যারা জড়িত তাদের সবার ক্ষতি করতে চায়। একথাও বলেছে যে রিঙের সদস্যদের চিনিয়ে দিতেও তার আপত্তি নেই।'

'স্টোনের ব্যাপারে মুখ খুলবে?'

কফির কাপে চুমুক দিল জাজ। 'স্টোনকে সম্ভবত খুন করে ফেলেছে সে। খুন না করলেও করার কথা ভাবছে।'

গলার কাছে হাত চলে গেল অ্যানির। কথা বলতে চাইল কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। জাজ বলল, 'পাগলের মতো দেখাচ্ছিল লোকটাকে। কাপড়চোপড় ছেঁড়া। সারা শরীরে রক্তের ছিটে। কয়েকটা ক্ষত থেকে রক্তও ঝরছিল। সর্বক্ষণ বিড়বিড় করে বলছিল কি যেন একটা করে রেখে এসেছে। বলছিল আগেই করা উচিত ছিল। আরও কি যেন করবে আজকে রাত শেষ হওয়ার আগে। তুমি ফিরে আসবে

বলে ওকে আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে অপেক্ষা করতে রাজি হলো না। ওকে বলেছি রিঙের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হলে যাতে ক্ষমা পায় সে ব্যবস্থা আমি করব। তাতে তাকে খুব একটা উৎসাহী দেখলাম না। বলেছে আজকে রাতে সে যা করবে তারপর কেউ যদি তাকে ধরতে পারে তাহলে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝোলাবে।' একটু থামল জাজ। 'ওর এই কথাটা শুনেই আমার মনে হলো স্টোনকে খুন করে এসেছে সে।'

'জর্জ ফিলমোর!' হঠাৎ বলে উঠল অ্যানি। 'ওহ্, বাবা, বুঝতে পারোনি? ফিলমোরকে খুন করবে ও। সম্ভবত ব্র্যাডলিকেও! কেন ওকে থামাওনি...'

দু'হাত ছড়িয়ে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করল জাজ। 'তুমি বলছ জোর খাটানোর কথা?'

রাগ হলো অ্যানির। উঠে দাঁড়াল। 'কথা দিয়েছে ও মুখ খুলবে?'

'মুখ খুলেছে ও।'

'ফিলমোর সতর্ক থাকবে। ধরো ব্রাফকে সে মেরে ফেলল? তাহলে আমাদের হাতে কোন প্রমাণই থাকবে না।'

'সেটা আমারও মনে হয়েছিল।' মৃদু হাসল জাজ। কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা লম্বা কাগজ বের করল। টেবিলে ছড়িয়ে বলল, 'এখানে রিঙের সদস্যদের সবার নাম লেখা আছে। স্টোনের নাম সবার আগে। এই যে ব্রাফের বক্তব্য আর সই। কোর্টে সরাসরি সাক্ষ্য দিলে যা হতো তার চেয়ে ভাল হলো না বটে, কিন্তু আর কিছু করার ছিল না আমার। সান্ত্বনা এটাই, এখন আমাদের হাতে জোরাল প্রমাণ আছে।'

কাগজটায় চোখ বোলাল অ্যানি। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেল। হঠাৎ করে বুঝতে পারল ও কাগজটার মূল্য। কেন্টাকিতে হলে এখন পরবর্তী কাজ হলো গ্র্যান্ড জুরিদের সামনে প্রমাণটা উপস্থাপন করা। তারা নির্দেশ দিলে শেরিফের অফিস সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করবে, কোর্টে বিচার শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু বাবা যদি ভেবে থাকে গোল্ড টাউনেও ব্যাপারটা এত সহজ হবে তাহলে বিরাট একটা ভুল করছে। অনেক চেষ্টায় গলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল অ্যানি।

'এবার কি করবে ভাবছ?'

কফি শেষ করে চেয়ার ছাড়ল জাজ। মেয়ের দিকে না তাকিয়ে চলে এলো লিভিং রুমে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। 'গোল্ড টাউনে সাহসী সৎ লোকের অভাব নেই। অনেকেই আছে যারা এবার মাঠে নামবে। আমাদের সবাইকে একজোট হতে হবে, তা নাহলে কিছুই করা যাবে না।'

দরজা পর্যন্ত বাবাকে অনুসরণ করেছে অ্যানি। করার মতো যৌক্তিক কাজ মাত্র একটাই আছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে অ্যানি। আর যার কাছেই যাক না বাবা, আগে যাওয়া জরুরী জন ব্র্যাডলির কাছে। কথাটা বাবাকে বলার প্রবল ইচ্ছে জাগল ওর মনে। কিন্তু চেপে গেল। মনের অস্থিরতার কারণে চাপা শোনাল ওর গলা।

'কাকে বিশ্বাস করবে তুমি?'

'অনেকেই আছে। ধরো জর্জ ফিলমোর।'

'বাবা...'

'ধরো ক্লে অ্যাবোট। এখন অবশ্য সে অসুস্থ, কিন্তু...'

এক পা সামনে বাড়ল অ্যানি। থামল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জাজ, তারপর ঘুরে তাকাল। নিচু স্বরে বলল, 'কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে। শালটা পরে নাও, অ্যানি, আমরা জন ব্র্যাডলির সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

*

সবুজ একটা কুয়োর ভেতরে আছে সে। কমলা-গোলাপীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে সাদা একটা বিন্দু। ওটার দিকে যেতে চাইল সে। জোর খাটাচ্ছে সাদা বিন্দুর কাছে যাওয়ার জন্যে। আস্তে আস্তে কাছে আসছে সাদা বিন্দু। একের পর এক বিস্ফোরণ হচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতো ফাটছে কি যেন। উহ্! তীব্র ব্যথা! শ্বাস টানতে চেষ্টা করল। বুকের খাঁচায় হাতুড়ি পেটাচ্ছে কে! চোখ মেলল মার্টি স্টোন। যেখানে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল সেখানেই আছে সে। অবাক লাগছে এখনও বেঁচে আছে দেখে। বেঁচে থাকার তো কথা নয়!

ঘরটা অন্ধকার। নিরব। অনেকক্ষণ হয় অজ্ঞান ছিল সে। ঝড়টা অনেক দূরে সরে গেছে। চাপা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে দূরবর্তী

বাতাসের। তুমুল বৃষ্টি কমে ইলশে গুঁড়িতে পরিণত হয়েছে, জানালার ওপরের তাকে ছোট ছোট ফোঁটার আওয়াজ হচ্ছে। নড়তে ইচ্ছে করল না স্টোনের। ইচ্ছে হলো সারাজীবন এভাবেই পড়ে থাকে। সে জানে, একটু নড়লেই তীব্র ব্যথার স্রোত বয়ে যাবে গোটা শরীরে। হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল: এখনও মুখ খোলেনি ব্রাফ। মুখ খুলবে বলেছে লোকটা! এখনও হয়তো খুব দেরি হয়ে যায়নি। হয়তো এখনও সর্বনাশ ঠেকানো যায়। ব্রাফকে ঠেকাতে হবে।

খুব ধীরে ডান পাশে কাত হলো স্টোন। ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। গাল দিচ্ছে দাঁতের ফাঁকে। হাত আর পায়ে ভর দিয়ে টেবিলের দিকে চলল। টেবিলের কোনা ধরে উঠে দাঁড়াল। কাঁপা হাতে পকেট থেকে বের করল ম্যাচ, আগুন জ্বালল। লণ্ঠন খুঁজল কিছুক্ষণ। তারপর মনে পড়ল ওটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। ডেস্কের ওপর দু'হাতের ভর রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল স্টোন। ভাবতে চেষ্টা করল। কোথাও না কোথাও একটা মোম আছে। কোন্ ড্রয়ারে?

দেরি হলো। দ্বিতীয় ড্রয়ারে মোমটা খুঁজে পেল সে। ধরিয়ে রাখল একটা হোল্ডারে। চারপাশে তাকাল। ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে তাণ্ডব বয়ে গেছে। তার কোট পড়ে আছে ঘরের এক কোণে। আরেক কোণে শার্ট। ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে পরল স্টোন। লাথি মেরে কাউচের নিচে গানবেল্ট পাঠিয়েছিল ব্রাফ, সেখান থেকে বের করে নিয়ে পরল। পরীক্ষা করে দেখল, সিক্সগানে গুলি ভরা আছে। এবার ডেস্কের ড্রয়ার খুলে হুইস্কির একটা বোতল বের করল সে। দ্রুত কয়েকবার দীর্ঘ চুমুক দিল। ফাটা ঠোঁটের কোণে অ্যালকোহল লাগতেই জ্বলে উঠল। চোখ কুঁচকাল স্টোন।

মাথার তীক্ষ্ণ ব্যথাটা চলে গেল। এখন ভোঁতা ব্যথায় দপদপ করছে মাথা। সাবধানে মুখ স্পর্শ করল। হাতটা চোখের সামনে এনে দেখল। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। মাথায় হ্যাট চাপাতে গিয়ে টের পেল কয়েক জায়গায় ফুলে গেছে করোটি। বিড়বিড় করে অভিশাপ দিয়ে ঘরের এক কোণে হ্যাট ছুঁড়ে ফেলল। আবার দীর্ঘ চুমুক দিল বোতলে।

কার কাছে-মুখ খুলবে ব্রাফ? প্রশ্নটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে জবাবটাও পেয়ে গেল স্টোন। সোজা জন ব্র্যাডলির কাছে যাবে ব্রাফ।

এখনও হয়তো তাকে ঠেকানোর সময় ফুরিয়ে যায়নি।

কাঁপা হাতে মোমবাতিটা মুখের কাছে এনে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলল স্টোন, পা টেনে টেনে দরজার দিকে এগোল।

*

ঝড়ের তাণ্ডব শেষ হতেই ঘরের জানালা খুলে দিল ব্র্যাডলি, বুক ভরে টেনে নিল প্রশান্তি মাখা পাহাড়ী-শীতল ভেজা বাতাস। নিচের দিকে তাকাল। দু'পাশের বাড়িঘরের আলোয় রাস্তায় জমা ছোট ছোট ডোবা ঝিকমিক করছে। বৃষ্টিটার দরকার ছিল। আরও ভাল হতো বজ্রবৃষ্টি না হলে। পাহাড়ী বজ্রবৃষ্টি বড় সাঙ্ঘাতিক। পাহাড়ের একটা ঢালে হয়তো তুমুল বর্ষণ চলছে, তার পরের ঢালটাই দেখা যায় শুকনো খটখটে। একবার দু'বার বাজ পড়লেই ওখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে, পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয় সবুজের সমস্ত চিহ্ন। তবুও বৃষ্টি হয়ে ভাল হয়েছে, গরম কমেছে অন্তত।

'উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বোকাদের ভাল বোদ্ধা ছিল,' হেনরিকে বলছে ডিলি। 'হ্যামলেটের কথাই ধরো। সেই যে বুদ্ধিমান অলস লোকটার কথা মনে আছে? সে ব্যাটা শাকসব্জি খেলেই পারত। বুড়ো শেক্সপিয়ার জানত...'

'শুধু শাকসব্জি কেন?' বেমক্কা প্রশ্ন ছুঁড়ল হেনরি।

হেসে উঠল ব্র্যাডলি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। পায়ের ওপর পা তুলে খালি গায়ে মেঝেতে বসে আছে অ্যাবনার ডিলি, ঘামছে দরদর করে। বিছানায় পেট ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে ডিলির দিকে চেয়ে আছে হেনরি, তারও গায়ে কিছু নেই। হেনরির দায়িত্ব নেয়ার সময় চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল ব্র্যাডলি, কিভাবে ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে। এখন সেই দুশ্চিন্তা আর নেই। ব্র্যাডলি আর হেনরির ঘরে প্রতি রাতেই হাজির হয়ে যায় অ্যাবনার ডিলি, নানা কায়দায় হেনরিকে জ্ঞান দান করে। ওর শেখানোর ভঙ্গি এতই চমৎকার যে গল্প শোনার মজার ফাঁকে জানা হয়ে যায় বহুকিছু। অস্বীকার করতে পারবে না ব্র্যাডলি, এ ক'দিনে সে নিজেও অনেক কিছু শিখেছে।

বিছানার কোনায় বসল জন। হেনরি আবার জিজ্ঞেস করল, 'শুধু শাকসব্জি কেন?'

'আমি তোমার এধরনের প্রশ্নে অত্যন্ত আশাহত হয়েছি, বালক! হজমের ব্যাপারটা চিন্তায় আনলে তুমি এপ্রশ্ন করতে পারতে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? একেবারে পরিষ্কার ব্যাপার। আমার খচ্চরের নাক যেমন, ঠিক তেমনি।'

দরজায় টোকা দিল কে যেন। এখনও ডিলির দিকে তাকিয়ে রয়েছে ব্র্যাডলি, লোকটাকে ভেতরে আসতে বলল। 'ভেতরে এসো!'

দরজা খুলে বন্ধ হবার আওয়াজ হলো। ডিলির দুই ভ্রূ কুঁচকে জোড়া লেগে যেতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল ব্র্যাডলি। প্রকাশকের চেহারায় সতর্কতার ছাপ দেখেছে ও।

'ব্র্যাডলি, তোমার সঙ্গে কথা আছে,' দরজার সামনে থেকে না নড়ে বলল ব্রাফ।

ব্রাফের কাপড়-জামা সব চুপচুপে ভেজা। শার্টের অর্ধেক বোতাম ছিঁড়ে পড়ে গেছে। গালের এক পাশে লম্বা একটা লালচে কাটা দাগ। ডান হাতের মুঠোয় চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে। লোকটার চোখের দৃষ্টি সব চেয়ে বেশি মনোযোগ টানল ব্র্যাডলির।

'কি বলবে, বলো!'

'এখানে নয়। নিউজ পেপার অফিসে চলো। ওখানেই গিয়েছিলাম। তুমি আগেই চলে এসেছ।'

'আমার মনে হয় না তোমার কথা শোনার অত আগ্রহ আছে আমার যে পত্রিকা অফিসে যাব এই অসময়ে।'

'এমনকি রিঙের ব্যাপারে কথা থাকলেও যাবে না?'

একদৃষ্টিতে ব্রাফকে দেখল ব্র্যাডলি। একটা কথাও বলল না। দেয়ালের গায়ে আটকানো হুক থেকে কোট আর হ্যাট তুলে নিয়ে গানবেল্ট পরতে শুরু করল। মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাবনার ডিলি।

'ওর সঙ্গে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'সাবধান থেকো। চোখ খোলা রেখো।'

চট করে একবার ব্রাফকে দেখে নিল ব্র্যাডলি। ভ্রূ কুঁচকে ডিলিকে দেখছে ব্রাফ। লোকটা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে না। যা করার করতে কোন দ্বিধায় ভোগে বলেও মনে হয় না। হ্যাঁ, প্রকাশক ঠিকই বলেছে,

ল্যারি ব্রাফ লোকটা বিপজ্জনক। ডিলির বক্তব্য বুঝতে পেরেছে ব্র্যাডলি। গানবেল্ট পরে নিল।

'রাস্তায় কোন ভালুক নেই যে তোমার সঙ্গে অস্ত্র নিতে হবে,' বলে উঠল ব্রাফ। 'না নেয়াই ভাল।'

'সঙ্গে নাও,' পরামর্শ দিল ডিলি।

'আমার কাছ থেকে কিছু জানতে হলে রেখে যাও ওটা এখানে,' আপত্তির সুরে জানাল ব্রাফ। রেগে উঠছে।

এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগে অস্ত্রটা রেখে যাওয়াই মনস্থ করল ব্র্যাডলি।

অফিসে ঢুকে লণ্ঠন জ্বালার আগে পর্যন্ত ব্র্যাডলির গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে থাকল ব্রাফ। ব্র্যাডলি জানালার পর্দা নামিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'এবার?'

'জানালা আমার জন্যে বিপজ্জনক। পেছনের ঘরে চলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল জন। লণ্ঠন হাতে নিয়ে দরজা খুলে প্রিন্ট রূমে ঢুকল। কম্পোজ করার টেবিলের ওপর রাখল লণ্ঠনটা। ব্রাফের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো।

'বলো কি বলবে।'

'কয়েকটা ব্যাপারে কথা আছে। বলতে পারো তোমার একটা উপকার করতেই এসেছি।'

সে থামতে বলল ব্র্যাডলি, 'বলে যাও, আমি শুনছি।'

'আজ রাতে তোমাকে খুন করতে চেয়েছে স্টোন। খুন করে অফিসে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে সব প্রমাণ নষ্ট করে দিতে চায়।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'প্যাট কেসি বলেছে আমাকে। দলের সবাইকে আজকে রাতে একত্র হতে নির্দেশ দিয়েছে স্টোন। ওরা রাত দশটায় স্টোনের র‍্যাঞ্চে একত্র হবে। সেখান থেকে সবাই আসবে এখানে।'

'সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ। আমি সতর্ক থাকার চেষ্টা করব।'

ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে ব্রাফ, তাকিয়ে আছে তো আছেই ব্র্যাডলির চোখে। 'এই গেল তোমার উপকারের ব্যাপারটা। এবার আর একটা কাজ করে দেব আমি তোমার জন্যে।'

'যেমন? কি?'

'কেন্ট ফিলমোরের কাছে তুমিই টিমন্সের কথা বলেছিলে, তাই না? বিচারের সময় তুমি বলেছিলে তুমি তাকে বলেছ।'

'আমি ওকে সাবধান করেছিলাম। হ্যাঁ।'

'কাজেই টিমন্স কোন সুযোগই পায়নি। কোন সুযোগ না! ফিলমোর ওকে মাটিতে শোয়া অবস্থায় গুলি করেছে। কে জানে সত্যিই হয়তো টিমন্স অসুস্থ ছিল!'

'বোকার মতো কথা বোলো না! তুমি তো জানো টিমন্স কোন্ দলের লোক!'

'হ্যাঁ, তা জানি। এটাও জানি যে ও আমার বন্ধু ছিল।' আস্তে আস্তে গানবেল্ট খুলছে ব্রাফ। কম্পোজ টেবিলে লণ্ঠনের পাশে ওটা নামিয়ে রাখল। 'স্টোনকে আমি তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছি। এটাও নিশ্চিত করেছি যাতে মাইনারদের কমিটি তাকে ফাঁসিতে ঝোলায়। আজকে রাত শেষ হওয়ার আগেই আমি ফিলমোরের প্রাপ্যও বুঝিয়ে দিতে চাই।' কর্কশ গলায় পাগলের মতো সংক্ষিপ্ত হাসল ব্রাফ। 'আর এখন তোমার প্রাপ্য বুঝে নেয়ার পালা।'

ব্র্যাডলির বাম কানের ওপর পড়ল ব্রাফের প্রথম ঘুসি। পিছলে গেল হাতটা।

জনের মনে হলো কানের পাশে আগুন জ্বলে উঠেছে। অপ্রস্তুত অবস্থায় এক পা পিছিয়ে গেল সে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো পা জোড়া রাবারের তৈরি, এখনই বাঁকা হয়ে ভার ছেড়ে দেবে, মেঝেতে পড়ে যাবে সে। বাঁচার অন্ধ চেষ্টা দাঁড় করিয়ে রাখল। এক হাঁটু বাঁকা করে দেহের ভর রাখল সে। দ্রুত শ্বাস টেনে সচেতন থাকার চেষ্টা করছে।

'ওঠ্!' খেঁকিয়ে উঠল ব্রাফ। 'পুরুষের মতো লড়াই কর্, হারামজাদা!'

'অস্ত্র ব্যবহাব করলে তোমার উদ্দেশ্য সহজে পূরণ হবে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ব্র্যাডলি। সময় নষ্ট করছে, অপেক্ষা করছে মাথার ঝিমঝিমে ভাবটা কেটে যাবে। 'কাজটা তোমার জন্যে সহজও হবে।'

'আমি তোমাকে খুন করতে চাই না। ওঠো! স্টোনের মতো চালাকি করতে যেয়ো না! পুরুষের মতো লড়াই করো সাহস থাকলে।' সময় দিল না ব্রাফ। দু'বাহুতে হ্যাঁচকা টান খেয়ে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য

হলো ব্র্যাডলি। ঝট করে সিধে হয়েই ডানহাতের পুরো জোর দিয়ে মেরে বসল ও ব্রাফের গলায়। লোকটা পিছিয়ে গেল গুঙিয়ে উঠে। পরক্ষণেই এগোল আবার। সামনে বাড়িয়ে রেখেছে মুঠো করা দু'হাত। দু'পা ফাঁক করে তৈরি হয়ে দাঁড়াল ব্র্যাডলি। পরমুহূর্তেই মনোযোগ সরাতে হলো।

অফিসের দরজায় একটা ঘষটানোর আওয়াজ! একই সঙ্গে ঘুরে তাকাল দু'জন। ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো যেন লোকটা। চেহারা দেখা যেতেই চমকে উঠল ব্র্যাডলি। লোকটার চেহারা ক্ষতবিক্ষত। ছেঁড়া চামড়া ঝুলছে কপাল থেকে। গাল ফেটে গেছে। নাকটা তুবড়ে সমান। এক চোখ ফুলে উঠে বন্ধ। রক্তে লাল-খয়েরী হয়ে আছে গোটা চেহারা। লোকটার হাতে একটা সিক্সগান।

'ভাল পরামর্শ দিয়েছ, ল্যারি,' জড়ানো গলায় বলল মার্টি স্টোন। 'খুবই ভাল পরামর্শ। কিন্তু এখন আর কোন পরামর্শে কাজ হবে না। তোমাদের দু'জনকেই খুন করব আমি।'

# বাইশ

চোখ পিটপিট করে অস্ত্রটার দিকে তাকাল ব্র্যাডলি। ল্যারি ব্রাফের ঘুসি খেয়ে মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। তবে বুঝতে অসুবিধে হলো না, ফালতু কথায় সময় নষ্ট করতে অস্ত্র হাতে আসেনি স্টোন। পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল ও। মেশিন ঘরের একমাত্র লণ্ঠনটার আবছা আলোতেও দেখা যাচ্ছে, পিটিয়ে স্টোনের চেহারা বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে ব্রাফ।

ল্যারি ব্রাফও অস্ত্রটার দিকে চেয়ে আছে। চোখে ভয়ের কোন ছাপ নেই। চেহারায় রাগ আর ঘৃণার ছাপ। বিড়বিড় করে বলল, 'কাজটা শেষ করে আসা দরকার ছিল।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল স্টোন। 'দরকার ছিল।'

'আমাদের খুন করে কোন লাভ নেই, এমনিতেও ফাঁসির দড়ি এড়াতে পারবে না তুমি।'

স্টোনের ফাটা ঠোঁট বেঁকে গেল হাসতে চেষ্টা করায়। 'ভয় দেখানোর চেষ্টা করে কোন কাজ হবে না, ল্যারি। তুমি আর ব্র্যাডলি ছাড়া আমার আসল পরিচয় আর কেউ জানে না। দু'জনকে দুটো গুলি করলেই চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে মুখ দুটো। শহরের সবাই জানে তুমি ঘোষণা দিয়ে বেড়িয়েছ কেন্ট টিমন্সের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সবার ওপর প্রতিশোধ নেবে। ওরা যখন তোমাদের দু'জনের লাশ দেখবে, ধরেই নেবে যে দু'জন দু'জনকে খুন করেছ।'

'একটা অস্ত্র দিয়ে?' শুকনো গলায় বলল জন।

'সে ব্যবস্থা আমি করব। দু'জনকেই মুখের কাছে অস্ত্র ধরে গুলি করে মারব, বুঝতে পেরেছ? এত কাছ থেকে গানফাইট হলে যা হয়, চেহারায় গান পাউডারের দাগ থাকবে। ব্রাফের অস্ত্রটা আমি ওর লাশের পাশে রেখে দেব। আমারটা থাকবে তোমার পাশে। যে দেখবে চট করে বুঝে ফেলবে কি ঘটেছিল।' বন্ধ চোখটা আঙুল দিয়ে ছুঁলো স্টোন। 'এতদিনে তোমাদের বুঝে যাওয়া উচিত যে সহজ কোন জবাব পেলে রহস্যে নাক ডুবিয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না গোল্ড টাউনের মানুষ।'

'এত নিশ্চিত হলে কি করে যে জন ব্র্যাডলি একমাত্র মানুষ যার কাছে আমি মুখ খুলেছি?'

হাসার চেষ্টা করল স্টোন। 'আরও কেউ আছে?'

'নিশ্চই। আজকে বিকেলে সভা করে সবাইকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। ছয় হাজার লোক মিলে পাসি তৈরি করেছে। ওরা তোমাকে ধরতে আসবে। অপেক্ষা করছে শুধু ব্লাড হাউন্ড এসে পৌঁছুবে সেজন্যে। ব্যান্ড পার্টিরও আসার কথা আছে।'

'তোমার কৌতুক বোধ নেই সেকথা আমি কখনও বলিনি, ল্যারি।'

'হ্যাঁ। আমি খুব মজার লোক। তুমি আসার আগে একটা কৌতুক বলছিলাম ব্র্যাডলিকে। শুনে দেখো, হাসতে হাসতে খুন হয়ে যাবে।'

চোখ ভরা সন্দেহ নিয়ে ব্রাফের দিকে তাকিয়ে থাকল স্টোন। আরও সচেতন হয়ে উঠল ব্র্যাডলি। বুঝতে পারছে স্টোনকে না জানিয়ে কিছু একটা তাকে বলতে চাইছে ব্রাফ। কয়েক মিনিট আগে কৌতুক করছিল না ব্রাফ, অন্য কিছু করছিল। ব্রাফ বলেছে মাইনারদের কমিটি যাতে স্টোনকে ঝোলায় তার ব্যবস্থা করেছে সে। তার মানে আর

কাউকে ব্রাফ জানিয়েছে স্টোনের পরিচয়। কিন্তু কখন? কার কাছে? ব্যাপারটা ওকে জানানোর জন্যে এত উদগ্রীবই বা হচ্ছে কেন লোকটা! এখন, যখন প্রাণ নিয়ে ঘর থেকে বেরোবার উপায় নেই!

উপায় নেই? মৃত্যুর গন্ধ পেল ব্র্যাডলি। পিঠ বেয়ে নেমে গেল শিরশিরে একটা অনুভূতি। মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল ভয়ে। ব্রাফের পাশ দিয়ে পেছনে তাকাল জন। ব্রাফের গানবেল্ট কম্পোজ টেবিলের ওপর, লণ্ঠনের পাশে। ওখানে পৌঁছে অস্ত্র তুলে নিয়ে গুলি করার সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। গানবেল্টটা স্টোনও দেখেছে। ওটার দিকে পা বাড়ানো মাত্র উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবে। তাছাড়া ওটা হাতে পেতে হলে সামনে দাঁড়ানো ব্রাফকে পার হতে হবে। সেটা কি সম্ভব? স্টোনের প্রতি তীব্র রাগ প্রকাশ পাচ্ছে লোকটার চেহারায়। এই অবস্থায় সুস্থ বুদ্ধি কাজ করবে লোকটার মাথায়? ব্রাফকে যদি বোঝানো যায় ওই গানবেল্ট হাতে পাওয়াই ওদের মুক্তির একমাত্র উপায় তাহলে হয়তো স্টোনের মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করবে লোকটা। সেই সুযোগে হয়তো···সম্ভাবনা কম, কিন্তু হয়তো···হয়তো সফল হবে ও।

'একটা কথা আমি জানতে চাই, মার্টি,' হঠাৎ করে বলল ব্রাফ।

কি?'

'আমাদের দু'জনের কাকে আগে গুলি করবে তুমি?'

'এখনও ভেবে দেখিনি। প্রথমে যাবার সম্মানটা তুমিই নাও?'

'অবশ্যই! কেন নয়?'

স্টোন হাসল। 'খুবই মহৎ মনের পরিচয় দিচ্ছ, ব্রাফ।'

ব্রাফের দীর্ঘ দু'হাত অলস ভাবে দেহের দু'পাশে ঝুলছে। মুঠো বন্ধ হলো, খুলল, তারপর বন্ধ হলো আবার। ব্র্যাডলি বুঝল, শেষ চেষ্টা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে লোকটা। 'মহত্ত্বের ব্যাপার না। আসলে কিভাবে মরব সেটা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই আমার। বিশেষ করে যখন জানি তুমি ছাড়া পাচ্ছ না।'

'অত নিশ্চিত হয়ো না।'

'আমি নিশ্চিত। যদি বেঁচে নাও থাকি, অন্য মানুষ তোমার পরপারে যাবার ব্যবস্থা করবে সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।' হাত মুঠো হয়ে আছে ব্রাফের। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আগে যদি

ব্র্যাডলিকে গুলি করো তাহলে অস্ত্র কক করার আগেই তোমাকে শেষ করে দেব আমি।'

'তাই, ল্যারি?' হেসে উঠল স্টোন।

ঝাঁপ দিল ব্রাফ। টেবিলের দিকে নয়, স্টোনই তার লক্ষ্য। উড়ে গেল সোজা তাক করা অস্ত্রের মুখে। সতর্ক হয়ে খেয়াল করছিল ব্র্যাডলি, ব্রাফ ঝাঁপ দিতেই কম্পোজ টেবিলের দিকে সরল সে। ব্রাফের দেহের কারণে এখন ওকে গুলি করতে পারবে না স্টোন। সুযোগটা খুব স্বল্প সময় স্থায়ী হবে। স্টোনের অস্ত্রের গর্জন শুনল। কাতরে উঠল ব্রাফ। গুলিটা ফস্কায়নি! টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছে ব্র্যাডলি, গানবেল্ট তুলে নিতে নিতে দেখল কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে ব্রাফ। তার সঙ্গে সামনে ঝুঁকে আসছে স্টোন। স্টোনের গলা দু'হাতে চিপে ধরেছে ব্রাফ। হোলস্টার থেকে কোল্টটা বের করেই চরকির মতো ঘুরল ব্র্যাডলি।

'জন!'

অ্যানি টরভিনের আর্তচিৎকার মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ফেলে দিল ওকে। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, দু'চোখ বিস্ফারিত। এক পা পেছনেই দাঁড়ানো জাজ টরভিন।

ব্রাফের হাত থেকে ছোটার চেষ্টায় অস্ত্র কক করে দ্বিতীয়বার গুলি করল স্টোন। গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়েছে ব্রাফ, ধাক্কা খেয়ে কয়েক পা পিছাল স্টোন, গুলিটা পেছনের দেয়ালে বিঁধল।

স্টোনকে ব্র্যাডলি শেষ করে দিতে পারত, কিন্তু অ্যানি আর জাজের গায়ে গুলি লাগতে পারে সেই ভয়ে গুলি করল না। রীতিমতো কষ্ট করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলো ওর। ঘুরে দৌড় দিয়েছে স্টোন। অ্যানিকে ধাক্কা মেরে সামনে থেকে সরিয়ে দিল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। এক পাশে সরে তার অস্ত্র ধরা হাতটা ধরে ফেলল জাজ। এক ঝটকায় হাত ছুটিয়ে নিল স্টোন, নির্দ্বিধায় অস্ত্র তুলে সজোরে নামিয়ে আনল জাজের মাথায়। ধড়াস করে মেঝেতে পড়ে গেল জাজ। এক লাফে সামনের অফিস ঘরে ঢুকে পড়ল স্টোন। পরমুহূর্তেই রাস্তার দিকে দরজা খোলার শব্দ হলো। পালাচ্ছে স্টোন!

লাফ দিয়ে জাজের দেহ টপকাল ব্র্যাডলি, দৌড় দিল স্টোনের পেছনে। খোলা দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে বিশ ফুট দূরে গিয়ে ঘুরে

দাঁড়াল স্টোন, অস্ত্র তাক করল পত্রিকা অফিসের দরজার দিকে।

রাস্তায় বেরোতে গিয়ে বড় দেরিতে তাকে দেখতে পেল ব্র্যাডলি, ডাইভ দিয়ে পড়ল ডান পাশে। চোখের কোণে কমলা আগুনের ঝিলিক দেখতে পেল। মনে হলো ওর বুকের ডানদিকের পাঁজরে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গুলিটা পেছনের কাঠের দেয়াল থেকে চল্টা উঠিয়ে থামল। মাটিতে পড়ার আগেই স্টোন যেখানে ছিল সেজায়গা থেকে সরে গেছে। আঁধারে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ঢুকে পড়েছে সামনের গলিতে।

গলির মুখে যে বাড়িটা তার কোনায় দাঁড়িয়ে সাবধানে গলির ভেতর উঁকি দিল ব্র্যাডলি। দূরে সরে যাচ্ছে স্টোনের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। অনুসরণ করতে ইচ্ছে করলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনল আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল জুতোর শব্দ। দাঁড়িয়েই আছে ব্র্যাডলি। উত্তেজনা দূর হয়ে যাচ্ছে মন থেকে, সেজায়গা দখল করছে কর্তব্যবোধ। *বেশিক্ষণ শহরে থাকবে না স্টোন। এখন তাকে অনুসরণ না করা মানে স্রেফ সময়ের অপচয়।*

জ্বলছে পাঁজরের ক্ষতটা। স্টোনের পিছু নেবার আগে অফিসে যাওয়া দরকার। অ্যানি আর তার বাবার কি অবস্থা কে জানে! ফিরতি পথ ধরল ব্র্যাড়লি। অ্যানির কোলে মাথা রেখে মেঝেতে শুয়ে আছে জাজ টরভিন। জ্ঞান হারায়নি, কিন্তু জোর নেই শরীরে। মাথার এক পাশ রক্তাক্ত। একটা সাদা রুমাল দিয়ে ক্ষতটা চেপে ধরে রেখেছে অ্যানি। লাল হয়ে গেছে রুমালটা।

'আমাকে দেখতে দাও।' জাজের পাশে উবু হয়ে বসল জন।

এক মুহূর্ত দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যানির হাতে আরেকটা রুমাল দিল। বাম হাত ব্যবহার করছে ও। ডান হাত দেহের পাশে ঝুলছে। 'তেমন সাজ্ঘাতিক কিছু নয়। মাথা ফাটলে প্রথম প্রথম অনেক রক্ত পড়ে। জাজকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলো। ডেস্কে হুইস্কি আছে, যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে এনে দিয়ো। শহরের অর্ধেক লোক এসে পড়বে এক্ষুণি। তাদের কেউ ডাক্তার ডেকে আনতে পারবে। আমার কাজ আছে। আমি গেলাম।'

অ্যানিকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে প্রিন্ট শপের ভেতর

ঢুকে পড়ল ব্র্যাডলি। ব্রাফ মারা গেছে। বেশ কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর কোটের নিচে গানবেল্ট পরে নিয়ে সামনের অফিসে চলে এলো। মুখ তুলে তাকাল অ্যানি। চেহারা ফ্যাকাশে। বুঝতে পারছে ওরা অসময়ে এসে হাজির হওয়ায় পালাতে পেরেছে স্টোন।

রাগ এখন ব্র্যাডলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এতদিন নিজের অনুভূতি কারও কাছে প্রকাশ করতে না পারার রাগটা বড় অদম্য। দিনের পর দিন রাস্তায় অ্যানিকে দেখেছে ও। ভদ্রতা দেখিয়ে নড করা ছাড়া আর কোন কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। স্টোনের পরিচয় জানার পরও অসহায় হয়ে ওকে দেখতে হয়েছে আস্তে আস্তে স্টোনের দিকে ঝুঁকছে অ্যানি, কিছুই বলতে পারেনি। গত কয়েক মিনিটের উত্তেজনা আগুনে ঘি ঢালার অবস্থা করেছে।

হেলান দিল জন দেয়ালে। মাথাটা ঘুরে উঠেছে। বিড়বিড় করে বলল, 'স্টোনকে যদি শেষ করতে না পারি তাহলে বিরাট একটা লড়াইতে জড়াতে হবে সবাইকে।'

অ্যানির কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোনাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল ব্র্যাডলি, থামতে হলো ওকে।

'আজকে এখানে কোন প্রশ্ন করতে আসিনি আমি। জরুরী কথা বলতে এসেছি।'

'পরে বললে চলে না?'

'না। আমার কথাটা শোনো, জন। রিঙের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের একটা তালিকা আছে বাবার কাছে। কাগজটায় ল্যারি ব্রাফের সইও আছে। সেই কাগজটাই তোমাকে দিতে এসেছিলাম আমরা। বাবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা ভুলে এখানে এসেছে কারণ বাবা উপলব্ধি করেছে তোমার হাতে কাগজটা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে দ্রুত রিঙের সর্বনাশ করা সম্ভব।' জাজের ফ্যাকাশে চেহারাটা দেখল অ্যানি। 'উপকার করার বদলে বাবা এই পেল।'

'তাহলে ব্রাফ তোমার বাবার কাছেই মুখ খু...'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বলল কেন?' ভ্রূ কুঁচকে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল ব্র্যাডলি।

'কি এমন হয়েছে যে বন্ধুরা তার শত্রু হয়ে গেল?'

'আমিও বোধহয় ওর মনোভাব পাল্টানোর জন্যে খানিকটা দায়ী,' বলল অ্যানি। 'গত এক সপ্তাহ ধরে আমি সন্দেহ করছিলাম স্টোনকে। মনে হচ্ছিল সে-ই রিঙের নেতা। গতকাল বিচারের সময় আমার ধারণাটা আরও শক্ত ভিত্তি পেয়েছে। আজ সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম ঠিক পথেই এগোচ্ছি। কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করোনি। আমিও কারও কাছে বলার সাহস করে উঠতে পারিনি। যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি। আমি ব্রাফের সঙ্গে দেখা করতে যাই, ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে ওর বন্ধু টিমন্স যদি রিঙের সঙ্গে জড়িত না হতো তাহলে বেচারাকে এভাবে মরতে হতো না। সম্ভবত আমার কথাতেই ব্রাফ নতুন ভাবে ব্যাপারটা দেখতে শুরু করে।'

নিষ্পলক তাকাল ব্র্যাডলি। 'তুমি বলছ স্টোনকে সন্দেহ করেছ। অথচ আজ সকালেই তুমি আমাকে বলেছ...'

'যে ওকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি?' মুখটা লাল হয়ে গেল অ্যানির। 'হ্যাঁ, আমি বলেছি। কথাটা মিথ্যে। তবুও বলেছি। আসলে কখনও দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি স্টোনকে বিয়ে করব। বলেছি একথা ভেবে যে তুমি হিংসে করে আমাকে সব বলে দেবে ওর সম্বন্ধে।'

এতক্ষণে বুঝতে পারল ব্র্যাডলি, স্টোন আর অ্যানির চিন্তায় মাথা অত না ঘামালেও চলত।

উদ্‌গ্রীব হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে অ্যানি।

'এখনও তুমি স্টোনের পিছু ধাওয়া করবে?'

'হ্যাঁ।'

'একা যেয়ো না, জন!'

মাথাটা আবার ঘুরে উঠল ব্র্যাডলির, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। দেয়ালে দেহের এক পাশের ভর দিল ও।

পত্রিকা অফিসে লোক আসতে শুরু করেছে। তাদের চেহারার আকৃতি আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে ও। প্রশ্ন করছে ওরা সেটাও বুঝতে পারছে। কানের কাছে যেন গুঞ্জন করছে একদল মৌমাছি। কথা কিছু বুঝতে পারছে না। লোকগুলোকে ঠেলে পথ করে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ব্র্যাডলি। বোর্ডওয়াকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ঠাণ্ডা বাতাস স্বস্তির

পরশ বুলাল ওর দেহে।

এক ব্লক সামনে আস্তাবল। ওখানে ওর স্ট্যালিয়নটা আছে। হেনরি আর ডিলি আছে দু'ব্লক দূরে। ঘোড়ায় চেপে বাড়িতে গিয়ে সময় বাঁচাবে নাকি হেঁটে যাবে সেটা ভাবল ব্র্যাডলি। মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। কি যেন ভাবছিল? আবার শুরু থেকে মনে করার চেষ্টা করল ও। রাগ লাগছে। বাড়ির দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কপাল টিপে ধরল। বুঝতে পারছে উত্তেজনার হঠাৎ প্রশমনের কারণে এমন লাগছে। খুব বেশি রক্ত হারায়নি যে মাথা এভাবে ঘুরবে।

'জন, কি হয়েছে? তুমি আহত?'

হেনরি এলির কণ্ঠ। অ্যাবনার ডিলির পাশে উৎকণ্ঠিত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। ডিলি আর হেনরি দু'জনই হাত বাড়িয়ে ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল। ধীরে ধীরে ওকে নিয়ে চলল পত্রিকা অফিসে। জ্ঞান হারাচ্ছে বলে মনে হলো জনের। মনে হলো হাল ছেড়ে আরামপ্রদ অন্ধকারে ডুব দেয়। কিন্তু জোর করে সচেতন থাকল। সচেতন থাকার জন্যে রাগকে কাজে লাগাচ্ছে। চেয়ারে বসল। বলল, 'আমি ঠিক আছি। শোনো, গ্রাফ বলেছে রিঙের সবাই আজকে রাতে স্টোনের র‍্যাঞ্চে জড় হবে। কোন আক্রমণ আশা করছে না ওরা। আমরা যদি দ্রুত হামলা করতে পারি তাহলে হয়তো দলের সব কয়টাকে একসঙ্গে ধরা যাবে। ডিলি, শহরের সবাইকে খবরটা জানানোর ব্যবস্থা করো। পাসি গঠন করতে হবে। সবাইকে সঙ্গে রাইফেল নিতে বলবে।'

'সেসব পরে হবে। আগে তোমাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।'

মাথা নাড়ল জন ব্র্যাডলি। 'হেনরি, এক্ষুণি ফিলমোরকে খবর দাও। ওকে বলবে দায়িত্ব নিতে। বলবে র‍্যাঞ্চে কতজন শত্রু আছে তা আমার জানা নেই। তবে মনে হয় পঞ্চাশজন রাইফেলধারী যদি ও জোগাড় করতে পারে তাহলেই যথেষ্ট হবে।' চোখের সামনে চেহারা দুটো ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় থামল ব্র্যাডলি। দৃষ্টি পরিষ্কার হতে বলল, 'আর কিছু বলার নেই। তাড়াতাড়ি করো।'

তর্ক না করে দ্রুত পায়ে বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল ডিলি। হেনরি পাশ থেকে নড়ছে না। ভ্রূ কুঁচকে তাকে দেখল জন। 'কি ব্যাপার?'

'তুমি কি করবে?'

'স্টোন তার র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দলের লোকদের সতর্ক করে দেয়ার আগেই ওকে থামাবার চেষ্টা করব।'

'তুমি আহত। সঙ্গে আমিও যাব।'

আপত্তি করতে গিয়েও করল না জন, হেনরির চেহারায় দৃষ্টি স্থির হলো। চোখ নামিয়ে নিল হেনরি, বিড়বিড় করে বলল, 'আমি দুঃখিত। যা বলেছ তাই করব। তোমার জন্যে ভয় হচ্ছিল বলে...'

কথা শেষ না করেই ঘুরে দাঁড়াল হেনরি, রাস্তায় নেমে দৌড়ে এগিয়ে চলল। ধীর পায়ে আস্তাবলের দিকে এগোল জন। পাঁচ মিনিট পর স্ট্যালিয়নের স্যাডলে চেপে বেরিয়ে এলো আস্তাবল থেকে। রাস্তার কাদায় জোরে চলা যাচ্ছে না। স্টোন এগিয়ে থাকার পুরো সুবিধেটা পাবে। \

## তেইশ

রক্ত পড়া থেমে গেছে। তীব্র জ্বলুনিটাও নেই। ভোঁতা একটা ব্যথা শুধু দপদপ করছে পাঁজরে। মাথাটা পালকের মতো হালকা লাগছে জনের। মনে হচ্ছে চারপাশে সবকিছুই অবাস্তব। মাথার ওপরে মেঘের চাদরে ছেদ পড়ছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ট্যাপ খাওয়া চাঁদ। ওটা বেরিয়ে এলেই ট্রেইলে আবছা আলো পড়ছে। দু'পাশের ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল, রূপালি-কালো রং ধরছে তাতে। ক্রীকের পানিতে চিকচিক করছে সাদাটে আলো। ট্রেইলের ধারে জন্মেছে বড় বড় পাইন আর কটনউড গাছ। ওগুলোর তলায় গাঢ় অন্ধকার।

স্যাডল হর্ন আঁকড়ে বসে আছে জন। ঢুলছে সর্বক্ষণ। জেদ ওকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আঙ্কল বিলির কেবিন পাশ কাটাল। একটু পর পেছনে পড়ে গেল পিট এলির কেবিনের ধ্বংসাবশেষ। জেদ বাড়ল ওর। পিট এলি মারা গেছে, কিন্তু বেঁচে আছে তার হত্যাকারী! স্যাডল থেকে নামল জন। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ট্রেইলটা পরীক্ষা করল। যা ভেবেছিল

তা-ই। মাটিতে একটা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটু আগে গেছে লোকটা। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এতই নতুন দাগ যে খুরের গর্ত হওয়া জায়গাগুলোয় এখনও গড়িয়ে নামছে বৃষ্টির পানি। *পাঁচ মিনিট...বা বড়জোর দশ,* ভাবল জন। *ক্যানিয়নের শেষ মাথায় উপত্যকায় পড়ার আগেই স্টোনকে ধরা যাবে কপাল ভাল থাকলে।*

ট্রেইলটা দ্রুত চলার উপযোগী নয়। স্ট্যালিয়নটাকে হাওয়ার বেগে ছুটাচ্ছে ব্র্যাডলি। এত জোরে কোনদিন ছোটেনি ঘোড়াটা বুনো ছিল যখন তখনও। ক্রীকের ধারে মাইনারদের শেষ কেবিনটাও ছাড়িয়ে এসেছে ওরা। সামনে ক্যানিয়নটা সরু হয়ে গেছে। দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে দেয়াল। মেঝে ঢালু। সরু একটা ড্রেনের মতো সরু ক্যানিয়ন ধরে হড়হড় করে বয়ে যাচ্ছে ক্রীকের পানি। হোঁচট খেতে খেতে এগোল স্ট্যালিয়নটা। সামনে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে ক্যানিয়ন, তারপর হঠাৎ করেই উঁচু হতে শুরু করেছে মেঝে। এখন দু'পাশে আকাশছোঁয়া পাইনের ঘন জঙ্গল। যত ওপরে ওঠা যাচ্ছে শীতল হয়ে আসছে বাতাস। এক হাজার ফুট ওপরে উঠে এলো স্ট্যালিয়নটা। ক্যানিয়ন শেষ। পাহাড়ের কাঁধ ধরে এগিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা সরু পথ। এক পাশে পাহাড়, অন্যপাশে এক হাজার ফুট গভীর অন্ধকার খাদ। পাহাড়টা ক্যামাস উপত্যকাকে গোল্ড টাউন থেকে আলাদা করেছে।

পাহাড়ের গায়ে সুগভীর পাইনের বন। এক ফোঁটা বাতাস নেই জঙ্গলে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ব্র্যাডলি, এগিয়ে চলেছে স্ট্যালিয়নটার অনুভূতির ওপর নির্ভর করে। ঘোড়াটা নিজের পছন্দ মতো গতিতে এগোচ্ছে এখন। স্যাডলে কুঁজো হয়ে বসে আছে জন। মাথার ওপর বেড়ে আছে গাছের ডাল। দু'বার ওর পায়ে বাড়ি মারল এগিয়ে আসা শাখা। শেষের বার আরেকটু হলেই স্যাডলে থেকে খসে পড়ত ও। পথটা বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের মাথায় রুক্ষ পাথরের সমতল চাতাল দেখতে পেল ও।

সমতলে বেরোবার আগে থামল জন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে বইছে মৃদুমন্দ হাওয়া। উত্তর-পুবের আকাশ ঢেকে রেখেছে ঘন মেঘরাজি। ওদিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে একটু পরপর চমকে উঠছে বিজলি, ক্ষিপ্র

সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, চিরে দিচ্ছে নিকষ কালো আকাশটাকে। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে চাঁদ। ওটাকে ঘিরে রেখেছে বৃষ্টি শেষের রামধনুর সাত রং। ব্র্যাডলির মনে হলো দুনিয়ার চুড়োয় উঠে এসেছে ও। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে চাঁদ, তারা, মেঘ। নিচে পাহাড় পরিবেষ্টিত ক্যামাস উপত্যকা। সুপ্রাচীন লাভার কালচে স্রোতের পাশ দিয়ে নেমেছে সরু ট্রেইল। ওটাই উপত্যকায় পৌঁছানোর দ্রুততম পথ.।

ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করল ব্র্যাডলি। চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে সামনে। সমস্ত মনোযোগ সামনের ঢালু পথের ওপর। বেশ কিছুক্ষণ পর ওর মনে হলো সামনের পাথরের স্তূপটা নড়েছে। ঘোড়া থামাল জন। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল। অতি ধীরে পেরোচ্ছে সময়। নড়ছে না কিছু। ভুল দেখেছে? মনে হলো যেন ঘোড়া আর আরোহীর সঙ্গে মিলে যায়?

চাঁদের আলোয় মনে হলো ক্ষণিকের জন্যে অবস্থান পাল্টেছে একটা পাথর!

নড়ছে না কিছু।

জোনাকির মতো ঝিক করে উঠল, ওটা কি!

চাঁদের আলোয় ইস্পাতের ঝিলিক?

আর অপেক্ষা করল না ব্র্যাডলি, সতর্কতার ধার না ধেরে স্ট্যালিয়নটাকে ঝিলিক লক্ষ্য করে ছোটাল। অস্ত্র বের করে ফেলেছে। বাম হাতে ধরে রেখেছে ওটা। কক্‌ড্। সিক্সগানের বাঁটটা শীতল ঠেকছে। বুঝতে পারছে জন, বোকার মতো ঝুঁকি নিচ্ছে। আবছা ভাবে মনে পড়ল ওর পেছনে সামনে বেড়ে থাকা পাথরের দেয়াল আছে। নিচে এখন শূন্যতা। বিপজ্জনক গতিতে ঢালু পথ বেয়ে নামছে স্ট্যালিয়ন। ব্র্যাডলির মনে হচ্ছে জেগে নেই ও, স্বপ্ন দেখছে। একটা চিন্তাই ওকে এখনও স্যাডলে বসিয়ে রেখেছে। স্টোনকে শেষ করতে হবে।

পা পিছলে গেল স্ট্যালিয়নটার। খাদের মধ্যে পড়তে পড়তেও সামলে নিল জন্তুটা। চার পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। পিছলে নামল ফুট বিশেক। সামনেই একটা মস্ত গোল পাথর। ওটার পাশ দিয়ে বামে

বাঁক নিয়েছে ট্রেইল। ঢাল ঘুরেই স্টোনকে দেখতে পেল ব্র্যাডলি।

পঞ্চাশ ফুট দূরে ঘোড়া থামিয়েছে লোকটা। ডান হাত উঁচু করে রেখেছে। অস্বাভাবিক দীর্ঘ মনে হচ্ছে হাতটা।

আগুনের ঝলক দেখল ব্র্যাডলি। জবাবে একবার আগুন ঝরাল ওর অস্ত্র।

সামনে আরেকটা বাঁক। চট করে ওপাশে চলে গেল স্টোন। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

ঝড়ের বেগে স্ট্যালিয়নটাকে ছুটিয়ে বাঁকটা পেরোল ব্র্যাডলি। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। মনে মনে বলছে: আরেকবার সুযোগ আসুক!

চোখ দিয়ে অনুসরণ করা যায় না এতই দ্রুত ঘটল ব্যাপারটা।

বাঁক ঘুরেই থেমে দাঁড়িয়ে অস্ত্র তাক করে রেখেছিল স্টোন, বাঁক ঘুরে হুড়মুড় করে তার ঘোড়ার ওপর গিয়ে পড়ল স্ট্যালিয়ন। একেবারে শেষ মুহূর্তে থামতে চেষ্টা করেছিল। পারল না। পা পিছলে গেল। গতি কমল না এক তিল।

ব্রাডলি বলতে পারবে না কখন স্যাডল থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে। ডান দিকে লাফ দিয়েছে ও। বামদিকে লাফ দিলে হাজার ফুট নিচে খাদের তলায় পড়ে থাকত ওর লাশ।

মনে হলো মাটি উঠে আসছে ওর দিকে। বিস্ময়কর গতি! দড়াম করে পড়ল ব্র্যাডলি ট্রেইলের ওপর। ঘোড়ার খুরের গুঁতোয় একটা সের দেড়েক ওজনের পাথর ছিটকে এসে লাগল ওর হাঁটুর বাটিতে। মনে হলো পা ভেঙে গেছে। তীব্র ব্যথার মাঝে একটা ঘোড়ার মরণ চিৎকার শুনল ও। দেখল স্টোনের ঘোড়াটা ট্রেইলের প্রান্তে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। মাত্র এক মুহূর্ত, তারপরই খাদের ভেতর খসে পড়ল জানোয়ারটা।

স্টোন?

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো ব্র্যাডলি। অস্ত্রটা পড়ে গেছে লাফ দেয়ার সময়। ওটা খুঁজতে শুরু করল ও। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা পাথরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো স্টোন, ঝাঁপ দিল ব্র্যাডলির ওপর।

উঠে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইল ব্র্যাডলি। পাথরের আঘাত পাওয়া হাঁটুর কারণে সময় মতো দাঁড়াতে পারল না। সামনের দিকে

পড়ে যাচ্ছে! স্টোনের দুই গোড়ালি ধরে গায়ের জোরে টান দিল। ওই একই সময় হাতে ধরা পাথরটা ব্র্যাডলির মাথা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল স্টোন। পাথরটা ওর পিঠে আঘাত হানল। মড়মড় করে উঠল মেরুদণ্ড। চোখে আঁধার দেখল ব্র্যাডলি। এক হাত ছুটে গেল। অন্য হাতে স্টোনের গোড়ালি ধরে মোচড় মারল ও। কাতরে উঠে ওর ওপর পড়ে গেল ভারসাম্যহীন স্টোন।

দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। গড়াগড়ি খাচ্ছে। চেষ্টা করছে একে অপরকে নিচে ফেলতে। স্বাভাবিক চেতনা নেই দু'জনের একজনেরও। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে জন্তুর মতো লড়ছে। কখনও কখনও পরস্পরকে ছেড়ে দিচ্ছে ওরা, উঠে দাঁড়াচ্ছে, তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে অপরের ওপর। মাটিতে যখন পড়ে যাচ্ছে তখন লাথি মারছে, থাবা চালাচ্ছে, গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে। হঠাৎ করেই আলাদা হয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা।

হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে স্টোন। হাত ভারী হয়ে গেছে। ট্রেইলের পাহাড়ী দিকে আছে সে এখন। বাম হাতে ব্র্যাডলির গলা খামচে ধরে খাদের দিকে ঠেলা দিতে শুরু করল। প্রায় অবশ ডান হাতটা দেহের পাশে ঝুলছে ব্র্যাডলির। বাম হাতে দুর্বল ভাবে ঘুসি মারল স্টোনের মুখ লক্ষ্য করে। মুখ সরিয়ে নিল স্টোন। চাঁদের আলোয় ঘর্মাক্ত মুখটা চকচক করছে। সরু দু'চোখে বিজয়ীর দৃষ্টি ফুটে উঠল। একটু একটু করে পিছাচ্ছে ব্র্যাডলি। পা পিছলে যাচ্ছে ট্রেইলে। পেছনে মরণ! অন্তহীন খাদ! ব্র্যাডলির গোড়ালি লক্ষ্য করে লাথি মারল স্টোন।

'মর্, হারামজাদা!'

দেহটা একেবারে শিথিল করে দিল ব্র্যাডলি, পরক্ষণে স্টোনের জোরকে কাজে লাগিয়ে এক পাশে সরে গেল। গায়ের জোরে টান দিল স্টোনকে। ব্র্যাডলি এখন ট্রেইলের ভেতরের দিকে।

আতঙ্ককর একটা মুহূর্ত। মনে হলো দু'জনই ওরা খাদের ভেতর পড়ে যাবে।

চড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল ব্র্যাডলির শার্টের কলার।

'না!' তীব্র একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো স্টোনের কণ্ঠ চিরে। পা পিছলে দড়াম করে পড়ে গেল ব্র্যাডলি। মাটি খামচে ট্রেইলে উঠে

এলো।

স্টোনের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। রাতের আকাশ চিরে দিচ্ছে ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই থেমে গেল। সামনে বেড়ে থাকা কোন একটা পাথরে দেহটা আছড়ে পড়েছে হয়তো।

নিরব চারপাশ। নিচে ক্যামাস উপত্যকা। আকাশে চাঁদের ফ্যাকাশে আলো। নিঝুম অন্ধকার বন। পাহাড়। নির্জনতা।

ব্র্যাডলি হঠাৎ করেই টের পেল সে ছাড়া ট্রেইলে আর কেউ নেই। ওর দেহের ওপর মুখ নামিয়ে আনল স্ট্যালিয়নটা। চিঁহিঁহিঁ করে ডেকে উঠল।

কয়েক মিনিট শুয়ে শুয়ে দম নিল ব্র্যাডলি, তারপর ধীরেসুস্থে উঠল। দু'হাতে স্যাডল ধরে বিশ্রাম নিল আরও কিছুক্ষণ। চোখের সামনে এখনও বনবন করে ঘুরছে সব।

একটু পর ট্রেইল ধরে রওনা হলো ওরা। স্ট্যালিয়নটা এখনও ভয়ে কাঁপছে। বাম পা আগে মাটিতে রেখে জমি পরীক্ষা করে তবেই এগোচ্ছে।

একটা সময় ট্রেইলের ঢাল কমে গেল। চওড়া হলো ট্রেইল। ওখানে ঘোড়া থেকে নামল ব্র্যাডলি, স্ট্যালিয়নটার দড়ি ঝোপের সঙ্গে জড়িয়ে দিল যাতে বেশিদূরে না যায় ওটা। এখান থেকে ওপরের ট্রেইলে অনেকদূর দেখা যায়। কেউ এলে অনেক আগেই তা টের পাবে ব্র্যাডলি। স্যাডল খুলে স্ট্যালিয়নটাকে বিশ্রাম নিতে দিল ও। দলবল নিয়ে আসতে বেশ দেরি হবে ফিলমোরের। ততক্ষণ ওর নিজেরও বিশ্রাম দরকার। স্যাডলটাকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ল ট্রেইলের পাশে। চোখ খোলা। ওপরের ট্রেইল দেখছে। ঘুরছে ট্রেইলটা চোখের সামনে। মাথার ভেতরটা পাক খাচ্ছে।

এতই দুর্বল যে টেরও পেল না কখন জ্ঞান হারিয়েছে ও।

# চব্বিশ

গরম কমেনি। উদোম গায়ে গ্রেভস্টোন পত্রিকার অফিসে বসে আছে অ্যাবনার ডিলি, পাদুটো তুলে দিয়েছে ব্র্যাডলির ডেস্কের ওপর। আরাম করে তামাক চিবুচ্ছে। পত্রিকার নতুন কপিটা পড়ছে। এই একটু আগে ছাপা শেষ করেছে সে আর হেনরি। এ সপ্তাহের সংখ্যা একদিন পরে বের হলো। দোষটা ডিলিকে দেয়া যায় না। ব্র্যাডলি যে লেখা দিয়েছিল সেটা রাখলে দু'দিন আগেই পত্রিকার ছাপা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু ওই লেখা সহ অর্ধেক ছাপা পত্রিকার কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল ডিলি পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের গুরুত্ব বুঝতে পেরে। জীবনে এই প্রথম ছাপার কাজ বাদ দিয়ে লেখালেখি করেছে ডিলি। খারাপ হয়নি খুব। অন্তত ডিলি বেশ সন্তুষ্ট।

আসলে বেশ সন্তুষ্ট বললে কম বলা হয়। ডিলি এতই সন্তুষ্ট (যদিও স্বীকার করবে না) যে হেনরি এলি দিনের চিঠিপত্র নিয়ে অফিস ঘরে ঢুকতেও চোখ তুলে তাকাল না সে। চিঠিপত্র টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল হেনরি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করল, 'কাগজ ভাঁজ করতে শুরু করব?'

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়ল ডিলি। কালিতে কালো তর্জনী দিয়ে পত্রিকার একটা জায়গায় খোঁচা দিল। 'ওহে, বালক, খবরের কাগজের জগতে আমার লেখা কিংবদন্তী হয়ে থাকল। জীবনে কোনদিন এত ভাল রিপোর্ট দেখিনি।

'এ লেখা জোনাথন সুইফট, ড্যানিয়েল ডিফো আর এই অ্যাবনার ডিলির পক্ষেই কেবল লেখা সম্ভব।' বুকে টোকা দিল। 'কিভাবে মার্টি স্টোন আর রিঙের সর্বনাশ হলো সেটার কী বর্ণনা! মনে হয় চোখের সামনে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমার তো ধারণা আর কখনও কেউ এমন লেখা লিখবে না। তোমাকে বলছি, আর কাউকে কিছু বোলো না, আমি ভাবছি এখন থেকে লেখালেখি শুরু করব কিনা। আমার মনে হয়

ডিফো বা সুইফটের চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ হবে না আমার লেখা।'

'কাহিনী কি?'

'কাহিনী? কেন, মন্দের হার ভালর জিত!' পত্রিকাটার দিকে চোখে প্রশংসা নিয়ে তাকাল ডিলি। কাগজের গায়ে আঙুল ঠুকল। '"যেভাবে গোল্ড টাউন জেগে উঠল!" —কী শিরোনাম!'

'হ্যাঁ, পড়তে ইচ্ছে করে।'

'মার্টি স্টোন নামক কুখ্যাত এক দস্যুর বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াইয়ের মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতার প্রতি নিজের অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে গ্রেভস্টোন পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক, জন ব্র্যাডলি। মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচারের মুখে মাথা নত করেনি সে, আপামর জনসাধারণের পক্ষে, দুর্বলের পক্ষে রুখে দাঁড়িয়ে অত্যাচারী সবলকে সমুচিত জবাব দিয়েছে। তার একার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে ত্রাসের রাজত্ব কায়েমকারী অপরাধী সংগঠন রিং। দুর্ধর্ষ মার্টি স্টোনের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে যদিও জন ব্র্যাডলি এখন অসুস্থ এবং দুর্বল, বিছানায় শুয়ে ককাচ্ছে, কিন্তু আমরা তার অবস্থার আশু উন্নতি কামনা করি। আশা করি শীঘ্রি সে সেরে উঠবে। উল্লেখ্য যে মার্টি স্টোন পাহাড়ী খাদে পড়ে মৃত্যুবরণ করায় ফাঁসির দড়ি থেকে বেঁচে গেছে। তার দলের সবাই আত্মসমর্পণ করেছে।'

'মিস্টার ব্র্যাডলি মোটেও ককাচ্ছে না,' সবটা শুনে প্রতিবাদ করল হেনরি। 'আমার মনে হয় তোমার এসব লেখা তার পছন্দও হবে না। আমার অন্তত হচ্ছে না। তারচেয়ে আজকের ডাকে আসা...'

'আর একটা লাইন পড়ে শোনাই। "ফিলমোরের সুযোগ্য নেতৃত্বে রিং নামের ভয়ানক সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে গোল্ড টাউনের সাধারণ মানুষ।" কি বুঝলে?' ভ্রূ নাচিয়ে হেনরিকে দেখল ডিলি। পরক্ষণে আবার পত্রিকার দিকে চোখ ফেরাল। '"ফিলমোরের নেতৃত্বে মোট তেষট্টি জন ভদ্রলোক এই অভিযানে অংশ নেয়। উল্লেখ্য যে ফিলমোর গোল্ড টাউনের আসন্ন নির্বাচনে শেরিফের পদ প্রার্থী। আমরা তার সৌভাগ্য কামনা করি। আমরা..."'

'এক লাইনের বেশি পড়ে ফেলেছ। প্যাকেজটা...'

বিরক্ত হয়ে পত্রিকাটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখল ডিলি। 'কি

বলছিলে প্যাকেজের কথা?'

'পোর্টল্যান্ড থেকে কয়েকটা প্যাকেজ এসেছে তোমার নামে।'

'কই, কোথায়?' এই প্রথম উৎসাহ বোধ করল ডিলি।

'তোমার পেছনের টেবিলে রেখেছি।'

চট করে চেয়ার ছাড়ল ডিলি, মনে হলো ক্ষুধার্ত অনেকদিন পর উপাদেয় খাবারের খোঁজ পেয়েছে। টেবিল থেকে প্যাকেট নিয়ে এক মাথা ছিঁড়ে ফেলল সে। কাঁপা গলায় বলল, 'আছে! সব আছে! প্রত্যেকটা! ওহ্, ঈশ্বর!'

BOIGHAR

'কি আছে?'

'অত জেনে কাজ কি! তোমার আর কোন কাজ নেই, হেনরি?

'একটু আগেই তো জিজ্ঞেস করলাম কাগজ ভাঁজ করব কিনা, তুমি মাথা নাড়লে।'

'ভাঁজ করো! বেশ করে ভাঁজ করে ফেলো সব। যা ইচ্ছে করো, শুধু আমাকে জ্বালাতন কোরো না এখন।'

কখনও কখনও পাগলাটে আচরণ করে মিস্টার ডিলি। সেসময় সামনে না থাকাই হেনরির বেশি পছন্দ। মেশিন ঘরে চলে গেল সে।

আলতো করে প্যাকেটটা তুলে নিল ডিলি। এখন দরকার গোসল। চুলও কাটতে হবে। শেভ করতে ভুললেও চলবে না। তারপর এক কি দুই বোতল মদ। তারপর...

অফিস ছেড়ে বেরোনোর আগের মুহূর্তে তার খেয়াল হলো গায়ে শার্ট নেই। তাড়াহুড়োয় কোনমতে গায়ে শার্ট চাপিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল সে।

*

বিকেল। গোল্ড টাউনের রাস্তায় লোক নেই। শান্ত চারপাশ।

নিজের ঘরে জানালার পাশে চেয়ারে বসে আছে ব্র্যাডলি, বাইরেটা দেখছে। রাস্তায় ছায়াগুলো ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। গাঢ় সবুজ পাহাড়ের রং আরও গাঢ় দেখাচ্ছে। একটু আগে হেনরি এলি ওকে এই সংখ্যার পত্রিকাটা এনে দিয়েছে। ওটা পড়ে আছে ওর কোলের ওপর। পাশে, একটু পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হেনরি এলি। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন মনে হচ্ছে?'

'ভাল। চমৎকার হয়েছে পত্রিকা। ভাল কাজ করেছ তুমি।'

'মিস্টার ডিলির লেখা তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'আগে কখনও এরকম লেখা পড়িনি।'

'আমার কাছে মনে হয়েছে জায়গায় জায়গায় বাড়তি কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘ বাক্য রচনা করার চেষ্টাটা ভাল লাগেনি।'

'ভাল কথা...ডিলি এখন কোথায় তা জানো?'

একটু ইতস্তত করল হেনরি, তারপর বলল, 'নতুন পোশাকের অর্ডার দিয়েছিল মিস্টার ডিলি, সেগুলো আজকে এসে পৌঁছেছে। পত্রিকার কোন কাজও নেই। গত কয়েকদিন অনেক বেশি কাজ করতে হয়েছে তাকে...'

হেসে উঠে বলল জন, 'ওর হয়ে অজুহাত দেখাতে হবে না তোমাকে। বলে ফেলো।'

পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যের শেষ রশ্মিটাও উধাও হয়ে গেছে। হেনরিকে হাত কচলাতে দেখে ভ্রূ নাচাল জন। চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসে বলল, 'সাপারের সময় প্রায় হয়ে এলো। কি বলো?'

'আমার এখনও খিদে লাগেনি।'

'কিছু একটা ভাবছ মনে হয়?'

'এই আরকি।'

'কি?'

'একটু আগে মিস টরভিনের সঙ্গে দেখা হলো। মিস টরভিন জিজ্ঞেস করল তুমি কেমন আছ।'

জানালার দিকে চোখ গেল জনের। এখন আর সূর্যাস্তের দৃশ্যটা ভাল লাগছে না ওর। গত দু'দিন ভাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে। এতদিন যা পরিষ্কার বোঝেনি সেটা বুঝে নিয়েছে গত দু'দিনের চিন্তায়। পরিস্থিতি যা-ই হোক, যেমনই হোক ওর প্রতি অ্যানির অনুভূতি, ওর আর জাজের মাঝে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল বিগত বছরগুলো সে তিক্ততা দূর করতে পারেনি। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনোই যাবে না অ্যানি। যেতে বলবেও না ও অ্যানিকে। ভালবাসে বলেই বৃদ্ধ একজন অসহায় মানুষের কাছ থেকে তার একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিতে চাইতে পারে না ও। সেটা ঠিকও হবে না।

'তাই? আমার খোঁজ নিল মিস টরাভন?'

'বলল তোমাকে দেখতে চায়। তোমার যদি শরীর ভাল থাকে তো আজকেই দেখা করবে।'

'আমার বাসায় ওকে আমি সবসময়েই স্বাগত জানাব, কথাটা তুমি ওকে বলে দিয়ো, কেমন, হেনরি?'

'এখানে আসবে বলেনি। মিস টরভিন চায় তুমি ওদের বাসায় যাও। সাপারের দাওয়াত দিয়েছে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'ভাবছি আমি বাইরে গিয়ে একটু ঘোরাফেরা করব।'

দরজা খোলা বন্ধ হওয়ার আওয়াজটা মনোযোগ দিয়ে শুনল ব্র্যাডলি। হৃদয়ের দরজাও অমন খোলে আবার বন্ধ হয় মানুষের। কিজন্যে ওকে যেতে বলেছে অ্যানি? হয়তো···হয়তো···নাহ্···আশা করাটা বোকামি হয়ে যাবে।

আস্তে করে চেয়ার ছাড়ল ব্র্যাডলি, ওর মনে হলো অনন্তকালের দূরত্ব পেরিয়ে কোট স্ট্যান্ডের সামনে পৌঁছেছে ও। কোট আর হ্যাট চাপিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। রাস্তা ধরে হাঁটছে। মনে হচ্ছে দূরত্ব কিছুতেই শেষ হবে না। অসুস্থ বলে নয়, উদগ্রীব হয়ে আছে বলে এমন মনে হচ্ছে।

বারান্দায় বসে আছে জাজ টরভিন। মাথার এক পাশে সাদা ব্যান্ডেজ। বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির সামনে থেমে দাঁড়াল ব্র্যাডলি। সামনে বসা এই জাজ ওকে মানা করে দিয়েছিল কখনও যেন তার মেয়ের কাছে ও না আসে। বলেছিল সে চায় না তার বাড়িতে ব্র্যাডলির পা পড়ুক। ব্র্যাডলিকে এই লোকটা খুনী বলেছে। দীর্ঘদিনের তিক্ততা দু'জনের ভেতর চাপা রাগ হয়ে রয়ে গেছে। এখনও জাজের চেহারায় নতুন কোন অনুভূতির চিহ্ন নেই। কোন উষ্ণতা নেই। কিছুক্ষণ পর জাজ বলল, 'ভাল আছ, জন।' কোন প্রশ্ন নয় এটা, স্রেফ বলার জন্যে বলা।

'ভাল আছি, স্যার।'

'অ্যানি ভেতরে আছে। অপেক্ষা করছে। ভেতরে যাও।'

পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে জাজ টরভিন। চেহারায় কোন রকমের কোন অনুভূতির ছাপ নেই। তাকে পাশ কাটিয়ে দরজায় পা

রাখল ব্র্যাডলি, তারপরই থেমে দাঁড়াল। কিচেনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি। হাসছে।

'আমি আশা করেছিলাম তুমি আসবে।'

নড়তে পারল না ব্র্যাডলি। টেবিলে তিনটে চেয়ার রাখা আছে। চুলোর ওপর চকচক করছে গোস্ত আর তরকারির হাঁড়ি। ধোঁয়া উঠছে। একটা ট্রেতে বিস্কুট রাখা আছে, আভেনে দিলেই ভাজা হয়ে যাবে। এই আয়োজন এবং অ্যানির চোখের উষ্ণ দৃষ্টির মাত্র একটা মানেই হতে পারে। কিন্তু বারান্দায় বসে থাকা নির্বিকার বৃদ্ধ ওকে নড়তে দিল না।

'অ্যানি।'

'হ্যাঁ, জন?'

'আমি যখন গোল্ড টাউনে এলাম, তুমি খারাপ ব্যবহার করে ফিরিয়ে দিলে। কারণটা কি তোমার বাবা ছিল?'

'হ্যাঁ, জন।'

'কিন্তু, তাহলে এখন...'

'তখন বাবা নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিল না। আমাকে বাবার অবলম্বন হিসেবে দরকার ছিল। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। বাবাও তোমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। শুধু একটা ব্যাপার এখন গুরুত্বপূর্ণ।'

অজান্তেই পা বাড়াল ব্র্যাডলি। এগিয়ে এলো অ্যানি, ওর দু'বাহুতে ধরা দিল। আগের মতো নরম হাত নয়, এখন কাজ করে করে শক্ত হয়ে গেছে। শক্ত আলিঙ্গনে ওকে বাঁধল ব্র্যাডলি। যুদ্ধের আগে যে নরম মনের মেয়েটিকে ও ভালবাসত সেই মেয়েটি যেন নেই অ্যানি। বদলে গেছে। এখন ও পরিপূর্ণ যুবতী। সক্ষম এবং দৃঢ়চেতা। দুনিয়ার যেকোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তৈরি। বদলে গেছে অনেক কিছুই, কিন্তু বদলায়নি অ্যানির দৃষ্টি। আজও ওর চোখ দুটোতে ঝিলমিল করে ভালবাসার আলো।

ওর জন্যে। শুধু ওর জন্যে।

'আমি জানতাম একদিন তুমি বুঝবে,' ফিসফিস করল অ্যানি। 'যা করেছি তা করতে হয়েছে বলে করেছি। আমাকে শক্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু চিরজীবন আমি একা থাকতে চাই না, জন।' থরথর করে কাঁপছে অ্যানির দেহ। শক্ত করে ধরে রাখল ব্র্যাডলি। 'আমি তোমার ওপর

নির্ভর করতে চাই। চাই তোমাকে নিয়ে সারাজীবন ঘর করতে।'

'ছোট্ট একটা সুন্দর বাড়ি থাকবে আমাদের,' বিড়বিড় করে বলল ব্র্যাডলি, আলতো করে চুমু দিল অ্যানির ঠোঁটে।

বেশ কিছুক্ষণ পর অ্যানিকে ছেড়ে এক পা পিছাল জন। 'তোমার বাবা জানে?' জিজ্ঞেস করল। কাঁপছে গলাটা।

বিষণ্ন হাসল অ্যানি। আস্তে করে মাথা দোলাল। 'বাবা ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। পছন্দ হোক বা না হোক কোন মতামত দেবে না বলে জানিয়েছে। এর বেশি আর কি আমরা আশা করতে পারি, বলো, জন?' ব্র্যাডলির বাহুতে হাত রাখল অ্যানি। 'যাও, বাবার সঙ্গে কথা বলো। আমি সাপার তৈরি করে তোমাদের ডাক দেব।'

বারান্দায় যেতেই হাতের ইশারায় ব্র্যাডলিকে পাশের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল জাজ। বসল ব্র্যাডলি। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। আড়ষ্ট একটা পরিবেশ। দু'জনই সামনের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। ওদের ড্রিঙ্ক দিয়ে আবার কিচেনে ফিরে গেল অ্যানি। গ্লাসের দিকে তাকাল জাজ, চাপা স্বরে বলল, 'পরিস্থিতি এখন যেমন তাতে *টোস্ট করা দরকার। আমি টোস্ট করতে চাইলে আপত্তি আছে তোমার?'

'মোটেও না।'

অন্ধকার উপত্যকার দিকে তাকাল জাজ। চোখে ব্যথাতুর দৃষ্টি। ওই অনুভূতি মানুষটার মধ্যে থেকে কখনোই দূর করা যাবে না। নিচু গলায় বলতে শুরু করল জাজ, 'এই অঞ্চলে বাস করতে হবে তা আমি কখনও ভাবিনি, তবে এলাকাটা ভাল। তোমার বিশ্বাস বা নীতি হয়তো আমার সঙ্গে মিলবে না, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমার নীতি এবং নির্দিষ্ট বিশ্বাস আছে। মিথ্যে বলব না, আমার যদি সাধ্য থাকত তাহলে তোমাকে আমি মেয়ের স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতাম না। ঈশ্বর জানেন, যেমন মানুষ আমি চাই তেমন বুঝি দুনিয়ার বুকে নেই। আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ আমার মেয়ে যাকে স্বামীত্বে বরণ করতে চেয়েছে তার সৎগুণের অন্তত অভাব নেই।'

---

* টোস্ট, শুভ কামনা করে মদ্যপান করা।

আস্তে করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাজ। ব্র্যাডলিও উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে নিশ্চুপ ওদের দেখছে অ্যানি।

ব্র্যাডলিকে আলিঙ্গন করল জাজ। ধীর স্বরে বলল, 'যেমন জীবনে আমি অভ্যস্ত ছিলাম সে জীবন আর কখনোই পাব না। যা পেয়েছি তা যেন হারাতে না হয় সে চেষ্টা করব এখন থেকে। আমার সামনে বেশি দিন নেই। তোমরা তরুণ। আমি আশীর্বাদ করি, তোমরা বড় হও, সুখী হও, সচ্ছন্দে থাকো। তোমাদের জন্যে আমি টোস্ট করব না। আমি টোস্ট করছি তোমাদের সন্তানদের জন্যে।'

হাতের গ্লাসটা মুখের কাছে তুলল জাজ। চুমুক দেয়ার আগে বলল, 'তোমার সন্তানের শুভ কামনা করে, জন ব্র্যাডলি! ওরা যেন আমাদের মতো তিক্ততার মুখোমুখি কখনও না হয়। ঈশ্বর ওদের সুখী করুন।'

অ্যানির চোখে তাকাল ব্র্যাডলি। চুমুক দিল গ্লাসে। কল্পনায় দেখতে পেল বাচ্চাদের নিয়ে বারান্দায় বসে আছে ও, রান্না সেরে ওদের ডাকতে এসেছে অ্যানি। গোলগাল মোটাসোটা সুন্দরী এক গিন্নী। ভাবতে ভাল লাগল ওর।

***

# আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন।

**কলিন চাক্‌মা**

বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রিয় সেবা, আমার শুভেচ্ছা নিয়ো। আমি তোমার নতুন পাঠক। নতুন পাঠক বলতে বয়স দেড় বছর। সেজন্য বেশি বই পড়া হয়নি। আমার সবচেয়ে পছন্দ "ওয়েস্টার্ন" বইগুলো। ওয়েস্টার্ন হলেই হলো, একটাও বাদ দিই না। আমার প্রিয় লেখক হলেন কাজী মায়মুর হোসেন ও কাজি মাহবুব হোসেন। তাঁদের জন্য রইল আমার প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা।

বলতে পারেন, ওয়েস্টার্ন সিরিজের ৪/৫ বছরের পুরনো বইগুলো কোথায় পাব? সেগুলোর দাম কি ন্যায্যমূল্য থেকে বেশি হবে, না কম? আর একটি প্রশ্ন: কাজী মায়মুর হোসেনের পরবর্তী বইয়ের নাম কি?

* স্টকে থাকলে আর কোথাও না পান বাংলাবাজারে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের শো-রূমে পাবেন। ...সাধারণত পুরনো বইয়ের

দাম নতুন বইয়ের চেয়ে বেশি হওয়ার কথা নয়, কমও না। ...আর কাজী মায়মুর হোসেনের আগামী বইয়ের নাম সম্ভবত 'বারুদ'।

**তিতু**

ডাকবাংলা পাড়া, কুড়িগ্রাম।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন। সেবা প্রকাশনীর সামান্য পাঠক ও ভক্ত আমি। যা বলতে চাই তা আমার কবিতায় বলছি।

* দয়া করে গদ্যে বলুন। কবিতা হয়নি।

**রাজ**

হেড পোস্ট অফিস, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০

আমি সেবা'র ওয়েস্টার্ন ও রানা সিরিজের নিয়মিত পাঠক। বিশেষ করে কাজী মায়মুর হোসেনের ওয়েস্টার্ন। আমি তাঁর সবগুলো ওয়েস্টার্ন পড়েছি এবং এইমাত্র "ক্যালিবার .৪৫" বইটি শেষ করে আপনাকে লিখতে বসলাম। বইটি এককথায় চমৎকার। মায়মুর ভাইকে এরকম সুন্দর বই উপহার দেয়ার জন্য আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন। মায়মুর ভাইয়ের প্রতি অনুরোধ, তিনি যেন তাঁর আগামী সব লেখাই রক বেনঁনকে নিয়ে লেখেন।

সবশেষে সেবা'র সাথে জড়িত সকলকে আমার ধন্যবাদ দেবেন।

* দিলাম। এবং সকলের তরফ থেকে আপনাকেও আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

BOIGHAR

**আশরাফুল আলম (টুটুল)**

সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

'দেনা' ও 'রক্তবসনা' দুটি বই একত্রে প্রকাশ করেছেন। প্রথম কাহিনী শেষ না করেই ৭৮ পৃঃ থেকে রক্তবসনা শুরু হয়ে গেছে। অথচ প্রথম প্রকাশিত দেনায় এরকম ছিল না। কারণটা জানাবেন কি?

* গুরুতর ভুল হয়েছিল কম্পিউটার থেকে 'দেনা'র একটা ফাইল হারিয়ে যাওয়ায়। ভুলটা যখন ধরা পড়ে ততক্ষণে কিছু বই বিক্রি হয়ে গেছে। যাই হোক, আপনি ত্রুটিযুক্ত বইটি সেবা প্রকাশনীর হেড অফিসে ফেরত দিলে বইয়ের শেষে 'দেনা'র অবশিষ্ট দেড় ফর্মাযুক্ত একটি বই পাবেন। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি ও আপনাদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।